শ্রীশ্রীমদ্বেদান্তদর্শনম্

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবোপদিষ্টম্
শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণাচার্য্যবিলিখিতম্

শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যম্

শ্রীশ্রীরসিকানন্দভাষ্য সমন্বিতম্
শ্রীশ্রীরাধাচরণচন্দ্রিকানুবাদ সহিতঞ্চ
দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

অশেষশাস্ত্রাধ্যাপকাচার্য্য শ্রীমৎ কৃষ্ণচরণদাস ন্যায়াচার্য্য মহোদয়ৈরবলোকিতম্
শ্রীকুণ্ডতটাশ্রয়ি শ্রীআনন্দগোপাল বেদান্ততীর্থেন
সম্পাদিতং প্রকাশিতঞ্চ।

স্থানম্

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা — শ্রীমদ্ ভাগবত বিদ্যালয়ম্

১৪০৪ বঙ্গাব্দম্ — রাধানগর কলোনী, শ্রীরাধাকুণ্ড।

এই শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্য গ্রন্থখানা নিম্নলিখিত চারিজনের স্বাক্ষর যুক্ত আবেদন পত্রে বিনামূল্যে পাইবেন।

১। শ্রীআনন্দগোপালজী রাধাকুণ্ড।

২। শ্রীহরিভক্তজী শাস্ত্রী বাগবুন্দেলা, বৃন্দাবন।

৩। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজী শাস্ত্রী ইমলিতলা, বৃন্দাবন।

৪। শ্রীশশীমোহনজী মহারাজ শৃঙ্গারবট, বৃন্দাবন।

মুদ্রক :—শ্রীহরিনাম প্রেস, বৃন্দাবন।

ফোন নং ৪৪২৪১৫

বিঃ দ্রঃ— শ্রীমদ্ বেদান্তদর্শন গোবিন্দভাষ্য প্রথম খণ্ড

সম্পাদকের নিকট প্রাপ্তব্য— ভিক্ষা—২২৫·০০ টাকা

নিবেদন

॥ শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দো জয়তি ॥

অবিচিন্ত্য মহাশক্তি সমাশ্রয় স্বশক্ত্যেকসহায় জগদুদয় স্থিতি সংযমাদি সর্ব্বকর্ত্তা স্বেতর সর্ব্ব নিয়ামক সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ভক্ত বাৎসল্যাদি অনন্ত দিব্য গুণমণিগণসমলঙ্কৃত শ্রীবিগ্রহ উপনিষৎ প্রাণ বল্লভ শ্রীরাধালঙ্কৃতবামভাগ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব জীউর শুভ প্রেরণায়, এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবজীউর শ্রীচরণারবিন্দমকরন্দাস্বাদি করুনাবরুণালয় শ্রীমদ্ বৈষ্ণববৃন্দের করুণায় "শ্রীমদ্ বেদান্তদর্শন শ্রীশ্রী-গোবিন্দভষ্য ও শ্রীরাধাচরণচন্দ্রিকা" বঙ্গানুবাদসহ দ্বিতীয়াধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইলেন

প্রকাশ বিষয়ে শ্রীধামবৃন্দাবন বাসৈকজীবাতু পণ্ডিত কুল গৌরব শ্রীমৎ হরিভক্ত দাস শাস্ত্রী কাব্য ব্যাকরণ বৈষ্ণবদর্শন তীর্থ প্রধানাচার্য্য শ্রীশ্যামানন্দ সংস্কৃত বিদ্যালয় বৃন্দাবন. মহাশয়ের উৎসাই সর্ব্ব প্রথম। সুতরাং শ্রীমৎপণ্ডিত মহোদয়ের সবিধে সর্ব্বতোভাবে এই দীন সম্পাদক চির ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

অপর নিগমসাগম পারঙ্গম বৈদান্তিক শিরোমণি শ্রীশ্যামানন্দিকাচ্যি প্রবর মদীয় গুরুবর্য্য অনন্ত শ্রীসমলঙ্কৃত শ্রীমৎ কানাইলাল পঞ্চ তীর্থ, অধ্যক্ষ রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় নবদ্বীপ মহোদয়ের করুণাশীর্ব্বাদই আমার এই জীবনের পাথেয়।

শ্রীধামবৃন্দাবনবাসী শ্রীমান নারায়ণ দাস অগ্রবাল এই মহাগৌরব বিমণ্ডিত শ্রীগ্রন্থ প্রকাশের পূর্ণ সহায়তা করিয়া বৈষ্ণব জগতের প্রভূত উপকার করিয়া শ্রীগোবিন্দদেব চরণানুরাগি বৈষ্ণবগণের অহৈতুকীকৃপার ভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই, শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীচরণে শ্রীমানের সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল কামনা করি।

কেশীঘাট শ্রীগৌড়েশ্বর ঠৌরের শ্রীমহান্ত শ্রীশ্যামানন্দ দাসজী মহারাজ, এবং শ্রীমান মদন মোহন দাস ব্যাকরণ তীর্থ ভাগবতাচার্য্য শ্রীব্রজগোপাল দাস ব্যাকরণ তীর্থ ভাগবতাচার্য্য প্রভৃতি শ্রীগুরুভ্রাতৃ বৃন্দের সহায়তাও চির স্মরণীয়।

ইতি—

সম্পাদকস্য

শ্রীধামনবদ্বীপ নিবাসি-প্রেমধর্ম্মপরিষদ প্রতিষ্ঠাতা
ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যাতা, বহু শ্রীভক্তিগ্রন্থ প্রকাশক,
পণ্ডিত প্রবর শ্রীগৌরধাম আশ্রমের শ্রীমহান্ত
শ্রীমদ্ ভগবান দাসজী কাব্যতীর্থ
ভাগবত ভূষণ দাদাজী মহারাজের
আশীর্ব্বাণী।

জয় নিতাই চাঁদ! জয় জয় শ্রীরাধে !!

শ্রীরাধাকুণ্ডাশ্রয়ি আমাদের পরম প্রিয় অনুজোপম সুপণ্ডিত শ্রীআনন্দ গোপাল শাস্ত্রী ব্যাকরণ বেদান্ত বৈষ্ণবদর্থন তীর্থ সম্পাদিত বেদান্তদর্শনের "শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যের শ্রীশ্রীরসিকানন্দভাষ্য সংস্কৃত, ও শ্রীশ্রীরাধাচরণ চন্দ্রিকা" নামক বঙ্গভাষানুবাদ গ্রন্থের ১খণ্ড শ্রদ্ধোপহার পাইয়া অহো সৌভাগ্য মনে করিতেছি।

যদ্যপি বৈষ্ণবের কমবেশী বেদান্ত বোধ প্রয়োজন, কিন্তু আমি এবিষয়ে একেবারে মুর্খ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবে সান্তনার বিষয় যে বর্ত্তমানে অপ্রতিদ্বন্দী দার্শনিক সুপণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপ ধামস্থ রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বৈষ্ণবদর্শনের অধ্যাপক শ্রীমৎ কানাইলাল অধিকারী পঞ্চতীর্থ (সর্ব্ববিষয়ে স্বর্ণপদক) মহাশয়ের তথা অন্যান্য বেশকিছু সুপণ্ডিত ও মহাত্মার সান্নিধ্যাদিতে ধন্য এবং জন্মান্তরেও লোলুপ রহিলাম বেদান্ত ও ভক্তিগ্রন্থ আস্বাদনের জন্য।

অস্তু শ্রীআনন্দগোপাল শাস্ত্রিজির সম্পাদনা সুধীজনের সংগ্রহনীয় নিঃসন্দেহ শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দদেবের শ্রীচরণে পণ্ডিতজীর সর্ব্বাঙ্গীন অভ্যুদয় প্রার্থনা করি।

শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাকণাভিক্ষু
শ্রীভগবান দাস

৩১শে শ্রাবণ ১৪০৩

শ্রীকেশীঘাটঠোর নিবাসি মদীয় সতীর্থ শ্রীমান্ মদনমোহন দাস ব্যাকরণতীর্থ ভাগবতাচার্য্য ভক্তিস্তমস্তক মহাশয়ের নিবেদন—

সর্ব্ববেদান্তাচার্য্য আমার বিদ্যাগুরু শ্রীরাধাকুণ্ড নিবাসি বহুবিষয়ে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল শাস্ত্রী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব। আমাদের সম্প্রদায়ে যে অপূর্ব্বসম্পদ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দ-দেবের মুখনিসৃত শ্রীগোবিন্দভাষ্য টীকা ও অনুবাদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ করতঃ আস্বাদন করাইয়াছেন তাহাতে আমরা ধন্য। আমি তাঁর অন্যতম ছাত্র এবং তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। "জয় নিতাই গৌর"

১২ই শ্রাবণ
১৪০৪

শ্রীমদনমোহন দাস
কেশীঘাটঠোর, বৃন্দাবন

অস্মদীয় বিদ্যাগুরুবর্য্যাণামখিল নিগমাগম পারঙ্গম নিখিল শ্রীবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সাম্রাজ্য চক্রবর্ত্তি চূড়ামণি শ্রীশ্যামানন্দিকার্ষি সম্প্রদায়াচার্য্য প্রাক্তন নবদ্বীপীয় রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়াধ্যক্ষ পদালঙ্কৃতানাং

শ্রীমৎ কানাইলাল পঞ্চতীর্থাচার্য্যবর্য্যানাং শুভাশী ঃ—

শ্রীশ্রীরাধা শ্যামসুন্দরৌ জয়তঃ"

আনন্দলীলাময় বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবি সুন্দরায় ।
তস্মৈ মহা প্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥

শ্রীমান্ পরমাদরণীয়ঃ সর্ব্ববেদান্ত বিদ্বান্ শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যঃ শ্রীভাগবততত্ত্বনিধিঃ পরমকল্যাণীয়-মদীয় স্নেহ শ্রদ্ধা প্রীতিভাজন আনন্দ গোপাল বেদান্ত শাস্ত্রিমহোদয়ো বৈষ্ণবদর্শন তীর্থ-বেদান্ত তীর্থ পরীক্ষাসু সর্ব্বপ্রথম স্থানাধিকারী সন্ স্বর্নপদকাদি প্রাপ্তোভক্তিসাম্রাজ্যস্য কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপো জাতশ্চ ।

ইতঃ প্রাক্ শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যস্য শ্রীশ্রীরসিকানন্দভাষ্যং বিরচয্য প্রথমাধ্যায়ং মুদ্রয়িত্বা প্রকাশিতশ্চ, অধুনা দ্বিতীয়াধ্যায়স্য সটীক বঙ্গভাষানুবাদঃ প্রকাশোন্মুখো জাতঃ কেনচিৎ বদান্যবর প্রকাশক দ্বারা ।

তত্র পাঠকানা সুখ বোধায় ময়া কিঞ্চিদুচ্যতে-সমন্বয়াবিরোধ সাধন ফলরূপাধ্যায় চতুষ্টয়াত্মকে শ্রুতিমৌলি বেদান্ত দর্শনে শ্রীশ্রীগোবিন্দ ভাষ্যস্য প্রথম সমন্বয়াধ্যায়ে জিজ্ঞাস্য পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণোঽনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণ ইতি উত্তরপক্ষাশ্রিত-শ্রুতিরত্নমালাভিঃ সুপরীক্ষিতে, সুসিদ্ধান্তস্থাপিতেঽপি পুনরবিরোধাখ্য দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমপাদে স্থুণানিখুননন্যায়েন নিরীশ্বর সাংখ্যস্মৃতি—তর্কথতর্ক—ন্যায়বৈশেষিকাদিভিঃ স্বপক্ষে (সমন্বয়পক্ষে) উত্থাপিত বিরোধপরিহার পূর্ব্বকঃ, দ্বিতীয়পাদে সাংখ্য ন্যায় বৌদ্ধ জৈন শৈব শাক্তমতবাদীনাং দুর্যুক্তি সমন্বিত মতবাদ খণ্ডনেনোত্তর পক্ষে বেদান্ত সমন্বয়ঃ স্থাপিতোঽভূৎ ।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ে পাদে সর্ব্বেশ্বরাৎ তত্ত্বানামুৎপত্তিস্তত্রৈব তেষাং বিলয়শ্চ সমাধিতঃ । পরন্তু জীবানামনুৎপত্তিঃ, জ্ঞানস্বরূপোঽপি জ্ঞাতৃঃ, অণুপরিমাণকাঃ জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বদেহ ব্যাপ্তিনঃ । জীবস্য কর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মাংশতা, মৎস্যাদ্যবতারাণাং সাক্ষাদীশ্বরত্বম্ অদৃষ্টাদি হেতুক জীববৈচিত্রী' ইত্যাদি বর্ণিতম্ ।

অস্য চতুর্থে পদে-প্রা-বিষয়ক শ্রুতি বিরোধ সমাধান দৃশ্যতে- তত্র মুখ্যপ্রাণাদি পঞ্চকঃ, গৌণ চক্ষুরাদীন্দ্রিয় গণঃ । প্রাণোৎপত্তিঃ, প্রাণেঽণুঃ প্রাঃ শ্রেষ্ঠঃ বায়োঃ ক্রিয়া জীবস্যোপকরণঃ পঞ্চবৃত্তিমনঃ, অন্তরেন্দ্রিয়ঃ শ্রেষ্ঠশ্চঃ । জ্যোতিরাদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবঃ, ততো ভূতানাং পঞ্চীকরণ মিত্যাদি শ্রুতি সংবাদেন মীমাংসিত মিতি ।

অথ শ্রীগোবিন্দ চরণারবিন্দে প্রার্থ্যতে যৎ শ্রীমান্ বেদান্ত শাস্ত্রি মহোদয়ঃ সপরিকর বদান্য প্রকাশক মহোদয়শ্চ সর্ব্বাঙ্গিন কুশলাবস্থানেন শ্রীভগবদ্ ভজনরতঃ সন্ ঈদৃশ বহু শাস্ত্ররাজি প্রকাশনেন দীর্ঘায়ুশ্চ লভেতামিতি শম্ ।

১৪০৩ বঙ্গাব্দীয়
শ্রীগৌরজন্ম বাসরঃ

নিবেদক ঃ
শ্রীধামরজঃ প্রার্থী—শ্রীকানাই লাল অধিকারী

শ্রীধামবৃন্দাবনবাসৈকনিষ্ঠ পণ্ডিতবর্য্য কাব্য ব্যাকরণ বৈষ্ণবদর্শন বেদান্ততীর্থাদ্যুপাধ্যলঙ্কৃতানাং

শ্রীমল্লক্ষ্মীনারায়ণ দাস শাস্ত্রি মহোদয়ানাং

প্রশস্তিরিয়ম্ ।

"শ্রীশ্রীগুরুচরণ কমলেভ্যো নমো নমঃ"

শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত বেদান্ত সূত্রস্য শ্রীগোবিন্দভাষ্য রচয়িতারো বিদ্বৎপ্রবর শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ পাদাঃ। শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায় পূর্ব্বতনাচার্য্যাঃ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন শ্রীজীব গোস্বামি প্রভৃতয়ো নিষ্প্রয়োজনানুরোধেন সম্প্রদায়ি ভাষ্যগ্রন্থা ন নির্ম্মিতাঃ ।

কার মেতৎ—শ্রীমদ্বেদান্ত সূত্রস্য মুখ্যতম ভাষ্যরূপ নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং শ্রীমদ্ ভাগবতস্য সাক্ষাদ্ বিদ্যমানত্বাৎ। শ্রীমদ্ভাগবতস্য মুখতম তাৎপর্য্য মূলক সিদ্ধান্তমেতৎ—(শ্রীভা॰ টী॰ ১।১।১। শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী) আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয় স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূ-বর্গেণ যা কল্পিতা শাস্ত্রংভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত সারগর্ভাংশ শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ে পারকীয় রসং সুস্পষ্টরূপেণ পরমহংসকুল চূড়ামণিনা শ্রীশুক দবেনাসংখ্য ঋষি মুনীনাং সমক্ষেঽশেষবিশেষরূপেণ বর্ণিতঃ। উক্তঃ পারকীয় ভাবানুগত্যে উপাসনা শ্রীমদ্রূপগোস্বামি প্রভুবরেণাপি স্বকীয় শ্রীমদ্ ভক্তিরসামৃত সিন্ধুগ্রন্থাদাবশেষ বিশেষরূপেণাপি সুবর্ণিতঃ। অতঃ পৃথক্ ভাষ্যকরণং নিষ্প্রয়োজনমতো ন কৃতমিতি।

কিন্তু পরবর্ত্তিকালে চতুঃ সম্প্রদায়ানুরোধে পৃথক্ ভাষ্য করণে প্রয়োজনমভবৎ। তদর্থং তৎকালীনেন শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয়েন প্রেরিতেন তথা শ্রীজয়পুরস্থ শ্রীগোবিন্দদেবস্যাজ্ঞাবলম্ব্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ পাদেন শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যগ্রন্থঃ প্রকাশিতঃ। ভাষ্যে শ্রীবেদান্ত সূত্রস্যাশেষ বিশেষ প্রাঞ্জলরূপেণ ব্যাখ্যানেন জগত্যেকোঽমূল্যরত্নমদদাদিতি। অধুনা স্বসম্প্রদায়ে শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য গ্রন্থো দুর্ল্লভ স্তথাদুষ্প্রাপ্যে ভূতে সর্ব্বেষামসুলভতয়া ইত্যনুচিন্ত্য সর্ব্বেষাং সুলভতয়া প্রাপ্ত্যর্থং শ্রীযুক্তানন্দ গোপাল বেদান্ততীর্থেন তদীয়াশেষ পরিশ্রমেণ প্রয়াসেন চ প্রকাশিতঃ। এতেন শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়স্য পরমোপকারঃ সাধিতঃ। এষগ্রন্থঃ পুনরুদ্ধারঃ প্রকাশন বিষয়ে চ পণ্ডিত মহাশয়ো বিশেষ সাহসিকতায়াঃ পরিচয়ং প্রদত্তঃ। এতদর্থ মহমান্তরিক ধন্যবাদ পুরঃ সরং জ্ঞাপয়ামি শ্রীগোস্বামিশাস্ত্রে বিশেষরূপেণ ব্যুৎপত্তিং লব্ধা জগতি কৃতিত্বশালী ভবতু ইত্যলম্

৬ই শ্রাবণ

১৪০৪ বাং

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস শাস্ত্রী

বৃন্দাবন ।

—ঃ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য সূত্র সূচী ঃ—

সূত্রাণি	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
অংশোনানাব্যপদেশাৎ	৫৫৭
অকরণত্বাচ্চ ন দোষঃ	৬৪২
অসঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ	২৬৮
অণবশ্চ	৬৩০
অণুশ্চ	৬৪৯
অদৃষ্টানিয়মাৎ	৬০৫
অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ	১৩৭
অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ	৪০৪
অনুজ্ঞা পরিহারৌ	৫৯৬
অনুস্মৃতেশ্চ	৩২৬
অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা	৪০৭
অন্তরা বিজ্ঞানমনসী	৪৬৩
অন্ত্যাবস্থিতেঃ	৩৮৪
অন্যত্রাভাবাচ্চ	২৬১
অন্যথানুমিতৌ চ	২৭১
অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্ত-	২৯৮
অপিস্মর্য্যতে	৫৬৭
অপীতৌ তদ্বৎ	৬১
অভিমানিব্যপদেশস্তু	৪৫
অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্	৬০৭
অভ্যুপগমেপ্যর্থাভাবাৎ	২৬২
অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি-	৫০০
অবিরোধশ্চন্দনবৎ	৪৯৯
অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ	১৫৭
অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো-	৩১৩

সূত্রাণি	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
অসদিতিচেন্ন-	৫৭
অসদ্ব্যপদেশান্নেতি-	১২১
অসম্ভতেশ্চাব্যতিকরঃ	৬০০
অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ	৪৪২
অস্তি তু	৪২৯
আকাশে চাবিশেষাৎ	৩২১
আত্মনিচৈবং বিচিত্রাশ্চহি	১৮২
আপঃ	৪৫০
আভাস এব চ	৬০১
ইতরব্যপদেশাদ্ধিতা	২৩৫
ইতরেতর প্রত্যয়ত্বাদিতি	৩০৯
ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ	২৪
উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্	৪৮৫
উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধঃ	৩১১
উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ	৪১০
উদাসীনানাপি-	৩৩৪
উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে	২২৫
উপলব্ধিবদনিয়মঃ	৫৩২
উপসংহারদর্শনান্নেতি-	১৫৯
উপাদানাৎ	৫২৭
উভয়থা চ দোষাৎ	২৯৮
উভয়থা চ দোষাৎ	৩১৮
উভয়থাপি ন কর্ম্মস্তদভাবাৎ	২৮৭
এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতা	৪৩৯
এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ	২৯

সূত্রাণি	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা-	৮০
এবং চাত্মকাৎস্ন্যম্	৩৮১
করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ	৪০৫
কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ	৫২৩
কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু	৫৫১
কৃৎস্ন প্রসক্তিনিরবয়বশব্দ	১৬৪
ক্ষণিকত্বাচ্চ	৩৫১
গুণাদ্বালোকবৎ	৫০১
গৌণ্যাসম্ভবাৎ	৬১৬
গৌণ্যাসম্ভবাচ্ছব্দাচ্চ	৪৩০
চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহ-	৬৪০
চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু	৪৬৮
জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু	৬৫২
জ্ঞোঽত এব	৪৮২
ত ইন্দ্রিরাণি তদ্ব্যপদেশা	৬৬০
তৎ পূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ	৬১৯
তৎ প্রাক্‌শ্রুতেশ্চ	৬১৮
তথা প্রাণাঃ	৬১৪
তদনন্যত্বমারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ	৯০
তদভিধ্যানাদেব	৪৯
তদ্‌গুণসারত্বাৎ	৫১০
তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথা	৬৮
তস্য চ নিত্যত্বাৎ	৬৫৭
তেজোঽতস্তথা হ্যাহ	৪৪৮
দৃশ্যতে তু	৫২
দেবাদিবদিতি লোকে	১৬২
ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি	২১৭
ন চ কর্ত্তুঃ করণম্	৪১৩
ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধঃ	৩৮২
ন তু দৃষ্টান্তাভাবাৎ	৬৩

সূত্রাণি	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ	২০২
ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ	৩৫০
ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ	৬৩৫
ন বিয়দশ্রুতেঃ	৪১৭
ন বিলক্ষণত্বাদস্য	৩৯
নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি	৪৯৫
নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চতাভ্যঃ	৪৭৩
নাভাব উপলব্ধেঃ	৩৪৩
নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ	৩৩০
নিত্যমেব চ ভাবাৎ	২৯৬
নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধি	৫১৮
নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ	৩৭৫
পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে	৬৪৫
পটবচ্চ	১২৮
পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ	৩৯০
পয়েঽম্বুবচ্চেত্তত্রাপি	২৫৭
পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ	৫৪৯
পুংস্ত্বাদিবত্তস্য	৫১৩
পুরুষাশ্মবদিতিচেত্তত্রাপি	২৬৬
পৃথগুপদেশাৎ	৫০৬
পৃথিব্যধিকাররূপ	৪৫৩
প্রকাশাদিবন্নৈবংপরঃ	৫৭২
প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেক	৪৩৪
প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানি	৩১৫
প্রদেশাদিতিচেন্নান্তর্ভাবাৎ	৬০৮
প্রবৃত্তেশ্চ	২৫৩
প্রাণবতা শব্দাৎ	৬৫৫
ভাবেচোপলব্ধেঃ	১০৫
ভেদশ্রুতেঃ	৬৬১
ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ	৮৪

সূত্রাণি	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
মন্ত্রবর্ণাৎ	৫৬৬
মহদ্দীর্ঘবদ্বাহ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্	২৮২
মাংস দিভৌমম্	৬৭৭
যথা চ তক্ষোভয়থা	৫৩৭
যথা চ প্রাণাদিঃ	১৩০
যাবদাত্মভাবিতাচ্চ	৫১১
যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো	৪৩৬
যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ	১২৪
রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্	২৫১
রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়োদর্শনাৎ	২৯৭
লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্	২০৫
বিকরণত্বান্নেতিচেত্তদুক্তম্	১৯৬
বিজ্ঞানাদিভাবে বা-	৪১৪
বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত	৪৬১
বিপ্রতিষেধাচ্চ	২৭২
বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্	৪১৫
বিহারোপদেশাৎ	৫২৬
বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ	৩৪৯
বৈলক্ষণ্যাচ্চ	৬৬২
বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাস্তদ্বাদঃ	৬৭৯
বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন	২১৩
ব্যতিরেকানবস্থিতেঃ	২৫৯
ব্যতিরেকো গন্ধবৎ	৫০৩

সূত্রাণি	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
ব্যপদেশাচ্চক্রিয়ায়াম্	৫২৮
শব্দেভ্যশ্চ	৪৩৫
শক্তিবিপর্য্যয়াৎ	৫৩৩
শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ	১৬৮
শ্রেষ্ঠশ্চ	৬৩২
সংজ্ঞামূর্ত্তিক৯প্তিস্তু	৬৭০
সত্ত্বাচ্চাবরস্য	১১৭
সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাচ্চ	৬২২
সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ	২৯৩
সমাধ্যভাবাচ্চ	৫৩৫
সমুদায়উভয়হেতুকোঽপি	৩০৬
সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ	৪০৩
সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ	৩৫৫
সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ	২৩৪
সর্ব্বোপেতা চতদ্দর্শনাৎ	১৮৯
স্মরন্তি চ	৫৭৬
স্মৃত্যনবকাশদোসপ্রসঙ্গঃ	৮
স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ	৪৩৩
স্বপক্ষে দোষাচ্চ	৬৫
স্বপক্ষে দোষাচ্চ	১৮৬
স্বশব্দোন্মানাভ্যাং	৪৯৭
স্বাত্মনাচোত্তরয়োঃ	৪৯১
হস্তাদয়স্তুস্থিতোঽতোনৈব	৬২৫

ইতি দ্বিতীয়স্য সূত্র সূচী সমাপ্তা

তৃতীয়াধ্যায়স্যাধিকরণ সূচী

	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ		পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
অংশাধি॰	৫৫৬	প্রতিজ্ঞাহান্যধি॰	৪৩৪
অদৃষ্টানিয়মাধি॰	৬০৩	প্রাণশ্রেষ্ঠাধি॰	৬৩১
অধিকাধি॰	১৩৭	প্রাণাণুত্বাধি	৬২৯
অভাবাধি॰	৩৩৭	প্রাণোৎপত্যধি॰	৬১১
অবধি॰	৪৪৯	ভক্তপক্ষতাতাধি॰	২২৩
অসম্ভবাধি॰	৪৪১	মৎস্যাধি॰	৫৭০
আত্মাধি॰	৪৭২	মহদ্দীর্ঘাধি॰	২৭৬
আরম্ভণাধি॰	৮৬	মাতরিশ্বাধি॰	৪৩৯
ইতরব্যপদেশাধি॰	১৩৩	যোগপ্রত্যুক্তাধি॰	২৬
ইন্দ্রিয়াধি॰	৬৫৯	রচনানুপপত্তাধি॰	২৪০
উৎক্রান্তিগত্য॰	৪৮৪	লীলাকৈবল্যাধি॰	২০২
উৎপত্ত্যসম্ভবাধি॰	৪১০	বায়ুক্রিয়াধি॰	৬৩৪
একস্মিন্নসম্ভবাধি॰	৩৬৮	বিকরণত্বাধি॰	১৯৪
কর্ত্রাধি॰	৫২১	বিয়দধি॰	৪২৩
চরাচরব্যপাধি॰	৪৬৭	বিয়দুৎপত্ত্যধি॰	৩২৯
জীবোপকরণত্বাধি॰	৬৩৯	বিলক্ষণত্বাধি॰	৩৮
জ্ঞাধি॰	৪৭৯	বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধি	১১২
জ্যোতিরাদ্যধি॰	৬৫০	শব্দমূলাধি॰	১৬৬
তদভিধ্যানাধি॰	৪৫৫	শিষ্টাপরিগ্রহাধি	৭৬
তেজোঽধি॰	৪৪৭	শ্রেষ্ঠাণুত্বাধি	৬৪৮
ন কর্ম্মাবিভাগাধি॰	২১৭	সংজ্ঞামূর্ত্তি॰	৬৬৪
নিত্যোপলব্ধি	৫১৭	সপ্তগত্যধি॰	৬২১
পঞ্চবৃত্ত্যধি	৬৪৪	সমুদায়াধি॰	৩০১
পত্যধিকরণং	৩৮৮	সর্ব্বথানুপপত্ত্যধি	৩৫২
পরায়ত্বাধি	৫৪৮	সর্ব্বধর্ম্মোপপত্যধি॰	২৩৪
পৃথগুপদেশাধি॰	৫০৫	সর্ব্বোপেতাধি॰	১৮৭
পৃথিব্যধি॰	৪৫২	স্মৃত্যধি॰	২

* শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণো জয়তি *

শ্রীশ্রীবেদান্তদর্শনম্

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিতম্

শ্রীমদ্‌গোবিন্দভাষ্যম্

ওঁ নমঃ পূর্ণপ্রমিতয়ে শ্রীগোবিন্দায়

দুর্যুক্তিকদ্রোণজবাণবিক্ষতং পরীক্ষিতং যঃ স্ফুটমুত্তরাশ্রয়ম্ ।
সুদর্শনেন শ্রুতিমৌলিমব্যথং ব্যধাৎ স কৃষ্ণঃ প্রভুরস্তু মে গতিঃ ॥

শ্রীশ্রীরসিকানন্দভাষ্যম্

শ্রীগৌরসুন্দরং বন্দেসর্ব্বকারণকারণম্ । যৎকৃপালবমাত্রেণ মুকোঽপ্যাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিম্ ॥ রাধালঙ্কৃত-বিগ্রহংরূপসেবিতসুন্দরম্ । গোবিন্দভাষ্যবক্তারং শ্রীগোবিন্দং নমাম্যহম্ ॥ জয়ত্যুপনিষৎ প্রাণবল্লভো-দেবকীসুতঃ । সর্ব্বেসাংশ্রুতিবাক্যানাং যত্রাবিরোধসঙ্গতিঃ ॥ অথনিখিলশাস্ত্র পারঙ্গত শ্রীমদ্ভাষ্যকারাচার্য-প্রভুপাদাঃ শ্রীবাদরায়ণাবির্ভাবিতবেদান্তসূত্রস্যাবিরোধাখ্যং দ্বিতীয়াধ্যায়ং ব্যাখ্যাতুকামা মঙ্গলমাচরন্তি-দুর্যুক্তিকেতি । যঃ সুদর্শনেন দ্রোণজবান বিক্ষতং উত্তরাশ্রয়ং পরীক্ষিতং দুর্যুক্তিক বাণবিক্ষতং শ্রুতিমৌলিং অব্যথংব্যধাৎ, এবম্ভূতঃ সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ মে মম গতিঃ অস্তু,

---

শ্রীশ্রীরাধাচরণচন্দ্রিকা

গোবিন্দকরলালিতা রসিকানন্দবর্দ্ধিনী ।
সর্ব্বেষাং হৃদয়েধার্য্যা রাধাচরণচন্দ্রিকা ॥

যিনি সর্ব্বকারণের কারণ, যাঁহার কৃপা লবমাত্রেই মুক ব্যক্তিও শ্রুতিগণ আবৃত্তি করে সেই শ্রী-গৌরসুন্দরকে বন্দনা করি । উপনিষৎ প্রাণবল্লভ শ্রীদেবকীসুত শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক, যে শ্রীদেবকীসুতে সমস্ত শ্রুতি বাক্যগণের অবিরোধ ভাবে সঙ্গতি হয় । অনন্তর নিখিলশাস্ত্র পারঙ্গত শ্রীমদ্ ভাষ্যকারাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীবাদরায়ণ কর্ত্তৃক আবির্ভাবিত বেদান্তসূত্রের অবিরুদ্ধাখ্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করিবার কামনায় মঙ্গলাচরণ করিতেছেন দুর্যুক্তিক" ইত্যাদি ।

১॥ স্মৃত্যধিকরণম্ ॥

শরণং ভবতু। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবো যথা দ্রোণনন্দনাশ্বত্থামা প্রক্ষিপ্তব্রহ্মশিরাস্ত্রেণ বিক্ষতমভিমন্যুপত্ন্যুত্তরাগর্ভস্থং পরীক্ষিতং কুরুপাণ্ডবানাং বংশবীজস্বরূপমভিমন্যুনন্দনং বিষ্ণুরাতং সুদর্শনেনাস্ত্রেণাব্যথং ব্যথারহিতং ব্যধাৎ কৃতবান্। দুর্যুক্তিকেতি, ধনুর্ব্বেদবিধানগর্হিতাস্ত্রযোজনকারী অশ্বত্থামা, তস্যব্রহ্মশিরাস্ত্রেণবিক্ষতং দগ্ধপ্রায়ং পরীক্ষিতং শ্রীগোবিন্দদেবোরক্ষাঞ্চকার। গর্ভস্থশত্রৌ-ব্রহ্মাস্ত্রপ্রয়োগস্তৎশাস্ত্রবিগর্হিতমিতি তত্রদ্রষ্টব্যম্। শ্রুতিমৌলিম্-শ্রুতয়োবেদশাস্ত্রাঃ তে মৌলিঃ শিরোভূষণং যস্য সঃ। বেদাদিশাস্ত্রবিহিত শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকারিণী ভক্ত্যনুষ্ঠানকারী পরমভক্তেত্যর্থঃ।

অত্র "ভাবিনিভূতবদুপচারঃ" (হ০ না০ ব্যা০ ৩।১৫২) ইতি ন্যায়েন তস্য বেদনিষ্ঠায়া ভণিতিঃ। তথাহি শ্রীভাগ০১।৮।১৩, ব্যসনংবীক্ষ্য তত্তেষাং অনন্যবিষয়াত্মনাম্। সুদর্শনেন স্বাস্ত্রেণ স্বানাং রক্ষাং ব্যধাদ্বিভুঃ॥ অপিচ (১।১২।৭-৮) মাতুর্গর্ভগতোবীরঃ স তদা ভৃগুনন্দন! দদর্শপুরুষং কঞ্চিৎ দহ্যমা-নোঽস্ত্র তেজসা॥ অঙ্গুষ্ঠমাত্রমমলংস্ফুরৎ পুরটমৌলিনম্। অপীব্য দর্শনং শ্যামং তড়িদ্বাসসমচ্যুতম্॥ ইত্যাদি। তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণো যথা স্বভক্তং পরীক্ষিতং দুষ্টদ্রোণেরস্ত্রতঃ রক্ষাঞ্চকার, তথা মামপি কপিল-কণাদবৌদ্ধ জৈনাদীনাং দুর্যুক্তিকাস্ত্রতঃ রক্ষত্বিতিভাবঃ।

যিনি সুদর্শনের দ্বারা দুর্যুক্তিরূপ দ্রোণজ-অশ্বত্থামা, তাঁহার বাণের দ্বারা ক্ষত বিক্ষত, উত্তরার গর্ভাশ্রিত পরীক্ষিতকে সর্ব্বপ্রকার ব্যথা রহিত করিয়াছিলেন, তথা কুবুদ্ধিগণের দুর্যুক্তিরূপ বাণের দ্বারা বিক্ষত বেদশিরোভাগ শ্রুতিগণকে সুদর্শনের দ্বারা ব্যথা কুব্যাখ্যা বর্জিত করিয়াছিলেন এইপ্রকার সর্ব্বেশ্বর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার গতি বা শরণ, আশ্রয় দাতা হউন। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব যে প্রকার দ্রোণাচার্য্যনন্দন অশ্বত্থামা প্রক্ষিপ্ত ব্রহ্মশির নামক অস্ত্রের দ্বারা ক্ষত বিক্ষত অভিমন্যুপত্নী উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান পরীক্ষিত যিনি কুরুপাণ্ডব বংশের বীজ স্বরূপ সেই অভিমন্যুনন্দন বিষ্ণুরাতকে নিজ সুদর্শন নামক দিব্যাস্ত্রের দ্বারা ব্যথা রহিত করিয়াছিলেন।

দুর্যুক্তিক "শব্দের তাৎপর্য্য এই যে ধনুর্ব্বেদশাস্ত্রে যে স্থানে যে অস্ত্রপ্রয়োগের বিধান আছে তাহা লঙ্ঘনকারী; তাদৃশ আচরণ কর্ত্তা অশ্বত্থামা, তাহার ব্রহ্মশিরাস্ত্রের দ্বারা দগ্ধপ্রায় পরীক্ষিতকে শ্রী-গোবিন্দদেব রক্ষা করেন। গর্ভস্থশত্রুর প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগকরা ধনুর্ব্বেদ শাস্ত্রবিগর্হিতকার্য্য, তাহা ঐশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। "শ্রুতিমৌলী" শব্দের তাৎপর্য্য—শ্রুতি-বেদশাস্ত্রসকল শিরোভূষণ যাহার সেই; অর্থাৎ বেদাদিশাস্ত্র বিহিত শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি কারিণী ভক্তি অনুষ্ঠানকারী পরম ভক্ত ইহাই অর্থ। এইস্থলে "যাহা হইবে তাহা হইয়াছে এইপ্রকার উপচার আছে" এই ন্যায়ের দ্বারা পরীক্ষিতের বেদশাস্ত্রে নিষ্ঠা বর্ণনা করা হইল।

প্রথমেঽধ্যায়ে নিরস্তনিখিলদোষোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিরপরিমিতগুণঃ সর্ব্বাত্মাপিসর্ব্ববিলক্ষণো জগন্নিমত্তোপাদনভূতঃ সর্ব্বেশ্বরোবেদান্তবেদ্যঃ সমন্বয়নিরূপণেনোক্তঃ। দ্বিতীয়ে তু স্বপক্ষে

অথবাপক্ষান্তরে ব্যাখ্যা-সঃ শ্রীকৃষ্ণোবাদরায়ণ ভগবান্ ব্যাসদেবঃ প্রভুঃ নিখিলকুমতনিরাকরণক্ষমঃ, মে মম গতিরাশ্রয়োঽস্তু, সঃ কীদৃশঃ ? যঃ শ্রীবাদরায়ণঃ সুদর্শনেন চতুর্লক্ষণীশাস্ত্রেণ ব্রহ্মসূত্রেণ, শ্রুতি-মৌলিং বেদান্তবাক্যগণং অব্যথং পরোক্তদোষগন্ধাস্পৃষ্টং ব্যধাৎ কৃতবান্, স মেগতিরিতি। কীদৃশং শ্রুতিমৌ লিমিত্যপেক্ষায়ামাহ-দুর্যুক্তিকেতি, দুর্যুক্তিকাশ্চত্তারস্তেচ কপিলকণাদবৌদ্ধজৈনাঃ, তএব দ্রোণাঃ কাক-বিশেষাঃ. তথাহ্যমরে—(৩।৩।৪৯) "অথদ্রোণঃ কাকেঽপি" (দাঁড়কাকেতি ভাষা) তেভ্যো জাতেন বাণেন বাক্সমূহেন, তেষাং প্রণীতেন পূর্ব্বপক্ষসমূহেন, বিক্ষতম্-অন্যার্থোদ্ভাবনেন বেদানাং, তৎ প্রতিপাদিত পরতত্ত্বস্যানিত্যত্বনিরূপণেন ব্যাকুলিতমিত্যর্থঃ। পরীক্ষিমিতি, কৃতপরীক্ষং পরব্রহ্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠংনিত্যঞ্চেতি নির্দ্ধারিতম্। উত্তরাশ্রয়ম্ সিদ্ধান্তপ্রতিপাদকমিতি, অর্থাৎ যঃ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণঃ সর্ব্ববেদান্তপ্রতিপাদিতং শ্রীগোবিন্দদেবং কপিলাদীনাং পূর্ব্বপক্ষেণান্যথাকৃতং বেদান্তসূত্রেণোদ্ধরং প্রদাপ্য সর্ব্বারাধ্যং প্রতিপাদয়ামাস স মে শরণমস্তু। ইতি মঙ্গলাচরণম্।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—বিভু সর্ব্বব্যাপক শ্রীগোবিন্দদেব সেই অনন্যশরণাগত পাণ্ডবগণের ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা ভয় দেখাইয়া সুদর্শন নামক নিজ অস্ত্রের দ্বারা স্বভক্ত পাণ্ডবগণের রক্ষা করিলেন। পুনরায় বর্ণিত আছে—হে ভৃগুনন্দন! শৌনক! সেইকালে মহাবীর পরীক্ষিত মাতৃগর্ভস্থ অবস্থায় ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে দগ্ধাবস্থায় অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ সর্ব্বপ্রকার মায়াগন্ধ স্পর্শ রহিত দেদীপ্যমান কনককীরিটধারী শুভদর্শন শ্যামবর্ণ পীতাম্বরধারী কোন এক দিব্যপুরুষকে দেখিয়াছিলেন' ইত্যাদি। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকার নিজভক্ত পরীক্ষিতকে দুষ্ট দ্রোণপুত্রের ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন; সেই প্রকার আমাকেও কপিল, কণাদ, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতির দুর্যুক্তিরূপ অস্ত্র হইতে রক্ষা করুন; ইহাই ভাবার্থ।

অথবা—পক্ষান্তরে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা সেই প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বাদরায়ণ ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব, প্রভু, অর্থাৎ নিখিল কুমতনিরাকরণ করিতে সক্ষম তিনি আমার গতি আশ্রয় হউন। তিনি কি প্রকার? তাহা বলিতেছেন—যে শ্রীবাদরায়ণ সুদর্শন অর্থাৎ চতুর্লক্ষণী শাস্ত্র ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা শ্রুতি মৌলি বেদান্ত বাক্যগণকে ব্যথা রহিত-পর-কথিত যে দোষ তাহার গন্ধের স্পর্শ রহিত করেন, তিনি আমার গতি হউন। সেই শ্রুতি মৌলি কি প্রকার? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—দুর্যুক্তিক ইত্যাদি। দুর্যুক্তি চতুর্বিধ— কপিল, কণাদ, বৌদ্ধ ও জৈন, তাহারা দ্রোণ অর্থাৎ দাঁড়কাক বিশেষ; অমর কোষে 'দ্রোণ ও কাক' পর্য্যায়বাচী শব্দ, কপিলাদি হইতে জাত বাণ বাক্যসমূহ, অর্থাৎ তাঁহাদের প্রণীত পূর্ব্ব-পক্ষ সমূহের দ্বারা বিক্ষত, শ্রুতিসকলের ভিন্নার্থ উদ্ভাবন করতঃ বেদশাস্ত্র ও তৎপ্রতিপাদিত পরতত্ত্ব শ্রী-শ্রীগোবিন্দদেবকে অনিত্যত্বাদিরূপে ব্যাকুলিত করিয়াছেন।

স্মৃতিতর্ক বিরোধপরিহারঃ, প্রধানাদিবাদানাং যুক্ত্যাভাসময়ত্বং, সৃষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়ায়াঃ প্রতিবেদান্তমেকবিধ্যঞ্চেত্যয়মর্থনিচয়ো নিরূপ্যতে। তত্রাদৌশ্রুতিবিরোধো নিরস্যতে।

তত্র সংশয়ঃ - সর্ব্বকারণভূতে ব্রহ্মণি দর্শিতঃ সমন্বয়ঃ সাংখ্যস্মৃত্যা বাধ্যতে ন বেতি ?

১। স্মৃত্যধিকরণম্

জগজ্জন্মাদিকারণং শাসকাচিন্ত্যশক্তিমান্। বেদান্তবেদ্য গোবিন্দং সমন্বয়েনিরূপিতম্॥ দ্বিতীয়ে সাংখ্যকপিল বৌদ্ধাদীনাং মতানি তু। নিরাকরোতি সূত্রকৃদ্ভগবান্ বাদরায়ণঃ॥ অথদ্বিতীয়াধ্যয়স্য বর্ণনীয়বিষয়ং নিরূপয়ন্তি শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুচরণাঃ-প্রথমেতি। প্রথমেঽধ্যায়ে সর্ব্বাসাং শ্রুতিবাক্যানাং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে সমন্বয়ো নিরূপিতঃ। তত্র কেষাঞ্চিদ্বাক্যানাং প্রধানাদিপ্রতিপাদনপরত্বেঽপি মুখ্যবৃত্ত্যা তমেব প্রতিপাদ্যতে। তৎ প্রতিপাদন প্রকারস্তস্মিন্ দ্বিতীয়াধ্যায়ে নিরূপয়ন্তীত্যধ্যায়ঃ সঙ্গতিঃ।

নিরূপিতে সমন্বয়াধ্যায়ে সর্ব্বেষাং বেদান্তবাক্যানাং সমন্বয়ো ভরতি ন বেতি বিরোধপরিহারায় দ্বিতীয়াধ্যায়ারম্ভেতি অনয়োরধ্যায়দ্বয়য়োর্বিষয়বিষয়িভাবঃ সম্বন্ধঃ। অস্যাধিকরণস্যাদিমত্বাদধিকরণসঙ্গতিস্তুনাপেক্ষ্যতে। অথসপ্তত্রিংশৎসূত্রকং পঞ্চদশাধিকরণাত্মকং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদস্যব্যাখ্যানমারভন্তে-তত্রাদাবিতি।

বিষয় ঃ – অথদ্বিতীয়াধ্যস্য প্রথমপাদস্য প্রথমস্মৃত্যধিকরণস্য বিষয়াবাক্যসংগ্রহঃ তথাহিশ্বেতাশ্বতরে ৫।২, "ঋষিং প্রসূতং কপিলং জ্ঞানৈ র্বিভর্ত্তিজ্ঞায়মানঞ্চ পশ্যেৎ" ভগবান্ মানবস্রষ্টেরগ্রে জায়মানং ঋষিং কপিলং প্রসূতং তথা ত্রৈকালিকজ্ঞানৈর্বিভর্ত্তিপুষ্ণাতি তং সর্ব্বেশ্বরং পশ্যেদিত্যর্থঃ। কপিলমিতিসুবর্ণবর্ণং, তস্মাৎ সুবর্ণবর্ণঋষিঃ কপিলঃ স্রষ্টেরগ্রে জাতঃসন্ ত্রৈকালিকজ্ঞানং বিভর্ত্তি, নিজপ্রভুং সর্ব্বেশ্বরঞ্চপশ্যতীতি বিষয় বাক্যম্।

পরীক্ষিত—অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা করা, পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং নিত্যরূপে নিদ্ধারণ করা হইয়াছে। উত্তরাশ্রয় সিদ্ধান্ত প্রতিপাদক। অর্থাৎ—যে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ সর্ব্ববেদান্ত প্রতিপাদিত শ্রীগোবিন্দদেবকে কপিলাদি মহর্ষিগণ পূর্ব্বপক্ষ বাক্যের দ্বারা অন্যথা রূপে নিরূপিত, বেদান্ত সূত্রের দ্বারা উত্তর প্রদান করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বারাধ্যরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই ভগবান শ্রীবাদরায়ণ ব্যাসদেবের আমি শরণ গ্রহণ করি। ইতি মঙ্গলাচরণ ব্যাখ্যা।

১। স্মৃত্যধিকরণ ব্যাখ্যা ঃ

যিনি জগৎজন্মাদির কারণ ব্রহ্মাদিশাসক, অচিন্ত্যশক্তিমান্ বেদান্তবেদ্য সেই শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রথম সমন্বয় অধ্যায়ে নিরূপণ করা হইয়াছে। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহর্ষিকপিল প্রণীত সাংখ্যমত এবং বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতির মত সকল সূত্রকার ভগবান শ্রীবাদরায়ণ নিরাকরণ করিতেছেন।

তত্র সতি সাংখ স্মৃতিনির্ব্বিষয়তাপত্তের্ব্বাধঃ স্যাৎ। স্মৃতিঃ খলুকর্ম্মকাণ্ডোদিতার্ন্যগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাণি যথাবৎ স্বীকুর্ব্বতা "ঋষিংপ্রসূতং কপিলম্" (শ্বে০ ৫।২) ইত্যাদিশ্রুতাবাপ্তভাবেন পরমর্ষিণা কপিলেন মোক্ষৈক্যজ্ঞানকাণ্ডার্থোপবৃংহনায় প্রণীতা। "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ"

সংশয় ঃ—এবং স্মৃত্যধিকরণস্য সংশয়বাক্যমবতারয়ন্তি তত্রেতি তত্রসর্ব্বকারণভূতে পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেব যৎ সর্ব্বেষাং বেদান্তবাক্যানাং সমন্বয়ং দর্শিতং তৎ সাংখ্যস্মৃত্যা বাধ তে? অথবা ন বাধ্যতে? অর্থাৎ সাংখ্যস্মৃতি প্রতিপাদিতং প্রধানমেবজগৎকারণমিতি সাংখ্যস্মৃতেরবাধেতি বাদীনামাশয়ঃ। বাধেতি তস্যোপেক্ষাকরণীয়া, ইতি সংশয়বাক্যম্ ॥

পূর্ব্বপক্ষ ঃ—ইত্যেবং সংশয়ে সমুৎপন্নে বাদী পূর্ব্বপক্ষমবতারয়তি-তত্রেতি। তত্র বেদান্তবাক্যে কেবলমাত্র পরব্রহ্মকারণতা স্বীকারে সতি মহর্ষিকপিলপ্রণীতা সাংখ্যস্মৃতি নির্ব্বিষয়তাপত্তের্ব্বাধঃ স্যাৎ। এবং সতি স্মৃতীনাং কা গতিস্তত্রাহ—স্মৃতীতি। ঋষিমিতি কপিলর্ষিংজাতমিতিমত্বা বেদস্তং প্রমাণপুরুষমৃষিমিত্যভিহিতম।

অথ পরমাপ্তমহর্ষি শ্রীকপিল প্রণীত পরমমোক্ষপ্রদং সূত্রমথেতি, অথশব্দোমঙ্গলার্থঃ দুঃখত্রয়বিনাশোপায়ভূতস্তত্ত্ববিমর্শ আশাস্ত্রপূর্ত্তেরধিকৃতো বেদিতব্যঃ। তস্মাচ্ছাস্ত্রমিদং মঙ্গলরূপমিতি। ত্রিবিধমাধ্যা-

---

প্রথম অধ্যায় ব্যাখ্যা করিবার পর দ্বিতীয় অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়সকল শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ নিরূপণ করিয়াছেন - প্রথম" ইত্যাদির দ্বারা। প্রথম অধ্যায়ে নিরস্তনিখিল প্রাকৃতদোষ অচিন্ত্য-অনন্তশক্তিমান অপরিমিত দিব্য গুণগণালঙ্কৃত সর্ব্বাত্মা হইয়াও সর্ব্ববিলক্ষণ পরিদৃশ্যমান জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদানকারণভুত সর্ব্বেশ্বর বেদান্তবেদ্য সমন্বয় অধ্যায় নিরূপণের দ্বারা কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বপক্ষে স্মৃতি তর্ক বিরোধের পরিহার, প্রধানকারণাদি বাদ সমূহের যুক্ত্যাভাসময়ত্ব, সৃষ্ট্যাদি প্রক্রিয়ার প্রতি বেদান্তবাক্যেই একবিধত্ব ইত্যাদি অর্থ নিচয় নিরূপণ করা হইতেছে।

প্রথম অধ্যায়ে শ্রুতিবাক্য সকলের পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে সমন্বয় নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোন বাক্যের প্রধানাদি প্রতিপাদন পরত্ব হইলেও মুখ্যবৃত্তির দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবকেই প্রতিপাদন করিতেছেন; সেই প্রতিপাদন যে প্রকারে হইয়াছে তাহা এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিরূপণ করিতেছেন, ইহাই অধ্যায় সঙ্গতি। প্রথমে নিরূপিত সমন্বয় অধ্যায়ে সকল শ্রুতিবাক্যগণের শ্রীগোবিন্দদেবে সমন্বয় হইতেছে? অথবা হয় নাই? এই বিরোধ পরিহারের নিমিত্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ। এই প্রকারে প্রথম ও দ্বিতীয় এই অধ্যায়দ্বয়ের বিষয় বিষয়ী ভাব সম্বন্ধ সিদ্ধ হইল। এই অধ্যায়ের স্মৃত্যধিকরণই প্রথম অতএব অধিকরণ সঙ্গতির অপেক্ষা নাই।

অনন্তর সপ্তত্রিংশৎ সূত্রসমন্বিত পঞ্চদশ অধিকরণাত্মক দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতেছেন—তত্র ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্তবিষয়বাক্যের মধ্যে শ্রুতিবাক্য সকলের পরস্পর বিরোধ

(সাংসূ॰ ১।১) "ন দৃষ্টার্থসিদ্ধির্নিবৃত্তেরপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ"(সাংসূ১।২) ইত্যাদিভিস্তত্র হ্যচেতনং প্রধানমেব স্বতন্ত্রং জগৎকারণমিত্যাদি নিরূপ্যতে।"বিমুক্তবিমোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য"(সাং সূ॰ ২।১) "অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য" (সাং সূ॰ ৩।৫৯) ইত্যাদিভিঃ। সা চ ব্রহ্মকারণতা

কাধিভৌতিকাধিদৈবিকরূপম্, আত্মানমধিকৃত্য প্রবৃত্তমাধ্যাত্মিকদুঃখং দ্বিবিধং শারীরং মানসঞ্চ, বাতপিত্তাদিবৈষম্যহেতুদুঃখংশারীরম্ কামক্রোধাদিহেতুকং মানসং দুঃখম্। ইদমান্তরোপায়সাধ্যত্বাদাধ্যাত্মিকং, ভূতানি প্রাণিনোঽধিকৃত্যপ্রবৃত্তমাধিভৌতিকম্। ব্যঘ্রচৌরাদ্যুত্থিতমাদিভৌতিকংদুঃখম্। দেবাগ্নিবায্বাদীনামধিকৃত্য প্রবৃত্তমাধিদৈবিকমিতি। যক্ষরাক্ষসগ্রহাদ্যাবেশহেতুকং, দাহ শীতাদ্যুত্থিতঞ্চাধিদৈবিকংদুঃখম্। এতদ্দ্বয়ং বাহ্যোপায়সাধ্যম্। এষাংত্রিবিধদুঃখনাং যাত্যন্তনিবৃত্তিস্থূলসূক্ষ্মসাধারণ্যেন নিঃশেষতোনিবৃত্তিঃ সোঽত্যন্তঃ পরমঃ পুরুষার্থঃ। নিবৃত্তেরাত্যন্তিকত্বন্তু নিবৃত্তস্যদুঃখস্য পুনরনুৎপাদত্বাৎ। পুরুষার্থস্যাত্যন্তত্বং তস্য পুরুষার্থস্য ধ্বংসাভাবরূপত্বেন নিত্যত্বাদিত্যর্থঃ।

নিরসন করিতেছেন। **বিষয়**—দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদের প্রথম স্মৃত্যধিকরণের বিষয়বাক্য সংগ্রহ—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত আছে—স্রষ্টা কপিল ঋষিকে প্রসব করিয়া তাহাকে ত্রৈকালিক জ্ঞানের দ্বারা পোষণ করেন; এবং সর্ব্বেশ্বরকে দর্শন করেন। কপিল অর্থাৎ স্বর্ণের সমান বর্ণ। অতএব সুবর্ণবর্ণ ঋষি কপিল বিশ্বসৃষ্টির অগ্রে জাত হইয়া ত্রৈকালিক জ্ঞান ধারণ করেন এবং নিজপ্রভু সর্ব্বেশ্বরকেও দর্শন করেন; ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয়—এইভাবে স্মৃত্যধিকরণের সংশয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন - তত্র ইত্যাদি। তত্র—প্রথম অধ্যায়ে সর্ব্বকারণস্বরূপ শ্রীগোবিন্দদেবে প্রদর্শিত নিখিল বেদান্তবাক্যগণের সমন্বয় সাংখ্য স্মৃতির দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়? অথবা বাধা প্রাপ্ত হয় না? অর্থাৎ—সাংখ্যস্মৃতি প্রতিপাদিত প্রধানই জগতের কারণ সুতরাং সাংখ্যস্মৃতি কোন প্রকারে বাধা প্রাপ্ত হয় নাই; ইহাই বাদীগণের অভিপ্রায়। বাধা অর্থাৎ তাহার অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা সংশয়বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ—এই প্রকার সংশয় সমুৎপন্ন হইলে পরে বাদীগণ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন 'তত্র' ইত্যাদি। তত্র - বেদান্তবাক্যে কেবলমাত্র ব্রহ্মকারণতা স্বীকার করিলে পরে মহর্ষিকপিল প্রণীত সাংখ্যস্মৃতি নির্বিষয়তা অর্থাৎ বাধা প্রাপ্ত হইয়া পড়ে; সুতরাং কেবল মাত্র ব্রহ্মকারণতা বাদস্বীকার করা সম্ভব নহে। যদি বলেন ব্রহ্মকারণতা স্বীকার করিলে স্মৃতিগণের কি গতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—স্মৃতি ইত্যাদি। স্মৃতিশাস্ত্র কর্ম্মকাণ্ড কথিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসকল যথাবৎ স্বীকার করতঃ;

শ্রুতিবর্ণিত কপিল ঋষি জাত হইয়াছেন ইহা স্বীকার করিয়া বেদ তাহাকে প্রমাণপুরুষ ঋষি বলিয়া অভিহিত করেন ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আপ্তভাবে পরমঋষি কপিলদেব কর্ত্তৃক মোক্ষার্থীগণের নিমিত্ত

কপিলস্মৃত্যবিরোধেন বেদান্তা ব্যাখ্যেয়াঃ। নচৈবং মন্বাদিস্মৃতিনাং নির্ব্বিষয়তা, তাসাং ধর্ম্মপ্রতিপাদন দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডোপবৃংহণে সতি সবিষয়ত্বাদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূতে-

ওঁ॥ স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতিচেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশ দোষপ্রসঙ্গাৎ ॥ওঁ॥ ২।১।১।১

পুরুষার্থস্য অত্যন্তত্বং—তস্য পুরুষার্থস্য ধ্বংসাভাবরূপত্বেন নিত্যত্বাদিত্যর্থঃ। নন্থ দুঃখত্রয়নিবৃত্তৌ বহবো দৃষ্টোপায়াঃ সন্তি; শারীরদুঃখনিবৃত্তয়ে সদ্‌বৈদ্যৈরুপদিষ্টাঃ মহৌষধয়ঃ সন্তি; মানসদুঃখনিবৃত্তয়ে নবান্ন বরবনিতাপ্রভৃতয়ঃ সন্তি; আধিভৌতিক দুঃখনিবৃত্তয়ে নীতিশাস্ত্রাভ্যাসদুর্গাশ্রয়ণাদয়ঃ সন্তি; আধিদৈবিক দুঃখনিবৃত্তয়ে চ শান্তি মণিমন্ত্রাদয়ঃ সন্তিঃ; ইত্যেবং দৃষ্টোপায়েভ্যো দুঃখনিবৃত্তিসিদ্ধৌ শাস্ত্রসাধ্য বহুজন্মসম্পাদ্য চিত্তনিরোধাদৌ কথং সুধিয়া প্রবর্ত্তিতব্যমিতি—

চেৎ তত্রাহ ন ইতি। ন বয়ং দুঃখনিবৃত্তিমাত্রং পুরুষার্থং ব্রূমঃ, কিন্তু তদুৎপত্তিনিবৃত্তিঃ; ঔষধাদিনা তদ্‌দুঃখং ন অবশ্যং নিবর্ত্ততে, যদি বা কথঞ্চিৎ নিবর্ত্তেত, পুনরন্যেন ন ভাব্যমিতি নাস্তি নিয়মঃ। তস্মাৎ শাস্ত্রীয়োপায়াস্তু দুঃখস্যাত্যন্তোচ্ছেদকত্বাৎ অবশ্যাশ্রয়ণীয়া ইতি ভাবঃ। নিরূপ্যতে ইত্যাদি প্রমাণসত্ত্বাৎ ন ব্রহ্ম জগৎকারণমিত্যর্থঃ। বিমুক্ত ইতি, অনিরুদ্ধবৃত্তিঃ "স্বভাববিমুক্ত আত্মা তস্য আভিমানিক-বন্ধ-বিমোক্ষার্থং প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ, জগৎকর্ত্তৃত্বমিত্যর্থঃ।

ন দৃষ্টাৎ—এই দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক বিনাশ শাস্ত্রীয় উপায় ব্যতীত দৃষ্ট—লৌকিক উপায়ে পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না, লৌকিক উপায়ে তাহা নিবৃত্তি হইলেও তাহা আত্যন্তিক নহে, কারণ, আবার সেই দুঃখের বা তাহার সমান দুঃখের পুনরুৎপত্তি দেখা যায়।

শঙ্কা - এইস্থলে আশঙ্কা। দুঃখত্রয় নিবৃত্তির জন্য লৌকিক উপায় বিদ্যমান আছে—যেমন—শারীরিক দুঃখ নিবৃত্তির নিমিত্ত সদ্‌বৈদ্য উপদিষ্ট মহৌষধ সকল বিদ্যমান আছে। মানসিক দুঃখ বিনাশের নিমিত্ত নবান্ন নবযৌবনা বণিতা প্রভৃতি রহিয়াছে। আধিভৌতিক দুঃখ নিবৃত্তির নিমিত্ত নীতি শাস্ত্রের অভ্যাস গিরিদুর্গাদির আশ্রয় করা। আধিদৈবিক দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত শান্তিহোম মণিধারণ, মন্ত্রাদি-জপ করিতে হয়। এই প্রকার লৌকিক উপায়ের দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তিলাভ করিলে, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বহুজন্ম সম্পাদিত চিত্তনিরোধাদি কার্য্যে কোন বুদ্ধিমান প্রবর্ত্তিত হইবে?

সমাধান—এই আশঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন – 'ন' ইত্যাদি। আমরা কেবল দুঃখ নিবৃত্তিমাত্রকেই পুরুষার্থ বলিতেছি না, কিন্তু দুঃখের উৎপত্তির নিবৃত্তি বলিতেছি। ঔষধাদির দ্বারা সেই দুঃখত্রয়ের অবশ্যই নিবৃত্তি হয় না, যদিও বা কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হয়, পুনরায় অন্য হইতে দুঃখের সম্ভাবনা নাই, এই প্রকার কোন নিয়ম নাই।

পরিগ্রহে নির্ব্বিষয়া স্যাৎ। কৃৎস্নায়াস্তস্যাঃ তত্ত্বপ্রতিপত্তিমাত্রবিষয়ত্বাৎ। অতঃ পরমাপ্ত-

---

তত্র বেদান্তবাক্যে কেবলমাত্র ব্রহ্মকারণতা স্বীকারে সতি মহর্ষিকপিল প্রণীতা সাংখ্যস্মৃতির্নির্ব্বিষয়তাপত্তেঃ বাধঃ স্যাৎ। এবং সতি স্মৃতীনাং কা গতিঃ? তত্রাহুঃ—স্মৃতীতি। ঋষিমিতি—কপিলর্ষিং জাতমিতি মত্বা বেদঃ তং প্রমাণপুরুষং ঋষিমিতি অভিহিতম্। অথ পরমাপ্তমহর্ষি শ্রীকপিল প্রণীত পরমমোক্ষপ্রদং সূত্রম্—অথেতি। অথ শব্দো মঙ্গলার্থঃ; দুঃখত্রয়বিনাশোপায়ভূতঃ তত্ত্ববিমর্শঃ আশাস্ত্র পূর্ত্তেরধিকৃতো বেদিতব্যঃ। তস্মাৎ শাস্ত্রমিদং মঙ্গলরূপমিতি।

ত্রিবিধম্—আধ্যাত্মিক-আধিভৌতিক-আধিদৈবিকরূপম্; আত্মানমধিকৃত্য প্রবৃত্তং আধ্যাত্মিক দুঃখং দ্বিবিধং শারীরং মানসঞ্চ; বাত-পিত্তাদিবৈষম্যহেতুদুঃখং শারীরম্। কাম ক্রোধাদিহেতুকং মানসং ইদম্ আন্তরোপায়সাধ্যত্বাৎ আধ্যাত্মিকম্। ভূতানি-প্রাণিনঃ আধিকৃত্য প্রবৃত্তং আধিভৌতিকম্। ব্যাঘ্র-চোরাদি উত্থিতং আধিভৌতিকং দুঃখম্। দেবাগ্নিবায্বাদীনামধিকৃত্য প্রবৃত্তং আধিদৈবিকমিতি; যক্ষ রাক্ষস গ্রহাদ্যাবেশ হেতুকং দাহ শীতাদ্যুত্থিতঞ্চ আধিদৈবিকং দুঃখম্। এতদ্দ্বয়ং বাহ্যোপায়সাধ্যম্। এষাং ত্রিবিধদুঃখানাং যা অত্যন্তনিবৃত্তিঃ স্থূল সূক্ষ্ম সাধারণ্যেন নিঃশেষতো নিবৃত্তিঃ সঃ অত্যন্তঃ পরমঃ পুরুষার্থঃ। নিবৃত্তেরাত্যন্তিকত্বং-তু নিবৃত্তস্য দুঃখস্য পুনরনুৎপাদত্বাৎ।

জ্ঞানকাণ্ডার্থ পরিবর্দ্ধনের নিমিত্ত সূত্র প্রণয়ন করেন তাহা এই প্রকার—পরমাপ্ত মহর্ষি শ্রীকপিলদেব প্রণীত পরমমোক্ষপ্রদ সূত্র - অথ' ইত্যাদি। অথ—শব্দের মঙ্গল অর্থ; দুঃখত্রয় বিনাশের উপায় ভূত তত্ত্বের বিচার সমগ্র শাস্ত্র অধিকৃত হইয়াছে. তাহা জানিতে হইবে' সুতরাং এই শাস্ত্র সম্পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ। ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ দুঃখ।

আত্মাকে অধিকার করিয়া প্রবৃত্ত যে দুঃখ তাহা আধ্যাত্মিক দুঃখ, তাহা দ্বিবিধ, শারীরিক ও মানসিক, বাত-পিত্তাদি বৈষম্য হেতু যে দুঃখ হয় তাহা শারীরিক, কাম ক্রোধাদিহেতু যে দুঃখ হয় তাহা মানসিক, ইহা আন্তরোপায় সাধ্য হেতু আধ্যাত্মিক দুঃখ। ভূত-প্রাণিগণকে অধিকার করিয়া যে দুঃখ উপস্থিত হয় তাহা আধিভৌতিক দুঃখ।

ব্যাঘ্র চৌরাদিদ্বারা উত্থিত দুঃখের নাম আধিভৌতিক। দেবতা অগ্নি বায়ু প্রভৃতিকে অধিকার করিয়া যে দুঃখ প্রবৃত্ত হয় তাহা আধিদৈবিক দুঃখ। যক্ষ রাক্ষস গ্রহাদির আবেশ জাত, দাহ শীতগ্রীষ্মাদি উত্থিত যে দুঃখ তাহা আধিদৈবিক। শেষোক্ত দুইটি দুঃখ বাহ্যোপায় সাধ্য। এই ত্রিবিধ দুঃখের যে অত্যন্ত নিবৃত্তি, অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম সাধারণভাবে নিঃশেষরূপে পরিসমাপ্তি তাহাই পরমপুরুষার্থ। নিবৃত্তির আত্যন্তিক বিশেষণের তাৎপর্য এই যে দুঃখ নিবৃত্ত হইয়াছে তাহা পুনরায় উৎপন্ন হইবে না। পুরুষার্থের অত্যন্ত বিশেষণের তাৎপর্য এইযে সেই পুরুষার্থের ধ্বংসাভাবরূপে, অর্থাৎ তাহার আর কোন প্রকারেই ধ্বংস হয় না, সুতরাং তাহা নিত্য ইহাই সূত্রার্থ।

অবকাশস্যাভাবোঽনবকাশঃ, নির্ব্বিষয়তা ইত্যর্থঃ। সমন্বয়ানুরোধেন বেদান্তেষু ব্যাখ্যাতেষু সাংখ্যস্মৃতিনির্ব্বিষয়তাদোষাপত্তিরতঃ শ্রুতিবিপরীতার্থতয়া তে ব্যাখ্যেয়া ইতিচেন্ন। কুতঃ ?

স্বার্থবেতি পুরুষং ব্রহ্মাত্মানং বিবেকেন দর্শিতবান্, তং প্রতিপুরুষস্যৌদাসীন্যার্থং বা। অচেতন ইতি—ভাষ্যং বিজ্ঞানভিক্ষুনাং যথা ক্ষীরং পুরুষ-প্রযত্ন-নৈরপেক্ষ্যেণ স্বয়মেব দধিরূপেণ পরিণমতে: এবমচেতনত্বেঽপি পরপ্রযত্ন বিনাপি মহদাদিরূপ পরিণামঃ প্রধানস্য ভবতীত্যর্থঃ ইত্যাদিভিঃ প্রমাণশতৈঃ প্রধানস্য সাক্ষাৎ জগৎকারণত্বমিতি প্রতিপাদিতম্।

নির্ব্বিষয়তা যদি ব্রহ্ম এব জগন্নিমিত্তোপাদনরূপোভয়কারণং স্যাৎ, তদা সাংখ্যস্মৃতি প্রতিপাদিতং জগৎকারণং ব্যর্থং স্যাৎ। নন্থ এবং প্রধানস্য জগৎকারণতাস্বীকারে ব্রহ্মকারণতা প্রতিপাদকস্মৃতিশাস্ত্রানাং কা গতিরিতি চেত্তত্রাহুঃ নচেতি। তস্মাৎ পরমাপ্ত কপিলস্মৃত্যবিরোধেন বেদান্তবাক্যগণা ব্যাখ্যা কার্য্যা ইতি। ইতি পূর্ব্বপক্ষবিষয়ম্।

সিদ্ধান্তঃ ইত্যেবং সাংখ্যানাং পূর্ব্বেপক্ষে প্রাপ্তে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ সিদ্ধান্ত সূত্রমবতারয়তি—স্মৃতীতি। বেদান্তমতেন ব্রহ্ম জগৎকারণং স্বীকৃতে কপিল স্মৃতেরনবকাশদোষ প্রসঙ্গো ভবেদিতি চেন্ন—অন্যস্মৃতি অনবকাশদোষ প্রসঙ্গাৎ। অর্থাৎ বেদার্থস্য বেদবিৎ মহর্ষিপ্রণীতস্মৃতিং বিনা মানবানাং

সুতরাং শাস্ত্রীয় উপায়ই একমাত্র ত্রিবিধ দুঃখনাশের হেতু, অতএব তাহা অবশ্যই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। ইত্যাদি সূত্রদ্বারা মহর্ষি কপিল অচেতন প্রধানকেই স্বতন্ত্র জগৎকারণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। অর্থাৎ এই সকল প্রমাণ হেতু ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে ইহাই স্বর্থ। অনন্তর প্রধানের জগৎকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ করিতেছেন—বিমুক্ত আত্মার মুক্তির নিমিত্ত প্রধানের সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হয়, সে নিজ প্রয়োজনেই সৃষ্টি করে। এই সূত্রের অনিরুদ্ধবৃত্তি এই প্রকার আত্মা স্বভাবতঃই বিমুক্ত, কিন্তু তাহার অভিমাণিক-'আমি' এই অভিমান বশতঃ যে বন্ধন তাহার বিমুক্তির নিমিত্ত প্রধানের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি হওয়া, সুতরাং জগৎ কর্ত্তৃত্ব তাহার গুণ ইহাই অর্থ।

স্বার্থ—অর্থাৎ পুরুষ যে ব্রহ্ম বা আত্মা তাহা বিবেকের দ্বারা দেখাইয়াছেন, অতএব সেই প্রকৃতির প্রতি পুরুষের উদাসীনতা উৎপন্ন করিবার জন্য সৃষ্টি করে। প্রধান চেতনরহিত হইলেও তাহার ক্ষীরবৎ—দুগ্ধের সমান চেষ্টা দেখা যায়। এই সূত্রের শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুপাদ এই প্রকার ভাষ্য করিয়াছেন, যে প্রকার দুগ্ধ কোন পুরুষের প্রযত্নকে অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ং দধিরূপে পরিণত হয়, সেইপ্রকার চেতন রহিত হইলেও অন্যের প্রযত্নবিনা প্রধানের মহদাদি রূপ পরিণাম হয় ইহাই অর্থ।

ইত্যাদি শত শত প্রমাণের দ্বারা প্রধানের সাক্ষাৎ ভাবে জগৎ কারণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে পক্ষান্তরে ব্রহ্মকেই জগতের কারণ স্বীকার করিলে অর্থাৎ ব্রহ্মই যদি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান এই উভয়বিধ কারণ হয়, তবে সাংখ্যস্মৃতি প্রতিপাদিত প্রধান জগৎ কারণবাদ ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

অন্যেত্যাদেঃ। তথা সত্যন্যাসাং মন্বাদিস্মৃতীনাং বেদান্তানুসারিণীনাং ব্রহ্মৈককারণতাপরাণাং নির্ব্বিষয়তা মহান্ দোষঃ প্রসজ্যেত। তাসু হি সর্ব্বেশ্বরোজগদুৎপত্ত্যাদিহেতুঃ প্রতিপাদ্যতে,

---

দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ স্মৃতিরপি বেদান্তব্যাখ্যানে অপেক্ষিতা ভবতি, তথাচ –শ্রুতিস্মৃতী উভেনেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতে। একেন বিকলঃ কাণা দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ইতি স্মৃতিহীনস্য কাণত্ব স্মরণাৎ। তস্মাৎ বেদার্থবিশদীকরণায় সাংখ্যাদি স্মৃতিগ্রাহ্যা! "ঋষিং প্রসূতং কপিলম্" ইতি শ্রবণাৎ; সর্ব্বজ্ঞকপিলপ্রণীতা স্মৃতিরাত্মতত্ত্বপ্রতিপত্তয়ে অবশ্যমেব গ্রাহ্যা।

অন্যথা—"স্মৃত্যনবকাশদোষ প্রসঙ্গঃ স্যাৎ" অর্থাৎ –বেদপ্রসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ কপিলমুনি প্রণীতা চেতন কারণবাদি-স্মৃতি-অনবকাশ-ব্যর্থতারূপদোষ প্রসঙ্গঃ স্যাদিত্যর্থঃ। এবং পূর্ব্বপক্ষে কৃতে স্বয়মুত্তরয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—নান্যেতি। ন' এবং পূর্ব্বপক্ষো ন যুক্তিযুক্তঃ। কুতঃ—অন্য ইত্যাদেঃ। এবং অচেতন কারণ প্রতিপাদিকা স্মৃতিস্বীকারে মন্বাদিবেদানুগচেতন কারণ প্রতিপাদিকানাং স্মৃতীনাং নির্ব্বিষয়তা–ব্যর্থতা ভবেৎ।

যে হেতু সমগ্র সাংখ্যস্মৃতি শাস্ত্রই তত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, সুতরাং পরমাপ্ত কপিলস্মৃতির অবিরোধ ভাবেই বেদান্ত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

শঙ্কা—এই স্থলে আশঙ্কা এই যে এইভাবে প্রধানের জগৎকারণতা স্বীকার করিলে পরব্রহ্মকে জগৎকারণরূপে প্রতিপাদন কারিনী স্মৃতিগণের কি গতি হইবে।

সমাধান—এই সন্দেহ সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন—'ন চ' ইত্যাদি প্রধান জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা' এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে ব্রহ্মকারণ স্বীকার কারিণী মনুস্মৃতি প্রভৃতির নির্বিষয়তা দোষ লাগিবে না; কারণ, তাহাদের ধর্ম্মপ্রতিপাদন দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডবিস্তারে সবিষয়তা, অর্থাৎ প্রয়োজন আছে। অতএব পরমাপ্ত কপিলদেব প্রণীত কপিলস্মৃতির বিরোধ না করিয়াই শ্রুতিবাক্যসকল ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। "এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত – এইপ্রকার সাংখ্যবাদীগণের পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীনারায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন—স্মৃতি" ইত্যাদি। বেদান্তমতে ব্রহ্মই জগৎকারণ, ইহা স্বীকার করিলে মহর্ষি কপিল প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রের অনবকাশ দোষ প্রসঙ্গ হইবে? যদি এই কথা বলেন, তদুত্তরে বলিতেছেন—না, অন্যস্মৃতির অনবকাশ দোষ প্রসঙ্গ হইবে না। অর্থাৎ – বেদশাস্ত্রের যে অর্থ তাহা বেদার্থবিৎ মহর্ষিগণ প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রবিনা মানবগণের দুর্জ্ঞেয় হওয়া হেতু বেদান্তব্যাখ্যা করিতে স্মৃতিশাস্ত্রেরও অপেক্ষা করিতে হয়। এইবিষয়ে প্রমাণ –শ্রুতিশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র এই দুইটি ব্রাহ্মণগণের দুইটি নেত্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে; অতএব একটি বিকল হইলে কানা যাহার দুইটিই নাই সে ব্রাহ্মণ অন্ধ বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং বেদের বিস্তারভাবে বর্ণনা করিতে হইলে সাংখ্যাদি স্মৃতির অর্থও গ্রহণ করিতে হইবে।

ন তু কাপিলোক্ত প্রকারান্তরত্বসঙ্গতিঃ। তত্র শ্রীমন্মনুঃ (১।৫—৯) আসীদিদংতমোভূতমপ্রজ্ঞা-তমলক্ষণম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো, ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।

অথ স্বয়মেব সূত্রাক্ষরান্ যোজয়ন্তি শ্রীমদ্ভাষ্যকারচরণাঃ—অবকাশস্য ইতি। অবকাশঃ—স্থানং অর্থং ইত্যর্থঃ। বিপরীতার্থতয়া—কপিল স্মৃতিপ্রতিপাদিতচেতন কারণ বাদানুগুণ্যেন তে বেদান্ত-বাক্যগণা ব্যাখ্যেয়া ইতি চেৎ ন; তথা ব্যাখ্যানমনুচিতমেব। কুতঃ? অন্য ইত্যাদি। অথ স্মৃতিবলেন গর্জ্জন, প্রতিবাদী স্মৃতিপ্রমাণবলেনৈব নিরাকরণীয়ঃ ইতি মনসি কৃত্য-স্মৃতি-প্রমাণমাহুঃ—তত্রেতি। আসীদিতি ইদং পরিদৃশ্যমানং পঞ্চপ্রপঞ্চিতজগৎ পূর্ব্বং সৃষ্টেরগ্রে তমোভূতং তমসি বিলীনমাসীৎ। কীদৃক্ তম ইত্যাহ—অপ্রজ্ঞানমিত্যাদি।

প্রসুপ্তং—গাঢ়নিদ্রাবিষ্টং ইতি। ততঃ তমোভূতাৎ স্বয়ম্ভুঃ—নিত্যঃ ভগবান্-ষড়ৈশ্বর্য পরিপূর্ণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, অব্যক্তঃ—সূক্ষ্মকারণশক্তিমান্, বৃত্তৈজাঃ অপ্রতিহততেজাঃ; তথাচ—তমোভূতাৎ স্বয়ং ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণঃ অপ্রতিহততেজাঃ সূক্ষ্মশক্তিমান্ পূর্ব্বসিদ্ধচিচ্ছক্তিবীর্য্যবান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ তমোনুদঃ প্রকৃতিপ্রেরকঃ সন্ মহাভূতাদি প্রকটঞ্চকার। সৃষ্টেঃ প্রাক্ যোঽতীন্দ্রিয়ঃ ইন্দ্রিয়াতীতঃ, অগ্রাহ্যঃ—প্রত্য-

---

শ্রুতিতেও বর্ণিত আছে—সৃষ্টির পূর্ব্বে মহর্ষি কপিল জাত হইয়াছিলেন" এই প্রমাণে সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি কপিল প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তাহা না স্বীকার করা হয়, তবে স্মৃতিশাস্ত্রের অনবকাশ দোষ প্রসঙ্গ হইবে। অর্থাৎ বেদশাস্ত্র প্রসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ কপিল মুনি প্রণীত অচেতন কারণবাদি স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যর্থতারূপ দোষের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিলে শ্রীভগবান শ্রীবাদরায়ণ স্বয়ং উত্তর প্রদান করিতেছেন—নান্য" ইত্যাদি। 'ন' এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত নহে কারণ, অন্য ইত্যাদি।

এই প্রকার অচেতন কারণবাদিনী স্মৃতি স্বীকার করিলে বেদানুগত চেতনকারণ প্রতিপাদিকা মনুস্মৃতি প্রভৃতির নির্বিষয়তা বা ব্যর্থতা হইবে। ইহাই সূত্রার্থ। অনন্তর শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ স্বয়ং সূত্রাক্ষরসকল যোজনা করিতেছেন—'অবকাশ' ইত্যাদি। অবকাশের অভাব অনবকাশ ইহার অর্থ নির্বিষয়তা; দোষাপত্তি হয়, অতএব শ্রুতিবাক্য সকলের কপিলস্মৃতি সম্মত ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অর্থাৎ—কপিলস্মৃতি প্রতিপাদিত অচেতন কারণবাদ অনুসরণ করিয়াই বেদান্তবাক্য সকল ব্যাখ্যা করা উচিত; এই কথা বলা উচিত নহে।

কারণ, বেদান্তবাক্যগণের কপিলস্মৃতির অনুগত ব্যাখ্যা করা উচিত নহে। কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—অন্য' ইত্যাদি। বেদান্তবাক্যগণের ঐ প্রকার ব্যাখ্যা করিলে বেদান্তানুগত মনু প্রভৃতি স্মৃতিসকল যাহারা ব্রহ্মকেই একমাত্র জগৎকারণরূপে প্রতিপাদন করেন তাহাদের নির্বিষয়তা রূপ মহান্ দোষ আপতিত হইবে।

মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ ॥ যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এষ স্বয়মুদ্বভৌ ॥ সোঽভিধ্যায়শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।

ক্ষাদিপ্রমাণাগোচরঃ, সূক্ষ্মঃ অব্যক্তঃ সনাতনঃ—নিত্যঃ, সর্ব্বভূতময়ঃ-নিগীর্ণ-নিখিল চিদচিৎ প্রপঞ্চতমঃ শক্তিকঃ।

অচিন্ত্যঃ—তর্কাগোচরঃ, স এব স্বয়ং মহাদাদিরূপেণ আবির্বভুব। স স্বশক্ত্যেকসহায়ঃ "একোঽহং বহুস্যাম্" ইতি সঙ্কল্প্য নিজশরীরাৎ বিবিধাঃ প্রজাঃ সিসৃক্ষুঃ আদৌ সৃষ্ট্যারম্ভে আপ এব ससর্জ্জ; সৃষ্ট্বা চ তাসু অপ্সু বীর্য্যং শক্তিং অবাসৃজৎ নিক্ষেপয়ামাস, তদ্ বীর্য্যং সহস্রাংশুসম প্রভাবিশিষ্টং হৈমং অণ্ডং সমভবৎ, তস্মিন্ সুবর্ণবর্ণময়াণ্ডে স্বয়ং সর্ব্বলোকপিতামহঃ চতুর্ম্মুখঃ ব্রহ্মা জাতঃ।

অথ শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয়বাক্যেন স্মৃতীনাং ব্রহ্মকারণতা প্রতিপাদ্যতে—শ্রীপরাশর ইতি। সর্ব্বব্যাপকঃ নিমিত্ত-উপাদানকারণভূতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সকাশাৎ ইদং জগৎ উদ্ভূতম্ তচ্চ তত্র শ্রীগোবিন্দদেবে এব স্থিতং, তস্য এব সর্ব্বাধারত্বাৎ। তস্মাৎ অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ অস্য জগতঃ স্থিতিঃ—পালনং সংযমনং কর্ত্তাচ, অতঃ ইদং জগৎ স এব নান্যৎ।

সেই সকল বেদান্তবাক্যগণ সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবকেই জগৎপত্যাদি হেতু বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, অতএব কপিলোক্ত প্রকারান্তর-অচেতন কারণবাদ সঙ্গতি হয় নাই। অতঃপর স্মৃতিবলে গর্জ্জনকারী প্রতিবাদিকে স্মৃতিবলেই পরাজিত করিতে হইবে; এই প্রকারমনে করিয়া প্রভুপাদ শ্রীভাষ্যকার স্মৃতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছেন তত্র" ইত্যাদি। আসীৎ এই পরিদৃশ্যমান পঞ্চপ্রপঞ্চিত জগৎ পূর্ব্বে সৃষ্টির অগ্রে তমঃ বস্তুতে বিলীন ছিল, সে কি প্রকার? অপ্রজ্ঞান, সকলের প্রকৃষ্টজ্ঞানের অবিষয়, সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ রহিত, তর্কাতীত, অবিজ্ঞেয়, এবং গাঢ়নিদ্রাবিষ্ট স্বরূপ সর্ব্বব্যাপক ইত্যাদি। স্বয়ম্ভু ভগবান-নিত্য ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ সূক্ষ্মকারণ শক্তিমান্। বৃত্তৌজা—অপ্রতিহততেজা।

অর্থাৎ - স্বয়ং ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ অপ্রতিহততেজা সূক্ষ্মশক্তিমান পূর্বসিদ্ধচিচ্ছক্তি বীর্য্যবান শ্রীগোবিন্দদেব তমোনাশকারী প্রকৃতির প্রেরক হইয়া মহাভূতাদি প্রকট করিয়াছিলেন। যিনি ইন্দ্রীয়াতীত, প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের অগোচর, সূক্ষ্ম অব্যক্ত, নিত্যসনাতন, সর্বভূতময় গ্রসিত নিখিল চিদচিৎ প্রপঞ্চতমঃশক্তিযুক্ত তর্কাগোচর স্বয়ংভগবান ছিলেন তিনিই সাক্ষাৎ মহদাদিরূপে আবিভূত হইয়াছিলেন। সেই শ্রীগোবিন্দদেব স্বশক্ত্যেক সহায়মাত্র হইয়া "আমি এক আছি বহু হইব" এইপ্রকার সঙ্কল্প করতঃ নিজ শরীর হইতে নানা প্রকার প্রজাসৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টির প্রারম্ভে অপ (জল) সৃষ্টি করিলেন, সেই জল সৃজন করতঃ তাহাতে বীর্য্য নিজশক্তি নিক্ষেপ করিলেন।

সেই বীর্য্য বা শক্তি সহস্র সূর্য্যের সমান প্রভাবিশিষ্ট সুবর্ণময় অণ্ড হইল। সেই স্বর্ণবর্ণ বহুল ব্রহ্মাণ্ডে স্বয়ং সর্বলোক পিতামহ চতুর্মুখ ব্রহ্মা জাত হইলেন। অনন্তর শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যের দ্বারা স্মৃতি

আপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥ তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ংব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥ ইত্যাদি। শ্রীপরাশরশ্চ (বি॰ পু॰ ১।১।৩১) বিষ্ণোঃ সকাসাদুদ্ভূতং জগৎ তত্রৈব চ স্থিতম্। স্থিতিসংযমকর্ত্তাসৌ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ ॥

অথ স্মৃত্যন্তরং প্রমাণয়ন্তি—যথাইতি। যথা ঊর্ণনাভিঃ কীটবিশেষঃ হৃদয়স্থিতাং ঊর্ণাতন্তু-বিশেষং বক্ত্রতঃ-মুখাৎ সন্তত্য বিস্তারং কৃত্বা তয়া ঊর্ণয়া বিস্তৃত্য বিহারং কৃত্বা পুনঃ তাং গ্রসতি ; স্বয়মেব নাশয়তি। তথা শ্রীজনার্দ্দন ইদং বিশ্বং স্বশরীরাৎ প্রকাশ্য তত্র বিহারং কৃত্বা স্বয়মেব নাশয়তীতি। এবমন্যেঽপি ; তথাহি শ্রীভারতে শান্তিপর্ব্বণি-রাজধর্ম্মে—৪৩।১৬, যোনিস্ত্বমস্য প্রলয়শ্চ কৃষ্ণ ! তমেবেদং সৃজসে বিশ্বমগ্রে। বিশ্বং চেদং ত্বদ্বশো বিশ্বযোনে র্নমোঽস্তু তে শার্ঙ্গচক্রাসি পাণেঃ ॥ মোক্ষধর্ম্মে— ১৮২।১১, ভৃগুভরদ্বাজসংবাদে নারায়ণো জগন্মূর্ত্তিরনন্তাত্মা সনাতনঃ। তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম ॥ পুনঃ মোক্ষধর্ম্মে—২০৭।১ ১ শ্রীযুদিষ্ঠিরঃ—পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতম্। কর্ত্তারমকৃতং বিষ্ণুং ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ম্ ॥ নারায়ণং হৃষিকেশং গোবিন্দমপরাজিতম্। তত্ত্বেন ভরতশ্রেষ্ঠ শ্রোতুমিচ্ছামি কেশবম্ ॥ শ্রীভীষ্মঃ—৮ মহাভূতানি ভূতাত্মা মহাত্মা পুরুষোত্তমঃ। বায়ুর্জ্যোতিস্তথা চাপঃ খঞ্চ গাঞ্চাম্ব-কল্পয়ৎ ॥ অনুশাসনপর্ব্বাণি দানধর্ম্মে ১৪৭।৬ সোঽস্যাঃ পৃথিব্যাঃ কৃৎস্নায়াঃ দ্রষ্টা ত্রিভুবনেশ্বরঃ। সংহর্ত্তা চৈব ভূতানাং স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ইতি শ্রীশিববাক্যম্। কিং বহুনা সর্ব্বস্মৃতিকৃদভিবন্দিত চরণারবিন্দ যুগলং শ্রীভগবদ্ বচনম্—

সকলের ব্রহ্মকারণতা প্রতিপাদন করিতেছেন—শ্রীপরাশর ইত্যাদি। বিষ্ণোঃ—সর্ব্বব্যাপক নিমিত্তো-পাদন কারণভূত শ্রীগোবিন্দদেবের সকাশ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে সেই জগৎ শ্রীগোবিন্দদেবেই অবস্থান করে, কারণ তিনিই সকলের আধার।

অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ এই জগতের স্থিতি, পালন, এবং সংহার কর্ত্তা, সুতরাং এই জগৎ তিনিই অন্য কেহ নহে। অতঃপর অন্যস্মৃতি প্রমাণের দ্বারাও জগতের ব্রহ্মকারণতা প্রমাণিত করিতেছেন—যথা ইত্যাদি। যে প্রকার ঊর্ণনাভি (মাকড়সা) কীটবিশেষ নিজ হৃদয়স্থিত ঊর্ণা তন্তুবিশেষ মুখ হইতে বিস্তার করিয়া সেই তন্তুর দ্বারা বিহার করতঃ পুনরায় তাহা স্বয়ং বিনাশ করে ; সেই প্রকার শ্রীজনার্দন এই বিশ্বকে নিজ শরীর হইতে প্রকাশ করতঃ তাহাতে বিহার করিয়া স্বয়ং সেই জগৎকে বিনাশ করেন। এই প্রকার অন্যান্য স্মৃতিবাক্যও বুঝিতে হইবে।

শ্রীমহাভারতের শান্তিপর্বে শ্রীভীষ্মপিতামহ হে কৃষ্ণ ! আপনি এই জগতের যোনি—উৎপত্তির স্থান, এবং প্রলয় নিবাস স্থান, এবং আপনিই এই বিশ্বকে সৃষ্টির প্রথমে সৃজন করেন, হে বিশ্ব-যোনে ! এই বিশ্ব আপনার বশবর্ত্তী, হে শার্ঙ্গচক্রাসি ধারিন্। আপনাকে নমস্কার করি।

"যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাংসন্তত্য বক্ত্রতঃ। তয়া বিস্তৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং জনার্দ্দনঃ॥ ইত্যাদ্যেবমন্যেঽপি। ন চাসাং স্মৃতীনাং কর্ম্মকাণ্ডার্থোপবৃংহণেন সাবকাশতা। ব্রহ্মজ্ঞানো-

---

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে - ১০।৮, অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ৭।৬ ইত্যাদি পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব কারণতা প্রতিপাদিতা বেদান্ত ব্যাখ্যানোপযোগিত্বেন কপিলতন্ত্র পরিগ্রহণে এতাসাং স্মৃতীনাং তদ্‌বাক্যানাঞ্চ ব্যর্থতা স্যাৎ; তস্মাৎ বেদান্তানুসারিণীনাং মন্বাদিস্মৃতীনাং সবিষয়তা বিদ্যতে এব। যদুক্তং—"তাসাং ব্রহ্মপ্রতিপাদিকানাং স্মৃতীনাং কর্ম্মকাণ্ডোপবৃহংণে সতি সবিষয়ত্বাৎ" ইতি।

তন্নিরাকুর্ব্বন্তি নচেতি। এষাং মন্বাদিস্মৃতি প্রতিপাদিতানাং ধর্ম্মাণাং চিত্তশোধকতা শ্রুতি প্রমাণেন প্রতিপাদয়ন্তি তমেতমিতি। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন" ইতি তু কৃৎস্না শ্রুতিঃ। তস্মাৎ স্মৃতি প্রতিপাদিতানাং কর্ম্মণাং জ্ঞান কাণ্ডোপবৃংহণার্থং চিত্ত শুদ্ধিপরং প্রয়োজনমিতি। নন্থ তাসু স্মৃতিষু ঐহিকসুখং বৃষ্টি পুত্রাদি, ক্ষয়িষ্ণুসুখং স্বর্গ প্রতিপাদনং বিলোক্যতে। ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহুঃ—যত্তু ইতি।

শ্রীভৃগুভরদ্বাজ সংবাদে - শ্রীভৃগু বলিলেন হে ভরদ্বাজ দ্বিজসত্তম! ভগবান শ্রীনারায়ণ জঁগন্মূর্ত্তি অনন্তাত্মা সনাতন হয়েন, তাহা হইতে ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত উৎপন্ন হয়। পুনঃ মোক্ষধর্ম্মে শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন—হে মহাপ্রজ্ঞ পিতামহ! যিনি পুণ্ডরীকাক্ষ অচ্যুত, বিষ্ণু, ভূত সকলের কর্ত্তা, যাঁহার কেহ কর্ত্তা নাই, যিনি সকল ভূতের জন্মদাতা ও প্রলয়কর্ত্তা. সেই অপরাজিত নারায়ণ হৃষীকেশ শ্রীগোবিন্দ কেশবের মহিমা তত্ত্বতঃ যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। তদুত্তরে শ্রীভীষ্ম কহিলেন। হে রাজন! ভূতাত্মা মহাত্মা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বায়ু, জ্যোতি, তথা জল আকাশ ও পৃথিবী এই পঞ্চ মহাভূতকে সৃষ্টি করিয়া ছিলেন।

অপর অনুশাসনপর্বে শ্রীশিববাক্য—সেই ত্রিভুবনেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব এই সমগ্র পৃথিবীর সৃষ্টি কর্ত্তা বিনাশ কর্ত্তা, এবং স্থাবর জঙ্গম ও ভূতসকলেরও সংহার কর্ত্তা। অনেক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, সকল স্মৃতিকার যাঁহার চরণযুগল বন্দনা করেন সেই শ্রীপার্থসারথি ভগবদ্ বাক্য - আমি ভূতাদি সকলের প্রভব-উৎপত্তি স্থান, আমা হইতেই সকল প্রবর্ত্তিত হয়। আমি সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান। ইত্যাদি স্মৃতি বাক্য সকল পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকেই জগতের কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং বেদান্ত বাক্যগণের ব্যাখ্যার উপযোগিরূপে কপিলতন্ত্র পরিগ্রহণ করিলে এই স্মৃতি সকল ও তাহাদের বাক্য সকলের ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হয়।

অতএব বেদান্তানুসারিণী মনু প্রভৃতি স্মৃতিগণের সাবকাশ সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে আপনারা যে বলিয়াছেন—ব্রহ্ম কারণতা' এই বাক্য নিরাকরণ করিতেছেন - ন চ' ইত্যাদি। মন্বাদি

দয়ার্থং চিত্তশুদ্ধিমুদ্দিশ্য ধর্ম্মান্ বিদধতীনাং তাসাং জ্ঞানকাণ্ডার্থোপবৃংহণ এব বৃত্তেঃ। চিত্ত-শোধকতা চৈষাং দৃশ্যতে। "তমেতং বেদানুবচনেন" (বৃ॰ ৪।৪।২২) ইতি শ্রুতৌ। যত্তু তেষাং

বিশ্রান্তমিতি—তেষাং মন্বাদি স্মৃতি নিরূপিতানাং ধর্ম্মাণাং যদ্ বৃষ্ট্যাদিফলং, যচ্চ বেদেন তাদৃশং ফলং দত্বা ঐহিক ফলপ্রদরূপেণানুভাব্যতে ; অথবা শ্রীহরিঃ বেদোক্ত কর্ম্মকারিভ্যো জনেভ্যঃ তৎ প্রদদাতি ; তৎ খলু স্বাভিন্নবেদশাস্ত্র বিশ্বাসার্থমেব ইতি বোধ্যম্। অথ সর্ব্বেষাং শাস্ত্রাণাং পরব্রহ্মণ্যেব বিশ্রান্তিরিতি কঠোপনিষৎ প্রমাণেন প্রতিপাদয়ন্তি—সর্ব্বেতি। বেদা ইতি উপলক্ষণমিদং, তথাচ—বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ-স্মৃতি-পুরাণাদয়ঃ সর্ব্বে 'যৎ' যস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য 'পদং' স্বরূপং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া প্রতিপাদয়ন্তি ইত্যর্থঃ।

অথ শ্রীভাগবত প্রমাণেন তথৈব প্রতিপাদ্যন্তে নারায়ণ ইতি। টীকা চ শ্রীমদাচার্য্যপাদানাং—শ্রীনারায়ণ এব উপাস্যত্বেন পরঃ তাৎপর্য্য বিষয়ো যেষাং তে বেদাঃ" ইতি। ইতি প্রমাণশতৈঃ সর্ব্বে বেদাঃ তমেব পরব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি ; ন তু বৃষ্টি-পুত্র-স্বর্গাদি। অথ সাংখ্যস্মৃতের্ব্বেদানুসারিত্বং নিরাকুর্ব্বন্তি নচেতি। নন্বু সাংখ্যস্মৃতেরনাপ্তত্বে ব্যর্থতা দোষোভবেদিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—স্বকপোল ইতি। স্বকপোল কল্পিতা—স্বীয়বুদ্ধিসামর্থ্যেন বিরচিতা ; ন তু শ্রীভগবদনুগ্রহজন্য বুদ্ধিবিশেষেণ। তস্মাৎ তস্যা ব্যর্থতা ভবতু নাম, নাস্মাকং ভয়লেশমপি।

স্মৃতি সকলের কর্ম্মকাণ্ড বিস্তার করাই সবিষয়তা এই প্রকার বলিতে পারেন না। কারণ—ব্রহ্মজ্ঞান উদয়ের নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্য করিয়া মন্বাদি স্মৃতি সকল ধর্ম্ম সকলের বিধান করেন, সুতরাং তাহাদের জ্ঞানকাণ্ড উপবৃংহনের জন্যই প্রবৃত্তি দেখা যায়।

এই সকল স্মৃতির ও তাহাদের বাক্য সকলের চিত্তশোধকতা দেখা যায়। এই মন্বাদি স্মৃতি প্রতিপাদিত ধর্ম সকলের চিত্তশোধকতা শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—'তং ইত্যাদি। এই পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে বেদানুবচন দ্বারা ব্রাহ্মণগণ জানেন, যজ্ঞের দ্বারা দানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা ও অনশনের দ্বারা তাঁহাকে জানেন। সুতরাং মন্বাদি স্মৃতি প্রতিপাদিত কর্ম্ম সকলের জ্ঞান কাণ্ড পরিবৃংহণের জন্য চিত্তশুদ্ধিই বিশেষ প্রয়োজন।

শঙ্কা—এইস্থলে আশঙ্কা এই যে সেই মন্বাদি স্মৃতি সকলে ঐহিক সুখ বৃষ্টি পুত্রাদি, ক্ষয়িষ্ণু সুখ স্বর্গাদির প্রতিপাদন দেখা যায়।

সমাধান—এই শঙ্কা সমাধানের আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—'যত্তু' ইত্যাদি। তবে যে মন্বাদি স্মৃতি প্রতিপাদিত কর্ম্ম সকলের বৃষ্টি, পুত্র—স্বর্গাদিফল প্রদত্ব কোন কোন স্থলে দেখা যায় এবং অনুভবও করা যায়, তাহাও বেদ ও মন্বাদিস্মৃতি শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত জানিতে হইবে। ঐপ্রকার ফল প্রদানের দ্বারা শাস্ত্রে বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়াই বিশ্রাম লাভ করে।

বৃষ্টিপুত্রস্বর্গাদিফলকত্বং ক্বাপি ক্বাপি বীক্ষ্যতেঽনুভাব্যতে চ তদপিশাস্ত্রবিশ্রম্ভোৎপাদনেন তত্রৈব চ বিশ্রান্তম্। সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি" (কঠ০ ১।২।১৫) ইত্যদেঃ। "নারায়ণ পরা বেদাঃ"

অতো ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ স্বয়ং ব্রহ্মভিন্ন কারণতাবাদিনীনাং স্মৃতিনাং ব্যর্থতা দোষোপন্যস্তঃ। নন্থ তথাত্বে শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বাক্যস্য কা গতিরিতি? তৎ প্রমাণেনৈব কপিলস্যাপ্তত্বং প্রতিপাদিতমিতি যত্তু ইত্যাদি। এতৎ প্রমাণ প্রতিপাদিত বাক্যস্য কপিল পরত্বং নিরাকরোতি—'ন' ইতি। তস্যাঃ শ্রুতেরন্যার্থপরত্বাৎ; তথাচ—যঃ অগ্রে সৃষ্টেরাদৌ জায়মানং ঋষিং ব্রহ্মাণং কপিলং—কনক প্রভং প্রসূতং ত্রৈকালিক জ্ঞানৈঃ পুষ্ণাতি, তথাচ - সুবর্ণপ্রভব্রহ্মাণং সৃষ্ট্বা তস্মৈ ত্রৈকালিক জ্ঞানং দত্বা তং পালয়াতীত্যর্থঃ।

তস্মাৎ নেদং বাক্যং বেদবিরুদ্ধ স্মৃতিকৃৎ কপিল প্রতিপাদনপরম্। অতঃ তদভাবাদিতি; আপ্তত্ব বিরহাদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ বেদার্থোপবৃংহণায় কপিলস্মৃতিঃ পরিত্যজ্যা এব ইতি ভাবঃ। এবমাহ শ্রীমনুঃ—১২।৯৫-৯৬ যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥ উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানি কানিচিৎ। তান্যর্ব্বাক্ কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ॥ অতোবেদানুগৈঃ সর্ব্বথা তা উপেক্ষিতব্যমিত্যর্থঃ।

বিশ্রান্তম্ শব্দের তাৎপর্য্য এই যে সেই মন্বাদিস্মৃতি নিরূপিত ধর্ম্ম সকলের যে বৃষ্টি পুত্রাদি ফল, এবং বেদশাস্ত্রের যে তাদৃশ ঐহিক ফল প্রদান করে, এই প্রকার অনুভব হয় তাহা বেদশাস্ত্রে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই বুঝিতে হইবে। অথবা শ্রীহরি বেদশাস্ত্র প্রতিপাদিত কর্ম্মাচরণকারী মনুষ্যকে যে পুত্রাদি ফল প্রদান করেন, তাহা স্বাভিন্ন বেদশাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্তই বুঝিতে হইবে। অতঃপর বেদাদিশাস্ত্র সকলের পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবেই বিশ্রান্তি, তাহা কঠোপনিষৎ বাক্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—সর্বে' ইত্যাদি।

বেদসকল যাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করেন"। অর্থাৎ বেদ এই বাক্যটি উপলক্ষণমাত্র, বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, স্মৃতি, পুরাণাদি সকল শাস্ত্র যে পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের পদ-স্বরূপ সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরা ক্রমে প্রতিপাদন করেন, ইত্যাদি। পুনঃ শ্রীভাগবত মহাপুরাণ প্রমাণ দ্বারা তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন - নারায়ণ ইত্যাদি। বেদশাস্ত্র সকল নারায়ণ পর। এই শ্লোকের শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদের টীকা শ্রীনারায়ণকেই উপাস্যত্বরূপে পর - তাৎপর্য্যবিষয় যাঁহাদের তাহারা বেদসকল ইহাই অর্থ। ইত্যাদি শত শত প্রমাণের দ্বারা বেদ সকল সেই পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকেই প্রতিপাদন করেন; কিন্তু বৃষ্টি, পুত্র স্বর্গাদি প্রতিপাদন করেন নাই।

অনন্তর সাংখ্যস্মৃতির বেদানুসারিত্ব নিরাকরণ করিতেছেন—'ন চ' ইত্যাদি। সাংখ্যস্মৃতির দ্বারা বেদান্তের অর্থ বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে না, কারণ তাহাতে বেদের বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করা

(ভা॰ ২।৫।১৫) ইত্যাদেশ্চ। ন চ সাংখ্যস্মৃত্যা বেদান্তার্থোপবৃংহণং শক্যংকর্ত্তুং শ্রুতিবিরুদ্ধার্থপ্রতি-

---

নন্থ মনোরপি তথাত্বং ভবতু" ইতি —অত উচ্যন্তে —মনোরিতি। শ্রীপরাশর ইতি; পরান্ বাহ্যকুতর্কান্ অশ্নোতি—প্রমাণ তর্কশতৈ র্নিরস্যতি য সঃ পরাশরঃ" ইতি। 'স্মর্য্যতে' ইতি—শ্রীবিষ্ণু পুরাণে—১।১।১ শ্রীমৈত্রেয় ঋষিঃ শ্রীপরাশরস্য সমীপং গত্বা প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ জিজ্ঞাসিতবান্। যন্ময়ং চ জগৎ ব্রহ্মণ্ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্। লীনমাসীৎ যথা যত্র লয়মেষ্যতি যত্র চ ॥ ৫ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং সর্ব্বং তত্তো বাশিষ্ঠনন্দন ॥ ইত্যেবং পৃষ্টে শ্রীপরাশর উবাচ—হে মৈত্রেয়! অস্মিন্ বিষয়ে পুরাতনং ইতিহাসং শৃন্থ; যদা বিশ্বামিত্র প্রযুক্ত রক্ষসা পিতরং ভক্ষিতে সতি মম মহান্ ক্রোধোঽভূৎ; অতোঽহং রক্ষসাং বিনাশায় যজ্ঞমারন্তয়ামাস। তত্র যাগে রক্ষসাং মহান্ ক্ষয়োঽভূৎ তদ্দৃষ্ট্বা মৎপিতামহ-মহাভাগ শ্রীবশিষ্ঠঃ সমাগত্য মামুবাচ তাত! অলমত্যন্তকোপেন। মূঢ়ানামেবং ক্রোধো ভবতি ন তু জ্ঞানবতাম্। হে তাত! কেন কো হন্যতে; যতঃ পুমান্ স্বকৃতভুক্; ক্রোধো যশসঃ তপসশ্চৈব নাশকরঃ। এবং সাধবঃ ক্ষমাসারা ভবন্তি; তস্মাৎ অভিচারযজ্ঞাৎ বিরম।

হইয়াছে তাহা বেদানুগত নহে। শ্রুতিবাক্য সকলের অর্থ কুতর্ক নিরসন পূর্ব্বক স্পষ্টীকরণের নাম উপবৃংহণ। এই প্রকার বিরুদ্ধমত নিরাশ পূর্ব্বক ব্রহ্মকারণতা রূপ শ্রুতিশাস্ত্রের উপবৃংহণ সাংখ্যস্মৃতিতে নাই। সুতরাং শ্রুতিশাস্ত্রবিরুদ্ধা সাংখ্যস্মৃতি জানিতে হইবে। তাহা স্বকপোল কল্পনা প্রসূত, সুতরাং অনাপ্ততা দোষ দুষ্ট, অতএব তাহার ব্যর্থতাদোষে আমরা ভয় করি না।

শঙ্কা - এই স্থলে আশঙ্কা এইযে —যদি বলেন সাংখ্যাস্মৃতির অনাপ্ততা স্বীকার করিলে তাহার ব্যর্থতা দোষ হইবে।

সমাধান—এই শঙ্কার সমাধান অপেক্ষায় বলিতেছেন—স্বকপোল' ইত্যাদি। যাহা স্বীয়বুদ্ধি সামর্থ্যের দ্বারা বিরচিত হয় তাহা স্বকপোল কল্পনা প্রসূত রচনা; তাহা শ্রীভগবদনুগ্রহ জাত বুদ্ধিবিশেষের দ্বারা রচিত নহে, সুতরাং তাহার ব্যর্থতা হউক, তাহাতে আমাদের ভয়লেশও হইবে না। পুনঃ—সাংখ্য স্মৃতির আপ্তত্ব ভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া তাহার পক্ষপাত করা উচিত নহে। এই প্রকার সাংখ্যস্মৃতির অনাপ্ত কল্পনায় ভীত হইয়া তাহার পক্ষপাত করিলে, সেই প্রকার বিভিন্ন কারণতারূপে ব্যাখ্যাত বহু স্মৃতিশাস্ত্রের নানা প্রকার অর্থে পক্ষপাত করিলে, বাস্তব অর্থের অনবস্থা আসিয়া পড়ে।

শঙ্কা - এই স্থলে শঙ্কা এই যে—কোন স্মৃতি ব্রহ্মকে জগৎকারণরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন, পুনঃ অন্য কোন স্মৃতি প্রধানাদির জগৎকারণতা নিরূপণ করিতেছেন, সুতরাং কোন স্মৃতি স্বীকার করিব?

সমাধান—এই শঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন —স্মৃত্যোঃ" ইত্যাদি। ঐ প্রকার স্মৃতিদ্বয়ের বিপ্রতিপত্তি উপস্থিত হইলে, শ্রুতিসমাশ্রয় ভিন্ন অন্য কেহ সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের কারণ হইতে পারে না; সুতরাং শ্রুতিশাস্ত্রের অনুসরণ কারিণী স্মৃতি শাস্ত্রই আদরণীয়, অন্য নহে। অতঃপর স্মৃতিবলে আক্ষেপ-

পাদনাৎ। শ্রুতিসম্বাদার্থস্পষ্টিকরণং হ্যুপবৃংহণম্। ন চ তস্যামিদমস্তি। তস্মাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধা-

---

অহোঽহং তদ্‌বাক্যগৌরবাৎ সত্রম্ উপসংহৃতবান্। মদাচরণেন পিতামহো মে প্রসন্নো বভুব ইতি। তদনন্তরং ব্রহ্মপুত্রঃ শ্রীপুলস্ত্যঋষি মদাশ্রমং সমাজগাম। মামুবাচ চ—হে পুত্র! পিতামহাদেশাৎ ক্রোধং পরিত্যজ্য ক্ষমা আশ্রিতা; তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি বেৎস্যতি; অপরঞ্চ মহাবরং তুভ্যং দদামি পুরাণ সংহিতাকর্ত্তা ভবান্ বৎস ভবিষ্যতি। দেবতা—পারমার্থ্যঞ্চ যথাবদ্ বেৎস্যতে ভবান্॥ "দেবতা" ইতি—শ্রীভগবদ্‌বিষয়ক বাস্তব জ্ঞানযাথাত্ম্যমিত্যর্থঃ। কিন্তু কপিলস্য শ্রীভগবদ্‌বিষয়ক বাস্তব জ্ঞান যাথাত্ম্যাভাবাৎ অনাপ্তত্বমেব। অথ সাংখ্যশাস্ত্রকর্ত্তা কঃ? ইতি শঙ্কা নিরাকরণায় কথয়ন্তি বেদবিরুদ্ধ ইতি; অত্রেদং বিচার্য্যতে—কোঽসৌ কপিলঃ? কপিল নামানো ব্রাহ্মণচতুর্ণাং সন্ধানমুপলভ্যতে; তত্রাদৌ একস্তু ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ।

কারী বাদীগণকে স্মৃতি বলেই নিরাকরণ করিব; এই অভিপ্রায়েই ভগবান শ্রীবাদরায়ণ অন্য স্মৃতির অনবকাশতা দোষ উপন্যস্ত করিয়াছেন। অতএব ভগবান শ্রীবাদরায়ণ স্বয়ং ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎকারণতা প্রতিপাদন কারিণী স্মৃতিগণের ব্যর্থতা দোষ উপন্যস্ত করিয়াছেন।

শঙ্কা—এই স্থলে আশঙ্কা এই যে যদি কপিল মহর্ষি প্রণীত সাংখ্যস্মৃতি অনাপ্ততা দোষদুষ্ট, তাহা হইল শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বাক্যের কি গতি হইবে? কারণ তাহার প্রমাণ বলেই মহর্ষি কপিলের আপ্তত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহা এই প্রকার স্রষ্টিকর্ত্তা মহর্ষি কপিলকে অগ্রে প্রসূত করিয়া, জ্ঞানের দ্বারা ধারণ করিলেন" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর বাক্যে মহর্ষি কপিলের আপ্তত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

সমাধান—এই শঙ্কা সমাধান করিতেছেন—'ন' ইত্যাদি। এই প্রমাণ বাক্য সাংখ্যস্মৃতিকার কপিলদেব-প্রতিপাদন করেন নাই; তাহার কপিলপরত্ব নিরাকরণ করিতেছেন—ঐ শ্রুতিবাক্য কপিল পর নহে, তাহা অন্য পর, অর্থাৎ ঐ শ্রুতিবাক্য অন্য অর্থ প্রতিপাদন করেন। তাহা এই প্রকার - যিনি অগ্রে সৃষ্টির আদিতে জাত ঋষি ব্রহ্মাকে কপিল—স্বর্ণ বর্ণ প্রসূত ত্রৈকালিক জ্ঞানের দ্বারা পোষণ করেন। অর্থাৎ শ্রীভগবান সুবর্ণবর্ণ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ত্রৈকালিক জ্ঞান প্রদান করিয়া পালন করেন। অতএব এই বাক্য বেদবিরুদ্ধ স্মৃতিকার কপিলকে প্রতিপাদন করেন নাই।

সাংখ্যস্মৃতিকার কপিলদেব শ্রুতিবিরুদ্ধার্থ বক্তা সুতরাং তাহার আপ্ততার অভাব। অতএব বেদার্থের উপবৃংহণের নিমিত্ত কপিল স্মৃতি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই ভাবার্থ। এই বিষয়ে শ্রীমনুস্মৃতিতে বর্ণিত আছে—যে সকল বেদ বাহ্যস্মৃতি আছে, যাহা কুদৃষ্টিযুক্ত - বেদবিরুদ্ধ কুতর্কমূলক সেই স্মৃতিশাস্ত্র সকল তামসিক জনের বুদ্ধি কল্পিত মাত্র। যে সকল শাস্ত্র বেদমূলক নহে, কিন্তু তমোবুদ্ধি মানব কল্পিত সেই শাস্ত্র সকল উৎপন্ন হইতেছে, এবং বিনষ্ট হইতেছে, ঐ সকল শাস্ত্র আধুনিকতা দোষ দুষ্ট

সাংখ্যস্মৃতিঃ, স্বকপোলকল্পিতানাপ্ততা ইতি ন তদ্ ব্যর্থতাদোষাদ্ বিভীমঃ। নচাপ্তব্যপাশ্রয়-

স এব সাংখ্যশাস্ত্রকারঃ ইতি সাংখ্যকারিকাভাষ্যকার—শ্রীগৌড়পাদাঃ স্বীকুর্ব্বন্তি ইহ ভগবান্ ব্রহ্মসুতঃ কপিলো নাম ; তদ্ যথা-সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। আসুরিঃ কপিলশ্চৈব বোঢ় পঞ্চশিখস্তথা ॥ ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্তপ্রোক্তা মহর্ষয়ঃ ॥ ইতি শ্রীগৌড়পাদাঃ। সাংখ্যসূত্রে বৃত্তিকারাঃ শ্রীঅনিরুদ্ধপাদাঃ—অস্মিন্ বিষয়ে মৌনমবলম্বনঞ্চক্রুঃ। দ্বিতীয় কপিলস্তু—অগ্নিবংশজঃ মহাভারতে বনপর্ব্বণি অগ্নিবংশবর্ণনে মার্কণ্ডেয়েন-কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যং প্রাহুর্যতয়ঃ সদা অগ্নি স কপিলো নাম সাংখ্য-যোগ প্রবর্ত্তকঃ। ম০ ভা০ ব০—২২১।২১ তৃতীয়স্তু কার্দ্দমিকপিলঃ—শ্রীভাগবতে—৩।২৪।৬ তস্যাং বহুতিথে কালে ভগবান্ মধুসূদনঃ। কার্দ্দমং বীর্য্যমাপন্নো যজ্ঞেঽগ্নিরিব দারুণি॥ শ্রীব্রহ্মা—৩।২৪।১৯ লোকে কপিল ইত্যাখ্যাং গন্তাতে কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥

হেতু নিষ্ফল এবং মিথ্যা বলিয়া জানিবে। অতএব বেদানুগ মানবগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র সর্ব্বথা উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য।

শঙ্কা—আমরা বলিব মনুরও অনাপ্ততা হউক ?

সমাধান—এইশঙ্কা সমাধানের জন্য বলিতেছেন—মনু" ইত্যাদি শ্রীমনুর আপ্ততা তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণগণ পাঠ করেন—স্মৃতিকার শ্রীমনু নিজ স্মৃতিশাস্ত্রে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা মায়াবদ্ধ জীবগণের ঔষধ, অর্থাৎ মোক্ষের উপায় স্বরূপ। সুতরাং মনুর অনাপ্ততা সিদ্ধ হইতেছে না। ঐ প্রকার মহর্ষি শ্রীপরাশরেরও আপ্ততা জানিতে হইবে। শ্রীপরাশর শব্দের বুৎপত্তি এই প্রকার—পর-বেদবিরুদ্ধ কুতর্ককারীগণকে বেদ প্রমাণ মূলক শত শত তর্কের দ্বারা যিনি নিরসন করেন তিনি পরাশর। মহর্ষি শ্রীপরাশর ঋষি পুলস্ত্য ও মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রসাদ হইতে দেবতা—শ্রীগোবিন্দদেব বিষয়ে পারমার্থিক বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

শ্রীবিষ্ণু পুরাণে এই প্রকার বর্ণিত আছে—একদা শ্রীমৈত্রেয় ঋষি শ্রীপরাশরের নিকটে গমন করতঃ প্রমাণ ও অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ব্রাহ্মণ ! এই জগৎ যাহা কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত, এই চরাচর জগৎ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, যাহাতে লীন ছিল, এবং প্রলয় কালে যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, হে বাশিষ্ঠনন্দন ! আমি আপনা হইতে সকল বিষয় যথাযথ ভাবে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীপরাশর বলিলেন—হে মৈত্রেয় ! আমি এই বিষয়ে পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

যে কালে শ্রীবিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক প্রযুক্তরাক্ষস আমার পিতাকে ভক্ষণ করিলে, আমার মহান ক্রোধ উৎপন্ন হইল, আমি রাক্ষসগণের বিনাশের নিমিত্ত যজ্ঞ আরম্ভ করিলাম, সেই যজ্ঞে রাক্ষসগণ ক্ষয় হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আমার পিতামহ মহাভাগ শ্রীবশিষ্ঠ আসিয়া বলিলেন—হে তাত ! অত্যন্ত

কল্পনয়া তৎস্মৃতিপক্ষপাতো যুক্তঃ। তত্ত্বেন ব্যাখ্যাতানাং বহূনাং স্মৃতিষু বিভিন্নার্থাসু পক্ষপাতে

অপরো গৌতমবংশীয়ঃ কশ্চিৎ কপিলঃ ; স চ উত্তরভারতবাসী মানববিশেষঃ, যদারভ্য তৎস্থানং "কপিলবস্তু" মিতি ব্যপদিশন্তি। অত্র সাংখ্যসূত্রস্য সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যকারাঃ—শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুপাদাস্তু "কার্দ্দমি কপিল এব সাংখ্যদর্শনকারঃ" ইতি মন্যন্তে। তথাহি ভাষ্যোপসংহারে—তদিদং সাংখ্যশাস্ত্রং কপিলমূর্ত্তির্ভগবান্, বিষ্ণুরখিললোকহিতায় প্রকাশিতবান্। যৎ তত্র বেদান্তিব্রুবঃ কশ্চিদাহ—সাংখ্য প্রণেতা কপিলো ন বিষ্ণুঃ ; কিন্তু অগ্ন্যবতারঃ কপিলান্তরম্—"অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যশাস্ত্র প্রবর্ত্তকঃ" ইতি স্মৃতেরিতি। তৎ লোকব্যামোহমাত্রম্। (শ্রীভাগবতে—৩ ২৪ ৩৬) এতন্মে জন্মলোকেঽস্মিন্ মুমুক্ষুণাং দুরাশয়াৎ। প্রসংখ্যানায় তত্ত্বানাং সম্মতায়াত্মদর্শনে॥ ইত্যাদি স্মৃতিষু বিষ্ণ্ববতারস্য দেবহূতি পুত্রস্যৈব সাংখ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ। কপিলদ্বয় কল্পনা গৌরবাচ্চ।

কোপ করিও না : যাহারা মূঢ় তাহাদেরই ক্রোধ হয়, জ্ঞানীগণের নহে · হে বৎস ! কে কাহাকে বধ করে ? মানব স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে, ক্রোধ যশ ও তপস্যার নাশ কারক, সাধুগণ ক্ষমাশীল হয়েন, সুতরাং এই অভিচার যজ্ঞ হইতে বিরত হও। তাঁহার বাক্য গৌরবে আমি ঐ অভিচার যাগ সমাপ্ত করিলাম। আমার আচরণে পিতামহ শ্রীবশিষ্ঠ আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন।

তাহার পর ব্রহ্মার পুত্র শ্রীপুলস্ত্য ঋষি আমার আশ্রমে সমাগমন করিলেন, এবং আমাকে কহিলেন—হে পুত্র ! তুমি পিতামহের আদেশে দুস্ত্যজ্য ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষমার আশ্রয় করিলে, সুতরাং তুমি সকলশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করিবে।

অপর তোমাকে মহাবর প্রদান করিতেছি - হে বৎস ! পুরাণ সংহিতার প্রকট কর্ত্তা হইবে। দেবতা ও পরমার্থ বিষয় যথাযথ জানিবে" দেবতা অর্থাৎ—শ্রীভগবদ্‌বিষয় বাস্তব জ্ঞান লাভ করা ইহাই অর্থ। কিন্তু শ্রীকপিলের শ্রীভগবদ্ বিষয়ক বাস্তবজ্ঞান যথাত্ম্যের অভাব হেতু তাহার অনাপ্ততা সিদ্ধ হইল। এই সাংখ্যশাস্ত্র কর্ত্তা কে ? এই শঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত কহিতেছেন - বেদ বিরুদ্ধ ইত্যাদি। এই স্থলে বিচার্য্য এই যে - এই কপিল কে ? কপিল নামে চারজন ব্রাহ্মণ উপলব্ধ হয়। তন্মধ্যে প্রথম এক কপিল ব্রহ্মার পুত্র ! তিনিই সাংখ্য শাস্ত্রকার" ইহা সাংখ্যকারিকা ভাষ্যকার শ্রীগৌড়পাদ স্বীকার করেন।

তিনি বলেন—এই কপিল ভগবান ব্রহ্মার পুত্র - তাহার প্রমাণ সনক, সনন্দন তৃতীয় সনাতন, আসুরি, কপিল বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ এই মহর্ষি সাতজন ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া কথিত হয়েন। সাংখ্যসূত্র বৃত্তিকার শ্রীঅনিরুদ্ধচরণ এই বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। দ্বিতীয় কপিল অগ্নিবংশজাত, এই বিষয়ে শ্রীমহাভারতে বনপর্বে অগ্নিবংশ বর্ণনে শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি বলিয়াছেন - যতিগণ সর্ব্বদা যাঁহাকে পরমর্ষি কপিল বলিয়া বর্ণন করেন, সেই অগ্নির নাম কপিল, যিনি সাংখ্যযোগের প্রবর্ত্তন করেন।

সতি বাস্তবার্থানবস্থিতি প্রসঙ্গাৎ। স্মৃত্যোর্ব্বিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং শ্রুতি ব্যপাশ্রয়াদন্যো নির্ণয়হেতু র্নভবেদতঃ শ্রুত্যনুসারিণোবাদরনীয়েতি। স্মৃতি বলেনাক্ষেপ্তুন্ স্মৃতি বলেনৈব নিরাকরিষ্যাম ইত্যন্যস্মৃত্যনবকাশতাদোষোপন্যাসঃ। যত্তু "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্ব্বিভর্ত্তি" ইতি। ৫।২ শ্বেতাশ্বতরশ্রুতেরাপ্তত্বং তস্যেতি তন্ন, তস্যা অন্যপরত্বাৎ। শ্রুতার্থবৈপরীত্য বক্তৃ-

---

ইত্যেবং বাদীনাং বিবাদমবলোক্য শ্রীমদ্ ভাষ্যকারচরণাঃ সিদ্ধান্তমবতারয়ন্তি—বেদ বিরুদ্ধ ইতি। "ন তু কর্দ্দমোদ্ভূতো বাসুদেবঃ" ইত্যস্যায়মর্থঃ—কর্দ্দমপুত্রঃ শ্রীকপিলঃ খলু অষ্টাবিংশতিতত্ত্ববাদী। তথাচ শ্রীভাগবতে—৩।২৬।১০-১১ প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষ বিশেষবৎ॥ পঞ্চভিঃ পঞ্চভি ব্রহ্ম চতুভির্দশভিস্তথা। এতচ্চতুর্বিংশতিকং গণম্। যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ। ২৫, প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ। ২৬, "ইতি।

তৃতীয় কর্দমনন্দন কপিল—এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—এই প্রকার বহুকাল পরে ভগবান শ্রীমধুসূদন কর্দমঋষির তপস্যার বল প্রাপ্ত হইয়া কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায় দেবহুতিতে জাত হইলেন। শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হে পুত্র কর্দম! এই পুত্র তোমার কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারী জগতে 'কপিল' বলিয়া বিখ্যাত হইবে। অপর গোতম বংশীয় কোন একজন কপিল। তিনি উত্তর ভারতবাসী মানব বিশেষ, যাহার নামানুসারে সেই স্থলের নাম "কপিল বস্তু" বলিয়া কথিত হয়।

এই স্থলে সাংখ্যসূত্রের সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যকার শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুপাদ—কর্দমনন্দন কপিলদেবই সাংখ্যদর্শন কর্ত্তা" ইহা মনে করেন। তাঁহার ভাষ্যের উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন শ্রীকপিল মূর্ত্তি ভগবান বিষ্ণু অখিললোকের হিতের নিমিত্ত এই সাংখ্যশাস্ত্র প্রকাশ করেন। এই স্থলে কোন বৈদান্তিকাভিমানী বলেন সাংখ্যশাস্ত্র প্রণেতা কপিল বিষ্ণু নহেন; কিন্তু অগ্নির অবতার অন্য কপিল, কপিলনামে অগ্নির অবতার সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন" ইহা স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে। এই কথা কেবল মানবের মোহ উৎপাদন করে মাত্র; কারণ ইহ জগতে আমার জন্ম দুরাশয়—লিঙ্গশরীর হইতে মুমুক্ষুগণের আত্মদর্শনের উপযোগী প্রকৃতি আদি তত্ত্বের সংখ্যা নিরূপণের জন্যই জানিবে। ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র কথিত বিষ্ণুর অবতার দেবহুতিনন্দন কপিলই সাংখ্যশাস্ত্রের উপদেশ কর্ত্তা।

দুইজন কপিলের কল্পনা করা গৌরবদোষ দুষ্ট হয়; অতএব কার্দমিকপিলই সাংখ্যদর্শন কর্ত্তা। এই প্রকার বাদীগণের বিবাদ অবলোকন করিয়া শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ সুসিদ্ধান্তের অবতারণা করিতেছেন—বেদ বিরুদ্ধ' ইত্যাদি। বেদ বিরুদ্ধ স্মৃতিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক কপিল অগ্নিবংশজাত জীব বিশেষ তিনি মায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়া বেদ বিরুদ্ধ শাস্ত্রের কল্পনা করিয়াছেন; ইনি কর্দমনন্দন বাসুদেব কপিল নহেন।

কর্দমনন্দন বাসুদেব বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—কর্দমপুত্র শ্রীকপিল অষ্টাবিংশতি তত্ত্ববাদী,

তয়া তদভাবাচ্চ। মনোরাপ্তোত্বন্তু তৈত্তিরীয়াঃ পাঠন্তি ॥ "যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদত্তদ্ভেষজম্"। (তৈ০ সং ২।২।১০।২) ইতি। শ্রীপরাশরো হি পুলস্ত্য বশিষ্ঠ প্রসাদাদেব দেবতা পরমার্থধিয়ং প্রাপ্তেতি স্মর্য্যতে। বেদবিরুদ্ধঃ স্মৃতিপ্রবর্ত্তকঃ কপিলোহ্যগ্নিবংশজো জীব বিশেষ এব মায়য়া-

---

টীকা চ শ্রীমদাচার্য্যপাদানাং- ৩।২৬।১৮ এবং পৌরুষো গণোদ্বিসংখ্যাকঃ কালোজীবশ্চেতি প্রকৃতি পুরুষৌ দ্বৌ ; প্রাধানিক চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যঃ। ততো বিবেকে সতি অষ্টাবিংশতিরেব তত্ত্বানি ইতি। সাংখ্যদর্শনকারস্তু—পঞ্চবিংশতি তত্ত্ববাদী ; তথাহি সাংখ্যকারিকায়ম্—৩. মূল প্রকৃতিরবিকৃতি—র্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥ এবঞ্চ সাংখ্য-সূত্রে—১।৬১ সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্, মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি, উভয়মিন্দ্রিয়ং ; তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূল ভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ।

শ্রীভাগবতে তাহা এই প্রকার বর্ণিত আছে—বেদবাদী-পণ্ডিতগণ প্রধান নামক তত্ত্বকে প্রকৃতি বলেন ; তাহার এই চতুর্বিংশতি প্রকার কার্য্য - পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্রা মন-বুদ্ধি-চিত্ত অহঙ্কার, এবং দশ ইন্দ্রিয়। এবং কাল পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, পৌরুষ—জীবতত্ত্ব। এইস্থলে শ্রীমদাচার্য্যপাদ এই প্রকার টীকা করিয়াছেন —পৌরুষগণ দুই প্রকার কাল এবং জীব।

প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই তত্ত্ব ; প্রাধানিক পঞ্চমহাভূতাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ; এই সকলে মিলিত অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব জানিতে হইবে। কিন্তু সাংখ্যদর্শনকার কপিল পঞ্চবিংশতি তত্ত্ববাদী সাংখ্য-কারিকায় বলিয়াছেন—মূল প্রকৃতি এক, তাহা বিকার রহিত ; মহদাদি—মহৎ অহঙ্কার পঞ্চমহাভূত এই সাতটি প্রকৃতি বিকৃতি ; পঞ্চতন্মাত্রা দশ ইন্দ্রিয় ও মন এই ষোলটি কেবল বিকার এবং পুরুষ এক পুরুষ কাহারও প্রকৃতিও নহে, তথা বিকৃতি ও নহে।

সাংখ্য সূত্রেও তাহাই বর্ণিত আছে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে মহতত্ব, মহৎ হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে পঞ্চ তন্মাত্রা, দশবিধ ইন্দ্রিয়, তন্মাত্রা হইতে স্থূল পঞ্চভুত, এবং পুরুষ এই পঁচিশ তত্ত্ব যুক্ত সাংখ্যশাস্ত্র। কিন্তু শ্রীকার্দমি কপিল সর্ব্বসাধনোত্তমা শ্রীভগবদ্—ভক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন শ্রীভগবানে অনিমিত্তা ভক্তি সিদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠা যাহা জীবের আবরণ অতি সত্বর বিনাশ করে, যেমন অগ্নি ভক্ষণ করিলে।

পুনরায় তিনি সর্বারাধ্য শ্রীভগবানই সকলের ভজনীয় ইহা নিরূপণ করিয়াছেন—হে মাতঃ! অতএব আপনি সর্বতো ভাবে ভজনীয় পদাম্বুজ পরমেষ্ঠি শ্রীহরিকে তদ্গুণাশ্রয়া ভক্তির দ্বারা আরাধনা করুন। সাংখ্যদর্শনকার কপিল ঈশ্বরকেই স্বীকার করেন নাই,পুনঃ ভক্তির কা কথা। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধি হয় না। সুতরাং সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা কর্দমপুত্র শ্রীকপিলদেব নহেন! এই বিষয়ে শ্রী-মদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ শ্রীপদ্মপুরাণের বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—কপিল' ইত্যাদি।

বিমোহিতো ন তু কর্দ্দমোদ্ভূতো বাসুদেবঃ। "কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগদাহ। ব্রহ্মাদিভ্যশ্চদেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ॥ তথৈবাসুরয়ে সর্ব্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্॥ সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ। সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্॥ ইতি

কিঞ্চ শ্রীকার্দ্দমিকপিলঃ - সর্ব্বসাধনোত্তমাং শ্রীভগবদ্ভক্তিং স্বীচকার —৩।২৫।৩৩ অনিমিত্তা ভগবতি ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরয়সী। জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥ অপিচ—সর্ব্বরাধ্য শ্রীভগবানেব ভজনীয় ইতি নিরূপিতঃ—৩ ২২।২২ তস্মাত্ত্বং সর্ব্বভাবেন ভজস্ব পরমেষ্ঠিনম্। তদ্‌গুণাশ্রয়য়া ভক্ত্যা ভজনীয় পদাম্বুজম্॥ সাংখ্যদর্শনকারস্তু—ঈশ্বরমপি ন স্বীকৃতঃ কিমুত ভক্তিঃ। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" (১।৯২) ইতি সূত্রাচ্চ। তস্মাৎ সাংখ্যদর্শনস্য প্রবক্তা কার্দ্দমিকপিলো ন ভবেদিত্যর্থঃ। অথাস্মিন্ বিষয়ে পদ্মপুরাণবাক্যং প্রমাণয়ন্তি—কপিল ইতি। স্পষ্টম্।

এতে শ্লোকাঃ খলু শ্রীমৎ পরমাচার্য্যচরণাঃ শ্রীলঘুভাগবতামৃতে—১।১৫। শ্রীমদাচার্য্যপাদাস্তু শ্রীশ্রীক্রমসন্দর্ভে—৩।২৪।১৯ ; শ্রীসর্ব্বসম্বাদিন্যাং শ্রীশ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভস্যানুব্যাখ্যায়াম্—উদ্ধাতাঃ সন্তি। অতএব শ্রীমহাভারতটীকাকৃৎ শ্রীনীলকণ্ঠসুরিভিরপি—ম॰ ভা॰ ব॰ প॰—২২১।২১ কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যমাহুর্যতয়ঃ সদা। অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগ— প্রবর্ত্তকঃ॥ ইত্যস্যটীকায়াম্- ইত্যতএব কপিলঃ সাংখ্যং নিরীশ্বরশাস্ত্রম্ ; তদ্‌রূপো যোগস্য প্রবর্ত্তকঃ' ইতি শ্রুতিবিরুদ্ধ সাংখ্য প্রবর্ত্তকোঽগ্নিবংশজঃ

বাসুদেবাখ্য কপিল বেদার্থের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত সাংখ্যতত্ত্ব ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে, তথা ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিবৃন্দকে এবং আসুরি ঋষিকে উপদেশ করিয়াছেন। অন্য অগ্নি বংশজাত কপিল সকল বেদ শাস্ত্র বিরুদ্ধ কুতর্ক পরিবর্দ্ধিত সাংখ্যশাস্ত্র অন্য আসুরি ঋষিকে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীপদ্মপুরাণের এই শ্লোকগুলি শ্রীমৎ পরমাচার্যপ্রভুপাদ শ্রীলঘুভাগবতামৃতে ; শ্রীমদাচার্য্যদেব শ্রীশ্রীক্রসন্দর্ভে ; শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অতএব শ্রীমহাভারতের টীকাকার শ্রীনীলকণ্ঠ সুরিপাদও—যতিগণ যাহাকে মহর্ষি কপিল বলিয়া অভিহিত করেন তিনি সাংখ্যযোগ কর্ত্তা অগ্নিবংশজাত কপিল। এই শ্লোকের টীকায়—অতএব কপিল, সাংখ্য-নিরীশ্বরশাস্ত্র সেই প্রকার যোগের প্রবর্ত্তক তস্মাৎ শ্রুতি বিরুদ্ধ সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক অগ্নি বংশজাত কপিল, ইনি জীব বিশেষ, কিন্তু শ্রীকর্দমাত্মজ বাসুদেব শুক্ল কপিলদেব নহেন "এই প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন।

অতএব শ্রীনিম্বার্কদর্শনের বেদান্ত কৌস্তুভ ভাষ্যে -"কপিলঃ" ইত্যাদি পদ্মপুরাণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। অনন্তর এই প্রকরণের নিগম করিতেছেন তস্মাৎ—"ইত্যাদি সুতরাং সাংখ্যস্মৃতি বেদ বিরুদ্ধ হেতু অনাপ্তদোষ দুষ্ট, অতএব তাহার ব্যর্থতা দোষের নহে। অতএব শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের কপিল শ্রুতি চতুর্মুখ ব্রহ্মা প্রতিপাদক, সাংখ্যশাস্ত্র প্রবক্তা কপিলদেব বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তবাদী, ইহা স্মৃতিশাস্ত্রের

স্মরণাৎ। (পাদ্মে) তস্মাদ্বেদবিরুদ্ধতয়ানাপ্তায়াঃ সাংখ্যস্মৃতে র্ব্যর্থতা ন দোষঃ ॥১॥

ওঁ॥ ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ ॥ওঁ॥ ২।১।১।২॥

ইতরেষাঞ্চ সাংখ্য স্মৃত্যুক্তানামর্থানাং বেদেঽনুপলম্ভাত্তস্যাঃ নাপ্তত্বম্। তে চ বিভ-

---

কপিলোঽয়ং জীব বিশেষ এব ন তু কর্দ্দমাত্মজো ভগবান্ বাসুদেবঃ শুক্ল ইতি" তথৈব নিরূপিতম্। শ্রী-নিম্বার্কদর্শনস্য—বেদান্ত কৌস্তুভে—"কপিলঃ" ইত্যাদি পাদ্মবাক্যমুদাহৃতম্। অথ এতৎ প্রকরণং নিগ-ময়ন্তি—তস্মাদিতি। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদঃ কপিল শ্রুতিশ্চতুস্মুখপরত্বাৎ সাংখ্যপ্রবক্তুঃ কপিলস্য বেদ বিরুদ্ধত্বে স্মৃতিলাভাচ্চ কপিলস্মৃতেরনাপ্ততা এব ইত্যর্থঃ। অতঃ কপিলস্মৃতের্ব্যর্থতা ন দোষঃ॥ সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবক্তা যঃ স বৈশ্বানর বংশজঃ। বাসুদেবো ন কার্দ্দমি ইতি শাস্ত্রর্থ নির্ণয়ঃ॥ ১॥

অথ প্রকারান্তরেণ সাংখ্যতন্ত্রস্যানাপ্ততা প্রতিপাদয়ন্তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"ইতর" ইতি। সাংখ্যস্মৃতৌ ইতরেষাং পাদার্থানাং অনুপলব্ধেঃ; সর্ব্ববেদান্ত প্রতিপাদিতানাং ঈশ্বর-জীব প্রকৃতি-কাল-কর্ম্মনাং সাংখ্যশাস্ত্রে বর্ণনাভাবাৎ বেদ বিরুদ্ধত্বাচ্চ কপিলস্মৃতিরবৈদিকী এব। ইতরেষামিতি যেষাং পদার্থানাং কৃতে সাংখ্যস্মৃতেরনাপ্তা ভবতি তে পদার্থা নিরূপয়ন্তি—বিভব ইতি।

তথাচ—তত্ত্বসমাসাখ্য কপিলসূত্রম্—"পুরুষঃ" ৪; দীপিকা ব্যাখ্যা—কঃ পুরুষঃ? উচ্যতে; পুরুষোঽনাদিঃ সূক্ষ্মঃ সর্ব্বগতঃ চেতনঃ নির্গুণঃ নিত্যঃ, দ্রষ্টা, ভোক্তা অকর্ত্তা ক্ষেত্রবিদ্ অপ্রসবধর্ম্মশ্চেতি।

দ্বারা প্রমাণিত হওয়ায় কপিলস্মৃতি অনাপ্ত বলিয়া জানিতে হইবে ইহাই ভাষ্যের অর্থ। সুতরাং কপিল রচিত সাংখ্যস্মৃতির ব্যর্থতা কোন প্রকার দোষাবহ নহে॥

যিনি সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবক্তা তিনি বৈশ্বানর বংশজাত কপিল; কিন্তু মহর্ষিকর্দমনন্দন বাসুদেব কপিল নহেন, ইহাই শাস্ত্র সকলের নির্ণয় বলিয়া জানিবে॥১॥

অতঃপর ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রকারান্তরে সাংখ্যতন্ত্রের অনাপ্ততা প্রতিপাদন করিতেছেন—ইতর' ইত্যাদি। সাংখ্যস্মৃতিতে অন্যান্য পদার্থ সকলের অনুপলব্ধি দেখা যায়। সর্ব্ববেদান্ত প্রতিপা-দিত ঈশ্বর জীব প্রকৃতি কাল কর্ম্ম প্রভৃতির সাংখ্যশাস্ত্রে বর্ণনের অভাব হেতু, এবং বেদ বিরুদ্ধ হওয়ায় সাংখ্যস্মৃতি অবৈদিকী হয়। সাংখ্যস্মৃতি নিরূপিত অন্যান্য পদার্থ সকলের বেদে উপলব্ধ না হওয়ায় সাংখ্যস্মৃতির অনাপ্ততা স্বতঃসিদ্ধ।

ইতর' অর্থাৎ যে সকল পদার্থের জন্য সাংখ্যস্মৃতি অনাপ্ত ও বেদবিরুদ্ধ তাহা নিরূপণ করিতে-ছেন 'বিভব' ইত্যাদি। সাংখ্যশাস্ত্র নিরূপিত পুরুষ বহু, বিভু, চিন্মাত্র স্বরূপ, সেই পুরুষের যে বন্ধ ও মোক্ষ তাহা প্রকৃতির, পুরুষের নহে, অর্থাৎ প্রকৃতিই করিয়া থাকে। এই স্থলে তত্ত্বসমাস নামে কপিল সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন—"পুরুষ" ইহার দীপিকা ব্যাখ্যা—কে পুরুষ? বলিতেছি—পুরুষ অনাদি, সূক্ষ্ম,

বশ্চিন্মাত্রাঃ পুরুষাস্তেষাং বন্ধমোক্ষৌ প্রকৃতিরেব করোতি। তৌ পুনঃ প্রকৃতাবেব। সর্ব্বেশ্বর পুরুষবিশেষো নাস্তি। কালস্তত্ত্বং ন ভবতি। প্রাণাদয়ঃ পঞ্চকরণবৃত্তিরূপা ভবন্তি, ইত্যেবমাদয়াস্তস্যামেব দ্রষ্টব্যাঃ। ২।।

তেষামিতি বহূনাং পুরুষাণাং—বন্ধ ইতি। তথাহি কারিকায়াং—৫৬ প্রতি পুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরমার্থ আরম্ভঃ।। সাংখ্যসূত্রে চ —২।১ বিমুক্তবিমোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য। "তৌ" বন্ধমোক্ষৌ" ইতি।

তথা চ করিকায়াম্—৬২ তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ। সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ॥ সর্ব্বেশ্বর ইতি—তথাহি সাংখ্যসূত্রে —১।৯২-৯৩-৯৪, "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" "মুক্ত বদ্ধয়োরন্যতরাভাবাৎ ন তৎ সিদ্ধিঃ" "উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্" ইত্যাদয়ঃ। কাল ইতি—তথাহি সাংখ্যসূত্রে—২।.২ "দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ" তৌ আকাশোঽন্তর্ভূতৌ। "প্রাণাদয়ঃ" ইতি; তথাচ—কারিকায়াম্—২৯, সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ" সূত্রে চ—২।৩১, কারিকাবৎ সূত্রমপি। তস্মাৎ সর্ব্বতোভাবেন বেদবিরুদ্ধত্বাৎ কপিল স্মৃতের্নাপ্ততা ইতি ভাবঃ॥

বেদশাস্ত্র বিরুদ্ধত্বাদযথাবৎ বিকত্থনাৎ।
অনাপ্তদোষদুষ্টত্বাৎ সাংখ্যস্য ন প্রমাণতা॥২॥
ইতি স্মৃত্যধিকরণং প্রথমং সমাপ্তম্॥১॥

সর্ব্বগত-বিভু, চেতন, নির্গুণ, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা অকর্ত্তা, ক্ষেত্রজ্ঞ, অপ্রসব ধর্ম্মযুক্ত। সেই বহু পুরুষের বন্ধন ও মুক্তি প্রকৃতি করে, এই সাংখ্য কারিকায় বর্ণিত আছে - প্রতি পুরুষের বিমুক্তির নিমিত্ত স্বার্থের ন্যায় পরার্থের জন্য সৃষ্টি আরম্ভ করে।

সাংখ্যসূত্রে বর্ণিত আছে—বিমুক্ত পুরুষের আভিমানিক মুক্তির নিমিত্ত প্রধানের সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হয়। এবং সেই বন্ধন ও মুক্তি প্রকৃতিতেই হয়, এই বিষয়ে সাংখ্যকারিকায় বর্ণিত আছে—অতএব কোন পুরুষ বদ্ধ ও হয় না, মুক্ত ও হয়, না এবং সংসার প্রাপ্তি ও হয় না, নানাশ্রয়া প্রকৃতিই বদ্ধ হয়, মুক্ত হয় এবং সংসার প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বেশ্বর পুরুষ বিশেষ বলিয়া কোন পদার্থ নাই। এই বিষয়ে সাংখ্যসূত্রে বর্ণিত আছে—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বর বদ্ধও নহেন, মুক্তও নহেন. সুতরাং উভয়ের অভাব হেতু ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না।

উভয়থা—তিনি মুক্ত হইলে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন না, বদ্ধ হইলেও আমাদের ন্যায় অসর্বজ্ঞ বিধায় স্রষ্টা হইতে পারেন না; সুতরাং ঈশ্বর অসিদ্ধ। কাল কোন প্রকার তত্ত্ব নহে। এই বিষয়ে সাংখ্যসূত্রে বর্ণিত আছে - দিক্ এবং কাল আকাশাদি হইতে সমুৎপন্ন হয়; অর্থাৎ দিক্ ও কাল আকাশের অন্তর্ভূত।

২। যোগপ্রত্যুক্তাধিকরণম্ ॥

ননু সাংখ্যস্মৃত্যা বেদান্তাব্যাখ্যাতুং ন যুক্তাস্তস্যা বেদান্তবিরুদ্ধত্বাৎ। যোগস্মৃত্যা তু

'যোগপ্রত্যুক্তাধিকরণম্'

অথ সাংখ্যস্মৃতিবৎ যোগস্মৃতিরপি অবৈদিকী ইতি প্রতিপাদয়িতুং যোগ প্রত্যুক্তাধিকরণ-মারভন্তে' ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অত্র যোগদর্শন বর্ণিত তত্ত্বান্যেব বিষয়ানি, অন্যত্র বিচার্য্যন্তে।

সংশয়ঃ—অথযোগস্মৃতিঃ কিং বেদান্তবাক্যগণস্য উপবৃংহণরূপা ? অথবা সাংখ্যস্মৃতিবৎ অবৈদিকী ইতি ? ভবতি সংশয়ঃ। ইতি সন্দেহ বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং সন্দেহে জাতে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—"ননু" ইতি। অথ যোগস্য শ্রৌতত্বে প্রমাণমাহুঃ তামিতি। তাং ইন্দ্রিয়াণাং ঐকাগ্র্যলক্ষণাং বাহ্য-অন্তঃকরণানাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ আত্মনি ধারণাং যোগমিতি যোগজ্ঞা মন্যতে।

প্রাণাদি পাঁচটি অন্তঃকরণের বৃত্তি মাত্র। এই বিষয়ে সাংখ্যকারিকায় বর্ণিত আছে - দেহ সঞ্চারী প্রাণ অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই পাঁচটি বায়ু ইন্দ্রিয়গণের সাধারণী বৃত্তি। সাংখ্যসূত্রেও এই প্রকার বর্ণিত আছে। এই প্রকার বেদ বিরুদ্ধ পদার্থ সন্নিবেশ বহু স্থানে সাংখ্যশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহা সেই শাস্ত্রেই দ্রষ্টব্য। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে বেদশাস্ত্র বিরুদ্ধহেতু কপিল স্মৃতি আপ্তশাস্ত্র নহে, ইহাই ভাবার্থ।

বেদশাস্ত্র বিরুদ্ধ অযথার্থ প্রলাপহেতু অনাপ্ত দোষ দুষ্টতা বশতঃ

সাংখ্যশাস্ত্রের প্রামাণিকতা নাই ॥২॥

স্মৃত্যধিকরণ প্রথম সমাপ্ত ॥১॥

"যোগপ্রত্যুক্তাধিকরণের ব্যাখ্যা"

অনন্তর সাংখ্যস্মৃতিবৎ যোগস্মৃতিও অবৈদিকী, ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত যোগ-প্রত্যুক্তাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন' এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয় এই স্থলে যোগদর্শন বর্ণিত তত্ত্বসকলই বিষয়, সেই বিষয় সকলের এই অধিকরণে বিচার করিতেছেন। ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয়ঃ—এই স্থলে সংশয় এই যে - যোগস্মৃতি কি বেদান্ত বাক্যগণের উপবৃংহিত স্বরূপা ? অথবা সাংখ্যস্মৃতির সমান অবৈদিকী ? বেদান্তসিদ্ধান্ত বহির্ভূতা ? এই প্রকার সন্দেহ হইতেছে। ইহাই সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষঃ— এই প্রকার সন্দেহজাত হইলে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—"ননু" ইত্যাদি

ব্যাখ্যায়ান্তে, বেদান্তার্থানাশ্রিত্য তস্যা বর্ণিতত্বাৎ। যোগঃ খলু শ্রৌতঃ "তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্" (কঠ০ ২৩।১১) "বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চকৃৎস্নম্" (কঠ০ ২।৩।১৮) ইত্যাদিষু কঠকাদিশ্রুতিষু যোগবিষয়ক বহুলিঙ্গলাভাৎ "ত্রিরুন্নতং স্থাপ্যসমং শরীরম্" (শ্বে০ ২।৮) ইত্যাদিষ্বাসনাদিযোগাঙ্গাভিধানাচ্চ। তেন যোগেন জগদ্ দুঃখং পরিজিহীর্ষুরাপ্ততমো

'ইতি' শব্দেন যথোক্তমৈকাগ্র্যমেব পরং তপ ইতি গম্যতে। এতামিতি—এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং যোগ প্রকারঞ্চ মত্তো যমাৎ নচিকেতা লব্ধঃ; তথা ব্রহ্মপ্রাপ্তোঽভূদিতি শেষঃ। ত্রিরিতি—উরো-গ্রীবা শিরঃসু উন্নতং, অন্যত্র সমং শরীরম্ আসনে সংস্থাপ্য ব্রহ্ম ধ্যায়ত ইত্যর্থঃ। 'অথ' ইতি, অথ শব্দোঽধিকারার্থো-মঙ্গলার্থশ্চ। যোগো যুক্তিঃ সমাধিরিত্যর্থঃ।

অনুশিষ্যতে ব্যাখ্যায়তে লক্ষণ ভেদোপায়ৈরিতি অনুশাসনম্ আশাস্ত্রপুত্তেরধিকৃতং—বোধ্যমিত্যর্থঃ। কো যোগঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—যোগ ইতি। চিত্তস্য নির্ম্মলসত্ত্ব পরিণতিরূপস্য যা বৃত্তয়ঃ অঙ্গানি ভাব পরিণতিরূপাঃ তাসাং নিরোধোবহির্মুখ পরিণতি বিচ্ছেদাৎ অন্তর্মুখতয়া প্রতিলোম পরিগত্যা স্বকারণে লয়ো যোগ ইতি আখ্যায়তে ইতি।

যদি বলেন—সাংখ্যস্মৃতির অনুগত বেদান্ত বাক্যগণ ব্যাখ্যা করা উচিত নহে; কারণ তাহা বেদান্তবিরুদ্ধ। কিন্তু যোগস্মৃতির অনুগত ব্যাখ্যা বেদান্ত বাক্যগণের কর্ত্তব্য।

যোগস্মৃতি বেদান্তের অর্থ আশ্রিত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যোগ শ্রৌত মার্গ। অতঃপর যোগের শ্রৌতত্বে প্রমাণ বর্ণনা করিতেছেন—তাং' ইত্যাদি। স্থিরভাবে মনধারণই যোগ বলিয়া কথিত হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রলক্ষণ, বাহ্য আন্তরিক ইন্দ্রিয়গণের আত্মায় স্থির ভাবে ধারণের নাম যোগ ইহা যোগজ্ঞ পণ্ডিতগণ মনে করেন। বিদ্যাম্' ইতি এই ব্রহ্মবিদ্যা যোগ প্রকার আমা হইতে (যম হইতে) নচিকেতা লাভ করিলেন; তথা যোগ বিদ্যা লাভ করতঃ ব্রহ্মলাভ করিয়াছিলেন। ইত্যাদি কঠোপনিষৎ শ্রুতি বাক্য সকলে যোগ বিষয়ক বহু প্রমাণ লাভ করা যায়।

ত্রি'ইত্যাদি—উর - বক্ষঃস্থল গ্রীবা, মস্তক এই তিনটি উন্নত, অন্যত্র সমস্ত শরীর সমান ভাবে আসনে স্থাপন করিয়া ব্রহ্মকে ধ্যান করিবে' ইহাই অর্থ। ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে আসনাদি যোগের অঙ্গরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। সেই যোগের দ্বারা জন্ম মরণাদি সংসার দুঃখ পরিহরণ করিবার ইচ্ছায় আপ্ততম ভগবান পতঞ্জলি স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন; তাহা এই প্রকার—অথ' ইত্যাদি অথ শব্দের অর্থ অধিকার ও মঙ্গল। যোগ অর্থাৎ সমাধি। অনুশাসন - লক্ষণ; ভেদ, উপায়াদির দ্বারা ব্যাখ্যা করেন তাহাকে অনুশাসন বলে। সেই যোগানুশাসন সমস্ত শাস্ত্র পূর্ত্তি পর্য্যন্ত অধিকৃত করিয়া আছে—তাহা বুঝিতে হইবে। যোগ কাহাকে বলে?

ভগবান্ পতঞ্জলিঃ স্মৃতিং নিবন্ধ, "অথ যোগানুশাসনম্" (যো॰ সূ॰ ১।১।১) "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ" (১।১।২) ইত্যাদিভিঃ। সমন্বয়াবিরোধেন বেদান্তেষু ব্যাখ্যাতেষু এষা স্মৃতিরনবকাশা-স্যাৎ, যোগ প্রতিপত্তিমাত্রবিষয়ত্বাৎ। মন্বাদি স্মৃতীনাং তু ধর্ম্মাবেদনয়া সাবকাশতা ভবেত্তস্মাৎ যোগস্মৃত্যৈব ন তূক্তসমন্বয়ানুগত্যা, তে ব্যাখ্যয়া, ইত্যেবং প্রাপ্তে –

সমন্বয় ইতি—সর্ব্বেষু বেদান্তবাক্যেষু পরব্রহ্ম এব জগতো নিমিত্তোপাদন কারণং প্রতিপাদিত-মিতি সমন্বয়াধ্যায়স্য অবিরোধেন ব্যাখ্যাতে সতি এষা যোগস্মৃতিরনবকাশাব্যর্থা স্যাৎ। ন তু ইতি ; পূর্ব্বোক্ত-সমন্বয়ানুগত্যা ব্যাখ্যয়া যোগস্মৃতে রনাপ্ততা শঙ্কা ভবেদিতি ; অত যোগস্মৃতি সিদ্ধান্তানুসারেণ এব বেদান্তবাক্যগণা ব্যাখ্যা কার্য্যা ইত্যেবমস্মাকমভিতম্।

ইতি পূর্ব্বপক্ষ বাক্যম্।

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুপস্থিতে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি—এতেন ইতি। এতেন প্রধানসর্ব্বস্ব সাংখ্যস্মৃতি প্রত্যাখ্যানেন ন তৎ পরিপুষ্ট যোগস্মৃতিরপি প্রত্যুক্তঃ ইতি। সূত্র ব্যাখ্যাতু ভাষ্যে স্পষ্টম্।

সেই অপেক্ষায় বলিতেছে—যোগ ইত্যাদি। চিত্তের নির্ম্মল তত্ত্ব পরিণতিরূপের যে বৃত্তি সকল, অঙ্গ বা ভাব পরিণতিরূপা তাহাদের নিরোধ, বহির্ম্মুখ পরিণতি বিচ্ছেদ পূর্ব্বক অন্তর্ম্মুখরূপে গমন-করতঃ স্ব স্ব কারণে লয় করার নামকে যোগ বলে। অতএব সমন্বয় অধ্যায়ের অনুরোধে বেদান্ত বাক্য-গণের ব্যাখ্যা হইলে পরে এই যোগস্মৃতি অনবকাশ ব্যর্থ হইবে ; কারণ, ইহাতে মাত্র যোগ প্রতিপত্তির বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। মন্বাদি স্মৃতি সকলের ধর্ম জ্ঞাপনের দ্বারা সাবকাশতা হইবে। অতএব যোগ-স্মৃতির দ্বারাই বেদান্ত বাক্যগণ ব্যাখ্যা করা উচিত।

সমন্বয়ের তাৎপর্য এই যে—বেদান্ত বাক্য সকলে পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ প্রতিপাদন করা হইয়াছে. সেই সমন্বয়াধ্যায়ের অবিরোধে বেদান্ত বাক্যের ব্যাখ্যা করিলে পরে এই যোগস্মৃতি অনবকাশ অর্থাৎ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং যোগ স্মৃতির সমন্বয়াধ্যায়ের অনুগত ব্যাখ্যা করা উচিত নহে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সমন্বয়াধ্যায়ের অনুগতে ব্যাখ্যা করিলে যোগস্মৃতির অনাপ্ততা দোষের আশঙ্কা হইবে ; অতএব যোগস্মৃতির সিদ্ধান্তানুসারেই বেদান্ত বাক্যগণের ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য' ইহাই আমাদের অভিমত।

এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্তঃ—এই পূর্ব্বপক্ষের সমুপস্থিতিতে ভগবান বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করি-তেছেন—"এতেন" ইত্যাদি। ইহার দ্বারা অর্থাৎ –প্রধান সর্ব্বস্ব সাংখ্যস্মৃতির সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান দ্বারা সাংখ্য পরিপুষ্ট যোগস্থিতিও প্রত্যুক্ত অর্থাৎ নিরাকৃত হইল।

ওঁ॥ এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ওঁ॥ ২।১।২।৩॥

এতেন সাংখ্যস্মৃতি প্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপিপ্রত্যাখ্যাতা বোধ্যা। তস্যাশ্চ তদ্বদ্-বেদান্তবিরুদ্ধত্বাৎ। তাদৃশ্যাযোগস্মৃত্যা তেষু ব্যাখ্যাতেষু বেদানুসারিমন্বাদিস্মৃতে নির্ব্বিষয়তা স্যাদতস্তয়া তে ন ব্যাখ্যেয়া ইত্যর্থঃ। ন চ বেদান্তাবিরুদ্ধা সা বক্তুং শক্যা। তত্রাপি প্রধানমেব

অথ যোগস্মৃতৌ যে সিদ্ধান্তা বেদান্তবিরুদ্ধত্বেন প্রতীয়ন্তে তান্ প্রতিপাদয়ন্তি তত্রাপীত্যাদি। তত্র যোগদর্শনে। যদ্যপি শাস্ত্রেঽস্মিন্ ঈশ্বরমঙ্গীকৃতং তথাপি কুটিল-কাপিল যুক্তিজাল-জম্বাল-বিলিপ্তত্বেন প্রধান স্বাতন্ত্র্যাদি উক্তেঃ বৈদান্তিকসিদ্ধান্তানুগত্যা শ্রীপরমেশ্বর-নিরূপণাভাবাচ্চ; তস্মাদতিদেশসূত্রোঽয়ং ইতি। তল্লক্ষণং যথা শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে ১।৫৪ "অন্যতুল্যত্ববিধানমতিদেশঃ" অতঃ পূর্ব্বসূত্র—স্মৃত্যনবকাশদোষ প্রসঙ্গ ইতি চেৎ নান্য স্মৃত্যনবকাশদোষ প্রসঙ্গাৎ" ইত্যস্য তুল্যত্বাৎ অতিদেশোঽয়মিতি। অথ প্রধানমেব স্বতন্ত্র জগৎকারণম্; তথাহি -২।১৮ "প্রকাশ ক্রিয়া স্থিতি শীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্" ইতি শ্রীপতঞ্জলিনা শ্রীকপিল মতানুসারেণৈব জগৎ কার্য্যং প্রতি প্রধানস্য উপাদান কারণত্বং প্রতিপাদিতম্।

ইহার দ্বারা অর্থাৎ সাংখ্যস্মৃতি প্রত্যাখ্যান দ্বারা যোগস্মৃতিও প্রত্যাখ্যাত হইল বুঝিতে হইবে। কারণ, যোগস্মৃতির ও সাংখ্যস্মৃতির সমান বেদান্তবিরুদ্ধ হওয়া হেতু। বেদান্তবিরুদ্ধ-যোগস্মৃতির দ্বারা বেদান্ত বাক্যগণের ব্যাখ্যা করিলে বেদানুসারিনী—মন্বাদিস্মৃতির নির্বিষয়তা হইবে। অতএব যোগস্মৃতির দ্বারা বেদান্ত বাক্যগণের ব্যাখ্যা করা উচিত নহে। যোগস্মৃতি বেদান্তবাক্যগণের অবিরোধ সিদ্ধান্ত কারিণী, ইহা বলিতে সমর্থ হইবেন না।

যেহেতু তাহাতেও বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত দেখা যায়। যোগস্মৃতিতে যে সকল সিদ্ধান্ত বেদ-বিরুদ্ধরূপে প্রতীতি হয়। তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—তত্রাপি" ইত্যাদি। যদ্যপি এই যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তথাপি অত্যন্তকুটিল কপিলের যুক্তি জালজম্বাল—শৈবাল বিলিপ্ত হৃদয় দ্বারা প্রধানের স্বতন্ত্রতাদি কথিত হওয়ায়, বৈদান্তিক সিদ্ধান্তানুগত ভাবে শ্রীপরমেশ্বরের নিরূপণের অভাব হেতু যোগস্মৃতি অবৈদিক। এইটি অতিদেশ সূত্র। শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণে তাহার এই প্রকার লক্ষণ-যাহাকে অন্য সূত্রের তুল্য বা সমান বিধান করা হয় তাহাকে অতিদেশ সূত্র বলে"। পূর্বসূত্র যে—সাংখ্যাদি স্মৃতির অনবকাশ দোষ প্রসঙ্গ হইবে' যদি এই বলেন, কিন্তু তাহা হইবে না" এই সূত্রের সমান হওয়ায় ইহা অতিদেশ সূত্র।

যোগস্মৃতিতে প্রধানই স্বতন্ত্র জগৎ কারণ; তাহা এই প্রকার—প্রকাশ, ক্রিয়া, স্থিতি যাহার স্বভাব, পঞ্চমহাভূত, ও ইন্দ্রিয়গণ যাহার স্বরূপ পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ সম্পাদন করাই যাহার প্রয়োজন, তাহাকে দৃশ্য অর্থাৎ প্রধান বলে। এই প্রকার শ্রীপতঞ্জলি শ্রীকপিলমুনির মতানুসারেই জগৎ

স্বতন্ত্রংকারণমীশো জীবাশ্চ চিতিমাত্রাঃ, সর্ব্বে বিভবঃ, যোগাদেব দুঃখনিবৃত্তিস্তদেব মুক্তিরিত্যাদি তদ্বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদনাৎ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণং চিত্তবৃত্তিরিত্যাদীনাং তদুক্তার্থানাং তেষ্বনুপলম্ভাচ্চ। তত্র তে হ্যর্থাস্তস্যামেবান্বেষ্টব্যাঃ তস্মাদ্বেদান্তবিরুদ্ধায়া যোগস্মৃতেবৈয়র্থ্যাদ্দোষান্ন

ঈশ্বর-জীবশ্চ চেতন মাত্রমেব। তথাচ—২।২০, "দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ" দৃশিমাত্রঃ চিন্মাত্রঃ দ্রষ্টা পুরুষঃ, মাত্র শব্দেন ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব নিরাসঃ। স শুদ্ধোঽপি পরিণামাভাবেন স্বপ্রতিষ্ঠোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ বিষয়োপরক্তে বুদ্ধিতত্ত্বে সন্নিধিমাত্রেণ দ্রষ্টৃত্বং ভজতীত্যর্থঃ। তচ্চ এতদবৈদিকং, বেদে ধর্ম্মিত্বেন তস্য নিরূপণাদিতি।

ছান্দোগ্যে চ "এষ আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি। ৮।১।৫ কিঞ্চ সর্ব্বে জীবা বিভবঃ। যোগাদিতি—"১।২" "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" ১।৩; অপিচ কপিলমতানুসারেণ শ্রীপতঞ্জলিনা চিত্তস্য পঞ্চবৃত্তয়ঃ কথিতাঃ; তথাচ—১।৫—"বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ" ১।৬ "তে" "প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা স্মৃতয়"ঃ।

কার্য্যের প্রতি প্রধানের উপাদান কারণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ঈশ্বর ও জীব চেতন পদার্থ মাত্র। এই বিষয়ে যোগসূত্র দ্রষ্টা পুরুষ দৃশিমাত্র চেতনমাত্র, শুদ্ধ স্বরূপ হইলেও ও আত্মা বুদ্ধিতত্ত্বের অনুরূপ আচরণ করে; অর্থাৎ—দ্রষ্টা পুরুষ চিন্মাত্র স্বরূপ, মাত্র শব্দের দ্বারা ধর্ম ধর্মিভাব নিরাশ করা হইল; আত্মা শব্দ তথা পরিণামের অভাবে স্বপ্রতিষ্ঠ হইলেও প্রত্যয়ানুপশ্য; অর্থাৎ বিষয়োপরক্ত বুদ্ধিতত্ত্বে সন্নিধি মাত্রেই দ্রষ্টৃত্বাদি গুণ যুক্ত হয়।

শ্রীপতঞ্জলির এই সিদ্ধান্ত অবৈদিক, কারণ, বেদশাস্ত্রে শ্রীভগবানকে ধর্মিরূপে নিরূপণ করিয়াছেন—ছান্দোগ্যোপনিষদে এই আত্মা শ্রীগোবিন্দদেব অপহত পাপ্মত্বাদি গুণগণালঙ্কৃত" ইত্যাদি। আরও জীব সকল বিভু—সর্ব ব্যাপক। যোগ হইতেই দুঃখনিবৃত্তি, এবং দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। সেই কালে সর্ববৃত্তিনিরোধরূপ অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিকালে দ্রষ্টা পুরুষের চিন্মাত্রস্বরূপে অবস্থান, তাহাই মুক্তি। ইত্যাদি বেদবিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সকল চিত্তবৃত্তি বিশেষ" ইত্যাদি যোগস্মৃতি কথিত সিদ্ধান্ত সকলের বেদান্ত বাক্যগণে উপলব্ধ না হওয়ায় তাহা বেদশাস্ত্র বিরুদ্ধ।

অর্থাৎ কপিল মতানুসারেই শ্রীপতঞ্জলি চিত্তের পাঁচটি বৃত্তি নিরূপণ করিয়াছেন। তাহা এই প্রকার—বৃত্তি ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট ভেদে পাঁচ প্রকার; তাহারা—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, ও স্মৃতি এই পাঁচটি। তন্মধ্যে প্রমাণরূপ চিত্তবৃত্তির লক্ষণ বলিতেছেন—প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম, এই ত্রিবিধ প্রমাণ।

বিত্রাসঃ। অন্যচ্চ প্রাগ্বৎ। যত্তু বেদান্তবেদ্যামীশ্বর জীবোপায়োপেয় যাথাত্ম্যং তদুপর্য্যুপরি-ব্যক্তী ভবিষ্যদ্বীক্ষ্যমেবং সতি "ত্রিরুন্নতম্" (শ্বে০ ২।৮) ইত্যাদাবাসনাদি যোগাঙ্গবিধানম্

তাসু প্রমাণরূপায়াঃ চিত্তবৃত্তের্লক্ষণমিদমুক্তং, ১।৩ "প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি" নহি এতে চিত্তবৃত্তিরূপেণ বেদেষূপলভ্যতে। চক্ষুরাদীন্দ্রিয়পঞ্চকং সাংখ্যবৎ করণমেব স্বীকরোতি; কিঞ্চ অনুমানমপি জ্ঞানমেব ন তু প্রমাণম্; আগমশ্চ আকাশস্য গুণঃ; ইত্যেবমাদয়ো বেদবিরুদ্ধাঃ সিদ্ধান্তাস্তত্র যোগস্মৃতৌ অন্বেষ্টব্যাঃ।

কিন্তু বেদলক্ষণঃ শব্দস্তু শ্রীভগবন্নিঃশ্বাসস্বরূপমেব। তথাচ মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে—বৃ০ ৪।৫।১১ "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্ বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। বিপর্য্যয়-স্মৃতি চ জ্ঞান বিশেষৌ এব, ন তু চিত্তবৃত্তী। চিত্তং খলু জ্ঞানং ব্যনক্তি ইতি শ্রৌত পন্থা। প্রাগ্বদিতি কাপিলস্মৃতি প্রত্যাখ্যানবদ্বোদ্ধব্যমিতি ভাবঃ।

নন্বু ভবতামভিমতং জীবেশ্বরাদিকিং স্বরূপকম্? তত্রাহুঃ—'যত্তু' ইতি। ঈশ্বরযাথাত্ম্যং খলু বেদান্তৈর্ এবং বিলোক্যতে অবিচিন্ত্য অনন্ত আত্মশক্তিযুক্ত নিত্যানন্দ চিদ্বিগ্রহঃ মধ্যম পরিমাণ এব বিভুঃ, নিত্যাধিষ্ঠান পার্ষদবৃন্দ পরিসেবিতঃ, নিত্যাসংখ্যেয়কল্যাণ গুণঃ, স্বানুরূপয়া শ্রিয়া বিশিষ্টঃ, স্বায়ত্ত প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞানুপ্রবেশনিয়মনকৃৎ, স্বসঙ্কল্পেনৈব স্ববিলক্ষণ জগদ্রূপঃ, স্বয়মবিকারী, ভজনকারি ভক্তানন্দহেতুঃ, শ্রীগোবিন্দঃ। জীবযাথাত্ম্যঞ্চ জ্ঞানরূপঃ, জ্ঞানাদিগুণকঃ অণুর্জীবঃ শ্রীগোবিন্দবৈমুখ্যাৎ বদ্ধঃ, তৎ সাম্মুখ্যাত্তু তৎসেবানন্দরূপ মোক্ষঞ্চ প্রাপ্নোতীতি।

এই প্রমাণ সকল চিত্তবৃত্তিরূপে বেদে উপলব্ধ হয় নাই। শ্রীপতঞ্জলি চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে সাংখ্যের সমান কারণরূপেই স্বীকার করেন। আরও অনুমান প্রমাণ জ্ঞান বিশেষ, তাহা প্রমাণ নহে। আগমাদি শাস্ত্র আকাশের গুণমাত্র। ইত্যাদি বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত সকল যোগস্মৃতিতেই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বেদ লক্ষণ অপ্রাকৃত শব্দমাত্র শ্রীভগবানের নিশ্বাস স্বরূপ, আকাশের গুণ নহে। বৃহদারণ্যকোপনিষদের মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে কথিত আছে—এই মহাবিভূতি যুক্ত শ্রীভগবানের নিশ্বাস স্বরূপ এই ঋক্ বেদ যজুর্বেদ, সামবেদ অথর্ববেদ, আঙ্গিরসাদি। বিপর্য্যয়ও স্মৃতি জ্ঞান বিশেষ হয়; তাহারা চিত্তবৃত্তি নহে। চিত্ত জ্ঞানের অভিব্যক্তি করে' ইহাই বৈদিক পন্থা।

সুতরাং বেদান্ত বিরুদ্ধহেতু যোগস্মৃতির ব্যর্থতা দোষ হইতে আমাদের কোন প্রকার ত্রাস নাই। অন্য সকল পূর্বের সমান, অর্থাৎ—কপিল রচিত স্মৃতি প্রত্যাখ্যানের ন্যায় বুঝিতে হইবে।

শঙ্কা এই স্থলে আপনাদিগকে (বৈদান্তিকদিগকে) জিজ্ঞাসা করি—আপনাদের জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ কি?

সমাধান—এই শঙ্কার সমাধান করিতেছেন যত্তু' ইত্যাদি। তবে বেদান্তবেদ্য ঈশ্বর জীব

"তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যম্" (শ্বে০ ৬।১৩) ইত্যাদৌ চ সাংখ্যাদিশব্দাভ্যাং জ্ঞানং ধ্যানঞ্চ যদ্ দৃষ্টং তৎ কিল বৈদিকাদন্যদেবগ্রাহ্যম্। ন হি প্রকৃতি পুরুষতান্যতাপ্রত্যয়েন জ্ঞানেন তদুক্তেন যোগবর্ত্মনা বা মোক্ষোভবেৎ। "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি' (শ্বে০ ৩।৮) বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" (বৃ০ ৪।৪।২১) "এতদ্ যো ধ্যায়তি রসতি ভজতি সোঽমৃতো ভবতি' (গো০ তা০ পূ০ ৬)

উপায়যাথাত্ম্যং খলু শ্রীগোবিন্দজ্ঞান পূর্ব্বকং তদ্‌ভজনমেব বন্ধমোচকমিতি। উপেয়যাথাত্ম্যঞ্চ—দুঃখস্যাত্যন্তনিবৃত্তি পূর্ব্বকং আনন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব সেবানন্দ লাভমিতি। এতচ্চ ক্রমেণৈব অত্র ব্যক্তির্ভবিষ্যতি। ননু যোগস্মৃতের্ব্বেদবিরুদ্ধত্বে কথং শ্বেতাশ্বতরা এবং পঠন্তি? তথাহি" ত্রিরুন্নতম্" ইতি ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সংনিরুধ্য। ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি॥

উপায়, উপেয় যাথাত্ম্য উপরি উপরি ব্যক্ত হইবে। বেদান্ত বাক্য প্রতিপাদিত ঈশ্বর যাথাত্ম্য বেদান্ত বাক্যগণে এই প্রকার দেখা যায়। অবিচিন্ত্য-অনন্ত স্বরূপশক্তিযুক্ত নিত্যানন্দ চিদ্‌বিগ্রহ, মধ্যম পরিমাণেও বিভুস্বরূপ, নিত্যাধিষ্ঠান গোলোকাদি ধামে নিত্যপার্ষদবৃন্দ পরিসেবিত, অসংখ্য নিত্য কল্যাণগুণ রত্নাকর, স্বানুরূপ লক্ষ্মীবৃন্দ পরিশোভিত, স্বায়ত্ত প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞাদিতে অনুপ্রবেশ করিয়া তাহাদের নিয়মন কর্ত্তা, নিজ সঙ্কল্পদ্বারাই স্ববিলক্ষণ জগদ্‌রূপে পরিণমনশীল, কিন্তু স্বয়ং সর্ব্বপ্রকার বিকার রহিত ; তাঁহার ভজনকারি ভক্তগণের আনন্দপ্রদ শ্রীগোবিন্দদেব।

জীবের যথার্থস্বরূপ এই প্রকার জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানাদিগুণক, অনুস্বরূপ শ্রীগোবিন্দদেব বিমুখতা হেতু তাহার বন্ধন হয় ; এবং তাঁহার সান্মুখ্যবশতঃ শ্রীগোবিন্দদেব সেবানন্দরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। উপায় যাথাত্ম্য এই প্রকার শ্রীগোবিন্দদেবের জ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহার ভজনই জীবের বন্ধন মোচনকারী। উপেয় স্বরূপ এই প্রকার আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি পূর্ব্বক আনন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব সেবানন্দলাভ করা। এই সকল ক্রম পূর্ব্বক অগ্রে ব্যক্ত হইবে।

শঙ্কা—এইস্থলে আশঙ্কা এই যে—যোগস্মৃতি যদি বিরুদ্ধই হইল তবে শ্বেতাশ্বতরাধ্যায়ী ব্রাহ্মণগণ এই প্রকার পাঠ করেন কেন? তাহা এইপ্রকার—মস্তক, গ্রীবা ও বক্ষঃস্থল এই অঙ্গ ত্রয় উন্নত, অন্য শরীরের অঙ্গ সকল সমানরূপে স্থাপন করতঃ, হৃদয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয় সকল মনের দ্বারা সম্যক্‌রূপে নিয়মিত করিয়া পরব্রহ্মরূপ নৌকার দ্বারা অর্থাৎ শ্রীভগবানের সহায়তায় ভয় সকল পার হইয়া যায়। অগ্রে লিখিত আছে যিনি নিত্য সকলের নিত্য, চেতন সকলের চেতন, যিনি এক হইয়াও অনেকের কামনা পূর্ণ করেন, সেই কারণ স্বরূপ সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের দ্বারা অধিগম্য দেবকে জানিয়া সর্ব্বপাশ হইতে মানব মুক্ত হয়। এইস্থলে পরমকারণ পরব্রহ্ম বস্তু সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রগম্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সুতরাং ঐ স্মৃতিদ্বয় কি প্রকারে নিবারণ করিতেছেন?

ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। কিঞ্চ যোঽংশোঽনয়োরবিরুদ্ধ স্তত্র নো ন বিদ্বেষঃ, কিন্তু বিরুদ্ধোঽংশঃ

শিরো গ্রীবা উরোঽঙ্গত্রয়মুন্নতং অন্যং সমং সমানং শরীরং স্থাপ্য হৃদয়ে সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য সম্যকরূপেণ নিবেশয়িত্বা নিয়ম্য ব্রহ্মোড়ুপেণ ব্রহ্মরূপেণ প্লবেন শ্রীভগবৎ সহায়েন সর্ব্বাণি ভয়াণি প্রতরেদিত্যর্থঃ; তথাগ্রে -৬।১৩ নিত্যো নিত্যানং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধতি কামান্। তৎ কারণং সাংখ্য যোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥ ইত্যত্র তৎ পরমকারণং বস্তু সাংখ্যশাস্ত্রগম্যং যোগশাস্ত্রগম্যঞ্চ। তৎ কথং তৌ নিবার্য্যেতে? ইত্যস্য উত্তরমাহুঃ—এবমিতি। অত্র সাংখ্যশব্দেন জ্ঞানং যোগশব্দেন চ ধ্যানমিতি

অথ যোগস্মৃতিবর্ণিত মোক্ষমপি নিরাকুর্ব্বন্তি—ন হীতি। তদুক্তেন যোগস্মৃতি কথিতেন। যোগস্মৃতি প্রতিপাদিতজ্ঞানেন মোক্ষাভাবং নিরূপয়ন্তি তমেব ইতি। তং বৃহন্তং সর্ব্বভূতেষুগূঢ়ং আদিত্যবর্ণং পরমপুরুষং শ্রীগোবিন্দদেবং জ্ঞাত্বা গুরুমুখাদ্‌বিদিত্বা অতিমৃত্যুং জন্মমৃত্যুপ্রবাহং পরিত্যজ্য ভগবদ্ধামমেতি। তথাচ বৃহদারণ্যকে—বিজ্ঞায় ইতি। যো ধ্রুবঃ, আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপকঃ, অজঃ

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তর প্রদান করিতেছেন 'এবম্' ইত্যাদি। এই প্রকার হইলে যে ত্রিরুন্নত ইত্যাদিতে আসনাদির যোগাঙ্গ বিধান। "পরম কারন বস্তু সাংখ্য-যোগশাস্ত্রগম্য" ইত্যাদি, এইস্থলে সাংখ্য শব্দে জ্ঞান, ও যোগ শব্দে ধ্যান বুঝিতে হইবে সুতরাং সাংখ্য যোগ শব্দের অর্থ জ্ঞান ও ধ্যান যে দেখা যায় তাহা বৈদিক অর্থ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। সেই সেই শাস্ত্র নহে। যোগস্মৃতি প্রতিপাদিত মোক্ষও সিদ্ধি হয় না, যেমন প্রকৃতি ও পুরুষে ভিন্নতা প্রত্যয় রূপ জ্ঞানের দ্বারা, পতঞ্জলি কল্পিত যোগমার্গেগমন করিয়া মোক্ষলাভ হয়; ইহা বেদান্ত বিরুদ্ধ।

যোগস্মৃতি প্রতিপাদিত জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষাভাব নিরূপণ করিতেছেন তমেব' ইত্যাদি সেই বৃহদ্বস্তু, সকল প্রাণীর হৃদয়ে গূঢ়রূপে অবস্থান কারী; আদিত্যবর্ণ পরমপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে শ্রীগুরুমুখ হইতে পূর্ণরূপে জানিয়া অতিমৃত্যু-জন্মমৃত্যু প্রবাহ পরিত্যগ করিয়া শ্রীভগবদ্ধামে গমন করেন। বৃহদারণ্যকেও দেখা যায় বিজ্ঞায়' ইত্যাদি। যিনি মহান, পরমসত্য, আকাশ সদৃশসর্ব্বব্যাপক, অজ, এবং সকলের আত্মা স্বরূপ, তাঁহাকেই ধীর শ্রীভগবদ ভাক্তমান সাধক বিজ্ঞায় শ্রীগুরুমুখে শ্রবণ করতঃ, সেই প্রকার স্মরণ করিয়া প্রজ্ঞা আরাধনা করিবে।

আব ও শ্রীগোপাল তাপনি উপনিষদে বর্ণিত আছে এই প্রকার যিনি ধ্যান করেন, আস্বাদন কনেন ভজন করেন তিনি অমৃত হয়েন। অর্থাৎ যিনি নিজপরিকরগণ পরিবেষ্টিত কল্পদ্রুমমণ্ডপাশ্রয়কারী শ্রীগোবিন্দদেবকে ধ্যান করেন, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীশ্যামসুন্দরকে আস্বাদন করেন, এবং ব্রজজনের আনুগত্যে তাঁহার আরাধনা করেন সেই সাধক অমৃত-শ্রীগোবিন্দদেবের পার্ষদ হয়েন অতএব শ্রীভগবদারাধনারদ্বারাই জীব মুক্ত হয়, কিন্তু যোগাভ্যস বা চিত্তবৃত্তিনিরোধের দ্বারা মুক্তহয় না।

পরিহ্রীয়তে। যদ্যপ্যেষ পরেশনিষ্ঠঃ "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" (পা॰ সূ॰ ১।২৩) "ক্লেশ কর্ম্মবিপাকা-

আত্মা চ তমেব ধীরঃ ভগবদ্‌ভক্তিমান্ বিজ্ঞায়—শ্রীগুরুমুখাৎ শ্রবণং কৃত্বা তথৈব স্মৃত্বা চ প্রজ্ঞাং আরাধনাং কুর্ব্বীত ইতি।

অপিচ শ্রীগোপালোপনিষদি—যঃ স্বপরিকরগণ পরিবেষ্টিত কল্পদ্রুমমণ্ডপাশ্রয়ং শ্রীগোবিন্দদেবং ধ্যায়তি; অখিলরসামৃত মূর্ত্তিস্বরূপং রসতি—আস্বাদয়তি; এবং ব্রজজনানুগত্যেন তং ভজতি-আরাধয়তি সঃ সাধকঃ অমৃতঃ শ্রীগোবিন্দপার্ষদঃ ভবতি। তস্মাৎ শ্রীভগবদারাধনেনৈব জীবো মুক্তো ভবতি ন তু যোগাভ্যাসেন, চিত্তবৃত্তিনিরোধেন ইতি।

নন্থ—কপিলস্য তিবৎ সর্ব্বমেব যোগশাস্ত্রংমত্র ব্যর্থং উতঃ ক্বচিদংশবিশেষম্? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—কিঞ্চেতি। যোগশাস্ত্রেঽবিরুদ্ধাংশস্তু—তত্ত্বানাং ক্রমেণ সৃষ্টিঃ, ব্যুৎক্রমেণ প্রলয়ঃ; তথাচ—২।১৮ "প্রকাশ ক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং—ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্" "বিশেষাবিশেষমাত্রালিঙ্গানি গুণ পর্ব্বাণি। ২।১৯" প্রাকৃতাংশস্য অস্পর্শঃ পুরুষাণাং বিশুদ্ধিঃ; তথাচ - ৪।৩৪, "পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং রূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি" যম নিয়মাদিযোগাঙ্গক্রম ঈশোপাস্তি ফলহেতুরিতি; তথাচ—২।৪৫, 'সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ" ইত্যেবং। বিরুদ্ধোঽংশ এব অস্মাভি পরিহ্রিয়তে; নতু বিরোধাভাবঃ।

শঙ্কা—এই স্থলে আশাঙ্কা এই যে-কপিল রচিত স্মৃতির সদৃশ সকল যোগশাস্ত্রই ব্যর্থ; অথবা যোগশাস্ত্রের কোন অংশবিশেষই ব্যর্থ ?

সমাধান—এইশঙ্কার সমাধান করিতেছেন 'কিন্তু' ইত্যাদি বেদান্তবাক্যের সহিত সংখ্যস্মৃতি ও যোগ স্মৃতির যে অংশে বিরোধ নাই,সেই অংশে আমাদের কোন বিদ্বেষ নাই। কিন্তু বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ করিব। যোগশাস্ত্রে বেদান্তের অবিরুদ্ধ অংশ এই প্রকার মহাদাদি তত্ত্বসকলের ক্রম পূর্ব্বক সৃষ্টি; ব্যুৎক্রমে প্রলয় যেমন-প্রকাশ, ক্রিয়া স্থিতি যাহার স্বভাব; ভূতাদি ও ইন্দ্রিয়গ যাহার স্বরূপ, অর্থাৎ মহদাদি ক্রম পূর্বক যাহা হইতে উৎপন্ন হয়।

বিশেষ—পঞ্চমহাভূত; পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকার্মেন্দ্রিয়, ও মন। অবিশেষ পঞ্চতন্মাত্রা অহঙ্কার লিঙ্গমাত্র মহাত্তত্ত্ব। অলিঙ্গ প্রকৃতি এইসকল গুণের ভেদ বলিয়া জানিবে প্রাকৃতাংশ স্পর্শরহিত পুরুষ গণের শুদ্ধিতা লাভ হয়। যেমন পুরুষের জন্য কোন কর্ত্তব্য অবশেষ থাকেনা সেই গুণ সকলের স্ব স্ব কারণে বিলীন হওয়ার নাম কৈবল্য; অথবা দ্রষ্টার স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

যম-নিয়মাদিযোগাঙ্গের ক্রম সকল শ্রীভগবদারাধনা রূপ ফল লাভের কারণ; যেমন শ্রীভগবানের শরণাগতিতে সমাধিতে সত্বর সিদ্ধিলাভ করা হায় ইত্যাদি অবিরুদ্ধাং গ্রহণ যোগ্য বিরুদ্ধাংশই আমরা পরিত্যাগ করি; বিরোধাভাব অংশ পরিত্যাগ করি না।

শয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ" (প০ সূ০ ১।২৪) ইত্যাদি সূত্রপ্রণয়নাৎ, তথাপি মোহাদেবং

ননু কথমেতস্য মতং পরিতজ্যতে যতোঽসৌ ঈশ্বরনিষ্ঠ এব ; তদেবং প্রতিপাদয়ন্তি - যদ্যপি ইত্যাদি। ঈশ্বর ইতি ; ঈশ্বরস্য প্রাণিধানাৎ তস্মিন্ ভক্তিবিশেষাৎ সমাধিঃ তৎ ফলঞ্চ সিদ্ধ্যতি ইতি সুগমোপায়োঽমিত্যর্থঃ। কিং স্বরূপোঽয়মীশ্বরঃ ? ইত্যত আহ ক্লেশোতি। ক্লিশ্যন্তি আভিরিতি অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ, তথাচ ২।৩, "অবিদ্যাস্মিতা রাগদ্বেশাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ" অবিদ্যা চ—২ ৫ "অনিত্যা শুচি দুঃখানাত্মসু নিত্য শুচি সুখাত্ম খ্যাতিরবিদ্যা। কর্ম্ম—৪।৭ "কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনঃ ত্রিবিধমিতরেষাম্"। বিপাকঃ—২।১৩, "সতি মূলে তদ্ বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগঃ"আশয়ঃ—২।১২ "ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ঃ দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ" তথাচ ক্লিশ্যন্তে আভিরিত্যবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ, বিহিত প্রতিসিদ্ধ ব্যামিশ্রাণি কর্ম্মানি, বিপচ্যন্তইতি বিপাকা জাত্যায়ুর্ভোগাকর্ম্মফলানি আকলবিপাকাৎ চিত্তভূমৌ শেরতে, ইত্যাশয়াঃ। বাসনাখ্যাঃ সংস্কারাস্তৈস্ত্রিষু কালেষপরামৃষ্টোঽসংস্পৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ, নিরতিশয়সর্ব্বজ্ঞেতি। অন্যেভ্যঃ পুরুষেভ্যো বিশিষ্যত ইতি বিশেষঃ। ঈশ্বর ইতি ঈশান শীলঃ সঙ্কল্পমাত্রেনৈব নিখিলোদ্ধরণ সমর্থ ইত্যর্থঃ। ইত্যাদিসূত্রপ্রণয়নাৎ পতঞ্জলেঃ পরেশনিষ্ঠত্বং সুনিশ্চিতমেব।

শঙ্কা—আমাদের আশঙ্কা এই যে মহর্ষি পতঞ্জলির মত পরিত্যাগ করিতেছেন কেন ? যে হেতু তিনি ঈশ্বরনিষ্ঠ

সমাধান -এই শঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন—যদ্যপি ইত্যাদি যদ্যপি এই মহার্ষি পতঞ্জলি পরেশনিষ্ঠ যে হেতু তিনি ঈশ্বর প্রতিপাদক সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন; যেমন—অথবা ঈশ্বর প্রনিধানের দ্বারা অর্থাৎ--ঈশ্বরের প্রণিধান—তাহ'তে ভক্তিবিশেষের দ্বারা সমাধি ও তাহার ফল সিদ্ধ হয়। ইহাই অত্যন্ত সুগম উপায়। এই ঈশ্বরের সরূপ কি প্রকার ?

তদুত্তরে বলিতেছেন ক্লেশ ইত্যাদি। ক্লেশ কর্ম বিপাক, ও আশয় এই সকলে সম্বন্ধরহিত পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর বলে। যাহার দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হয় সেই অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশ। তাহা এই প্রকার অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ অভিনিবেশ, ইহারা ক্লেশশব্দবাচ্য। অবিদ্যা অর্থাৎ অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্মাতে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মা বলিয়া প্রতীতিকে অবিদ্যাবলে। কর্ম অর্থাৎ যোগিগণের কর্ম অশুক্ল ও অকৃষ্ণ দুইপ্রকার মাত্র হয়, অন্য সকলের সাত্ত্বিকাদি তিন প্রকার কর্ম জানিতে হইবে। বিপাক অর্থাৎ—ক্লেশরূপ মূল বিদ্যমান থাকা পর্য্যন্ত কর্মের যে ভোগ তাহাকে বিপাক বলে, তাহার দ্বারা জাতি আয়ু প্রভৃতি ভোগ হয়।

আশয়, অর্থাৎ কর্মাশয় ক্লেশ সকলের মূল, তাহার দ্বারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জন্মের ভোগ জানা যায়। অর্থাৎ - যে সকলের দ্বারা ক্লেশপ্রাপ্ত হয় সেই অবিদ্যা প্রভৃতিকে ক্লেশ বলে। বিহিত প্রতিসিদ্ধ ও উভয় প্রকার মিশ্রিত ত্রিবিধ কর্ম। যাহার দ্বারা বিপাচিত হয় তাহাকে বিপাক বলে, যেমন জাতি পরমায়ুর ভোগাদি। কর্মফল সকল ফলবিপাক পর্য্যন্ত চিত্ত ভূমিতে শয়ন করে তাহাদিগকে আশয় বলে

জজল্পেতি বদন্তি। গৌতমাদয়োঽপি বিমোহিতা বিরুদ্ধানি মতানি দধুঃ। তানি চ প্রত্যাখ্যাস্যতি। (২।২।২।১১) বিজ্ঞানাং বিমোহঃ ক্বচিৎ সার্ব্বজ্ঞাভিমান কুপিতয়া হরের্মায়য়া, ক্বচিত্তু

নন্বু তথাপি কথং তস্য সিদ্ধান্তং পরিত্যক্তমীশ্বর নিষ্ঠত্বাদিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—তথাপীতি। নন্বেতাদৃশানাং পরমবিজ্ঞানাং কথং বিমোহঃ? ইতি শঙ্কা নিরাশার্থমাহুঃ—বিজ্ঞানামিতি। শ্রীহরের্ম্মায়য়েতি—যেহি বিজ্ঞম্মন্যাঃ, বেদান্তে প্রতীতানর্থানন্যথাকল্পয়ন্তঃ স্বকপোলকল্পিতানপসিদ্ধান্তান্ প্রকাশয়ন্তি তে হি কিল শ্রীভগবন্মায়য়া বিমূঢ়াঃ সন্তস্তথা তথা প্রজল্পন্তীতি ভাবঃ। তস্মাদেতাদৃশান্ বিজ্ঞজনান্ নিন্দতি শ্রুতিজননী, তথাহি কঠোপনিষদি। (১২।৫) অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ ব্যাখ্যাচ-অবিদ্যায়ামন্তরেঽজ্ঞানগর্ভে বর্ত্তমানাঃ স্থিতাঃ স্বয়ং ধীরাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ 'সর্ব্বশাস্ত্রনিপুনা বয়' মিত্যাভিমানযুক্তাঃ দন্দ্রম্যমানাঃ-অতিকুটিলামনেকবিধাং মতিং গচ্ছন্তইত্যর্থঃ।

মাধ্যন্দিনাশ্চ পঠন্তি—"ন তং বিদাথ য ইমা জজান অন্যদ্ যুষ্মাকমন্তরং বভূব। নীহারেণ

তাহা বাসনাখ্য সংস্কার। এই সকলের দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে স্পর্শ রহিত পুরুষবিশেষ ঈশ্বর, তিনি নিরতিশয় সর্বজ্ঞ। অন্য পুরুষ হইতে এই পুরুষের বৈশিষ্ট্য আছে, অতএব ইনি পুরুষবিশেষ। ঈশ্বর—অর্থাৎ ঈশনশীল, সঙ্কল্পমাত্রেই নিখিলজীবকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। ইত্যাদি সূত্র প্রণয়ণ করায় শ্রীপতাঞ্জলির পরেশনিষ্ঠতা সুনিশ্চিত হইতেছে।

শঙ্কা—আমরা বলিতেছি—শ্রীপতঞ্জলি পরেশনিষ্ঠ তথাপি তাঁহার সিদ্ধান্ত কেন পরিগ্যাগ করিতেছেন?

সমাধান—এই শঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন—তথাপি ইত্যাদি। তথাপি শ্রীপতঞ্জলি মোহিত হইয়া এই প্রকার জল্পনা করেন। শ্রীগৌতম প্রভৃতি মহর্ষিগণও মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া এইপ্রকার বিরুদ্ধ মত সকল পোষণ করেন। তাহা দ্বিতীয়পাদে প্রত্যাখ্যান করা হইবে।

শঙ্কা—এইস্থলে আশঙ্কা এই যে—এইপ্রকার পরমবিজ্ঞ কপিল, পতঞ্জলি কণাদ প্রভৃতি মহর্ষিগণের কি প্রকারে বিমোহ উপস্থিত হইল?

সমাধান—এইশঙ্কা নিরাশের নিমিত্ত বলিতেছেন-বিজ্ঞানাং ইত্যাদি। পরমবিজ্ঞগনের যে বিমোহ তাহা নিজেকে সর্ব্বজ্ঞরূপে অভিমানকারীগণের প্রতি কোপবতী শ্রীভগবানের মায়ার দ্বারাই বুঝিতে হইবে। শ্রীহরির মায়ার দ্বারা' ইহার তাৎপর্য্য এই যে-সে সকল বিজ্ঞাভিমানী মহর্ষিগণ বেদান্তশাস্ত্রে প্রতীত যথার্থ ব্যাখ্যা সকলকে অন্যথা কল্পনা করিয়া স্বকপোল কল্পিত অপসিদ্ধান্ত সকল প্রকাশ করেন তাঁহারাই শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াদ্বারা বিমূঢ় হইয়া এই প্রকার জল্পনা করিয়া থাকেন ইহাই ভাবার্থ। সুতরাং এই প্রকার বিজ্ঞগনকে শ্রুতিজননী নিন্দা করিতেছেন—অবিদ্যা ইত্যাদি।

তস্যৈবেচ্ছা এবার্থান্তর প্রযুক্তয়া বোধ্যঃ। ঈশ্বরবাদাভ্যুপগমেন শঙ্কাধিক্যাত্তনিরাসার্থোঽধিকরণাতিদেশঃ। হিরণ্যগর্ভকৃতাপি যোগস্মৃতিরনেনৈব নিরাকৃতা বোধ্যা ॥৩॥

প্রবৃতা জল্প্যাশ্চ অসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি॥ অস্যার্থঃ হে জল্প্যাঃ। তার্কিকাঃ। হে উক্থ শাসঃ কর্ম্মঠাঃ যূয়ং তং ন বিদাথ জানীথ, তং কমিত্যপেক্ষায়ামাহ—যঃ শ্রীভগবানিমাঃ প্রজাঃ জনানোৎপাদয়ামাস। কুতো ন জনীমস্তত্রাহ-অন্যদিতি। যুষ্মাকমন্তরং চিত্তমন্যদ্বিপরীতং বভূব, কোন চিত্তং বৈপরীত্যমভূদিত্যপেক্ষায়ামাহ-নীহারেণেতি। তমসাঽজ্ঞানেনাতো ভবন্তোঽপি অসুতৃপঃ চরন্তি প্রবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। অপিচ শ্রীভাগবতে (৬।৪।৩১) যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদ সংবাদভুবো ভবন্তি। কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥

অত্র শ্রীভগবন্মায়য়েতি—এতেষাং পরমবিজ্ঞানাং কপিল পতঞ্জলি—গৌতমাদীনাং তথা বর্ণনং শ্রীগোবিন্দদেবস্যেচ্ছয়ৈব। তেষু কশ্চিৎ তত্ত্বসিদ্ধান্তপরিস্কারকর্ত্তা। কশ্চিত্তল্লীলা—পোষকেতি বোধ্যঃ। নন্বু পদ্মযোনিব্রহ্মণা কৃতয়া যোগস্ম ত্যা বেদান্তাব্যাখ্যেয়াঃ সন্ত, স খলু সর্ব্ববেদবিদ্বন্দিতঃ তথাচ শ্রীমহা-

---

অবিদ্যা-অজ্ঞানের অভ্যন্তরে অবস্থান কারী, স্বয়ং প্রজ্ঞাবান্, আমরা সকলশাস্ত্রে সুনিপুণ, এই প্রকার নিজেই পণ্ডিতাভিমানকারী, অতি কুটিল অনেকপ্রকার কুবুদ্ধি যুক্তমার্গে গমন কারী; মূঢ়ব্যক্তিগণ সর্বদা পরাভূত হইয়া থাকেন, যেমন অন্ধব্যক্তি কর্ত্তৃক অন্য অন্ধব্যক্তিকে আনয়ন করিলে উভয়েই কূপে পতিত হয়। মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ীগণও এইপ্রকার পাঠ করেন 'ন তং বিদাথ' ইত্যাদি। হে জল্প্যা-তার্কিকগণ! হে উক্থশাস-কর্মনিষ্ঠগণ! আপনারা তাঁহাকে জানেন না, তিনি কে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—যে শ্রীভগবান এই প্রজাসকলকে উৎপাদন করিয়াছেন, তাঁহাকে জানেন না। কেন আমরা তাঁহাকে জানি না?

তদুত্তরে বলিতেছেন—আপনাদের হৃদয় বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে। আমাদের চিত্ত কাহার দ্বারা বিপরীত হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—নীহারের দ্বারা অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা আপনাদের চিত্ত আবৃত হইয়াছে, অতএব আপনারাও ইন্দ্রিয়তর্পণ কারীগণের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে - হে দেব! আপনার শক্তিসকল বাদ প্রতিবাদকারী ব্যক্তিগণের বিবাদ ও সংবাদের উদ্ভব স্থান হয়; এবং বাদবিবাদকারীগণের মুহুর্মুহুঃ আত্মমোহ উৎপন্ন করিয়া থাকে; সুতরাং আপনি অনন্ত-কল্যাণগুণ রত্নাকর, আপনাকে নমস্কার।

কোনস্থলে শ্রীগোবিন্দদেবের ইচ্ছার দ্বারাই মহর্ষিগণ ঐ প্রকার অর্থান্তর প্রযুক্তদ্বারা বিপরীত ভাবের কল্পনা করেন। অর্থাৎ এইসকল পরমবিজ্ঞ কপিল পতঞ্জলি গৌতম প্রভৃতি মহর্ষিগণের বিপরীত বর্ণনা শ্রীগোবিন্দদেবের ইচ্ছায় করেন বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্বসিদ্ধান্তপরিস্কার কর্ত্তা। এবং কেহ শ্রীগোবিন্দদেবের লীলা পোষণকর্ত্তা এইপ্রকার বুঝিতে হইবে। শ্রীপতঞ্জলিকৃত যোগ দর্শনে

৩॥ বিলক্ষণত্বাধিকরণম্ ॥

তদেবংসাংখ্যাদিস্মৃত্যোর্ব্বেদবিরুদ্ধত্বেনানাপ্তত্বেন নির্নীতে বেদেঽপিতদ্বিরোধিনঃ কেচিৎ সাংখ্যাদয়ঃ সংশয়ীরন্, তৎ পরিহারায়েদমারভ্যতে। বেদোঽপ্যানাপ্তো ন বেতি ? তত্র

ভারতে শান্তি০ প০ ৩৪৯ ৬৫ "হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ" তস্মাদ্‌যোগস্মৃতির্বেদান্তস্যোপ বৃংহনমেবেতি। এবং শঙ্কায়াং সিদ্ধান্তয়ন্তি—হিরণ্যেতি। অতঃ মহর্ষিপতঞ্জলি বিরচিতেন যোগশাস্ত্রেণ বেদান্তশাস্ত্রস্যোপবৃংহণমযুক্তমেব, বেদবিরুদ্ধত্বাৎ। পতঞ্জলিবিনির্ম্মিতং ন যোগং বেদবিন্মতম্। গোবিন্দচরণে মনো নিবেশং যোগমুচ্যতে ॥৩॥

ইতি যোগ প্রত্যুক্তাধিকরণং দ্বিতীয়ং সমাপ্তম্ ॥২॥

৩। "অথ বিলক্ষণত্বাধিকরণম্"

নন্থ সাংখ্য-যোগস্মৃত্যোর্ব্বেদবিরুদ্ধার্থজগৎকারণ প্রতিপাদনাৎ, আচরণেনাপি তৎফলাদর্শনাৎ অনাপ্তত্বং প্রতিপাদিতম্; তথা বেদস্যাপি তৎ প্রতিপাদিতফলানুপলম্ভাৎ অনাপ্তত্বমেব ইতি শঙ্কা নিবারণায় অধিকরণারম্ভ ইতি অধিকরণসঙ্গতিঃ।

ঈশ্বরের অস্তিত্ববাদ অপগমের দ্বারা বেদান্তবাক্যগণে ব্রহ্মসমন্বয় বিষয়ে আরও অধিক আশঙ্কা হইতে পারে, তাহা নিরসনের নিমিত্ত এই অধিকরণটি অতিদেশ স্বরূপ। ইহা সাংখ্য দর্শনের অতিদেশ, অর্থাৎ তাহার সমান করিয়া নিরাকরণ করা হইল।

শঙ্কা এইস্থলে আশঙ্কা এই যে পদ্মযোনি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বিরচিত এই যোগস্মৃতির দ্বারা বেদান্ত বাক্যগণের ব্যাখ্যা করা হউক; কারণ, ব্রহ্মা সকলবেদজ্ঞগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা বন্দিত হয়েন। এই বিষয়ে শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে—পুরাতন হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা যোগশাস্ত্রের বক্তা. অন্য কেহ নহে। সুতরাং ব্রহ্মা বিরচিত যোগস্মৃতি বেদান্ত বাক্যগণের উপবৃংহণ মাত্র ইহাতে অন্যথা নাই।

সমাধান—এইপ্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হইলে সিদ্ধান্তের অবতারণা করিতেছেন—হিরণ্য' ইত্যাদি। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাবিরচিত যোগস্মৃতি পতঞ্জলি বিরচিত যোগস্মৃতি নিরসনের দ্বারাই নিরাকৃত হইল বুঝিতে হইবে। অতএব মহর্ষি পতঞ্জলি বিরচিত যোগ শাস্ত্রের দ্বারা বেদান্তশাস্ত্রের উপবৃংহণ ব্যাখ্যা করা অনুচিতই হইবে কারণ যোগস্মৃতি বেদবিরুদ্ধ। পতঞ্জলি বিনির্মিত যোগশাস্ত্র বেদবাদিগণের মতে যোগ নহে; শ্রীগোবিন্দদেবের চরণারবিন্দে মনোনিবেশের নাম যোগ ইহা জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন ॥৩॥

এই প্রকার যোগপ্রত্যুক্তাধিকরণ দ্বিতীয় সমাপ্ত হইল ॥২॥

৩। "বিলক্ষণত্বাধিকরণের ব্যাখ্যা"

শঙ্কা—এইস্থলে আশঙ্কা এই যে সাংখ্যও যোগস্মৃতিতে বেদান্তবিরুদ্ধজগৎকারণ প্রতিপাদন-হেতু, এবং আচরণের দ্বারাও মোক্ষফলের অদর্শনহেতু অনাপ্ততা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেইপ্রকার

"কারীর্য্যা যজেত বৃষ্টিকামঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তেঃ, কারীর্য্যাদি কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠিতেঽপি ফলানুপলব্ধেরনাপ্ত ইতি প্রাপ্তৌ—

ওঁ॥ ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥ওঁ॥ ২।১।৩।৪॥

নাস্য বেদস্য সাংখ্যাদিস্মৃতিবদপ্রমাণ্যম্। কুতঃ? বিলক্ষণত্বাৎ। জীবক্ষপ্তত্বেন

বিষয়ঃ—অথ বিলক্ষণত্বাধিকরণস্য বিষয় বাক্যমবতারয়ন্তি—তদেবমিতি।

সংশয়ঃ—অথ কপিলস্মৃতিস্তথা যোগস্মৃতি র্যথা অনাপ্তদোষদুষ্টঃ বেদোঽপি কিং তথৈব অনাপ্ত দোষদুষ্টঃ? অথবা সর্ব্বথা দোষদুষ্ট রহিত ইতি; ইতি সন্দেহবাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং সন্দেহবাক্যে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—তত্রেতি।

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি - ন বিলক্ষণত্বাদিতি। অস্য নিত্যসিদ্ধ-স্বতঃপ্রমাণভূতস্যবেদস্য 'ন' সাংখ্য যোগস্মৃতিবৎ ন অনাপ্ততা,

---

বেদশাস্ত্রেও বেদশাস্ত্রপ্রতিপাদিত ফলের অনুপলম্ভহেতু তাহাও অনাপ্ত দোষদুষ্ট হউক; এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত বিলক্ষণত্বাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন। ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়—অনন্তরবিলক্ষণত্বাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—তদেবম্' ইত্যাদি এই প্রকার সাংখ্যাদিস্মৃতির বেদবিরুদ্ধ ও অনাপ্তরূপে নির্ণয় করিলে পরে, বেদশাস্ত্রে ও বেদবিরোধি কেহ কেহ সাংখ্যবাদিগণ সেই প্রকার অনাপ্ততা দোষউদ্ভাবন করিয়া থাকেন; তাহা পরিহার করিবার নিমিত্ত ইহা আরম্ভ করিতেছেন। এইপ্রকার বিষয়বাক্য।

সংশয়—এই বিষয়বাক্যে এই প্রকার সংশয় উদ্ভাবন করিতেছেন - বেদশাস্ত্রও অনাপ্ত? অথবা আপ্ত? অর্থাৎ কপিল রচিত স্মৃতি শাস্ত্র ও পতঞ্জলিরচিত স্মৃতিশাস্ত্র যে প্রকার অনাপ্তদোষদুষ্ট, সেই প্রকার বেদশাস্ত্র ও কি অনাপ্ত দোষদুষ্ট? অথবা সর্বথা অনাপ্তাদিদোষদুষ্ট রহিত? এই প্রকার সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সন্দেহ বাক্য সমুপস্থিত হইলে বাগিগণ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন - তত্র ইত্যাদি। বেদে বর্ণিত আছে—বৃষ্টিকামী পুরুষ কারীরী নামক যাগের অনুষ্ঠান করিবে" ইত্যাদি শ্রুতিকথিত বাক্যে কারীরী প্রভৃতি যাগের অনুষ্ঠান করিলেও ফল লাভের অভাব বশতঃ বেদশাস্ত্র অনাপ্ত দোষ দুষ্ট। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষবাক্য।

সিদ্ধান্ত বাদিগণ কর্ত্তৃক এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ সমুদ্ভাবিত করিলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন - বিলক্ষণহেতু নহে' ইত্যাদি। এই নিত্য সিদ্ধ স্বতঃপ্রমাণভুত বেদ শাস্ত্রের সাংখ্যস্মৃতি ও যোগস্মৃতিবৎ অনাপ্ততা অথবা অপ্রামাণ্যতাদোষ নাই। তাহার কারণ কি? বেদশাস্ত্রের বিলক্ষণত্বহেতু।

ভ্রমাদিদোষচতুষ্টয়বিশিষ্টায়াঃ সাংখ্যাদিস্মৃতেঃ সকাশাৎ বেদস্য নিত্যতয়া ভ্রমাদিকর্ত্তৃদোষশূন্যস্য বৈশেষ্যাৎ। তথাত্বংনিত্যত্বঞ্চাস্য শব্দাদেবাগম্যতে "বাচা বিরূপ নিত্যয়া" (ঋ০ ৮।৭৫।৬৭)

অপ্রামাণ্যতা বা, কুতঃ ? বিলক্ষণত্বাৎ ; সাংখ্যাদিস্মৃতি শাস্ত্রাণাং কপিল পতঞ্জলিপ্রভৃতি জীববিশেষৈ-র্বিরচিতত্বাৎ ভ্রমাদি পূর্ণত্বাচ্চ, তেভ্যো বিলক্ষণং বেদঃ, অপৌরুষেয়-নিত্যসিদ্ধ স্বতঃ প্রমাণরূপত্বাৎ ইদং কুতো জ্ঞায়তে ? তথাত্বং চ শব্দাৎ ; বেদস্য নিত্য স্বতঃ সিদ্ধ প্রমাণরূপত্বং, শব্দাদেব জ্ঞায়তে। শব্দাদিতি—শ্রুতি-স্মৃতিপ্রমাণ বাক্যাদেব ইতি।

অথ স্বতঃপ্রমাণভূতস্য বেদশাস্ত্রস্য সাংখ্যস্মৃতি যোগস্মৃতিবদপ্রামাণ্যাশঙ্কা নিবারয়ন্তি—নাস্যেতি। সাংখ্যাদিস্মৃতিঃ জীববিরচিতত্বাৎ দোষচতুষ্টয় যুক্তত্বাৎ ন বেদবৎ নিত্যতা ; দোষশ্চ—ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটবরূপঃ। তত্র ভ্রমঃ মিথ্যাজ্ঞানং ; যথা শুক্তৌ ইদংরজতম্। প্রমাদঃ—অনবধানতা। বিপ্রলিপ্সা—স্বপ্রতীতবিপরীত প্রত্যায়নম্। করণাপাটবং—ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যম্।

সাংখ্যাদিস্মৃতিশাস্ত্র সকলের কপিল পতঞ্জলি প্রভৃতি জীববিশেষ কর্ত্তৃক বিরচিত হওয়ায়, ভ্রমাদি পূর্ণহেতু তাহারা অনাপ্তদোষদুষ্ট ; কিন্তু যোগাদিস্মৃতি প্রভৃতি হইতে বেদশাস্ত্র সম্পূর্ণ বিলক্ষণ ; কারণ, তাহা অপৌরুষেয় নিত্যসিদ্ধ স্বতঃপ্রমাণস্বরূপ হওয়ার জন্য। বেদশাস্ত্র যে নিত্যসিদ্ধ, তাহা কি-প্রকারে জানিলেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—বেদের নিত্যতা শব্দ প্রমাণ হইতে জানা যায়। অর্থাৎ—বেদশাস্ত্রের নিত্য স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণরূপত্ব শব্দ প্রমাণ হইতে জানা যায়। শব্দ' অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ বাক্য হইতে' ইহাই অর্থ।

অতঃপর স্বতঃপ্রমাণ স্বরূপ বেদশাস্ত্রের সাংখ্যস্মৃতিও যোগস্মৃতিবৎ অপ্রামাণ্য আশঙ্কা নিবারণ করিতেছেন—নাস্য' ইত্যাদি। এই বেদশাস্ত্রের সাংখ্যাদিস্মৃতিবৎ অপ্রামাণ্যতা দোষ নাই। বেদশাস্ত্র নিত্য কি প্রকারে জানা যায় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—বিলক্ষণতা বশতঃ জানা যায়। সাংখ্যাদিস্মৃতি শাস্ত্র জীবকর্ত্তৃক বিরচিত হওয়ায়, ভ্রমাদি দোষ চতুষ্টয়বিশিষ্ট সাংখ্যাদিস্মৃতির সকাশ হইতে বেদশাস্ত্রের নিত্যতাহেতু, ভ্রম প্রমাদাদিদোষ এবং কর্ত্তৃদোষ শূন্য হওয়ায় বেদশাস্ত্রের সর্বথা বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থাৎ সাংখ্যাদিস্মৃতিশাস্ত্র জীবকর্ত্তৃক রচিতহেতু দোষ চতুষ্টয়ের যুক্ততা বশতঃ বেদবৎ নিত্য নহে। দোষচতুষ্টয় এই প্রকার—ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবরূপ।

তন্মধ্যে মিথ্যাজ্ঞানের নাম ভ্রম। যেমন—শুক্তিতে রজত জ্ঞান। প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতা বিপ্রলিপ্সা—নিজে যাহা বুঝা হয় তাহার বিপরীত অর্থ করিয়া অন্যকে বুঝান। করণাপাটব—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের দুর্বলতা। সুতরাং স্বতঃপ্রমাণ স্বরূপ, জীবকর্ত্তৃক রচনার অভাবহেতু, দোষ চতুষ্টয়ের গন্ধলেশের ও শূন্যতা বশতঃ বেদশাস্ত্র সাংখ্যাদি স্মৃতির সমান অপ্রামাণ্য নহে ইহাই ভাবার্থ।

"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃপ্রবৃত্তয়ঃ ॥ (ঋ০ ভা ভূ০ সায়ন-৬২ পৃ০) ইতি স্মৃতেশ্চ। মন্বাদিস্মৃতীনান্তুবেদমূলকত্বাদেব প্রামাণ্যম্।

তস্মাৎ স্বতঃপ্রমাণভূতত্বাৎ জীববিরচিতাভাবত্বাৎ দোষচতুষ্টয় গন্ধলেশশূন্যত্বাৎ বেদশাস্ত্রস্য ন সাংখ্যাদিস্মৃতিবৎ অপ্রামাণ্যমিতি ভাবঃ। নন্থ বেদস্য দোষচতুষ্টয়শূন্যত্বং নিত্যত্বঞ্চ কথমবগম্যতে? তত্রাহুঃ—তথাত্বমিতি। অত্র শ্রুতিং প্রমাণয়ন্তি—বাচেতি। মন্ত্রার্থস্তু হে বিরূপ! হে বিশ্বরূপ! নিত্যয়া বেদলক্ষণয়া বাচা স্তুতিং কর্ত্তুং মাং প্রেরয় ইতি। অনাদীতি—আদৌ সৃষ্টিপ্রারম্ভে স্বয়ম্ভুবা কমলযোনিব্রহ্মণা অনাদি নিধনা—উৎপত্তিবিনাশরহিতা নিত্যা স্বতঃ প্রমাণস্বরূপা দিব্যা অপৌরুষেয়া বেদময়ী বাক্ উৎসৃষ্টা উচ্চারিতা প্রকটিকৃতা ইত্যর্থঃ; যতঃ বেদময়ীবাচঃ দেবমানবাদীনাং সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ শুভাশুভকর্ম্মাদিষু রুচিরিতি ভাবঃ। এতেন বেদস্য উৎপত্ত্যভাবত্বং প্রতিপাদিতম্।

নন্থ মন্বাদিস্মৃতীনাং স্মৃতিসামান্যাৎ তাসামপি অপ্রামাণ্যমস্তু? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—মন্বাদীতি। মন্বাদিস্মৃতীনাং বেদমূলকত্বং স্মৃত্যধিকরণে (২।১।১।১) প্রতিপাদিতম্

শঙ্কা—এইস্থলে আশঙ্কা এই যে-বেদশাস্ত্রের দোষচতুষ্টয় শূন্যতা কিপ্রকারে অবগত হইলেন?

সমাধান এই শঙ্কার সমাধান কল্পে কহিতেছেন—তথাত্বং' ইত্যাদি। বেদাশাস্ত্রের দোষ চতুষ্টয়শূন্যতা ও নিত্যতা শব্দপ্রমান হইতেই জানা যায়। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ বলিতেছেন বাচা' ইত্যাদি। হে বিরূপ! হে বিশ্বরূপ! নিত্য বেদলক্ষণা বাক্যের দ্বারা আপনাকে স্তুতি করিবার জন্য আমাকে প্রেরণা করুন। অনাদি, ইত্যাদি। আদিকালে সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বয়ম্ভু কমল যোনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনাদি নিধনা—উৎপত্তিবিনাশ রহিত, নিত্য স্বতঃ প্রমাণস্বরূপ, দিব্য, অপৌরুষেয় বেদময় বাক্য উচ্চারিত অর্থাৎ প্রকটিত হয়, যে বেদময় বাক্য হইতে দেব, মানবাদির শুভ ও অশুভ কর্মাদিতে প্রবৃত্তি বা রুচি উৎপন্ন হয়। এতদ্দ্বারা বেদের উৎপত্তির অভাব প্রতি পাদিত হইল।

শঙ্কা—এই স্থলে আশঙ্কা এই যে—মন্বাদিস্মৃতিসকল স্মৃতি শাস্ত্র, এবং সাংখ্যাদিস্মৃতি শাস্ত্র সকলও স্মৃতি শাস্ত্র উভয়ই স্মৃতি সামান্য হওয়ায় মন্বাদিস্মৃতি সকলও অপ্রামাণ্য হউক?

সমাধান এই শঙ্কা সমাধানের অপেক্ষায় বলিতেছেন মন্বাদি' ইত্যাদি। মন্বাদিস্মৃতিশাস্ত্র সকল বেদমূলক হওয়ায় প্রমাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু মন্বাদিস্মৃতিশাস্ত্রসকলের বেদমূলকত্ব স্মৃত্যধিকরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

শঙ্কা——পুনঃ আমাদের আশঙ্কা হইতেছে পূর্বে দেবতাধিকরণে "অতএব চ নিত্যত্বম" এই সূত্রেবেদশাস্ত্রের নিত্যত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহাএইস্থলে স্থাপন করিলে পুনরুক্ত দোষ হয় এবং পিষ্টপেষণ মাত্রও হইবে।

সমাধান—এই আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন-পূর্ব' ইত্যাদি। পূর্বে দেবতাধিকরণে যুক্তিরদ্বারা

পূর্ব্বং যুক্ত্যানিত্যত্বমুক্তমিহ তু শ্রুত্যেতি বিশেষঃ। ননু "তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত॥ (পু॰ সূ॰ ১০) ইতি পুরুষ সূক্তে জন্ম শ্রবণাৎ জাতস্য চ বিনাশাবশ্যম্ভবাদনিত্যত্বম্। মৈবম্, জনি শব্দেনাত্রাবির্ভাবোক্তেঃ। অত উক্তং "স্বয়ম্ভুরেষ ভগবান্ বেদোগীতস্তয়া পুরা। শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ

ননু—পূর্ব্বং দেবতাধিকরণে ১।৩।৭ ২৯) "অতএব চ নিত্যত্বম্" ইতি সূত্রে বেদস্য নিত্যত্বং নিরূপিতং, অত্র পুনঃ কথনং পুনরুক্তদোষং পিষ্টপেষনঞ্চ ভবেদিতি।

ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—পূর্ব্বমিতি। অথ বেদস্য নিত্যত্বে শঙ্কামুত্থাপয়ন্তি—ননু ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বহুতঃ চিদচিৎ সর্ব্বপ্রকাশকাৎ যজ্ঞপুরুষাৎ ঋচঃ—ঋগ্‌বেদপ্রভবমন্ত্রাঃ, সামানি—সামবেদোক্তমন্ত্রাঃ জজ্ঞিরে; ছন্দাংসি—গায়ত্রী উষ্ণিগাদয়ঃ যজুঃ যজুর্ব্বেদবিহিতমন্ত্রাঃ যস্মাৎ জাত ইত্যর্থঃ। ইতি বেদস্য উৎপত্তি শ্রবণাৎ সুতরামেব অনিত্যত্বম্। ইত্যস্যোত্তরমাহুঃ—মৈবমিতি।

অত্র পুরুষসূক্তে যো জনি শব্দোদৃশ্যতে স খলু আবির্ভাবার্থঃ। তথাহি শ্রীহরিনামামৃতে—৩।৩৭৫ জনি—প্রাদুর্ভাবে প্রাদুর্ভাবশ্চ প্রকটার্থ এব তথাহি অমরকোষে—৩।৩।২৫৬ "নাম প্রকাশ্যয়োঃ প্রাদুঃ" তস্মাজ্জনিরত্র নাম প্রকাশ এব, ন তু জন্ম। পুনর্ব্বেদস্য নিত্যত্বে প্রমাণমাহুঃ—অত ইতি। এষ ভগবান্ স্বয়ম্ভুঃ অপৌরুষেয়ঃ সর্ব্বজ্ঞানাকরঃ তয়া সৃষ্টিকর্ত্রা ব্রহ্মণা পুরা সৃষ্ট্যাদৌ বেদ গীতঃ উচ্চারয়ামাস।

বেদের নিত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন; এই স্থলে অর্থাৎ বিলক্ষণত্বাধিকরণে শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন ইহাই বিশেষ।

শঙ্কা অনন্তর বেদশাস্ত্রের নিত্যত্বে আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন— ননু' ইত্যাদি পুরুষসূক্তে বর্ণিত আছে—তাহা হইতে' অর্থাৎ সর্বহুত চিদচিৎ সর্বপ্রকাশকযজ্ঞপুরুষ হইতে ঋক ঋক্‌বেদ প্রভব মন্ত্র সকল সাম-সামবেদোক্তমন্ত্র সকল জাত হইয়াছে, গায়ত্রী উষ্ণিক্ প্রভৃতি ছন্দ যজুঃ—যজুর্বেদ বিহিত মন্ত্র সকল যাহা হইতে জাত হইয়াছে ইহাই অর্থ। এই প্রকার বেদশাস্ত্রের উৎপত্তি শ্রবণ হেতু বেদ অনিত্য।

সমাধান এব আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন - মৈবম্' ইত্যাদি। আপনারা-বেদ অনিত্য' এই কথা বলিতে পারেন না, পুরুষসূক্তের জনি শব্দের দ্বারা আবির্ভাব মাত্র কথিত হইয়াছে; অর্থাৎ তাহার আবির্ভাবমাত্র-অর্থ। এইবিষয়ে শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণে বর্ণিত আছে জনি ধাতুর অর্থ প্রাদুর্ভাব, প্রাদুর্ভাবের অর্থ প্রকট হওয়ামাত্র। অমরকোশে বর্ণিত আছে—নাম ও প্রকাশের অর্থ প্রাদুঃ।

সুতরাং জনির অর্থ নাম প্রকাশ মাত্র, জন্মনহে। পুনরায় বেদেরনিত্যত্বে প্রমাণ নিরূপণ করিতেছেন 'অতঃ' ইত্যাদি। এই বেদ শ্রীভগবান স্বয়ম্ভু অপৌরুষেয় সর্বজ্ঞানাকর আপনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পুরাকালে সৃষ্টির প্রথমে আপনা কর্ত্তৃক বেদশাস্ত্র গীত-উচ্চারিত হয়।

স্মর্ত্তারোঽস্যন কারকাঃ ॥ ইতি। ন চ ফলা দর্শনাদ প্রামাণ্যমধিকারিণাং সর্ব্বত্র ফলদর্শনাৎ। যত্তু ক্বচিত্তদদর্শনং তৎ কিল কর্ত্তুরযোগ্যতয়োপ পদ্যতে। সাংখ্যাদিস্মৃতীনান্তু বেদবিরোধাদে বাপ্রামাণ্যম্ ॥৪॥

নন্বু জীববিশেষৈরগ্নিবায্বাদিত্যৈঃ বেদানামুৎ পাদিতত্বাৎ কথং স্বয়ম্ভুত্বম্ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহঃ – শিবাদ্যাঃ শিবমারভ্য ইদানীন্তন ঋষিপর্য্যন্তাঃ অস্য বেদশাস্ত্রস্য স্মর্ত্তারঃ স্মরণ কর্ত্তারঃ কিন্তু ন কর্ত্তারঃ রচনা কর্ত্তার ইতি। তস্মাৎ স্বয়ম্ভুরেব বেদঃ।

নন্বু কৃতেঽপি কারীরী যাগে তৎ কলস্য বৃষ্টের দর্শনাৎ যাগ প্রতিপাদকবেদস্য প্রমাভাবোঽস্তু ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—নচেতি। অথ প্রাসঙ্গিকমাহুঃ—সাংখ্যাদি। তস্মাৎ সাংখ্যাদিস্মৃতীনাং অপ্রামাণ্যন্তু পরব্রহ্মভিন্ন প্রধানজগৎকারণতা প্রতিপাদনাদিতি অতঃ শ্রেয়োঽর্থিভির্দূরত এব বর্জনীয়া ॥ "ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ" ইত্যনন্তরং "দৃশ্যতে তু" ইত্যধিকং সূত্রমেকং শ্রীমাধ্বভাষ্যে দৃশ্যতে। কৃতেযাগেফলাভাবো যাগাদৌ যৎ প্রদৃশ্যতে। কর্ত্তুরযোগ্যতা তত্র নপ্রামাণ্যং বেদস্য হি ॥৪॥

শঙ্কা – যদি বলেন জীব বিশেষ অগ্নি,বায়ু, আদিত্যপ্রভৃতির দ্বারা বেদের উৎপত্তি শ্রবণ করা যায়; সুতরাং কিপ্রকারে বেদের স্বয়ম্ভুত্ব সিদ্ধ হয় ?

সমাধান এই শঙ্কার অপেক্ষায় বলিতেছেন শিবাদ্যা ইত্যাদি। শিব হইতে আরম্ভ করিয়া ইদানীন্তন ঋষিগণ পর্য্যন্ত এই বেদশাস্ত্রের স্মরণ কর্ত্তা, কিন্তু রচনা কর্ত্তা নহেন ; সুতরাং বেদ স্বয়ম্ভু।

শঙ্কা—এই স্থলে আশঙ্কা এইযে বেদোক্ত কারীরী যাগ করিলেও যাগ ফল বৃষ্টির অদর্শন হেতু যাগ প্রতিপাদক বেদের অপ্রামাণ্য হউক ?

সমাধান – এই শঙ্কার সমাধান করিতেছেন – ন চ' ইত্যাদি। বেদ প্রতিপাদিত যাগের দ্বারা ফল উৎপন্ন হইল না ; এই বলিয়া অপ্রামাণ্য তাহা বলা যায় না, কারণ—দোষরহিত অধিকারীগণের ফললাভ হয়। ইহা সর্বত্র দেখা যায়। যেস্থলে যাগাদির ফল দেখা যায় না, তথায় কর্ত্তার অযোগ্যত্যাই তাহার কারণ জানিতে হইবে।

অনন্তর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা করিতেছেন-সাংখ্য ইত্যাদি। সাংখ্যদিস্মৃতিসকল বেদবিরুদ্ধহেতু প্রামান্য নহে। অর্থাৎ সাংখ্যদিস্মৃতিসকলের অপ্রামাণিকতা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব ভিন্ন প্রধানাদি জগৎকারণতা প্রতিপাদন করায় জন্য বুঝিতে হইবে সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানব দূর হইতে বর্জন করিবেন। এই সূত্রের পর "দৃশ্যতে" এই অধিক একটি সূত্র শ্রীমধ্বভাষ্যে দেখাযায়। বেদোক্ত যাগ করিলেও যে যাগাদিতে ফলের অভাব দেখা যায়; তাহা কর্ত্তার অযোগ্যতা বশতঃ জানিতে হইবে। তাহাতে বেদের অপ্রামাণিকতা প্রতিপাদিত হয় না, সুতরাং বেদ নিত্য ॥৪॥

স্যাদেতৎ "তত্তেজ ঐক্ষত বহুস্যাম্" "তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যামঃ" (ছা০ ৬ ২।৩।৪) ইতি ছান্দোগ্যে। "তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্মজগ্মুঃ কো ন বিশিষ্টঃ (৬।১।৭) ইতি বৃহদারণ্যকে চ বাধিতার্থকং বাক্যং বীক্ষ্যতে, তাদৃশঞ্চৈব বন্ধ্যা সুতো ভাতি" ইতি

অথ ভবতু নাম বেদস্য নিত্যত্বং নাস্মাকং তত্র কামপি বিপ্রতিপত্তিঃ ; কিন্তু বেদস্য বাক্যেঽস্মাকং সন্দেহো জায়তে, ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—স্যাদিতি। অথ ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বাক্যমবলম্ব্য সন্দেহবাক্যং দৃঢ়ী ক্রিয়তে—তত্তেজ ইতি। পঞ্চমহাভূতান্তর্গততেজ ঐক্ষত—পর্য্যালোচনমকরোৎ বহুস্যাং ঔদর্য্যাদিরূপেণ অনেকং ভবামি" তা আপ ইতি, অত্র মহাভূতান্তর্গতজলং বিচারয়ামাস কটুতিক্তাদিরূপেণানেকং ভবামি" অথ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বাক্যেন শঙ্ক্যতে "তে" ইতি।

তে প্রাণাঃ, ইন্দ্রিয়াণি "অহং অস্মাৎ শ্রেষ্ঠঃ" ইত্যেবং বিবদমানাঃ সন্তঃ প্রজাপতি ব্রহ্মণঃ সমীপং জগ্মুঃ, গতবন্তঃ গত্বা চ জিজ্ঞাসিতবন্তঃ ভোব্রহ্মণ্ ! অস্মাকং ইন্দ্রিয়াণাং মধ্যে কঃ শ্রেষ্ঠঃ ? তস্মাৎ তেজোঽপামীক্ষিতৃত্বং : সঙ্কল্পশ্চ ইত্যেতদর্থকং বাক্যম্, তথা বাগাদের্ব্বিবদিতৃবোধকঞ্চ যদ্বাক্যং

আপনাদের অভীষ্ট-বেদ নিত্য হউক, তাহাতে আমাদের কোন প্রকার আপত্তি নাই। কিন্তু বেদের বাক্যে আমাদের সন্দেহ হইতেছে; এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—তাহাই হউক, বেদ না হয় নিত্যই স্বীকার করিলাম। কিন্তু বেদবাক্যে সন্দেহ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ বাক্য অবলম্বন করিয়া সন্দেহ বাক্য দৃঢ় করিতেছেন—তৎ" ইত্যাদি। পঞ্চমহাভূতান্তর্গত তেজ ঐক্ষত পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন আমি ঔদর্য্যাদিরূপে অনেক হইব' তা আপঃ—পঞ্চমহাভূতান্তর্গত জল বিচার করিলেন আমি কটু তিক্তাদি রূপে অনেক হইব। এই প্রকার ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে। পুনঃ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বাক্যের দ্বারা সন্দেহ উত্থাপন করিতেছেন—তে' ইত্যাদি। সেই প্রাণ ইন্দ্রিয় সকল "আমি ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ" প্রকার পরস্পর বিবাদ করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন; গমন করতঃ; জিজ্ঞাসা করিলেন হে ব্রহ্মণ ! আমাদের ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে বাধিতার্থ বাক্য দেখা যায় অর্থাৎ—তেজও জলের যে দর্শন শক্তি, ও সঙ্কল্প, এই বাক্য। এবং ইন্দ্রিয়গণের বিবাদবোধক বাক্য তাহা বাধিতার্থ কারণ সেই জড়সকলের মধ্যে চেতন ধর্মের অভাব বিদ্যমান আছে, ইহাই আশয়। বাধিতার্থের ফল বলিতেছেন ঐ প্রকার বাধিতার্থ বাক্য বন্ধ্যা সুতের ন্যায় প্রামাণিক নহে। বন্ধ্যা সুত' এই প্রকার।

কচ্ছপের লোমোৎপন্ন বস্ত্রের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া, শশশৃঙ্গজাত ধনুক ধারণ করিয়া, অকাশপুষ্পকৃত মুকুট ধারণ করিয়া এই বন্ধ্যা পুত্র পরিশোভিত হইতেছে। সুতরাং বেদের একদেশ অপ্রামাণ্যের দ্বারা অন্যবেদবাক্য সকলেরও অপ্রামাণিকতাহেতু ব্রহ্মের জগৎকারণতা যে শ্রবণকরা যায় তাহাওঅপ্রামাণিকতা। অতএব ব্রহ্মের জগৎ কারণতা প্রতি পাদক বেদবাক্য সকল বন্ধ্যাসুতের ন্যায় অপ্রামাণিক ;

যদপ্রামাণ্যমেব, একদেশাপ্রামাণ্যেনান্যস্যাপ্যপ্রামাণ্যাৎ জগৎকারণত্বং ব্রহ্মণঃ প্রায়মানং নেতি চেত্তত্রাহ—

ওঁ॥ *অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্* ॥ওঁ॥ ২।৩।৩।৫॥

'তু' শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদায়। "তত্তেজঃ" (ছা॰ ৬।২।৩) ইত্যাদিব্যপদেশঃ তেজ আদ্যভিমানিনীনাং চেতনানাং দেবতানামেব, ন ত্বচেতনানাং তদাদীনাম্। কুতঃ? বিশেষেতি।

তৎ বাক্যং বাধিতার্থকং এব, যতো জড়েষু তেষু তৎ চেতনধর্ম্মস্যাভাবাৎ ইত্যাশয়ঃ। অথ বাধিতার্থস্য ফলমাহুঃ—তাদৃশং বাক্যং "বন্ধ্যা সুতঃ" বৎ অপ্রমাণমেব ইতি। তথাচ—"কূর্ম্মলোমপাটচ্ছন্নঃ শশশৃঙ্গধনুর্ধরঃ এষ বন্ধ্যাসুতো ভাতি খপুষ্পকৃতশেখরঃ" ইতি শ্রীঅলঙ্কার কৌস্তুভে" ১।৭, তস্মাদেকদেশাপ্রামাণ্যেন অন্যদেশস্যাপি অপ্রামাণ্যমস্তু; অতো ব্রহ্মণো জগৎ কারণতা প্রতিপাদকানি বেদবচনানি বন্ধ্যাসুতবদপ্রামাণ্যমেব; তস্মাৎ প্রধানমেব জগৎকারণমিতি। ইত্যেবং সাংখ্যানাং বেদবিরোধিনাং আক্ষেপে সমুপস্থিতে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি-অভিমানীতি। অভিমানী—তেজ আদি অভিমানিনীনাং চেতনানাং দেবতানাং ব্যপদেশঃ—উপদেশঃ, বিশেষ; অনুগতিশব্দাভ্যাম্।

বিশেষশ্চ - তেজঃ প্রাণাদীনাং দেবতাশব্দেন অভিহিতত্বাৎ; অনুগতিঃ—অগ্ন্যাদীনাং বাগাদিরূপেণ মুখাদি প্রবেশঃ, তথা বিবাদাদি শ্রবণাৎ; তেষাং ঈক্ষণ সঙ্কল্পাদি সুসঙ্গতমেব।

সূত্রস্থঃ 'তু' শব্দেন বেদাপ্রামান্য শঙ্কাং নিবারয়তি।

সুতারাং প্রধানই জগৎ কারণ এই প্রকার বেদবিরোধি সাংখ্যগণ কর্ত্তৃক বেদের প্রতি আক্ষেপ উত্থাপন করিলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—অভিমানী, ইত্যাদি। অভিমানী তেজ আদি অভিমানি-চেতন দেবতাগণের ব্যপদেশ উপদেশ, তথা অনুগতি শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। বিশেষ-অর্থাৎ তেজ ও প্রাণ সকলের দেবতা শব্দের দ্বারা অভিহিত হওয়া হেতু অনুগতি অগ্ন্যাদি দেবতাগণের বাগাদিরূপে মানবের মুখাদিতে প্রবেশ, তথা তাহাদের বিবাদাদি শ্রবণ হেতু, তাহাদের ঈক্ষণ ও সঙ্কল্পাদি সুসঙ্গতই। সূত্রস্থ 'তু' শব্দের দ্বারা বেদের অপ্রামাণিকতা আশঙ্কা নিবারণ করিতেছেন।

শঙ্কা—এই স্থলে আশঙ্কা এই যে—এই প্রকার ব্যাখ্যা করিলে-সেই তেজ বিচার করিল "সেই জল বিচার করিল" ইত্যাদি বাক্য সকলের সমাধান কি?

সমাধান—এই আশঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন তত্তেজ' ইত্যাদি। সেই তেজ বিচার করিল' ইত্যাদি উপদেশ তেজ ইত্যাদি অভিমানী চেতন দেবতাগণেরই সিদ্ধহয়, কিন্তু অচেতন তেজ প্রভৃতির নহে। এইরূপ কি প্রকারে হয়? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন বিশেষ' ইত্যাদি। অনন্তর ছান্দোগ্যোপনিষৎ বাক্যের দ্বারা বিশেষ প্রদর্শন করিতেছেন "হন্ত" ইত্যাদি! হন্ত! আমি এই দেবতাত্রয় রূপে, অর্থাৎ তেজ, জল অন্নরূপে পরিণত হইব।

"হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ" (ছা॰ ৬।৩।২) ইতি তেজোঽবন্নানাম্ । "এতা হবৈ দেবতা অহং শ্রেয়সে বিবদমানাঃ" "তে দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা" (কৌ॰ ২।১৪) ইতি প্রাণানাঞ্চ তত্রতত্র দেবতা শব্দেন বিশেষণাৎ "অগ্নির্ব্বাগ্ ভূত্বা মুখংপ্রাবিশৎ আদিত্যশ্চক্ষু র্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশৎ" (ঐ॰ ১।২।৪) ইত্যাদ্যৈতরেয়কে বাগাদ্যভিমানিতয়াগ্ন্যাদীনামনুপ্রবেশ শ্রবণাচ্চ ।

ননু "তত্তেজঃ" ইত্যাদিবাক্যানাং কিং সমাধান মিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—"তত্তেজঃ" ইত্যাদি। কুত এবমিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—বিশেষ ইতি অথ ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বাক্যেন বিশেষং দর্শয়ন্তি 'হন্ত' ইতি। হন্ত ! অহং ইমাঃ তিস্রঃ দেবতা, নাম রূপে ব্যাকরবাণি, তেজোঽবন্নরূপেণ পরিণময়ামি ॥ ইতি তেজোঽ বন্নানাং দেবতা শব্দেন নিরূপিতন্। অথ কৌষিতকী ব্রহ্মণোপনিষৎ বাক্যং প্রমাণয়ন্তি এতা ইতি। এতা প্রাণাদিদেবতা অহংশ্রেয়সে, স্বস্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনায় বিবদমানাঃ সত্যঃ ব্রহ্মসমীপং গতা ইত্যর্থঃ। তথাচ দেবাঃ প্রাণোপাসনায়াং সর্ব্বেষাং মানবানাং নিঃশ্রেয়সং পরমমোক্ষং বিদিত্বা তমেব আরাধয়ামাসুঃ" ইতি। এবং ছান্দোগ্যোপনিষদি, কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদি চ প্রাণাদীনাং দেবতা শব্দেন বিশেষণাৎ, ন এতে অচেতনাঃ। এবং বিশেষং নিরূপ্য অনুগতিং নিরূপয়ন্তি অগ্নিরিতি। অথ যোঽয়ং অগ্নিঃ, সোঽয়ং বাগিন্দ্রিয়াভিমানী দেবঃ বাগ্ ভূত্বা বাচ্যন্তর্ভূয় মুখশ্ছিদ্রং—প্রবেশঞ্চকার ; এবং যোঽয়মাদিত্যঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়াভিনী দেবঃ রূপং ভূত্বা চক্ষুষ্যন্তর্ভূয় গোলোকং প্রবেশয়ামাস ইত্যাদি।

এই স্থলে তেজ, জল ও অন্নকে দেবতা শব্দের দ্বারা নিরূপণ হইয়াছে। অতঃপর কৌষি-তকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—এতাইত্যদি। এই প্রাণাদিদেবতা সকল নিজেকে সকলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত বিবদমান হইয়া ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন ইহাই অর্থ। এবং দেবতা সকল প্রাণের উপাসনাতেই সমস্তমানব গণের পরম মোক্ষলাভ হয়' ইহা জানিয়া তাহারা প্রাণেরই উপাসনা করিলেন। এই প্রকার ছান্দোগ্যোপনিষদে, কৌষিতকী উপনিষদে প্রাণাদির দেবতা শব্দের দ্বারা বিশেষিত করা হেতু তাহারা অচেতন নহে, কিন্তু চেতন।

এই প্রকারে বিশেষনিরূপণ করিয়া অনুগতি নিরূপণকরিতেছেন 'অগ্নি' ইত্যাদি। অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিল। অর্থাৎ এই যে অগ্নি, সে বাগিন্দ্রিয়াভিমানি দেবতা বিশেষ, সে বাক্যের অন্তর্গত হইয়া মুখ রূপ ছিদ্রে প্রবেশ করিল। আদিত্য চক্ষু হইয়া অক্ষিতে প্রবেশ করিল অর্থাৎ এই যে আদিত্যসূর্য্য সে চক্ষুরিন্দ্রিয়াভিমানি দেবতা বিশেষ হইয়া চক্ষুর অন্তর্গত হইয়া চক্ষুগোলোকে প্রবেশ করিল।

এই প্রকার ঐতরেয়কে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অভিমানী দেবতা বিশেষ হইয়া অগ্নি প্রভৃতির অনুপ্রবেশ শ্রবণ করা যায়, অতএব তাহারা চেতন বস্তু ! এই বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণও প্রদর্শিত করিতে

স্মৃতিশ্চ (ভবিষ্যে) পৃথিব্যাদ্যভিমানিন্যো দেবতাঃ প্রথিতৌজসঃ। অচিন্ত্যাঃ শক্তয়স্তাসাং দৃশ্যন্তে মুনিভিশ্চ তাঃ॥ ইতি। এবং "গ্রাবাণঃ প্লবন্তে" ইত্যত্রাপি কর্ম্মবিশেষাঙ্গ-

---

অস্মিন্ বিষয়ে স্মৃতিপ্রমাণমপি দর্শয়ন্তি পৃথিবী ইত্যাদি।

পৃথিবী জলাকাশাদীনাং অভিমানিন্যঃ দেবতাঃ তেষামধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ প্রথিতৌজসঃ সর্ব্বশক্তি যুক্তা ভবন্তি যতঃ, তাসাং অচিন্ত্যাঃ শক্তয়ঃ সন্তি, তাঃ শক্তয়স্তু মুনয় এব পশ্যন্তি, ন তু স্থূল দৃষ্টিসম্পন্নাঃ। শ্রীভগবতে চ – ৩।৫।৩৭ মহদহঙ্কার-ইন্দ্রিয়াদি-ভূতাদিসৃষ্টিবর্ণনং কৃত্বা নিরূপয়তি—এতে দেবাঃ কলা বিষ্ণোঃ কালমায়াং শ লিঙ্গিণঃ। নানাত্বাৎ স্বক্রিয়ানীশাঃ প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিভুম্॥ তস্মাৎ তেজঃ, আপঃ—প্রাণাদয়ঃ ন জড়াঃ কিন্তু চেতনবন্তঃ।

ননু "প্রাবাণঃ প্লবন্তে" ইতি কথং সঙ্গচ্ছতে? তত্রাহুঃ—এবমিতি। সেতুবন্ধাদৌ ইতি—তথাহি শ্রীভাগবতে ৯।১০।১৬ বদ্ধোদধৌ রঘুপতি র্বিবিধাদ্রি কূটৈঃ সেতুং কপীন্দ্রকর কম্পিত ভূরুহাদ্যৈঃ। ইতি। কিঞ্চ শ্রীরামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডে—২২-৬০-৬১ হস্তিমাত্রান্ মহাকায়াঃ পাষাণাংশ্চ মহাবলাঃ। পর্ব্বতাংশ্চ সমুৎপাট্য যন্ত্রৈঃ পরিবহন্তি চ॥ প্রক্ষিপ্যমাণৈরচলৈঃ সহসা জলমুদ্ধতম্। সমুৎসসর্প চাকাশ-

---

ছেন—পৃথিবী' ইত্যাদি। পৃথিবীজল আকাশাদির অভিমানী দেবতা অর্থাৎ তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সকল সর্বশক্তি যুক্ত হয়েন। কারণ তাহাদের অচিন্ত্য শক্তিসকল বিদ্যমান আছে। ঐ শক্তি কেবল মুনিগণ দর্শন করেন কিন্তু স্থূল দৃষ্টি যুক্ত মানব দেখিতে পায় না। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-মহৎ, অহঙ্কার ইন্দ্রিয়গণ, ভূতাদির সৃষ্টি বর্ণন করিয়া নিরূপণ করিতেছেন—ইহারা সকলে মহাদাদি অভিমানী দেবতাগণ শ্রীবিষ্ণুর অংশ, এবং বিকার বিক্ষেপ চেতনাদিগুণ তাহাদের বিদ্যমান আছে, তাহারা নানা, অর্থাৎ-পরস্পর সম্বন্ধাভাব বশতঃ নিজ কার্য্য ব্রহ্মাণ্ড রচনায় অসমর্থ হইয়া, কৃতাঞ্জলি পূর্বক—শ্রীগোবিন্দ-দেবকে প্রার্থনা করিলেন। সুতরাং তেজ জল, প্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণ জড় নহে, কিন্তু চেতনা যুক্ত।

শঙ্কা—এইস্থলে আশঙ্কা এই যে-বেদ বর্ণিত প্রস্তর সকল জলে ভাসে' ইত্যাদি বাক্য কি প্রকারে সঙ্গত হইবে?

সমাধান—এই আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন-এবম্' ইত্যাদি। এই প্রকার প্রস্তর জলে ভাসে কর্ম বিশেষের অঙ্গভুত সকলের সামর্থ্য বৃদ্ধির নিমিত্ত স্তুতি করা হয়। প্রস্তর সকলের সেই সামার্থ্য বা শক্তি শ্রীরামচন্দ্র কৃত সেতুবন্ধন সময়ে যথার্থরূপেই পরিদৃষ্ট হইয়াছে। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—রঘুপতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কপীন্দ্রগণের কর উত্তলিত বৃক্ষসমূহও বিবিধ পর্বত সমূহের দ্বারা সমুদ্রমধ্যে সেতু বন্ধন করিলেন।

আরও শ্রীরামায়াণে যুদ্ধকাণ্ডে বর্ণিত আছে-শ্রীরামচন্দ্রের অনুচর বানরগণ হস্তীর সমান বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড ও পর্বত সকলকে উৎপাটন করিয়া নানা প্রকার সাধনের দ্বারা সমুদ্রতীরে বহন করিতে লাগিল। সেই সময় জল মধ্যে পর্বতসকল প্রক্ষিপ্ত হইলেসাগরের জল সহসা আকাশ পর্যন্ত উত্থিত হইল; এবং পুনরায় পূর্ববৎ হইল। পুনরায় বর্ণন করিয়াছেন।

ভূতানাং গ্রাব্ণাংবীর্য্যবর্দ্ধনার্থা স্তুতিরিয়ম্। সা চ শ্রীরামকৃতসেতুবন্ধাদৌ যথা বদেবেতি ন ক্বাপ্যনাপ্তত্বং বেদস্য, তেন তদুক্তং ব্রহ্মণো বিশ্বৈককারণত্বং সূচিতম্ ॥৫॥

পুনরপি ব্রহ্মোপাদানতাক্ষেপায় তর্কমাশ্রয়ন্ সাংখ্যাঃ প্রবর্ত্তন্তে। যদ্যপ্যয়মাত্ম-যাথাত্ম্যনির্ণয়ে ত্যক্তস্তর্কঃ "শ্রুতিবিরোধান্নকুতর্কাপসদস্যাত্মলাভঃ" (সাং সূ॰ ৬।৩৪) ইত্যুক্তেঃ।

মবসর্পৎ ততঃ পুনঃ ॥ অপিচ তত্রৈব—৭৩ স বানরবরঃ শ্রীমান্ বিশ্বকর্ম্মাত্মজো বলী। ববন্ধ সাগরে সেতুং যথা চাস্য পিতা তথা ॥ এবং শ্রীমদাচার্য্যচরণৈরপি শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভানুব্যাখ্যায়াম্—

নন্থ বেদেঽপি গ্রাবাণঃ প্লবন্তে" "মৃদব্রবীদাপ্যোঽব্রুবন্" ইত্যাদি দর্শনাদনাপ্তত্বমিব অসত্য বক্তৃত্বমিব) প্রতীয়তে ? উচ্যতে - কর্ম্মবিশেষাঙ্গীভূতানাং গ্রাব্ণাং (কর্ম্মফলদানে) বীর্য্যবর্দ্ধনায় স্তুতি রিয়ম্; সা চ শ্রীরাম কল্পিত সেতুবন্ধাদৌ প্রসিদ্ধত্বেন যথাবদেবেতি ন দোষঃ" ইতি। তস্মাৎ বেদস্য তত্তুপবৃংহনস্বরূপ মন্বাদিস্মৃতে র্নানাপ্তত্বমিতি প্রতিপাদয়ন্তি- 'ন' ইতি। এতৎ সূত্রদ্বয়ং শ্রীভাষ্যে শ্রীআনন্দ-ভাষ্যে শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে চ পূর্ব্বপক্ষরূপেণ পঠ্যন্তি

বেদস্বতঃ প্রমাণস্তু, জগতঃ কারণং পরম্। গোবিন্দদেব এবায়ং ইতি বেদান্তনির্ণয়ঃ ॥ ৫ ॥

অথ"অসঙ্গোঽয়ং পুরুষ ইতি" সাংসূ॰ ১।১৫; সর্ব্ববিধসঙ্গরহিতস্য পুরুষস্য কথমুপাদানত্বমিতি সাংখ্যাঃ শঙ্কাবতারয়ন্তি—পুনরিতি।

এইরূপে বানরশ্রেষ্ঠ বলবান বিশ্বকর্মানন্দন শ্রীমান্ নল শত যোজন বিস্তৃত সমুদ্রমধ্যে সেতু বন্ধন করিলেন, কারণ, শিল্প কার্য্যে তিনি নিজ পিতা বিশ্বকর্মার সমানই ছিলেন। সুতরাং বেদের কোন প্রকার অনাপ্ততা দোষ নাই। এই বিষয়ে শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা সর্বসম্বাদিনীতে বলিয়াছেন—শঙ্কা-বেদশাস্ত্রেও প্রস্তর জলে ভাসে "মৃত্তিকা বলিয়াছিল" 'জল বলিয়াছিল' ইত্যাদি দেখা যায়, সুতরাং অনাপ্তের মিথ্যাবাদীর ন্যায় প্রতীতি হইতেছে। উত্তর—বলিতেছি কর্মবিশেষের অঙ্গী স্বরূপ প্রস্তর সকলের কর্মের ফলদান বিষয়ে শক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত এই প্রকার স্তুতি করা হয়। তাহা শ্রীরাম চন্দ্র বিরচিত সেতু বন্ধনাদিতে যথাবৎ দেখাযায়, সুতরাং বেদ মিথ্যাবাদী নহে।

সুতরাং বেদের ও বেদশাস্ত্রের অর্থেরদ্বারা পরিবর্দ্ধিত স্বরূপ মন্বাদিস্মৃতি সকলের অনাপ্ততা দোষ নাই; তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন- 'ন' ইত্যাদি অতএব বেদশাস্ত্রে কোন প্রকার অনাপ্ততা দোষনাই তথা বেদার্থ পরিবর্দ্ধনকারী স্মৃতিসকলও অনাপ্ত দোষ রহিত সুতরাং বেদাদিশাস্ত্র কথিত পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের বিশ্বৈক কারণতা সুসিদ্ধ, তাহাই সূচিত করিলেন। এইসূত্রদুইটি শ্রীভাষ্যে শ্রীআনন্দভাষ্যে শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পূর্বপক্ষরূপে পাঠ করেন। বেদশাস্ত্র স্বতঃ প্রমাণ স্বরূপ, এই শ্রীগোবিন্দদেবই জগতের পরম কারণ, ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রের নির্ণয় ॥৫॥

স্তথাপি পরং প্রতিদৌষ্যপ্রকাশনমেতৎ। তত্রৈবং সংশয়ঃ—জগৎ ব্রহ্মোপাদানকং স্যান্নবেতি? কিং প্রাপ্তম্? ব্রহ্মোপাদানকং নেতি, বৈরূপ্যাৎ। সর্ব্বজ্ঞসর্ব্বেশ্বরবিশুদ্ধসুখরূপতয়া

শ্রুতিবিরোধাৎ" ইতি সাংখ্যসূত্রম্ - ব্যাখ্যা চ শ্রীভিক্ষূণাম্—পুরুষকারণতায়াং যে যে পক্ষা সম্ভাবিতাঃ তে সর্ব্বে শ্রুতিবিরুদ্ধা ইত্যতঃ তদভ্যুপগন্তৃণাং কুতার্কিকাদ্যধমানামাত্মস্বরূপজ্ঞানং ন ভবতীত্যর্থঃ। এতেন আত্মনি সুখ দুঃখাদিগুণোপাদানত্ব বাদিনোঽপি কুতার্কিকা এব; তেষামপ্যাত্মযথার্থ জ্ঞানং নাস্তীত্যবগন্তব্যম্" ইতি। তস্মাৎ যদ্যপ্যয়ং মহর্ষিকপিলঃ তর্কঃ পরিত্যক্তঃ তথাপি বাদিনাং সিদ্ধান্তে দোষ প্রকাশনার্থায় অস্য উপযোগিতা।

অয়মাশয়ঃ—যদ্যপি বুদ্ধিসাপেক্ষেণ শুষ্কতর্কেণ নিরপেক্ষ শ্রুতিনাং সমন্বয়ো ন শক্যো বিরোদ্ধুং; তথাপি তর্কো দৃষ্টার্থানুসারেণ বিশেষসম্পর্কাৎ অর্থো বোধয়তি; তস্মাৎ বলবতা তর্কেণ

অনন্তর, এই পুরুষ অসঙ্গ" অর্থাৎ সর্বপ্রকার সঙ্গ রহিত পুরুষের উপাদানতা কি প্রকারে সিদ্ধহয়? সাংখ্য বাদীগণ এই প্রকার শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন—পুনঃ ইত্যাদি। সাংখ্যসিদ্ধান্তিগণ পুনরপি ব্রহ্মের জগৎকারণতা আক্ষেপের নিমিত্ত তর্ককে আশ্রয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হইতেছেন। যদিও আত্মযাথাত্ম্য নির্ণয়ে তর্ক সর্বথা পরিত্যক্ত হইয়াছে, এই বিষয়ে সাংখ্যসূত্র - কুতর্কের দ্বারা বিচলিত অধম ব্যক্তির আত্মলাভ হয় না; কারণ তাহা শ্রুতি বিরুদ্ধ। এই সূত্রের শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুপাদ কৃত ব্যাখ্যা জগতের পুরুষকারণতা বিষয়ে যে যে তর্কপক্ষ সম্ভাবিত হয়, সেই সকল পক্ষই শ্রুতিবিরুদ্ধ; সুতরাং পুরুষ কারণতা বাদ স্বীকারকারী কুতার্কিক অধম মানবগণের কদাপি আত্মস্বরূপ জ্ঞান লাভ হয় না। এতদ্বারা আত্মাতে সুখদুঃখাদিগুণের উপাদানতা বাদিগণও কুতার্কিকের অন্তঃ পাতী; সুতরাং তাহাদেরও যথার্থ আত্ম জ্ঞান নাই ইহা বুঝিতে হইবে। অতএব যদিও মহর্ষি কপিল তর্ক পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি প্রতিবাদিগণের সিদ্ধান্তে দোষ প্রকাশের নিমিত্ত এই তর্কের উপযোগিতা হয়। আমাদের অভিপ্রায় এই যে যদ্যপি মানববুদ্ধি সাপেক্ষ শুষ্ক তর্কের দ্বারা নিরপেক্ষ শ্রুতি সকলের সমন্বয় বিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না, তথাপি দৃষ্টার্থানুসারের দ্বারা সম্পর্ক বিশেষ হেতু তর্ক অর্থবোধ করায়। অতএব বলবান তর্কের দ্বারা পরোক্ষার্থ বোধনস্বভাব শ্রুতিবাক্যে বিরোধ করিতে সমর্থ হয়। ইহাই আমাদের তর্ক অশ্রয়ের একমাত্র কারণ। সুতরাং তর্কের দ্বারাই জগৎ কারণ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

সংশয়—এইস্থলে সংশয় হইতেছে। অর্থাৎ এই জগৎ কারণতা বিষয়ে এই প্রকার সংশয় হইতেছে এই জগৎ ব্রহ্মোপাদানক? পঞ্চভূত প্রপঞ্চিত এই এই পরিদৃশ্যমান জগতের উপাদন কি ব্রহ্ম? অর্থাৎ-চেতন সর্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবই কি জগতের উপাদান কারণ? অথবা ব্রহ্মভিন্ন কোন অন্য বস্তু এই জগতের উপাদান কারণ? ইহাই সন্দেহ বাক্য।

ব্রহ্মাভিমতম্। অজ্ঞানীশ্বরমলিন দুঃখিতয়া প্রত্যক্ষাদিভিরবগতং জগৎ। অতস্তয়োর্বৈরূপ্যং নির্ব্বিবাদম্। উপাদেয়ং খলূপাদানস্বরূপং দৃষ্টম্। যথোপাদানং মৃৎসুবর্ণতন্ত্বাদি, উপাদেয়ং ঘটমুকুটপটাদি। অতো বৈ ব্রহ্মবৈরূপ্যেণ তদুপাদেয়ত্বাসম্ভবাৎ, তৎস্বরূপমুপাদানং কিঞ্চিদ-

---

পরোক্ষার্থ বোধন স্বভাবে শ্রুতি বাক্যে বিরোধঃ কর্ত্তুং শক্য ইতি। ইত্যেবমস্মাকং তর্কাশ্রয়ণে হেতু রিতি। তস্মাৎ তর্কৈনৈব জগৎ কারণং নির্ণেতব্যমিতি।

সংশয় ঃ—অত্র জগৎ কারণতা বিষয়ে এবং সংশয়ো ভবতি, পঞ্চপ্রপঞ্চিতমিদং পরিদৃশ্য-মানং জগৎ ব্রহ্মোপাদানকং কিং? চেতন সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্মৈব কিমস্য জগতঃ উপাদানম্? অথবা - ব্রহ্মাতিরিক্ত কিঞ্চিদন্যদেবোপাদানমস্য জগত ইতি সন্দেহ বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ—অথ জগদুপাদানবিষয়ে সাংখ্যাঃ পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—কিমিতি। তথাচ—ইদং জগৎ ব্রহ্মোপাদানকং ন, বৈরূপ্যাৎ; ব্যতিরেকে ঘটবৎ। এবং-জগৎ প্রধানোপাদানকং তৎ সারূপ্যাৎ,ঘট বৎ; ইত্যনুমানম্। তস্মাৎ ব্রহ্ম নাস্য জগতঃ উপাদানমিত্যর্থঃ। কথং ব্রহ্মনো জগদু-পাদানত্বাভাবঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—সর্ব্বজ্ঞ ইতি। সুখ দুঃখমোহাত্মক মিতি - তথাহি - তত্ত্বসমা-সাখ্য-কপিল সূত্রে ৫ "ত্রৈগুণ্যম্" টীকা চ - সত্ত্বং রজঃ তম ইতি ত্রিগুণমেব ত্রৈগুণ্যম্।

পূর্ব্বপক্ষ—অনন্তর জগতের উপাদান বিষয়ে সাংখ্যবাদিগণ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতে-ছেন—কিম্' ইত্যাদি। কি সিদ্ধান্ত হইল? এই জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্ম নহে; কারণ, বৈরূপ্য হওয়ায়। এই বিষয়ে অনুমান প্রকার এইরূপ—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মোপাদানক নহে, বিরূপতা হেতু ব্যতিরেক দৃষ্টান্তে যেমন ঘট। এই প্রকার—এইপরিদৃশ্যমান জগতের উপাদান কারণ প্রধান, তাহার সারূপ্য হেতু; যেমন ঘট; এই প্রকার অনুমান দেখা যায়। অতএব চেতন ব্রহ্ম এই জড় জগতের উপাদান নহে ইহাই অর্থ।

কি প্রকারে চেতন ব্রহ্মের জগদুপাদানতার অভাব হইতেছে? এই আপেক্ষায় বলিতেছেন—সর্বজ্ঞ' ইত্যাদি। আপনাদের (বৈদান্তিকদের) ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, বিশুদ্ধ, সুখ স্বরূপ, ইহাই ব্রহ্ম বলিয়া অভিমত। পক্ষান্তরে অজ্ঞ, অনীশ্বর, মলিন, দুঃখী, এব প্রত্যক্ষাদি প্রমান দ্বারা অবগত হওয়া এই জগৎ। সুতরাং ব্রহ্মের ও জগতের বৈরূপ্যতা নির্বিবাদ, যে হেতু উপাদেয় নিশ্চত রূপে উপাদানাত্ম-কই দেখা যায়, যেমন—মৃৎ, সুবর্ণ, তন্তু প্রভৃতি উপাদান; এবং তাহার উপাদেয় বা কার্য্য হইতেছে ঘট, মুকুট, ও পট প্রভৃতি।

এই স্থলে উপাদানের গুণ উপাদেয়ে দেখা যায়। অতএব জগৎ ব্রহ্মের বিসদৃশ' সুতরাং ব্রহ্মের জগদ্ বিরূপতা বশতঃ জগৎ তার উপাদেয় হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং জগৎ যে প্রকার অজ্ঞ অনীশ্বর, মলিনাদি গুণযুক্ত সেই প্রকার তাহার কোন উপাদান অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। আমরা অন্বেষণ

ষেষণীয়ম্। তচ্চ প্রধানমেব। সুখ দুঃখমোহাত্মকং জগৎ প্রতি তাদৃশস্য তস্যৈব যোগ্যত্বাৎ। যচ্চোপাদেয়সারূপ্য সাধনায় তথা ভূতেঽপ্যুপাদানে ব্রহ্মণি চিজ্জড়াত্মিকাতি সূক্ষ্মা শক্তিদ্বয়ী প্রাগপ্যস্তীত্যুচ্যতে, তেনাপি বৈরূপ্যং দুষ্পরিহরম্, সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মশক্তিকাদুপাদানাৎ স্থূল

তত্র সত্ত্বং নাম প্রকাশলাঘব' প্রসন্নতা, অনভিষঙ্গ তুষ্টি, তিতিক্ষা, সন্তোষাদি লক্ষণমন ন্তভেদং সংক্ষেপতঃ সুখাত্মকম্। রজোনাম উপষ্টম্ভক চল দ্বেষ শোক দ্রোহ মৎসর সন্তাপাদ্যনন্ত ভেদং সমাসতো দুঃখাত্মকম্। তমোনাম গুরুবরণক প্রমাদ আলস্য নিদ্রাদ্যসংখ্য প্রভেদং সমাসতো মোহাত্মকম্। ইতি ত্রৈগুণ্যং ব্যাখ্যাতমিতি।

সাংখ্যকাবিকায়াম্ – ১২ প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশ প্রবৃত্তি নিয়মার্থঃ। টীকা শ্রীগৌড় পাদানাম্—প্রীত্যাত্মকা, অপ্রীত্যাত্মকা, বিষাদাত্মকাশ্চ, গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসীত্যর্থঃ। তত্র প্রীত্যাত্মকং সত্বম্, প্রীতিঃ সুখংতদাত্মকমিতি। অপ্রীত্যাত্মকং রজঃ, অপ্রীতিঃ দুঃখম্। বিষাদাত্মকং তমঃ, বিষাদো মোহঃ। যথা সুরূপা সুশীলা স্ত্রী সর্ব্বসুখহেতুঃ, সপত্নীনাং সৈব দুঃখহেতুঃ; সৈব রাগিনাং মোহং জনয়তি।

করিয়াছি এই প্রকার গুণ যুক্ত একমাত্র প্রধানই; ব্রহ্ম নহে। এইজগৎ সুখ দুঃখ ও মোহাত্মক, এই জগতের প্রতি তাদৃশ প্রধানের কারণ হইবার যোগ্যতা আছে।

অর্থাৎ-এই জগৎ সুখ দুঃখ মোহাত্মক এবং তাহার উপাদান ও সুখ দুঃখ মোহাত্মক, এই বিষয়ে তত্তসমাস নামক কাপিলসূত্রে বর্ণিত আছে-ত্রৈগুণ্যম্" সত্ত্ব রজঃ তমঃ, এইগুণ ত্রয়কে ত্রৈগুণ্য বলে। তন্মধ্যে সত্ত্ব নামক বস্তুর প্রকাশলঘু, প্রসন্নত,া অনভিসঙ্গ, তুষ্টি, তিতিক্ষা সন্তোষাদি অনন্ত ভেদ রহিয়াছে, সঙ্ক্ষেপ রূপে যাহা সুখপ্রদ তাহাই সাত্ত্বিক। রজোনামক বস্তুর উপষ্টম্ভ চঞ্চল, দ্বেষ, শোক, দ্রোহ, মৎসরতা, সন্তপাদি অনন্ত ভেদ রহিয়াছে; সংক্ষেপতঃ যাহ দুঃখ তাহাই রাজসিক। তমো নামক বস্তুর গুরুবরণক, প্রমাদ, আলস্য নিদ্রা প্রভৃতি অসংখ্য ভেদ বিদ্যমান আছে, সংক্ষেপে যাহা মোহ প্রদ তাহাই তামসিক।

এই প্রকার গুণ ত্রয়ের ব্যাখ্যা করা হইল। সাংখ্যকারিকায় বর্ণিত আছে এই গুণ সকল প্রীতি, অপ্রীতি ও বিষাদাত্মক; ইহাদের ধর্ম প্রকাশ, প্রবৃত্তি, ও নিয়ম অর্থাৎ প্রীতি বন্ধকতা। এই কারিকার শ্রীগৌড়পাদ বিরচিত টীকা—প্রীত্যাত্মক, অপ্রীত্যাত্মক ওবিষাদাত্মক গুণ সকল, সাত্ত্বিক রাজসিক, এবং তামসিক ইহাদের অর্থ। তন্মধ্যে প্রীত্যাত্মক সত্ত্বগুণ, অর্থাৎ প্রীতি সুখাত্মক বস্তুই সাত্ত্বিক।

অপ্রীতিস্বরূপ রজোগুণ, তাহা অপ্রীতি ও দুঃখ প্রদ। বিষাদাত্মক তমোগুণ, তাহা বিষাদও মোহ প্রদ। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যেপ্রকার সুরূপা সুশীলা রমণী সকলের সুখের কারণ হয়; কিন্তু

তরোপাদেয়োদয়নিরূপণাৎ। এবমন্যচ্চ বৈরূপ্যং বিভাবনীয়ম্। এবং "ব্রহ্মবৈরূপ্যাত্তদুপাদনকং জগন্ন" ইতি তর্কশ্চ শাস্ত্রস্যাবশ্যাপেক্ষ্যঃ, তদনুগৃহীত স্যৈব ক্বচিদ্বিষয়েঽর্থ নিশ্চয়হেতুত্বাদিতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তমিমং নিরস্যতি—

ওঁ॥ দৃশ্যতে তু ॥ওঁ॥ ২।১।৩।৬॥

কিঞ্চ — সত্বং লঘু প্রকাশকম্" ১৩। ইত্যস্যাষ্টীকায়াং শ্রীমদ্‌বাচস্পতিমিশ্রাঃ অত্র চ সুখ দুঃখ মোহাঃ পরস্পরবিরোধিনঃ স্ব স্বানুরূপানি সুখদুঃখ মোহাত্মকান্যেব নিমিত্তানি কল্পয়ন্তি তেষাঞ্চ পরস্পর মতিভাব্য অভিভাবক ভাবাপন্নানা ত্বম্। তদ্ যথা একৈব স্ত্রী রূপ যৌবন কুল শীলসম্পন্না স্বামিনং সুখাকরোতি ঃ তৎ কস্য হেতোঃ? স্বামিনং প্রতি তস্যাঃ সুখরূপসমুদ্‌ভবাৎ সৈব স্ত্রী সপত্নীর্দুঃখাকরোতি ; তৎ কস্যহেতোঃ? তাঃ প্রতি তস্যা দুঃখরূপ সমুদ্‌ভবাৎ : এবং পুরুষান্তরং তামবিন্দৎ সৈব মোহয়তি ; তৎ কস্য হেতোঃ? তং প্রতি তস্যা মোহরূপ সমুদ্‌ভবাৎ ;

তাহার সপত্নীগণের দুঃখের হেতু হয় ; এবং সেই রমণীই কামুকগণের মোহ উৎপাদন করে। পুনরায় কারিকায় বর্ণিত আছে সত্ত্ব গুণ লঘু অর্থাৎ শরীরাদি সুস্থ কারক; এবং সদ্‌বুদ্ধির প্রকাশক, এই কারিকার শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্র পাদ বিরচিত টীকা—এই স্থলে সুখ দুঃখ মোহ, পরস্পর বিরোধি বস্তু নিজ নিজস্বভাবানুরূপ তাহারা সুখ দুঃখ ও মোহের নিমিত্ত কারণ হইয়া থাকে। এবং তাহারা পরস্পর অভিভাব্য অভিভাবক ভাবাপন্ন ; এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত যেমন—এইটি রূপ যৌবন কুল শীলাদি সম্পন্না নারী নিজ স্বামীর প্রতি সুখের কারণ হয়। তাহার কারণ কি? নিজ স্বামীর প্রতি তাহার সাত্ত্বিক সুখ রূপ ভাবের সমুদ্‌ভব হেতু।

সেই নারী নিজ সপত্নীগণের দুঃখের কারণ হইয়া থাকে ; তাহার কারণ কি? সপত্নীগণের প্রতি সেই নারীর রাজসিক দুঃখরূপ ভাবের সমুদ্‌ভব হেতু। এবং অন্য কামী পুরুষ সেই রমণীকে না পাইয়া মোহিত হয়, সেই নারীই কামুকপুরুষের মোহ উৎপাদন করে ; তাহার কারণ কি? সেই পুরুষের প্রতি সেই নারীর তামসিক মোহরূপ ভাবের উদয় হেতু। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা একটি নারীর দ্বারা সকল ভাবের ব্যাখ্যা করা হইল।

সারার্থ এই যে—যাহা সুখের কারণ তাহাসুখাত্মক সত্ত্বগুণ। যাহা দুঃখের কারণ তাহা দুঃখাত্মক রজোগুণ। এবং যাহা মোহের কারণ তাহা মোহাত্মক তমোগুণ। সুতরাং এই প্রকার সুখদুঃখ মোহাত্মক জগতের সুখ দুঃখ মোহোৎপাদক প্রধানই কারণ বা উপাদান হওয়া উচিত! ব্রহ্ম নহে।

শঙ্কা—এইস্থলে আমাদের (বৈদান্তিক আশঙ্কা এই যে- সর্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের তটস্থা জীবশক্তি জড়বহিরঙ্গা প্রকৃতিশক্তি এই দুইটি শক্তি সর্বদাই বিদ্যমান আছে ; সেই রূপেই শ্রীভগবান জগৎ সৃষ্টি করেন।

'তু' শব্দেন শঙ্কা নিরস্যতে। পূর্ব্বতো 'ন' ইত্যনুবর্ত্ততে (২।১।৩।৪) যদুক্তং 'ব্রহ্ম-বৈরূপ্যাত্তদুপাদানকং জগন্ন" ইতি তন্ন, বিরূপাণামপ্যুপাদানোপাদেয় ভাবস্য দৃষ্টত্বাৎ। যথা

অনয়া চ ক্রিয়া সর্ব্বে ভাবাঃ ব্যাখ্যাতাঃ। তত্র যৎ সুখহেতুঃ তৎ সুখাত্মকং সত্ত্বম্; যৎ দুঃখ হেতুঃ তদ্দুঃখাত্মকং রজঃ; যন্মোহহেতুঃ তন্মোহাত্মকম্ তমঃ; ইতি। এতাদৃশস্য সুখদুঃখমোহাত্মকস্য জগতঃ প্রধানমেব কারণং ভবিতুমুচিতমিতি।

ননু সর্ব্বশক্তিমৎ শ্রীভগবতঃ চিৎ-তটস্থা, জড়া-প্রকৃতিরিতি শক্তিদ্বয়ী বিদ্যতে, তদ্রূপেণৈব শ্রী-ভগবান্ জগৎ সৃজতি; ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ - যচ্চেতি। অথ বৈরূপ্যপ্রকারং দর্শয়ন্তি—সূক্ষ্মাদিতি। অথাস্মিন্ বিষয়ে তর্কশ্চ-যথা-এরমিতি। তস্মাৎ প্রমাণ তর্কাভ্যাং নিরূপিতং প্রধানমেব জগৎ কারণমিতি শাস্ত্রনিরূপণম্। ইতি প্রধানকারণ বাদিনাং সাংখ্যানাং পূর্ব্বপক্ষমিতি।

ইত্যেবং সাংখ্যানাং পূর্ব্বপক্ষে সমুপস্থিতে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়ন্তি—দৃশ্যতে ইতি। দৃশ্যতে—কার্য্য কারণয়োঃ বৈরূপ্যং-বিলক্ষণং শাস্ত্রেষু দৃশ্যতে ইতি। 'তু' শব্দেন শঙ্কাভাবং প্রতিপাদয়তি; শাস্ত্রৈক প্রতিপাদিতে অর্থে শঙ্কা ন করণীয়া।

সমাধান আমাদের (সাংখ্য) এই আশঙ্কার সমাধান এই প্রকার-যচ্চ' ইত্যাদি। আপনারা (বৈদান্তিকরা) উপাদেয় সারূপ্য সাধনের নিমিত্ত, অর্থাৎ ঘটাদি উপাদেয়ের সহিত সমান রূপতা সাধনের জন্য অসমান রূপ উপাদান ব্রহ্মে চিৎ-চেতন জীব ও জড়-প্রকৃতি অতি সূক্ষ্ম এই শক্তি দুইটি সৃষ্টি করেন; যদি এই প্রকার বলেন। তথাপি বৈরূপ্য অর্থাৎ উপাদান ও উপাদেয়ের বিরূপতা দোষ পরিহার করিতে পারিবেন না। তাহা এই রূপ—সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম শক্তি যুক্তি উপাদান হইতে স্থূল তর উপাদেয় সকলের উৎপত্তি নিরূপন হেতু। অর্থাৎ—সূক্ষ্ম শক্তি যুক্ত সূক্ষ্ম উপাদান ব্রহ্ম হইতে যদি স্থূল ঘট পটাদি উপাদেয় উৎপত্তি হয়, তবে উপাদান বৈরূপ্য উপাদেয় স্বীকার করা হইল।

এই প্রকার আর ও অনেক উপাদানের বিসদৃশ উপাদেয় অনুসন্ধান করা যায়। আমাদের সিদ্ধান্তপক্ষে তর্কও বিদ্যমান আছে-যেমন-ব্রহ্মের বিষদৃশ হওয়া হেতু ব্রহ্মোপাদানক জগৎনহে। এই প্রকার সদনুমানতর্কও শাস্ত্রের অবশ্য গ্রহণের যোগ্য। কারণ, তর্কানুগৃহীত শাস্ত্রেরই কোথাও কোন বিষয়ে অর্থনিশ্চয়ের কারণ দেখা যায়। অতএব শাস্ত্র প্রমাণ, ও সতর্কের দ্বারা নিরূপিত প্রধানই জগতের কারণ বা উপাদান নির্গুণ ব্রহ্ম নহে। ইহাই শাস্ত্রের যথার্থ নিরূপণ। এই প্রকার জগতের প্রধান কারণ বাদী সাংখ্যগণের পূর্বপক্ষ।

এই প্রকার সাংখ্যবাদিগণের পূর্বপক্ষ সমুপস্থিত হইলে, ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন—দৃশ্যতে' ইত্যাদি। শাস্ত্রে কার্য্য ও কারণের বৈরূপ্য-বিলক্ষণ দেখা যায়।

গুণানামুৎপত্তি বিজাতীয়াদ্ দ্রব্যাৎ, যথা কৃমীণাং মাক্ষিকাৎ, যথা করীতুরগাদীনাং কল্পদ্রুমাৎ যথা চ সুবর্ণাদীনাং চিন্তামনেরিতি।

ননু সূত্রে 'তু' শব্দঃ কিমর্থং দত্তম্ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—তু শব্দেন ইতি। পূর্ব্বতঃ' ইতি—"ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ" ইতি সূত্রাৎ 'ন' কারোঽনুবর্ত্ততে ; তথাত্বে—"ন দৃশ্যতে তু" ইতি সূত্রং ভবেৎ। অথ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর আনন্দময়াদেব শ্রীগোবিন্দদেবাৎ ইদং পরিদৃশ্যমানং জড়ংনশ্বরঞ্চ জগৎ উৎপদ্যতে ইতি প্রতিপাদয়ন্তি—যদুক্তমিতি। অথ বিলক্ষণসৃষ্টৌ লৌকিকদৃষ্টান্তমাহুঃ—যথা ইতি। যথা বিরূপাৎ-বিরুদ্ধ ধর্ম্মাৎ দ্রব্যাৎ গুণানামুৎপত্তিঃ ;

যথা ভবতাং ত্রিগুণসাম্যাবস্থাৎ প্রধানাৎ বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়াদীনামুৎপত্তিঃ। অথবা যথা মাক্ষিকাৎ কৃমীণাং, গোময়াৎ বৃশ্চিকানামুৎপত্তিঃ। যথা কল্পদ্রুমাৎ, পারিজাতাদেঃ ; তথাহি শ্রীভাগবতে—৮।৮৬ ততোঽভবৎ পারিজাতঃ সুরলোকবিভূষণম্। পূরয়ত্যর্থিনো যোঽর্থৈঃ শশ্বদ্ভুবি যথা ভবান্॥ তস্মাৎ কল্পদ্রুমঃ সর্ব্বেষাং মানবানাং অভীষ্টবস্তু প্রদানেন কামনা পূরয়তীতি।

তু' শব্দের দ্বারা শঙ্কার অভাব প্রতিপাদন করিতেছেন, অর্থাৎ শাস্ত্রৈক প্রতি পাদিতে অর্থে শঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে।

শঙ্কা—আমাদের (সাংখ্যবাদি) আশঙ্কা এই যে-সূত্রের মধ্যে 'তু' শব্দ কি নিমিত্ত প্রদান করিয়াছেন ?

সমাধান—এই শঙ্কা নিবারণের অপেক্ষায় বলিতেছেন—'তু' শব্দের দ্বারা শঙ্কা নিরসন করিয়াছেন। পূর্ব হইতে, অর্থাৎ-ন বিলক্ষণত্বাৎ" এই সূত্র হইতে ন' কারের অনুবর্ত্তন করা হইয়াছে। তাহা হইলে "ন দৃশ্যতেতু" এই প্রকার সূত্র হইবে। অনন্তর সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর আনন্দময় শ্রীগোবিন্দদেব হইতেই এই পরিদৃশ্যমান জড় ও নশ্বর জগৎ উৎপন্ন হয়, ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন—যদুক্তম্' ইত্যাদি। আপনারা (সাংখ্যবাদিরা) যে বলিয়াছেন—ব্রহ্মের বিসদৃশ হওয়ায় ব্রহ্ম জগতের উপাদান নহে"তাহা যুক্তি সঙ্গতে নহে ; কারণ. বিরূপ-বিলক্ষণ পাদার্থেরও উপাদান উপাদেয়ভাব দেখা যায়। অতঃপর বিলক্ষণ সৃষ্টিবিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছেন—যথা' ইত্যাদি। যে প্রকার বিরূপ-বিরুদ্ধ-ধর্মযুক্ত দ্রব্য হইতে গুণ সকলের উৎপত্তি।

অর্থাৎ আপনাদের ত্রিগুণ সাম্যাবস্থা প্রধান হইতে প্রধান বিলক্ষণ বুদ্ধিমন ইন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি। অথবা যে প্রকার-মধু হইতে কৃমীসকলের উৎপত্তি ; ও গোময়পিণ্ড হইতে বৃশ্চিক সকলের উৎপত্তি ; এবং যে প্রকার কল্পদ্রুম হইতে অশ্ব গজাদি উৎপত্তি, এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে তদনন্তর দেবলোক বিভূষণ পারিজাত কল্পবৃক্ষ উৎপন্ন হইল, যে বৃক্ষ যাচক গণের মানোকামনা অভীষ্ট বস্তুর দ্বারা পূর্ণ করে. যে প্রকার আপনি। সুতরাং কল্পদ্রুম সমস্ত মানব গণের অভীষ্টবস্তু প্রদানের দ্বারা তাহাদের কামনা পূর্ণ করে।

ইত্থমভিপ্রেত্যৈব দৃষ্টান্তিতমাথর্ব্বণিকৈঃ-(মু০ ১।১।৭) "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে

শ্রীভাগবতে – ৫।১৬।২৪ "এবং কুমুদনিরূঢ়ো যঃ শতবল্‌শো নাম বটস্তস্য স্কন্ধেভ্যো নীচীনাঃ পায়োদধিমধুঘৃত গুড়ান্নাদ্যম্বরশয্যা-সনাভরণাদয়ঃ সর্ব্ব এব" ইতি।

চিন্তামনেরিতি চিন্তামণিঃ স্যমন্তকাদিঃ। তথাহি শ্রীভাগবতে স্যমন্তকোপাখ্যানে—শ্রী-শুকদেব বচনম্—১০।৫৬।১১ দিমে দিনে স্বর্ণভারানষ্টৌ স সৃজতি প্রভো। দুর্ভিক্ষমার্য্যরিষ্টানি সর্পাধি-ব্যাধয়োঽশুভাঃ। ন সন্তি মায়িনস্তত্র যত্রাস্তেঽভ্যর্চ্চিতো মণিঃ॥ কিঞ্চ – শ্রীমৎ পরমাচার্য্যদেবানাং শ্রী-ললিতমাধবে শ্রীনারদ ৬।৩০ প্রণেষ্যতি যশঃ পরং জগতি নারদানুজ্ঞয়া বরায় বরকীর্ত্তয়ে সুতনুরর্পিতেয়ং তব। স্যমন্তকমণিশ্চতে মহিত মূর্ত্তিরষ্টৌ মহান্ প্রসোষ্যতি দিনং দিনং ননু হিরণ্যভারানয়ম্॥ এবং লৌকিক দৃষ্টান্তং সমাপ্য শ্রুতিদৃষ্টান্তমবতারয়ন্তি – ইত্থমিতি। যথা ইতি। উর্ণনাভিঃ কীটবিশেষঃ, স যথা সহায়ান্তরমনপেক্ষ্যৈব স্বয়মেবাপরিগত স্বরূপতয়া উর্ণাং তন্তূন্ সৃজতে বহিঃ প্রসারয়তি ; পুনঃ তান্ গৃহ্নতে গ্রহণং করোতি, স্বাত্মভাবমেব আপাদয়তি ;

ইহ সংসারমণ্ডলে যথা চ অবিকৃত-স্বরূপায়াং পৃথিব্যাং অনন্তাঃ ব্রীহ্যাদিস্থাবরান্তা ঔষধয়ঃ সম্ভবন্তি ; স্বাত্মাব্যতিরিক্তা এব প্রভবন্তি ; যথা চ স্বতঃ বিদ্যমানাৎ জীবতঃ পুরুষাৎ কেশ লোমানি বিলক্ষণানি সম্ভবন্তি :

পুনরায় শ্রীভাগবতে-এই প্রকার কুমুদপর্বতারূঢ় শতবল্‌শ নামক যে বটবৃক্ষ তাহার স্কন্ধ হইতে দুধ. দধি মধু, ঘৃত, গুড়, অন্নাদি, বস্ত্র, শয্যা, আভরণাদি সকল উৎপন্ন হয়। এই প্রকার চিন্তামণি স্যমন্তকাদি হইতে সুবর্ণাদির উৎপত্তি হয়। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতের স্যমন্তকোপাখ্যানে বর্ণিত আছে হে মহারাজ! সেই স্যমন্তক মনি দিনে দিনে অষ্টভার স্বর্ণ সৃজন করে, এবং ঐ মণি যে স্থানে পূজিত হইয়া বিরাজ করে সেই স্থানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী অরিষ্ট, সর্পভয়. আধি ব্যাধি অশুভ ও মায়াবী থাকেনা। আরও শ্রীমৎ পরমাচার্য্যদেবের শ্রীললিতমাধবনাটকে শ্রীনারদ কহিলেন –

সূর্য্য সত্রাজিৎকে বলিলেন— হে রাজন্! আপনি দেবর্ষি শ্রীনারদের আদেশে সর্বশ্রেষ্ঠকীর্তিমান বরের হস্তে সুন্দরাঙ্গী এই কন্যাকে অর্পণ করুন তাহাতে এই কন্যা আপনার বিপুল যশঃ জগতে বিস্তার করিবেন ; এবং এই চিন্তামণি স্যমন্তককে পূজা করিলে প্রতিদিন আটভার সুবর্ণরাশি প্রসব করিবে। অতএব বিসদৃশ সৃষ্টিও বহুল ভাবে বিদ্যমান আছে।

এইপ্রকার লৌকিক দৃষ্টান্তসমাপ্ত করিয়া শ্রুতিগত দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছেন – 'ইত্থম্' ইত্যাদি এই অভিপ্রায়েই অর্থাৎ-উপাদান উপাদেয়ের বিলক্ষণ অভিপ্রায়েই আথর্বণিকগণ এই প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদান করেন—যথা' ইত্যদি। উর্ণনাভি কীটবিশেষ বা মাকড়শা, সেই কীট যে প্রকার অন্য সহায়ের

চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা স্বতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ইতি ॥৬॥

ননু উপাদানাৎ বিলক্ষণং চেদুপাদেয়ং তর্হি উপাদনে ব্রহ্মণি জগদুৎপত্তেঃ প্রাগসদিত্যা পদ্যেত। পূর্ব্বং ঐক্যাবধারণাৎ "অসৎ" চোৎপদ্যতে। ন চৈতদিষ্টং তে সৎকার্য্যবাদিন ইতি চেত্তত্রাহ—

তথা তেনৈব রূপেণ অক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃশ্রীগোবিন্দদেবাৎ অপ্রচ্যুত স্বরূপাৎ কারণান্তরানপেক্ষাৎ নিমিত্তোপাদান জগৎ কারণাৎ বিশ্বং সম্ভবতি। অত্র অনেক দৃষ্টান্তোপাদানং বিষয়স্য সুখাববোধনার্থমিতি। তস্মাদ্ বৈরূপ্যাদপি ব্রহ্মোপাদানকং জগৎ ইতি শ্রুতিসিদ্ধান্ত সম্মতমিতি ভাষ্যার্থঃ ॥৬॥

অথ ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বে অসৎকার্য্যবাদস্যাবসরো ভবেদিতি আশঙ্ক্য শঙ্কামুত্থাপয়ন্তি—ননু ইতি। অয়মভিপ্রায়ঃ—অস্য জগতো যদি ব্রহ্মৈবোপাদানং তর্হি জগদুৎপত্তেঃ পূর্ব্বং "অসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত" ছান্দোগ্যোপনিষদি ৬।২।১, ইতি শ্রুত্যা জগদসদাসীৎ; তৎকালে একমেবাবস্থানাৎ অসৎ শব্দাভিধানাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ জগদুৎপদ্যতে; তথাত্বে ভবতাং সৎকার্য্যবাদিনাং ব্রহ্মোপাদানতা কথং সঙ্গচ্ছতে?

অপেক্ষা না করিয়া, এবং স্বয়ং অপরিণত-অপরিবর্ত্তিত ভাবে অবস্থান করিয়া ঊর্ণাতন্তু-জাল সকল সৃষ্টিকরে, পুনরায় সেই তন্তুসকল কে গ্রহণ করে, অর্থাৎ নিজের শরীরের মধ্যেই অবস্থান করায়। এবং এই সংসারে যে প্রকার অবিকৃতস্বরূপা পৃথিবী হইতে অনন্ত ব্রীহি যবাদি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত ঔষধ সকল উৎপন্ন হয়; নিজ অব্যতিরিক্ত ভাবে উৎপন্ন হয়। এবং যে প্রকার স্বতঃ বিদ্যমান জীবিত পুরুষ হইতে কেশ লোমাদি বিলক্ষণ রূপে জাত হয়।

তথা সেই ভাবেই অক্ষর-পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব হইতে অর্থাৎ অপ্রচ্যুতস্বরূপ কারণান্তর অপেক্ষা রহিত নিমিত্তোপাদান উভয়বিধজগৎ কারণ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে বিশ্বসৃষ্টি হয়। এই স্থলে অনেক দৃষ্টান্ত প্রদানের তাৎপর্য্য এই যাহাতে এই ব্রহ্মোপাদানক সৃষ্টি বিষয়ে সুখে বা সহজে বোধ হয়। অতএব বৈরূপ্য হইলেও জগতের উপাদান পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবই, প্রধান নহে। ইহাই শ্রুতি-সিদ্ধান্ত সম্মত ও ইহাই ভাষ্যের অর্থ। ॥ ৬ ॥

শঙ্কা—অনন্তর যদি ব্রহ্মকে জগতের উপাদান স্বীকার করা যায় তবে অসৎকার্য্যবাদের অবসর প্রদান করা হইবে এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন—ননু' ইত্যাদি। আপনারা (বৈদান্তিকরা) যদি বলেন-যে-উপাদান হইতে উপাদেয় বিলক্ষণ, অর্থ মৃত্তিকা উপাদান হইতে ঘট উপাদেয় বিলক্ষণ বা পৃথক্; তাহা হইলে উপাদানে ব্রহ্মে জগৎ উৎ পত্তির পূর্বে অসৎরূপে বিদ্যমান ছিল; অর্থাৎ জগতের উপাদান যদি ব্রহ্ম হয়, তবে উপত্তির পূর্বে জগৎ অসৎ ছিল। কারণ, সৃষ্টির

ওঁ॥ অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥ওঁ॥ ২।১।৩।৭

নৈষ দোষঃ। কুতঃ? প্রতীতি। পূর্ব্বসূত্রে সারূপ্যনিয়মস্য প্রতিষেধমাত্রং বিবক্ষিতম্। ন তূপাদানাদুপাদেয়স্য দ্রব্যান্তরত্বমপি। ব্রহ্মৈব স্ববিলক্ষণ বিশ্বাকারেণ পরিণমত ইত্যঙ্গীকারাৎ।

তস্মাৎ উপাদানাৎ উপাদেয়ং ন বিলক্ষণম্ ইতি। ইত্যেবং সৎকার্য্যবাদে আক্ষিপ্তে আশঙ্ক্য সমাদধাতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অসদিতি।

নন্থ সর্ব্বজ্ঞাৎ চেতনাৎ আনন্দময়াৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ জগদুৎপদ্যতে তর্হি জগদপি তথা ভবতু; ন তু তথা, তস্মাদিদং জগৎ অসত এব সমুৎপদ্যতে; জগদপি অসৎ: তথাহি শ্রীভাগবতে—১০।১৪।২২ তস্মাদিদ' জগদশেষমসৎস্বরূপম্" ইতি চেৎ? ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ-পূর্ব্বসূত্রে "দৃশ্যতে তু" ইত্যত্র স্বারূপ্যমাত্রস্য-সাধর্ম্ম্যমাত্রস্য নিষেধাৎ, ন অসদুপাদানকং জগদিতি সূত্রার্থঃ;

অথ জগত অসদুপাদানকং নিরাকুর্ব্বন্তি-নৈষ ইত্যাদি। অথ জগতোব্রহ্মোপাদানতায়াং সারার্থ মাহুঃ—অয়ং ভাব ইতি। যস্য প্রপঞ্চস্য সারূপ্যস্য ব্রহ্মণি অভাবাৎ জগতোব্রহ্মোপাদনতা মাক্ষিপসি;

পূর্বে ব্রহ্মের একত্বাবধারনা করাই শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত: অন্যথা অসৎ হইতে জগতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু আপনারা সৎকার্য্যবাদী, এই অসৎকার্য্যবাদ আপনাদের অভীষ্ট নহে। এইস্থলে আমাদের-(সাংখ্য বাদিদের) অভিপ্রায় এই যে—এই জগতের উপাদান যদি ব্রহ্মই হয়েন তাহা হইলে এই জগৎ উপৎত্তির পূর্বে—অগ্রে-সৃষ্টির পূর্বে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় স্বরূপ অসৎরূপেই বিদ্যমান ছিল; সেই অসৎ হইতে এই ঘাট পটাদিযুক্ত সৎ জগৎ সৃষ্টি হইল" এই ছান্দোগ্য শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা জগৎ অসৎ ছিল, ইহাই বোধ করাইতেছে।

সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অসৎ শব্দবাচ্য ব্রহ্মের অবস্থান হেতু, সেই অসৎ শব্দবাচ্য ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হয়। এই প্রকার সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে সৎকার্য্যবাদী আপনাদের জগতের ব্রহ্মো পাদানতা কি প্রকারে সঙ্গত হইবে? অতএব উপাদান হইতে উপাদেয় কোন প্রকারেই বিলক্ষণ নহে।

সমাধান-এই প্রকারসাংখ্যবাদিগণ সৎকার্য্যবাদের প্রতি আক্ষেপ করিলে, আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া ভগবান বাদরায়ণ সমধান করিতেছেন—অসৎ ইত্যাদি। যদি আপনারা-(বৈদান্তিকরা) বলেন-সর্বজ্ঞ, চেতন, আনন্দময়, ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হয়" তাহা হইতে জগৎও সর্বজ্ঞ, চেতন, আনন্দময়াদি গুণযুক্ত হউক; কিন্তু সেই প্রকার দেখা যায় না; অতএব এইজগৎ অসৎ হইতেই সম্যক্‌রূপে উৎপত্তি লাভ করে, এবং জগৎও অসৎস্বরূপ। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে "অতএব এই অশেষ জগৎ অসৎ স্বরূপ" ইত্যাদি "ইতি চেৎ ন"

অয়ং ভাবঃ—যস্য সারূপ্যস্যাভাবাৎ ব্রহ্মোপাদানতামাক্ষিপসি, তৎ কিং কৃৎস্নস্য ব্রহ্মধর্ম্মস্যানুবর্ত্তনমভিপ্রেষি? উত যস্য কস্যচিদিতি? নাদ্যঃ, উপাদানোপাদেয় ভাবানুপপত্তেঃ। নহি ঘটাদিষু মৃৎপিণ্ডোপাদেয়েষু পিণ্ডত্বাদ্যনুবৃত্তিরস্তি। দ্বিতীয়ে তু নানিষ্টাপত্তিঃ। সত্ত্বাদিলক্ষণস্য ব্রহ্মধর্ম্মস্য প্রপঞ্চেঽপ্যনুবৃত্তেঃ।

নিবারণং করোষি, তৎ কিং স্বরূপম্? উপাদেয়ে কৃৎস্নস্য ব্রহ্মধর্ম্মস্য-সার্ব্বজ্ঞ্যাদিধর্ম্মস্য অনুবর্ত্তনং গ্রহণং; যথা ভবন্তঃ জড়প্রধানাৎ জড়মেব মহদাদেরুৎপত্তিং স্বীকুর্ব্বন্তি; তথৈব সর্ব্বদাস্তিত্বাদিধর্ম্মযুক্তচেতনং ব্রহ্ম জগদাকারেণ পরিণমতে কিম্? অথবা যস্য কস্যচিদ্ ইতি, যথা কথঞ্চিৎ ব্রহ্মধর্ম্ম অনুবর্ত্ততে? ইত্যেবং জিজ্ঞাসিতে উত্তরমাহুঃ—নাদ্যঃ: উপাদেয়ে ব্রহ্মণঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মাণাং অনুবর্ত্তনে উপাদানোপাদেয় ভাবানুপপত্তেঃ; তথাত্বে দোষমাহুঃ—ন হীতি।

যথা উপাদেয় ঘটস্য মৃৎপিণ্ডোপাদানঃ। কিন্তু মৃৎপিণ্ডস্য উপাদানস্য উপাদেয়ে ঘটে মৃদ এব অনুবর্ত্তনং, ন তু পিণ্ডস্য; তথৈব উপাদানস্য পরব্রহ্মণঃ অস্তিত্বাদেরনুবর্ত্তনম্; নতু সার্ব্বজ্ঞ্যাদেঃ। দ্বিতীয়ে

আপনারা (সাংখ্যবাদিরা) এই প্রকার আশঙ্কা করিতে পারেন না। কারণ, প্রতিষেধ-মাত্র হেতু। পূর্বসূত্রে-অর্থাৎ-"দৃশ্যতে তু" এইস্থালে ব্রহ্মের সহিত জগতের সারূপ্য বা সাধর্ম্য মাত্র প্রতিষেধ করা হইয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মের উপাদানতা নিষেধ করা হয় নাই। অতএব জগতের উপাদান অসৎ নহে; সৎ ব্রহ্ম। ইহাই এই সূত্রের অর্থ। অনন্তর জগতের অসদুপাদানতা নিরাকরণ করিতে-ছেন। নৈষ' ইত্যাদি ব্রহ্মের জগৎকারণতা বিষয়ে আপনারা (সাংখ্যবাদিরা) যে দোষ উদ্‌ভাবন করিতেছেন তাহা দোষ নহে। তাহার কারণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন -প্রতি' ইত্যাদি। পূর্বসূত্রে কার্য্য-কারণের সারূপ্যনিয়মের প্রতিষেধমাত্র বলা হইয়াছে; কিন্তু উপাদান হইতে উপাদেয়ের অন্যদ্রব্যতা নিষেধ করা হয় নাই। অর্থাৎ কল্পবৃক্ষরূপ উপাদান হইতে করী-তুরঙ্গাদি উপাদেয় যে ভিন্ন তাহা প্রতিষেধ করা হয় নাই। কারণ, ব্রহ্মই নিজের অত্যন্তবিলক্ষণ জড়াদি বিশ্বাকারে পরিণত হয়েন, শ্রুতি ইহাই অঙ্গীকার করিয়াছেন।

অনন্তর জগতের ব্রহ্মোপাদানতা বিষয়ে সারার্থ বলিতেছেন-অয়ংভাব' ইত্যাদি। যাহার সারূপ্যের অভাব হেতু আপনারা (সাংখ্যবাদিরা) ব্রহ্মের জগদুপাদানতা বিষয়ে আক্ষেপ করিতেছেন তাহা কি প্রকার? অর্থাৎ-যে প্রপঞ্চের সারূপ্যের ব্রহ্মে অভাব বশতঃ জগতের ব্রহ্মোপাদানতা নিবারণ করিতেছেন তাহা কি প্রকার? তাহা কি প্রপঞ্চে সমগ্র ব্রহ্মধর্মের অনুবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায় করিতেছেন? অর্থাৎ-উপাদেয়ে মহদাদিতে সমগ্র ব্রহ্মধর্ম-ব্রহ্মের সার্বজ্ঞ্যাদি ধর্মের গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন? যে প্রকার আপনারা (সাংখ্যবাদিরা) জড় প্রধান হইতে মহদাদি জড়েরই উৎপত্তি স্বীকার করেন; সেই প্রকার সদা অস্তিত্ব সার্বজ্ঞ্যত্বাদি ধর্মযুক্ত চেতন ব্রহ্মই কি জগদাকারে পরিণত হয়? অথবা যে কোন

ননু যেন কেনচিদ্ধর্ম্মেণ সারূপ্যং ন শক্যং মন্তুম্, সর্ব্বস্য সর্ব্বসারূপ্যেণ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বোৎপত্তি প্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ যেন ধর্ম্মেণোপাদনভূতং বস্তু বস্তুন্তরাৎ ব্যাবর্ত্ততে, তস্য ধর্ম্মস্যোপাদেয়েঽনুবৃত্তিঃ সারূপ্যম্ যথা তন্ত্বাদিতঃ সুবর্ণং, যেন স্বভাবেন ব্যাবর্ত্ততে তস্য কঙ্কণাদিকে তদুপাদেয়েঽনুবৃত্তির্দৃষ্টা, তথা এতদ্রষ্টব্যমিতি।

ইষ্টাপত্তিঃ ; তৎনিরূপয়ন্তি সত্ত্বাদি ইত্যাদি। অথ পুনঃ শঙ্কাতে—ননু ইতি। দ্রষ্টব্যমিতি—ব্রহ্মণঃ কেনচিৎ সত্ত্বাদিলক্ষণ ধর্ম্মেণ সারূপ্যং, জগৎসারূপ্যং বক্তুং ন শক্যতে ; তথাত্বে সত্ত্বামাত্রধর্ম্ম সারূপ্যাৎ সর্ব্বস্মাৎ পদার্থাৎ সর্ব্বোৎপত্তি প্রসঙ্গো ভবেৎ। অত্রাহয়ং দৃষ্টান্তঃ—যথা সুবর্ণকঙ্কণম্। যেন ধর্ম্মেণ উপাদানভূতং বস্তু, বস্তুন্তরাৎ ভিন্নং প্রতীয়তে, তস্য ধর্ম্মস্য উপাদেয়ে অনুবর্ত্ততে ; সুবর্ণং যেন ধর্ম্মেণ তন্ত্বাদিপদার্থেভ্যোঽন্যং প্রতীয়তে, তস্য উজ্জ্বলাদিধর্ম্মস্য উপাদেয়ে কঙ্কণ কুণ্ডালাদৌ অনুবৃত্তির্দৃশ্যতে ; এবং উপাদানস্য ব্রহ্মণঃ সত্ত্বাজড়ত্বাদিধর্ম্ম উপাদেয়ে জগতি অনুবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ। অথ এতচ্ছঙ্কায়াঃ সমাধানমাহুঃ—মৈবমিতি। ভবৎ বাক্যস্য ব্যভিচারঃ স্যাদিতি নিরূপয়ন্তি মাক্ষিকা ইতি।

একটি বিশেষ ধর্ম্মের অনুবর্ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন ? অর্থাৎ যে কোন অ স্তিত্বাদি একটি ধর্ম্মের জগদাকারে পরিণত হয়! এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর প্রদান করিতেছেন—নান্যঃ' ইত্যাদি। প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে, উপাদেয় উপাদান ভাবের অনুপপত্তি হইবে। অর্থাৎ-উপাদেয় ঘটাদিতে ব্রহ্মের সার্বজ্ঞ্যাদিসমস্ত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিলে উপাদান উপাদেয় ভাব সিদ্ধহইবে না। ঐ প্রকার স্বীকার করিলে দোষ হইবে তাহা বলিতেছেন নহি' ইত্যাদি। মৃৎপিণ্ড উপাদানক যে ঘট তাহাতে পিণ্ডত্বাদি ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন দেখা যায় না। অর্থাৎ-উপাদেয় ঘটের উপাদান মৃৎপিণ্ড। কিন্তু মৃৎপিণ্ড যে ঘটের উপাদান তাহা উপাদেয়ে অনুবর্ত্তন দেখা যায় না, কেবল মৃত্তিকারই অনুবর্ত্তন দেখা যায়, পিণ্ডের নহে। সেই প্রকার জগদুপাদান পরব্রহ্মের জগদাদি উপাদেয়ে অস্তিত্বাদি ব্রহ্মধর্ম্মেরই অনুবর্ত্তন দেখা যায়, কিন্তু সার্বজ্ঞ্যাদি ধর্ম্মের নহে।

দ্বিতীয়ে-অর্থাৎ উপাদেয়ে যে কোন একটি ব্রহ্মধর্ম্মের অনুবর্ত্তনে আমাদের (বৈদান্তিকদের) কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। কারণ, সত্ত্বাদি-বিদ্যমানত্বাদি ব্রহ্ম ধর্ম্মের প্রপঞ্চে উপাদেয়ে অনুবৃত্তি দেখা যায়।

শঙ্কা অনন্তর সাংখ্যবাদিগণ পুনঃ আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন—ননু' ইত্যাদি। আমাদের বক্তব্য এই যে—যে কোন একটি ধর্ম্মের দ্বারা সারূপ্য মনে করা উচিত নহে ; তাহাতে দোষ হয় ; কারণ, সকলের সহিত সকলের সাধর্ম্য স্বীকার করিলে সকল বস্তু হইতে সকলবস্তুর উৎপত্তি প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। সুতরাং উপাদান ভূতবস্তু যে ধর্ম্মের দ্বারা অন্যবস্তু হইতে ব্যাবর্ত্তন করা হইবে, সে ধর্ম্মেরই উপাদেয়ে অনুবৃত্তি হয়, এবং তাহাকেই সারূপ্য বলে। যে প্রকার তন্তুপ্রভৃতি হইতে

চেন্নৈবম্ মাক্ষিকাদিভ্যঃ কৃম্যাদীনামুৎপত্তাবস্য নিয়মস্য ব্যভিচারাৎ। ন চ স্বর্ণ-কঙ্কণয়োঃ সর্ব্বথা সারূপ্যমস্তি, অবস্থাভেদাৎ। তথা চ স্বর্ণচিন্তামণ্যোরিব বৈরূপ্যেঽপি কঙ্কণ স্বর্ণয়োরিব দ্রব্যৈক সত্ত্বান্নাসৎকার্য্যমিতি ॥৭॥

ননু স্বর্ণকঙ্কণয়োর্ব্যভিচারমবশ্যম্ভাবাৎ, ইত্যপেক্ষয়ামাহুঃ - ন চ ইতি। ন চ তয়োঃ সর্ব্বথা সারূপ্যমস্তি ইতি বাচ্যম্; আকৃতি-অবস্থাভেদাৎ; তথা চোক্তি—যদ্যপি স্বর্ণচিন্তামণ্যোর্ব্বৈরূপ্যমস্তি, তথাপি চিন্তামণেঃ স্বর্ণমুৎপদ্যতে; এবং কঙ্কণ সুবর্ণন্তু একমেব দ্রব্যম্; তস্মাৎ কঙ্কণ কুণ্ডলাদিভাবেঽপি স্বকারণং ন ভিদ্যতে; এবং অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত স্বয়ং ভগবৎ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ সত্তাধর্ম্ম্যৈক্যাৎ ন ভিদ্যতে। এবমেবাহ ছান্দোগ্যোপনিষদি—৬।২।২ "কুতস্তু খলু সোম্য এবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি সত্ত্বেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" তস্মাৎ ন অসৎকার্য্যবাদস্যাবসরঃ ॥৭॥

সুবর্ণ যে স্বভাব বা গুণের ব্যাবর্ত্তিত হয় সেই গুণাদির সুবর্ণের উপাদেয়ে কঙ্কণে অনুবৃত্তি দেখা যায়। সেই প্রকার দার্ষ্টান্তিক স্থলেও বুঝিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য' শব্দের তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মের কোন একটি সত্তাদি লক্ষণ ধর্মের দ্বারা, ব্রহ্মের সহিত জগতের সারূপ্য বা সমান রূপতা বলিতে পারা যায় না; সত্তামাত্র ধর্মের দ্বারা সমানরূপতা স্বীকার করিলে, সকল পদার্থ হইতে সকলের উৎপত্তি প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত এই প্রকার-সুবর্ণ ও কঙ্কণ। উপাদান স্বরূপ বস্তু যে ধর্মেরদ্বারা অন্য বস্তু হইতে ভিন্ন প্রতীতি হয়; সেই ধর্মের উপাদেয়ে অনুবর্ত্তন হয়। সুবর্ণ যে ধর্মের দ্বারা তন্তু আদিপদার্থ হইতে ভিন্ন প্রতীতি হয়, সেই সুবর্ণের উজ্জ্বলাদিধর্মের উপাদেয় কঙ্কণ কুণ্ডলাদিতে অনুবৃত্তি দেখ যায়। এই প্রকার উপাদান স্বরূপ ব্রহ্মেরও সত্তা জড়ত্বাদি ধর্মের উপাদেয় জগতে অনুবৃত্তি দেখা যায়।

সমাধান—এই অশাঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন-নৈবম্' ইত্যাদি। আপনাদের (সাংখ্য-বাদিদের) এই প্রকার আশঙ্কা করা উচিত নহে। আপনাদের এই বাক্যে ব্যভিচার দেখা যায়, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন মাক্ষিক' ইত্যাদি। মাক্ষিক-মধু, তাহা হইতে কৃমী প্রভৃতির উৎপত্তিতে এই নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়। অর্থাৎ কৃমীতে মধুর কোন প্রকার ধর্মের অনুবর্ত্তন দেখা যায় না।

শঙ্কা—এই স্থলে আমাদের (সাংখ্যবাদিদের) বক্তব্য এই যে—আপনাদের (বৈদান্তিকদের) এই সৎকার্য্য বাদে ব্যভিচার দেখা যায়; যেমন সুবর্ণ কঙ্কণে ব্যভিচার হয়; কারণ, সুবর্ণ ও কঙ্কণ উভয়েই উপাদান উপাদেয়, কারণ ও কার্য্য, কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার বিলক্ষণতা নাই। উপাদেয়ে উপাদানেরই অনুবর্ত্তন দেখা যায়।

সমাধান—এই শঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন - ন চ' ইত্যাদি। সুবর্ণ ও কঙ্কণের সর্বথা সরূপ্য আছে তাহা বলিতে পারেন না; তাহাদের আকৃত ও অবস্থার ভেদ বিদ্যমান আছে। সুতরাং স্বর্ণও

যুক্ত্যন্তরেণ পুনরাক্ষিপতি—

ওঁ।। অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ।।ওঁ।। ২।১।৩।৮।।

অস্য চিজ্জড়াত্মকস্য নানাবিধাপুমর্থ বিকারাস্পদস্য জগতঃ সূক্ষ্মশক্তিকং ব্রহ্মচেদু-

---

অথ ব্যতিরেকমুখেন সাংখ্যাঃ পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি – যুক্তীতি। ননু জগতো ব্রহ্মোপাদানত্বে অসমঞ্জসং স্যাৎ ; কুতঃ ? ইত্যপেক্ষায়াং ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ সূত্রমবতারয়তি– অপীতৌ ইতি । অপীতৌ মহাপ্রলয়াবসরে তদ্‌বৎ কার্য্যবৎ প্রসঙ্গাৎ ব্রহ্মোপাদানকারণতা অসমঞ্জসমিতি। তস্মাৎ প্রধানমেবজগৎকারণমিতি ভাবঃ।

পূর্ব্বপক্ষ সূত্রমিদম্। অথাসমঞ্জসপ্রকারং নিরূপয়ন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুচরণাঃ—অস্যেতি। বতিরিতি—শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে ৭।৮২৯, "তত্রেব তস্যেব বা" তথাচ ইদং জগৎ যথা অসর্ব্বজ্ঞ-জড়-দুঃখী অনিত্যঞ্চ, তথা তস্য উপাদানমপি, ইতি বিকারাস্পদ জগতঃইব ব্রহ্ম ইতি তদ্বৎ ইত্যর্থঃ।

চিন্তামণির মধ্যে কার্য্য কারণ ভাবে বৈল্যক্ষণ্য থাকিলেও, কঙ্কণ সুবর্ণের সদৃশ একদ্রব্যত্ব নিবন্ধন হেতু অসৎকার্য্যবাদ সঙ্গত নহে। অর্থাৎ – যদ্যপি স্বর্ণ ও চিন্তামণির বৈরূপ্য আছে, তথাপি চিন্তামণি হইতে স্বর্ণের উৎপত্তি হয় ; এই দৃষ্টান্ত বিলক্ষণ উৎপত্তি বিষয়ে। এই প্রকার কঙ্কণ ও স্বর্ণ একই দ্রব্য ; অতএব স্বর্ণের কঙ্কণ কুণ্ডলাদিভাব প্রাপ্ত হইলেও, স্বকারণ স্বর্ণ হইতে ভিন্ন নহে। এই প্রকার অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব হইতে এই জগৎ সত্তাদি নিবন্ধন একত্ব ধর্মের ভেদ প্রাপ্ত হয় না।

সুতরাং ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে হে সোম্য ! এই প্রকার কিরূপে হইবে ; তিনি বলিলেন-অসৎ হইতে কি প্রকারে সৎ উৎপন্ন হয় ? অর্থাৎ হয় না। অতএব হে সোম্য ! সৃষ্টির অগ্রে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৎ রূপেই বিদ্যমান ছিল। এবং এই সৎ এক ও অদ্বিতীয় স্বরূপ সর্ব কারণ শ্রীগোবিন্দদেব। সুতরাং জগৎসৃষ্টিকার্য্যে অসৎ কার্য্যবাদের কোন প্রকার অবসর নাই ॥ ৭ ॥

অনন্তর সাংখ্যবাদিগণ ব্যতিরেক মুখে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—যুক্তি' ইত্যাদি। অন্য যুক্তির দ্বারা সৎকার্যবাদের পুনরায় আক্ষেপ করিতেছেন ;

শঙ্কা - আমাদের (সাংখ্যবাদিগণের) আশঙ্কা এই যে—জগতের উপাদান যদি ব্রহ্ম হয়, তবে অসমঞ্জস হইবে। এই অসমঞ্জসের অপেক্ষায় ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—অপীতৌ' ইত্যাদি। অপীতৌ– মহা প্রলয়াবসরে তদ্বৎ—কার্য্যবৎ প্রসঙ্গ হেতু ব্রহ্ম উপাদানকারণতা অসমঞ্জস হইবে। অতএব প্রধানই জগৎ কারণ ইহাই ভাবার্থ। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ, অর্থাৎ বৈদান্তিক গণের প্রতি আক্ষেপ। অতঃপর অসমঞ্জস প্রকার শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদ নিরূপণ করিতেছেন—অস্য' ইত্যাদি।

পাদানং তদা অপীতৌ প্রলয়ে তস্য তদ্বৎ প্রসঙ্গঃ। ষষ্ঠ্যন্তাদিবার্থে বতিঃ।" "তত্র তস্যেব" ইতি সূত্রাৎ। উপাদেয়বদপুমর্থ বিকার প্রাপ্তিঃ স্যাৎ, তদানীং তেন সহ তস্যৈক্যাৎ। অতোঽ-

---

উপদেয়বদিতি, কঙ্কণস্য কঙ্কণত্বে নাশে যথা সুবর্ণমেব ভবতি, যতঃ কঙ্কণস্যোপাদানং সুবর্ণং সুবর্ণদশায়ামপি কঙ্কণত্বং ন জহাতি, কিঞ্চিদপি বিদ্যতে, তথা ইদং বিকারাস্পদস্য জগত উপাদানং ব্রহ্মৈব, মহাপ্রলয়াবসরে জগৎ ব্রহ্মণি লয়ো ভবতি, তদা এতৎ প্রপঞ্চগত ধর্ম্ম তত্রৈব তিষ্ঠতীতি, তথাহি সুবালোপনিষদি—২।৪ "মহানব্যক্তে বিলীয়তে, অব্যক্তমক্ষরে বিলীয়তে অক্ষরং তমসি বিলীয়তে তমঃ পরে দেবে একী ভবতি" ইতি ব্রহ্মণা সহ ঐক্যাবধারণাৎ। অত্র লৌকিকদৃষ্টান্তঃ—যথা ব্যঞ্জনে লীয়মানং পার্থিব বিকারং হিঙ্গ্বাদি স্বগন্ধেন তৎ দূষয়েৎ, এবং ব্রহ্মণি লীয়মানং জগৎ স্বগতেন জাড্যাদি ধর্ম্মেণ ব্রহ্মমপি দূষয়িষ্যতীত্যর্থঃ।

তস্মাদস্য ব্রহ্মকারণতাঽ সমঞ্জসমিতি প্রতিপাদয়ন্তি অত ইতি। অথ ব্রহ্মকারণ বাদেঽসমঞ্জস্যান্তরমাহুঃ—পঞ্চীকরণন্যায়েন সমস্তবিভাগস্য প্রলয়াবসরে বিভাগাভাবঃ প্রাপ্তিঃ ; পুনঃ কল্পারম্ভে সৃষ্ট্যাদৌ নিয়মকারণস্যাভাবাৎ ভোক্তৃভোগ্যাদি বিভাগোৎপত্তির্ন প্রাপ্নোতীতি ব্রহ্মকারণবাদেঽসমঞ্জসমিতি। কিঞ্চ

এই চিৎ জড়াত্মক নানা প্রকার অপুমর্থ অর্থাৎ মুক্তির প্রতিবন্ধক বিকারাস্পদ জগতের সূক্ষ্ম শক্তিক ব্রহ্ম যদি উপাদান কারণ হয়, তাহা হইলে অপীতৌ-প্রলয়কালেও ব্রহ্মের তদ্বৎ কার্য্যবৎ, বা অপুমর্থবৎ প্রসঙ্গ হইবে। এই স্থলে ষষ্ঠ্যন্ত পদের উত্তরে 'ইব' অর্থে বতি প্রত্যয় হইয়াছে। এই বিষয়ে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের অনুশাসন এই প্রকার—তত্র ইব, ও তস্য ইব, এই অর্থে বতি প্রত্যয় হয় : অর্থাৎ—এই জগৎ যে প্রকার অসর্বজ্ঞ, জড়, দুঃখী, অনিত্য, সেই প্রকার তাহার উপাদানও হইবে। বিকারস্পদ জগতের সদৃশ (ইব) ব্রহ্ম, ইহাই 'তদ্বৎ' শব্দের অর্থ। ব্রহ্মকে জগতের উপাদান স্বীকার করিলে ব্রহ্ম উপাদেয়বৎ অপুমর্থ দুঃখিত্ব বিকারাদির প্রাপ্তি হইবে। কারণ, প্রলয় কালে জগতের সহিত ব্রহ্মের একত্ব হেতু।

উপাদেয়বৎ শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—কঙ্কণের কঙ্কণত্ব বিনাশ হইলে যে প্রকার সুবর্ণই হয়, যে হেতু কঙ্কণের উপাদান স্বর্ণ, কঙ্কণ সুবর্ণদশা প্রাপ্তি হইলেও কঙ্কণত্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে না, সামান্যও কঙ্কণত্ব থাকে। সেই প্রকার এই বিকারাস্পদ জগতের উপাদান ব্রহ্মই, অন্য নহে ; এবং মহাপ্রলয়াবসরে জগৎ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই কালে প্রপঞ্চগত জড়ত্বাদি ধর্ম ব্রহ্মেই অবস্থান করে।

এইবিষয়ে সুবালোপনিষদে বর্ণিত আছে—মহান্ অব্যক্তেবিলীন হয়, অব্যক্ত অক্ষরে বিলীন হয় অক্ষর তমোতে বিলীন হয় ; তমঃ পরমদেবতায় একী হইয়া যায়" ইত্যাদি প্রমাণে ব্রহ্মের সহিত জগতের ঐক্য অবধারণা করা হইয়াছে। এই বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত-যেমন—ব্যঞ্জনে বিলীন পার্থিব

সমঞ্জসমিদমুপনিষদ্বাক্যবৃন্দং, যৎ সার্ব্বজ্ঞ্য নিরবদ্যত্বাদিগুণকং উপাদানং ব্রহ্মেতি গদতি ॥৮॥

পরিহরতি—

ওঁ॥ ন তু দৃষ্টান্ত ভাবাৎ ॥ওঁ॥ ২।১।৩।৯॥

তু" শব্দাদাক্ষেপ সম্ভাবনাপি নিরস্তা। নৈব কিঞ্চিদসমঞ্জসম্। কুতঃ? উপাদেয়

অপীতে ভোক্তৃণাং জীবানাং ব্রহ্মণা বিভাগরহিতানাং কর্ম্মাদিনিমিত্ত প্রলয়ে সতি তেষাং পুনরুৎপত্তি-স্বীকারে মুক্তানামপি পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ, তস্মাৎ ব্রহ্মকারণ বাদমসমঞ্জসম্।

নন্থ মহাপ্রলয়েঽপি জগৎ ব্রহ্মণঃ বিভক্তমেব তিষ্ঠেৎ ইতি, তথাত্বে অপীতিশ্চ ন সম্ভবতি। অপিচ কারণব্যতিরিক্তং কার্য্যং ন সম্ভবতি। মহাপ্রলয়াবসরে সর্ব্বেষাং প্রপঞ্চকারণানাং ব্রহ্মণি বিলীনে পুনঃ সৃষ্টিনাশঃ—প্রসঙ্গাদপ্যসমঞ্জসমিতি ব্রহ্মকারণ বাদশ্রুতিরপি ব্যর্থা ইতি। কিঞ্চ প্রধান-কারণ স্বীকারে ন কিঞ্চিদসমঞ্জসমিতি ॥৮॥

অথ সাংখ্যৈরেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাসিতে তৎপরিহরতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—'নতু' ইত্যাদি

বিকারভূত হিং জীরকাদি নিজগন্ধে ব্যঞ্জনকে দূষিত করে, এই প্রকার ব্রহ্মেতে বিলীন জগৎ স্বগত জাড্যাদি ধর্মের দ্বারা ব্রহ্মকে ও বিদূষিত করে ইহাই অর্থ। অতএব এই জগতের ব্রহ্মোপাদান কারণতা বাদ অসমঞ্জস ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—অতঃ' ইত্যাদি। অতএব জগতের ব্রহ্মকারণতা বাদে উপনিষদ্ বাক্যবৃন্দ অসমঞ্জসই, কারণ, তাহারা সর্বজ্ঞ নিরবদ্যত্বাদিগুণক ব্রহ্মকে জগতের উপাদান নিরূপণ করিতেছেন।

অনন্তর ব্রহ্মকারণতা বাদে অন্য অসামঞ্জস্য বলিতেছেন—পঞ্চীকরণন্যায় দ্বারা বিভাগ সকলের প্রলয়াবসরে বিভাগের অভাব প্রাপ্তি হয়; পুনরায়-কল্পারম্ভে সৃষ্টির আদিতে নিয়ম কারণের অভাব হেতু ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগের উৎপত্তি হইবে না। আরও—প্রলয়াবসরে ব্রহ্মের সহিত বিভাগরহিত ভোক্তা জীবগণের কর্মাদি নিমিত্ত সকল বিলয়ে তাহাদের পুনরায় উৎপত্তি স্বীকার করিলে, মুক্তগণেরও পুনরায় উৎপত্তি প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে; অতএব ব্রহ্মকারণ বাদ অসমঞ্জস।

পুনশ্চ—যদি আপনারা (বৈদান্তিকরা) বলেন-মহাপ্রলয় কালেও এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে বিভক্ত অবস্থায় অবস্থান করে। তদুত্তরে আমরা সংখ্যবাদিরা)বলিব—ঐ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে প্রলয়ের সম্ভাবনা থাকে না, আরও এক কথা—কারণ ব্যতিরিক্ত কার্য্যের কোন সম্ভাবনা নাই। মহা-প্রলয়াবসরে প্রপঞ্চের কারণসকল ব্রহ্মেবিলীন হইলে পরে পুনরায় সৃষ্টিরনাশ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। সুতরাং ব্রহ্মকারণ বাদ অসমঞ্জস। তথা ব্রহ্মকারণ বাদ শ্রুতি বাক্যগুলিও ব্যর্থ বলিয়া জানিতে হইবে। কিন্তু প্রধান কারণ বাদ স্বীকার করিলে কোন প্রকার অসামঞ্জস্য থাকে না ॥ ৮ ॥

জগৎসম্পর্কেঽপ্যুপাদনস্য ব্রহ্মণঃ শুদ্ধতয়াবস্থিতৌ দৃষ্টান্তসত্ত্বাৎ। যথা একস্মিন্ চিত্রাম্বরে নীলপীতাদয়ো গুণাঃ স্ব স্ব প্রদেশান্তরেষ্বেব দৃষ্টা, নতু তে ব্যতিকীর্য্যন্তে, তথা চ একস্মিন্ দেহিনি বাল্যাদয়ো দেহধর্ম্মা দেহে, কাণত্বাদয়ঃ করণধর্ম্মাশ্চ করণগণে বিজ্ঞায়তে, নত্বাত্মনি, এবমপুমর্থ

সূত্রেণ। নতু ইতি নাস্তি বিষয়েঽস্মিন্ কিমপি সমঞ্জসাভাবং ; কুতঃ ? দৃষ্টান্ত ভাবাৎ ; প্রলয়ান্তে ব্রহ্মণঃ সকাশাদেব জগদুৎপদ্যতে প্রলয়কালে চ তত্রৈবাবতিষ্ঠতে ইতি দৃষ্টান্তবিদ্যমানত্বাৎ। অথ সর্ব্বশক্তিমান্ অচিন্ত্যালৌকিকাতর্ক্যাদি মহিমাযুক্ত পরব্রহ্মণি আক্ষেপগন্ধসম্ভাবনাপি নাস্তীতি প্রতিপাদয়ন্তি "তু" ইতি। ভাষ্যন্তু স্পষ্টম্। অয়মর্থঃ—অবিচিন্ত্যানন্তশক্তিমান্ শ্রীগোবিন্দদেব এব জগন্নিমিত্তোপাদানকারণ ভূতঃ, মহাপ্রলয়াবসরে সমাহৃত সর্ব্বশক্তিঃ স্বধাম্নি বিরাজতে, কেচিৎ মহাপ্রলয়ার্ণবে শয়নং করোতি ইতি মন্যন্তে, তদা "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি শ্রুত্যা সূক্ষ্মরূপেণ সর্ব্বেষাং কারণানাং তত্রৈব সর্ব্বকারণ কারণে শ্রীগোবিন্দদেবেঽবস্থানম্।

এই প্রকার সাংখ্যবাদিগণ কর্ত্তৃক পূর্বপক্ষের সমুদ্ভাবনা করিলে তাহা ভগবান শ্রীবাদরায়ণ পরিহার করিতেছেন—নতু' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা। নতু' অর্থাৎ এই ব্রহ্মকারণতা বাদ বিষয়ে কোন প্রকার অসমঞ্জস নাই। তাহার কারণ কি ? দৃষ্টান্তের সদ্‌ভাব হেতু। অর্থাৎ প্রলয়ের পরে সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মেরসকাশ হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়, এবং প্রলয়কালেও জগৎ ব্রহ্মেই অবস্থান করে এই প্রকার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে। সূত্রস্থ 'তু' শব্দের দ্বারা আক্ষেপ সম্ভাবন নিরস্ত হইল বুঝিতে হইবে।

অর্থাৎ—সর্বশক্তিমান অচিন্ত্য অলৌকিক অতর্ক্যাদিমহিমা যুক্ত পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে আক্ষেপ গন্ধের সম্ভাবনাও নাই. 'তু' শব্দের দ্বারা তাহাই প্রতিপাদিত হইল। ব্রহ্মকারণবাদে কোন প্রকার অসমঞ্জস নাই ; কি প্রকারে ? তাহা বলিতেছেন—প্রলয়াবসরে উপাদেয় জগতের সহিত সম্পর্ক-স্থাপিত হইলেও উপাদান ব্রহ্ম জড়াদি দোষে দূষিত না হইয়া শুদ্ধরূপে অবস্থান করেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত, যেমন একটি চিত্রাম্বরে নীল পীতাদিগুণ সকল নিজনিজ প্রদেশেই দেখা যায়. কিন্তু ঐ নীলাদিগুণ সমস্ত বস্ত্রে বিকীর্ণ হয় না ; এবং যে প্রকার একটি দেহে জীবের বাল্য-যৌবনাদি দেহধর্ম সকল দেহে কাণত্ব, বধিরত্বাদি করণ ধর্ম সকল করণগণেই বিদ্যমান থাকে, তাহা আত্মাতে থাকে না ; এই প্রকার অপুরুষার্থ দুঃখ জড়াদি বিকার সকল যে ব্রহ্মশক্তির অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম তাহা শক্তিগতই জানিতে হইবে, কিন্তু শক্তিমান শুদ্ধ ব্রহ্মে সঙ্গত হয় না। এই ভাষ্যের সারার্থ এই যে—অবিচিন্ত্য অনন্ত শক্তিমান শ্রীগোবিন্দদেবই একমাত্র জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ স্বরূপ।

বিকারা ব্রহ্মশক্তি ধর্ম্মাঃ শক্তিগতাঃ স্যুঃ, ন তু ব্রহ্মণি শুদ্ধে প্রসজ্জেরন্নিতি ॥৯॥

ন কেবলং নির্দ্দোষতয়া ব্রহ্মোপাদানতা স্বীকৃতা, প্রধানোপাদানতায়া দুষ্টত্বাদপীত্যাহ—

ওঁ॥ স্বপক্ষে দোষাচ্চ ॥ ওঁ ॥ ২।১।৩।১০॥

তথাত্বেঽপি ন তেষাং বিলয়ঃ, ন বা পৃথগবস্থানম্ ; কিন্তু তত্রৈব তিষ্ঠতি। যে সাধকজীবাঃ খলু ভগবদ্ভক্ত্যারাধনেন মুক্তসমস্তবন্ধাঃ তে শ্রীভগবতা সহ শ্রীগোলোকাদৌ বিলসন্তি, যেষাং কর্ম্মবাসনা ন ক্ষীন্না তে পুনঃসৃষ্ট্যারম্ভে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপং দেব মানবাদিশরীরং প্রাপ্নুবন্তি. ন তু তে মুচ্যন্তে। তস্মাৎ ন মুক্তানামপি পুনর্জ্জন্ম প্রসঙ্গঃ। ন বা ব্রহ্মকারণতাবাদশ্রুতীনাং ব্যর্থতা। প্রধানকারণবাদস্বীকারে শ্রুতিসারস্যনাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ ॥৯॥

অথ প্রকারান্তরেণ সাংখ্যবাদং পরিহরন্তি-নকেবলমিত্যাদি। প্রধানকারণবাদং যদি দোষ-রহিতং ভবিতা, তদা বয়মপি স্বীকারং করিষ্যামঃ, কিন্তু বহুদোষদুষ্টং তৎ ;

তিনি মহাপ্রলয়াবসরে সমস্ত শক্তিকে সমাহৃত করিয়া নিজ ধামে অবস্থান করেন। কেহ কেহ মনে করেন—তিনি মহাপ্রলয়সাগরে শয়ন করেন। সেই কালে সেই সৎ স্বরূপ একমাত্র অদ্বিতীয় শ্রীগোবিন্দদেবই ছিল "এই শ্রুতি প্রমাণে সূক্ষ্মরূপে সকল কারণ সেই সর্বকারণের পরম কারণ শ্রীগোবিন্দদেবে অবস্থান হয়। ঐ সময় কারণসকল শ্রীগোবিন্দদেবে অবস্থান করিলেও তাহাতে তাহাদের বিলয় হয় না এবং কারণ সকলের পৃথকভাবে অবস্থানও হয় না, কিন্তু তাহাতেই অবস্থান করে।

এই প্রকার মুক্তগণেরও পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে সকল সাধক জীব ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবদা রাধনা করিয়া সমস্ত বন্ধন মুক্ত হইয়াছেন. তাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত শ্রীগোলোক প্রভৃতি-ভগবদ্ধামে বিলাস করেন।

কিন্তু যাঁহাদের কর্ম বাসনা ক্ষীণ হয় না, তাঁহারা পুনঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে পুনরায় নিজ নিজ কর্মানুসারে দেব মানবাদি শরীর লাভ করেন, তাঁহারা মুক্ত হয়েন না। অতএব মুক্তগণের পুনর্জন্ম প্রসঙ্গ হইতে পারে না। সুতরাং প্রধান কারণ বাদ স্বীকারে শ্রুতিসারস্য নাশ দোষ প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে ইহাই ভাবার্থ ॥ ৯ ॥

অনন্তর প্রকারান্তরে সাংখ্যবাদ পরিহার করিতেছেন ন কেবল' ইত্যাদি। আমরা (বৈদান্তি-করা) কেবল নির্দোষ বলিয়াই ব্রহ্মকারণ বাদ স্বীকার করিতেছি তাহা নহে কিন্তু প্রধান কারণতাবাদের বহু দোষ বিদ্যমান হেতু তাহা স্বীকার করিতেছিনা ! অর্থাৎ-প্রধান কারণ বাদ যদি দোষ রহিত হয় তবে তাহা আমরাও (বৈদান্তিকরাও) স্বীকার করিব ; কিন্তু তাহা বহুদোষ দুষ্ট সুতরাং স্বীকার করি না। অতঃপর প্রধানের উপাদানতা স্বীকারে যে সকল অনিষ্ট হয় তাহা ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপাদন

যে দোষান্তরা সাংখ্যেনাস্মৎ পক্ষে সম্ভাবিতাঃ তে স্বপক্ষে নিজমতে এব দ্রষ্টব্যাঃ, তে যামন্যত্র নিরস্তত্বাৎ। তথাহি-উপাদানোপাদেয়য়োর্বৈরূপ্যং সাংখ্যপক্ষেঽপ্যস্তি, শব্দাদিশূন্যাৎ প্রধানাৎ শব্দাদিমতো জগতো জনুরঙ্গীকারাৎ। তস্মাত্তস্য বৈরূপ্যাদেবাসৎ কার্য্যতা প্রসঙ্গঃ।

অথ প্রধানোপাদানত্বস্বীকারে অনিষ্টং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—স্বপক্ষে ইতি। সাংখ্যানাং স্বপক্ষে স্বসিদ্ধান্তে দোষো বিদ্যতে, তস্মাৎ প্রধানোপাদানত্বস্বীকারং ত্ববৈদিকমেব। অথ সাংখ্যা-নাং দোষমুদ্ঘাটয়ন্তি—যে' ইতি। অথ সাংখ্যসিদ্ধান্তে বৈরূপ্যং প্রতিপাদয়ন্তি—তথাহীতি। শব্দাদি ইতি, তথাহি সাংখ্যসূত্রম্—২।১০ "মহদাদিক্রমেণ পঞ্চভূতানাম্" ইতি। বৈরূপ্যাদিতি—শব্দ রূপগন্ধাদি শূন্যং প্রধানং তস্মাৎ শব্দাদীনামুৎপত্তিঃ বৈরূপ্যমেব ; তথাত্বে অসৎকার্য্যতা প্রসঙ্গঃ প্রধানমিতি অপীতৌ মহাপ্রলয়ে উপাদানেন প্রধানেন সহ উপাদেয়স্য জগত অবিভাগ স্বীকারাৎ তদ্বদিতি ; পূর্ব্বং যথা অস্মাকং সিদ্ধান্তে দোষমুদ্ভাবিতং, উপাদেয়গতং বিকারাদিদোষং উপাদানে স্পৃষ্টো ভবতি ; তথা পঞ্চভূতানাং দোষাঃ প্রধানে ভবেয়ুরিতিভাবঃ।

করিতেছেন—সপক্ষে ইত্যাদি। আপনাদের (সাংখ্যবাদিদের) স্বপক্ষে স্বসিদ্ধান্তে দোষ বিদ্যমান আছে।

অতএব প্রধানের উপাদানতা স্বীকার করা অবৈদিক মত। অনন্তর সাংখ্যবাদিগণের দোষ উদ্ঘাটন করিতেছেন—যে ইত্যাদি। আপনারা (সাখ্যবাদিগণ) যে দোষ সকল আমাদের (বৈদান্তিক-গণের) পক্ষে সম্ভাবনা করিয়া উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা আপনারা নিজমতেও দেখিতে পাইবেন ; ঐ সকল মত অন্যত্র খণ্ডন করা হইবে। অতঃপর-সাংখ্যবাদিগণের সিদ্ধান্তে যে সকল বৈরূপ্য বিদ্যমান আছে তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন-তথাহি ইত্যাদি। উপাদান ও উপাদেয় দ্বয়ের বৈরূপ্য সাংখ্য পক্ষে ও বর্ত্তমান আছে।

তাহা এই প্রকার—শব্দাদিশূন্য প্রধান হইতে শব্দাদিযুক্ত জগতের জন্ম অঙ্গীকার করা হেতু। অর্থাৎ-শব্দাদি'ইত্যাদির তাৎপর্য্য এই যে-সাংখ্যসূত্রে বর্ণিত আছে—প্রধান হইতে ক্রমপূর্বক মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্রাদির সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রধানের বৈরূপ্যসৃষ্টি হেতু অসৎকার্য্যবাদ প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ-শব্দ, রূপ, গন্ধাদিশূন্য প্রধান,তাহা হইতে শব্দাদির উৎপত্তি হওয়া নিশ্চিত রূপে বৈরূপ্য হয়, তাহা হইলে অসৎকার্য্য বাদ প্রসঙ্গ হয়। আরও-প্রলয়কালে প্রধানের বিভাগ অস্বীকার হেতু তৎ বৎ-প্রলয়কালেও সৃষ্ট্যাদি কার্য্য হয় এই প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ-মহাপ্রলয়কালে উপাদানভূত প্রধানের সহিত উপাদেয় জগতের বিভাগ আপনারা (সাংখ্যবাদিরা) স্বীকার করেন না, সুতরাং পূর্বে যে সকল দোষ আমাদের সিদ্ধান্তে উদ্ভাবিত করিয়াছেন ; যেমন-উপাদেয় জগৎ গত বিকারাদি দোষ উপাদান ব্রহ্মে স্পর্শহইবে।

প্রধানাবিভাগস্বীকারাদেবাপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গশ্চ, ইত্যেবমাদয়ঃ। জগৎ প্রবৃত্তিরপি প্রধানবাদে ন সম্ভবতীতি তৎ পরীক্ষায়াং (২।২।১।৬) বক্ষ্যামঃ ॥১০॥

কিঞ্চ জগৎ সৃষ্টিরপি প্রধানকারণতাস্বীকারে ন সম্ভবতীতি। কিঞ্চ প্রধানস্যাচেতনত্বাৎ জড়-চেতনাত্মকং জগৎতস্মাদুৎপত্তিরসম্ভবমেব। ন চ "তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনবদিব লিঙ্গম্" (সাংকা° - ২০) ইতি বাচ্যম্; তথাত্বে ভবতাং "অসঙ্গোহয়ং পুরুষ ইতি ১।১৫ সিদ্ধান্তহানেশ্চ।

নন্থ "রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ" ২।৯, ইতি পুরুষোপরাগাৎ সৃষ্টিরিত্যপি ন সম্ভবতি, অসঙ্গস্যোপরঞ্জকাভাবাৎ। ন চ প্রকৃতিপুরুষয়োরনাদিভূত এব উপরাগ ইতি বাচ্যম্; অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গাৎ; অপীতাভাব প্রসঙ্গাচ্চ ইত্যলমতি প্রপঞ্চেন ॥১০॥

সেই প্রকার পঞ্চভূতের দোষ সকল প্রধানে স্পৃষ্ট হইবে; অর্থাৎ কার্য্যগতদোষ কারণকে দূষিত করিবে। আরও-জগৎ প্রবৃত্তি-সৃষ্টিও প্রধান কারণ বাদ স্বীকার করিলে সঙ্গত হয় না। তাহা প্রধান কারণ বাদ পরীক্ষা কালে নিরূপণ করা হইবে। অর্থাৎ উপাদান অচেতন হওয়া হেতু জড়চেতনাত্মক জগৎ তাহা হইতে উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে।

শঙ্কা - এই স্থলে আমরা (সাংখ্যবাদিরা) বলিব—পুরুষ অচেতন অতএব তাহার সংযোগ হেতু প্রধান; বুদ্ধ্যাদি চেতনের সদৃশ আচরণ করে।

সমাধান - আপনারা (সাংখ্যবাদিরা) এই কথা বলিতে পারেন না, ঐ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে-এই পুরুষ সর্বপ্রকার সঙ্গ রহিত" এই সিদ্ধান্তের হানি হয়।

শঙ্কা—আমরা (সাংখ্যবাদিরা) বলিব-রাগকালে সৃষ্টি হয় বিরাগকালে যোগ অর্থাৎ-স্বরূপে অবস্থান বা মুক্ত হয়" এই প্রকার পুরুষোপরাগ হেতু সৃষ্টি হয়।

সমাধান—আমরা (বৈদান্তিকরা) বলিব এই প্রকার কল্পনা করিলেও জগৎসৃষ্টি সম্ভব হইবে না। কারণ'অসঙ্গপুরুষের উপরঞ্জকতা সম্ভব নহে।

শঙ্কা—আমরা (সাংখ্যবাদিরা) বলিব—প্রকৃতিও পুরুষের যে উপরাগ বা অনুরঞ্জকতা অনাদি হয়।

সমাধান আমরা (বৈদান্তিকরা) বলিব-আপনারা (সাংখ্যবাদিরা) এই কথা বলিতে পারেন না; কারণ-প্রকৃতি পুরুষের অনাদিসংযোগ স্বীকার করিলে অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে; পুনরায় অপীতাভাব মহাপ্রলয়ের অভাব প্রসঙ্গও উপস্থিত হয়। যে হেতু প্রকৃতিপুরুষের সংযোগই সৃষ্টি। অতএব আপনাদের অধিক দোষ উদ্‌ঘাটন করিবার প্রয়োজন নাই ॥১০॥

যত্তুক্তং "তর্কানুগৃহীতং শাস্ত্রমর্থনিশ্চয়হেতুরিতি, (২।১।৩।৬) তৎপ্রত্যাহ—

ওঁ॥ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥ওঁ॥ ২।১।৩।১১॥

পুরুষধীবৈবিধ্যাত্তর্কা নষ্টপ্রতিষ্ঠা মিথো বিহন্যমানা বিলোক্যন্তে। অতোঽপি তান

অথ সাংখ্যৈ র্যৎ তর্কেণ স্বসিদ্ধান্তং স্থাপিতং তৎ তর্কবলেনৈব পরিহরন্তি শ্রীমদ্ভাষ্যকার-চরণাঃ—যত্তু ইতি। তর্কস্তাবৎ - ন্যায়দর্শনে ১।১।৪০ "অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতঃ তত্ত্বজ্ঞানার্থ-মুহঃ তর্কঃ" স চ তর্কো বিবিধঃ - সাক্ষাদ্ব্যভিচার শঙ্কানিবর্ত্তকঃ, বিষয়পরিশোধকশ্চ। ইত্যেবং বেদপ্রতি পাদিত ব্রহ্মকারণবাদমনাদৃত্য কেবল কপোলকল্পিত তর্কেণ প্রধান কারণবাদং স্বীকৃত্য সাংখ্যা যদ্ব্যভি-চারশঙ্কাং কুর্ব্বন্তি; তৎশ্রুত্যনুগতস্তর্কেণ নিরাকরোতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি। তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠানাৎ, মানববুদ্ধি পরিকল্পিত তর্কেণ যুক্ত্যা বা বেদান্তপ্রতিপাদিত ব্রহ্মজগদুপাদানকারণতা ন ব্যাহন্যতে; কিন্তু বেদান্তবিরুদ্ধ তর্কস্তু সুষ্ঠুপ্রতিপাদিতোঽপি তর্কান্তরেণ ব্যাহন্যতে এব।

ননু শ্রুতিযুক্তিং পরিত্যজ্য তথা জগৎকারণমনুমানং করোমি যথা তর্কস্য প্রতিষ্ঠাভাবো ন ভবেদিতি চেৎ? এবমপি, তথা অনুমানেঽপি অনির্ম্মোক্ষ প্রসঙ্গঃ। তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠারূপদোষান্মুক্তের-ভাব ইত্যর্থঃ।

অনন্তর সাংখ্যবাদিগণ কর্ত্তৃক যে তর্কবলের দ্বারা নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ তর্কবলের দ্বারাই পরিহার করিতেছেন যত্তু ইত্যাদি। আপনারা (সাংখ্যবাদিরা) যে বলিয়াছেন—'তর্কানুগৃহীত শাস্ত্রই অর্থনিশ্চয়ের হেতু হয়' এই বিষয়ে আমাদের (বৈদান্তিকদের) বক্তব্য এই যে—অর্থাৎ ন্যায়দর্শনে তর্কের স্বরূপ এই প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন—অবিজ্ঞাত তত্ত্বের অর্থ বিষয়ে হেতু ও যুক্তির তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত যে উহাপোহ তাহাকে তর্ক বলে। এই তর্ক দুই প্রকার প্রথম-সাক্ষাৎ ভাবে ব্যভিচার শঙ্কার নিবর্ত্তক, দ্বিতীয়-বিষয় পরিশোধক। এই প্রকার বেদাদিশাস্ত্র প্রতিপাদিত ব্রহ্ম কারণ বাদকে অনাদর করিয়া, কেবল কপোলকল্পিত তর্কের দ্বারা প্রধান কারণ বাদ স্বীকার করতঃ সাংখ্যবাদিগণ যে ব্যভিচার শঙ্কার অবতারণ করেন; তাহা শ্রুতি অনুগত তর্কের দ্বারা ভগবান শ্রীবাদরায়ণ নিরাকরণ করিতেছেন-তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' ইত্যাদি। শ্রীভগবানের তত্ত্ব নির্ণয় বিষয়ে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হেতু; অর্থাৎ-মানবগণের বুদ্ধিপরিকল্পিত তর্ক অথবা যুক্তির দ্বারা বেদান্ত প্রতিপাদিত ব্রহ্ম যে জগতের উপাদান কারণ তাহা ব্যাহত হয় না। কিন্তু বেদান্ত বিরুদ্ধতর্ক সুষ্ঠুভাবে প্রতিপাদন করিলেও অন্য তর্কের দ্বারা তাহা ব্যাহত হয়।

শঙ্কা—আমরা (সাংখ্যবাদিরা) শ্রুতিযুক্তি পরিত্যাগ করিয়া সেই প্রকারে জগতের উপাদান অনুমান করিব, যে প্রকারে তর্কের কোনরূপ প্রতিষ্ঠার অভাব দোষ না হয়।

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ বলিতেছেন - 'এবমপি' ইত্যাদি।

নাদৃত্য ঔপনিষদী ব্রহ্মোপাদানতা স্বীকার্য্যা। ন চ লব্ধমাহাত্ম্যানাং কেষাঞ্চিত্তর্কাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ, তথাভূতানামপি কপিলকণভুগাদীনাং মিথো বিবাদসন্দর্শনাৎ। নন্বহমন্যথানুমাস্যে যথাপ্রতিষ্ঠা

অথ "যত্নেনানুমিতেঽপ্যর্থে কুশলৈরনুমাতৃভিঃ। অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে॥ ইতি ভামত্যানুসারেণ শুষ্কতর্কস্যাপ্রতিষ্ঠানত্বং প্রতিপাদয়ন্তি - পুরুষধী ইতি। মিথো বিবাদসন্দর্শনাদিতি চার্ব্বাকাঃ খলু স্ববুদ্ধিপরিকল্পিত তর্কেণ ভূতচতুষ্টয়মেব জগৎকারণং মন্যন্তে; বৌদ্ধৈকদেশিনঃ—তেন তর্কেণ শূন্যমেব জগৎকারণং স্বীকুর্ব্বন্তি; কপিলস্তু -জড়মচেতনং প্রধানমেব জগৎ কারণং তর্কেণ প্রতিপাদিতম্।

কাণভুগক্ষপাদৌ ঈশ্বরং নিমিত্তকারণং অঙ্গীকৃত্য চতুর্ব্বিধপরমাণুভ্য এব জগদুৎপত্তিং স্বীচক্রতুঃ। তস্মাৎ বেদান্তবিরোধিনা তর্কেণ ন বস্তু যাথাত্ম্য নিশ্চয়ঃ. ইতি তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বং বদন্তি।

তথা—শ্রুতি বিরুদ্ধ অনুমান করিলে ও আপনাদের (সাংখ্যবাদিদের) অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না : কারণ তাহাতে অনির্মোক্ষ দোষ প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ তর্কের অপ্রতিষ্ঠা রূপ দোষ হেতু মুক্তির অভাব হয় ইহাই অর্থ।

অনন্তর- "কুশল আনুমানিকগণ কর্ত্তৃক যত্ন পূর্বক অনুমিত অর্থেও অন্য অধিককুশল আনুমানিকগণ সেই অনুমানকে অন্যথা ভাবে কল্পনা করিয়া খণ্ডন করেন" এই প্রকার শ্রীভামতী টীকানুসারে শ্রুতিবিরুদ্ধ শুষ্কতর্কের অপ্রতিষ্ঠানতা প্রতিপাদন করিতেছেন—পুরুষধী' ইত্যাদি। তর্কপ্রতিষ্ঠাপক পুরুষগণের বুদ্ধির বিবিধতা হেতু তর্ক নষ্টপ্রতিষ্ঠা, এবং পরস্পর ব্যাহত হয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়' এইরূপ দেখা যায়। অতএব কপোলকল্পিত শুষ্কতর্ক সকল পরিত্যাগ করিয়া উপনিষৎ প্রতিপাদিত ব্রহ্ম কারণবাদ স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। পুনঃ-আপনারা (সাংখ্যবাদিরা) যদি বলেন—কোন কোন লব্ধমাহাত্ম্য মহাপুরুষগণের তর্কসকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা দেখা যায় · তদুত্তরে আমরা (বৈদান্তিকরা) বলিব- সেই প্রকার লব্ধমাহাত্ম্য মহাপুরুষ কপিল কণাদ প্রভৃতির পরস্পর বিবাদ দেখা যায়। পরস্পর বিবাদের তাৎপর্য্য এই যে—চার্বাকগণ নিজবুদ্ধি পরিকল্পিত তর্কের দ্বারা পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়কেই জগতের কারণ মনে করেন। বৌদ্ধগণের একশ্রেণী সেই প্রকার কপোল কল্পিত যুক্তির দ্বারা শূন্যকেই জগৎ কারণ রূপে স্বীকার করেন। মহর্ষিকপিল জড় অচেতন প্রধানকেই জগতের কারণরূপে তর্কের দ্বারা প্রতিপাদন করেন। মহর্ষি কণাদ ও গৌতম জগৎকার্যের প্রতি ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণ রূপে অঙ্গীকার করিয়া চতুর্বিধ পরমাণু হইতেই জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন। অতএব বেদান্তবিরোধি তর্কের দ্বারা বস্তুর যথার্থতা নিশ্চয় হয় না, সুতরাং বেদান্তবাক্যগণ তর্কের অপ্রতিষ্ঠা বর্ণন করিতেছেন।

শঙ্কা—এই স্থলে আমাদের (সাংখ্যবাদিদের) আশঙ্কা এই যে - তর্কমাত্রেরই অপ্রতিষ্ঠা হইলে পরে ধূম জ্ঞানের উত্তর কালে বহ্নিতে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হইবে ; এবং কোন বাক্যার্থের সংশয় উপস্থিত হইলে তর্কের দ্বারা তাহার অর্থনির্ণয়ের অভাব প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। আরও "তর্কের

ন স্যাৎ। ন তু প্রতিষ্ঠিতঃ তর্ক এব নাস্তীতি শক্যং বদিতুং, তর্কাপ্রতিষ্ঠানুরূপস্য তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বাৎ। সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং জগদ্ব্যবহারোচ্ছেদ প্রসঙ্গাৎ। অতীত বর্ত্তমান ধর্ম্মা-

---

নন্থ তর্কমাত্রেঽপ্রতিষ্ঠিতে ধূমজ্ঞানোত্তরং বহ্নৌ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ; বাক্যার্থসংশয়ে তর্কেণ তদর্থ নির্ণয়াভাবপ্রসঙ্গশ্চ। কিঞ্চ "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইত্যনেন তর্কেণ পরপক্ষ খণ্ডনঞ্চ ন স্যাৎ। তস্মাৎ কস্যচিৎ তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠানেঽপি, কস্যচিৎ তর্কস্য প্রতিষ্ঠানাৎ তেন তর্কেণ সমন্বয়ে—সর্ব্বেষাং বেদান্তানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ে বিরোধঃ কর্ত্তুং শক্যঃ ইতিচেৎ—তত্রাহুঃ—অন্যথানুমেয়মিতি সূত্রখণ্ডেন।

নন্থ ভবতু কস্যচিত্তর্কস্যা প্রতিষ্ঠিতা, নতু সর্ব্বেষাং, তথাত্বে বস্তুনির্ণয়োঽপি ন সম্ভবেৎ; জগদ্ব্যবহারোচ্ছেদ প্রসঙ্গাৎ, কিঞ্চ লোকপ্রবৃত্তিনাশাপত্তেশ্চ তস্মাৎ অবশ্যমেব তর্কস্য প্রয়োজনমস্তি ইতি শঙ্ক্যন্তে—নন্থ ইতি।

অথ উত্তরয়ন্তি—এবমিতি। অথবা - অনির্ম্মোক্ষ ইতি মোক্ষাভাবঃ; ন চ তর্কেণ কস্যচিৎ মোক্ষোঽভূৎ; কিঞ্চ শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞানেন মোক্ষ ইতি শ্রুতিসংবাদঃ তথাহি—শ্বেতাশ্বতরে—৩।৮ 'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি॥

প্রতিষ্ঠার অভাব হেতু" এই বাক্যে তর্কেরদ্বারা পরমত খণ্ডনও হইবে না। অতএব কোন কোন তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হইলেও, কোন তর্কের প্রতিষ্ঠা হেতু সেই তর্কের দ্বারা সমন্বয় হইলে অর্থাৎ-সকল বেদান্ত বাক্যগণের যে ব্রহ্মে সমন্বয় স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে বিরোধ করিতে সমর্থ হইব।

সমাধান—এই আশঙ্কার সমাধানে বৈদান্তিকগণ বলিতেছেন—অন্যথা" ইত্যাদি। আপনারা (সাংখ্যবাদিরা) অন্যপ্রকারে অনুমান করিলেও ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বের অন্যথা করিতে পারিবেন না।

শঙ্কা—এই স্থলে আমাদের (সাংখ্যবাদিদের) বক্তব্য এই যে—কোন কোন তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হউক তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু সকল তর্কই অপ্রতিষ্ঠা দোষ দুষ্ট নহে। কারণ, সকল তর্কই অপ্রতিষ্ঠা দোষ দুষ্ট হইলে বস্তু নির্ণয়ের সম্ভাবনাও থাকে না। জগদ্ব্যবহারের উচ্ছেদ প্রসঙ্গ হেতু, লোক প্রবৃত্তি নাশের আশঙ্ক আসিয়া পড়ে; অতএব অবশ্যই তর্কের প্রয়োজন আছে। এই শঙ্কা পোষণ করিবার জন্যই আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন— নন্থ' ইত্যাদি। আমি (সাংখ্যবাদী) অন্যথা—এমন ভাবে অনুমান করিব যাহাতে তর্কের কোন প্রকার অপ্রতিষ্ঠা না হয়। আপনারা (বৈদান্তিকরা) যদি বলেন—'এমন কোন তর্কই নাই যাহা প্রতিষ্ঠিত হয়' এই কথা বলিতে সমর্থ হইবেন না; কারণ, আপনারা (বৈদান্তিকরা) তর্কের অপ্রতিষ্ঠা রূপ তর্কের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন' সেই হেতু।

অর্থাৎ—যে তর্কের দ্বারা আপনারা তর্কের অপ্রতিষ্ঠা রূপ দোষ উত্থাপিত করিতেছেন,

সাধারণ্যেনানাগতেঽপি বর্ত্মনি সুখদুঃখ প্রাপ্তি পরিহারার্থা লোক প্রবৃত্তির্দৃষ্টা, ইতি চেৎ—এবমপ্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। পুরুষবুদ্ধিমূল তর্কাবলম্বনস্য ভবতো দেশান্তর কালান্তরজ নিপুণতম তার্কিক দুষ্যত্ব সম্ভাবনয়া তর্কাপ্রতিষ্ঠান দোষাদনিস্তারঃ স্যাৎ। যদ্যপি অর্থবিশেষে তর্কঃ প্রতিষ্ঠিতস্তথাপি ব্রহ্মণি সোঽয়ং নাপেক্ষ্যতে, অচিন্ত্যত্বেন তদনর্হত্বাৎ, "শ্রুতিবিরোধান্ন"

নন্থ তর্কস্য সর্ব্বথৈব অনুপাদেয়ত্বে কথং তর্কশাস্ত্রমধিকৃত্য—শ্রীমদ্ বাৎস্যায়ণপাদাঃ—ন্যায় ভাষ্যে ১।১।১ প্রদীপ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্। ইতি প্রতিপাদয়ন্তি; ইতি চেৎ, তত্রাহুঃ—যদ্যপীতি। যদ্যপি প্রাপঞ্চিক অর্থবিশেষে পার্ব্বতীয়বহ্নি জ্ঞানাদি বিশেষে তর্কঃপ্রতিষ্ঠিতঃ, তথাপি সর্ব্ববিলক্ষণে পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে মানবকপোলকল্পিত তর্কো নাপেক্ষ্যতে। তথাহি শ্রীমহাভারতে শ্রীযক্ষযুধিষ্ঠির সংবাদে—৩।৩১৩।১১৭ তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নৈকো ঋষি র্যস্য মতং প্রমাণম্॥ শ্রীভীষ্মপর্ব্বণি চ—৫।১২ অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ। তস্মাদচিন্ত্য বস্তুত্বেন তর্কস্যানর্হত্বাৎ। কিঞ্চ শ্রুতিবিরোধতর্কাভ্যুপাগমে ভবতাং সিদ্ধান্তভঙ্গাপত্তেঃ; তথাচ—৬।৩৪,

---

সেই তর্কের প্রতিষ্ঠা অবশ্যই স্বীকার করেন। সকল তর্কেরই অপ্রতিষ্ঠা হইলে জগতের ব্যবহারের উচ্ছেদ প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইবে। সুতরাং আমরা তর্ক বলেই যেমন অতীত ও বর্ত্তমান কালে মানবগণ যে পথে মুক্ত হইয়াছেন, অনাগত কালেও সেই পথেই মানব মুক্ত হইবেন, অর্থাৎ—অতীত, বর্ত্তমান তথা ভবিষ্যতের যে পথ তাহা সমান, সুতরাং অতীতকালে তর্কের দ্বারা যেপথ অবলম্বন করিয়া মানব মুক্ত হইয়াছেন, ভবিষ্যৎকালেও মানবগণ সেই পথেই সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখ পরিহারের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইবে, এবংতাহা দেখাও যায়। সুতরাং তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত নহে।

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে আমাদের (বৈদান্তিকদের) বক্তব্য এই যে—এই প্রকার অনুমান করিলেও আপনাদের মুক্তি নাই। অর্থাৎ—আপনারা (সাংখ্যবাদিরা) পুরুষবুদ্ধিমূল তর্কের অবলম্বনকারী মাত্র সুতরাং আপনাদের যে তর্ক, তাহা দেশান্তর বা কালান্তর জাত নিপুণতম তার্কিক দ্বারা দূষিত করার সম্ভাবনা হেতু তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দোষ হইতে নিস্তার হইবে না। অথবা—অনির্মোক্ষ অর্থাৎ মোক্ষের অভাব। কারণ তর্কের দ্বারা কাহারও মোক্ষ হয় নাই। কিন্তু-শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জীবের মোক্ষ হয়, ইহাই শ্রুতি জননী সংবাদ প্রদান করেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বর্ণিত আছে-তাঁহাকে অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবকে জানিলেই অতিমৃত্যু হইতে জীব মুক্ত হয়।

শঙ্কা—এই স্থলে আমাদের (সাংখ্যবাদিদের) আশঙ্কা এই যে-তর্কের সর্বথা অনুপাদেয়ত্বে তর্কশাস্ত্র ব্যাখ্যানাবসরে শ্রীমৎ বাৎস্যায়ণ পাদ তর্কশাস্ত্রকে "এই তর্কশাস্ত্র সমস্তবিদ্যার প্রদীপস্থানীয়; এবং সকল কর্মের ফলপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ" এই রূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন।

(সাং সূ০ ৬।৩৪) ইতি ত্বদুক্ত্যসঙ্গতেশ্চ। শ্রুতিশ্চ ব্রহ্মণস্তর্কাগোচর তামাহ "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ!" (কঠ০ ১।২।৯) ইতি কাঠকানাম্। স্মৃতিশ্চ-

---

"শ্রুতিবিরোধান্ন কুতর্কাপসদস্যাত্মলাভঃ" অতঃ সর্ব্বশ্রুতি প্রতিপাদিত ব্রহ্মকারণ বাদমনাদৃত্য যে খলু কুতর্কাপসদাঃ হীনকুতার্কিকাঃ প্রধান কারণ বাদমঙ্গীকুর্ব্বন্তি তেষাং আত্মলাভো না ভবতীতি সূত্রার্থঃ।

ননু ঈশ্বরসিদ্ধৌ ভবতু শ্রুতিরেব প্রমাণম্: তথাপি তর্কানুগৃহীত এব প্রমাণং সিদ্ধান্তকক্ষা মারোহতি ন তু কেবলম্। তথা হি শ্রীমনুঃ—১২।১০৬ যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥ কিঞ্চ শ্রীউদয়নাচার্য পাদাঃ—ন্যায়কুসুমাঞ্জল্যাম্ ৫১, কার্য্যাযোজনধৃত্যাদেঃ পদাৎ প্রত্যয়তঃ শ্রুতেঃ। বাক্যাৎ সংখ্যাবিশেষাচ্চ 'সাধ্যো বিশ্ববিদয়ব্যয়ঃ॥ অপিচ কাণাদসূত্রম্ ২।১।১৯ "প্রত্যক্ষ প্রবৃত্তত্বাৎ সংজ্ঞাকর্ম্মণঃ" ব্যাখ্যা চ শ্রীশঙ্করমিশ্রাণাম্—"দ্বাদশেঽহনি পিতা নাম কুর্য্যাৎ" ইত্যাদিবিধিনা।

নুনমীশ্বর প্রযুক্ত এব তথাচ সিদ্ধং সংজ্ঞায়া ঈশ্বরলিঙ্গত্বম্। এবং কর্ম্মাপি কার্য্যমপীশ্বরে

সমাধান—আপনাদের (সাংখ্যবাদিদের) আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যদ্যপি' ইত্যাদি। যদিও অর্থবিশেষে তর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়; তথাপি ব্রহ্ম বিষয়ে সেই তর্কের কোন প্রকার অপেক্ষা নাই। যে হেতু-ব্রহ্ম অচিন্ত্য বস্তু, সুতরাং তাঁহার প্রতিপাদন বিষয়ে তর্কের কোন যোগ্যতা নাই। অর্থাৎ—যদিও প্রপঞ্চিক অর্থবিষয়ে—পার্বতীয়বহ্নি জ্ঞানাদিবিষয়ে তর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়; তথাপি সর্ববলক্ষণ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব বিষয়ে মানব কপোল কল্পিত তর্কের কোন প্রকার অপেক্ষা নাই। এইবিষয়ে শ্রীমহাভারতে শ্রীযক্ষ-যুধিষ্ঠির সংবাদে বর্ণিত আছে তর্ক সর্বদা প্রতিষ্ঠা রহিত, শ্রুতি সকল বিভিন্নমত প্রকাশ করেন, এমন একজন ঋষি নাই যাঁহার মত প্রমাণিত। শ্রীভীষ্মপর্বে বর্ণিত অছে—ভাব বস্তুসকল অচিন্ত্য মহিমা যুক্ত, তাঁহাদের মহিমাকে লৌকিক তর্কের সহিত যোজনা করিতে নাই। অতএব শ্রীগোবিন্দদেব অচিন্ত্য বস্তু হওয়া হেতু তাহাতে তর্কের অবসর নাই। আরও শ্রুতিবিরোধ তর্কের অভ্যুপগম করিলে আপনাদের (সাংখ্যবাদিদের) সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়; এই বিষয়ে সাংখ্যসূত্রে বর্ণিত আছে—শ্রুতিবিরোধহেতু কুতর্কাপসদের আত্মলাভ হয় না।

অর্থাৎ সর্বশ্রুতি প্রতিপাদিত ব্রহ্মকারণবাদকে অনাদর করিয়া, যে সকল কুতর্কাপসদ-হীনকুতার্কিক প্রধান কারণ বাদ অঙ্গীকার করেন তাঁহাদের আত্মলাভ হয় না। ইহাই সূত্রের অর্থ।

শঙ্কা—এইস্থলে আমাদের (সাংখ্যবাদিদের) বক্তব্য এই যে-ঈশ্বর সিদ্ধি বিষয়ে একমাত্র শ্রুতিই প্রমাণ হউক; তথাপি তর্কের দ্বারা অনুগৃহীতই প্রমাণ সিদ্ধান্তকক্ষা আরোহণ করে; কেবল শ্রুতি প্রমাণ নহে। এই বিষয়ে শ্রীমনুসংহিতায় বর্ণিত আছে-যিনি তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করেন তিনি ধর্মকে জানেন, অন্য কেহ জানেন না। শ্রীউদয়নাচার্যপাদ ন্যায় কুসুমাঞ্জলিতে বর্ণন করিয়াছেন কার্য্য হইতে, আযোজন হইতে, ধারণাদি হইতে, পদ হইতে, প্রত্যয় হইতে, শ্রুতি হইতে বাক্য ও

ঋষে! বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশয়াঃ। যদা তদৈবাসত্তর্কৈস্তিরোধীয়েত বিপ্লুতম্"

লিঙ্গম্ ; তথাহি ক্ষিত্যাদিকং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবদিতি। পুনশ্চ—শ্রীবিশ্বনাথন্যায়পঞ্চানন চরণাঃ ভাষাপরিচ্ছেদে ১, 'এতেন ঈশ্বরপ্রমাণমপি দর্শিতং ভবতি, তথাহি যথা ঘটাদিকার্য্যং কর্তৃজন্যং তথা ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকমপি" ইতি। তথাহি "ক্ষিত্যঙ্কুরং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাদ্ ঘটবৎ" ইতি তর্কানুগৃহীতানুমানেনৈব ঈশ্বরসিদ্ধেঃ, ইতি চেৎ—তত্রাহুঃ—শ্রুতিশ্চেতি। ব্রহ্মণোঽতর্ক্যত্বে কঠোপনিষদ্‌বাক্যং প্রমাণয়ন্তি নৈষা' ইতি। শ্রীনচিকেতসং প্রতি শ্রীযমোক্তিরিয়ম্ হে-প্রেষ্ঠ! পরমপ্রিয়! এষা পরতত্ত্বগ্রহণার্হা মতিঃ ধিষণা ত্বয়া তর্কেণ মানববুদ্ধি পরিকল্পিত শুষ্কতর্কেণ নাপনেয়া ন ঘটনীয়া ; যৎ ইয়মন্যেন বেদজ্ঞেন গুরুণা প্রোক্তা উপদিষ্টা সতী সুজ্ঞানায় পরতত্ত্ব শ্রীগোবিন্দদেবানুভবায় সম্পদ্যেত' ইতি। বেদান্তপরিপন্থিনাং কপোলকল্পিত শুষ্ক তর্কেণ শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞান যোগ্যা বুদ্ধিস্ত্বয়া ন যোজনীয়া। যতস্তাদৃশেন তর্কেণ শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞানং কদাপি ন জায়তে ইতি।

সংখ্যাবিশেষ দ্বারাও বিশ্ববিৎ অব্যয় ঈশ্বর সাধ্য, তর্থাৎ তাঁহাকে অনুমান করা যায়। কণাদসূত্রে বর্ণিত সংজ্ঞা এবং কর্মের প্রত্যক্ষ প্রবৃত্তি হেতু ঈশ্বর অনুমেয়। এই সূত্রের শ্রীশঙ্করমিশ্রপাদ কৃত ব্যাখ্যা—জন্ম হইতে দ্বাদশ দিবসে পিতা পুত্রের নাম করণ করিবে" ইত্যাদি বিধির দ্বারা নিশ্চিত ভাবে ঈশ্বর প্রযুক্ত তাহার দ্বারাও ঈশ্বরসিদ্ধ হয়। এবং কার্য্যও ঈশ্বর প্রমাণে হেতু, যেমন—পৃথিব্যাদি কোন কর্ত্তার রচিত যে হেতু তাহা কার্য্য, যেমন ঘট।

পুনশ্চ শ্রীবিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চাননপাদ ভাষাপরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন - "এতদ্দ্বারা ঈশ্বর প্রমাণও প্রদর্শিত হইল" যে প্রকার ঘটাদিকার্য্য কর্ত্তা (কুম্ভকার) হইতে উৎপন্ন, সেই প্রকার পৃথিবী ও দ্ব্যণুকাদিও। অর্থাৎ মহতী পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র দ্ব্যাণুক পর্য্যন্ত কোন কর্ত্তা কত্তৃক রচিত, যেমন কুম্ভকার ঘটের কর্ত্তা ; ঘট যে হেতু কার্য্য অতএব তাহার কর্ত্তা কুম্ভকার পৃথিব্যাদিও কার্য্য তাহার কর্ত্তা হওয়া আমাদের সম্ভব নহে, সুতরাং তাহার কর্ত্তারূপেই ঈশ্বরকে অনুমান করা যায়। এই প্রকার তর্কানুগৃহীত অনুমান দ্বারাই ঈশ্বরসিদ্ধ হওয়া হেতু তর্ক অপ্রতিষ্ঠ নহে।

সমাধান—এই আশঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন - শ্রুতিশ্চ' ইত্যাদি। শ্রুতিগণও ব্রহ্মের তর্কাগোচরতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্রহ্ম যে অতর্ক্য সেই বিষয়ে কঠোপনিষদ্‌বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন - নৈষা' ইত্যাদি। এই বাক্যটি শ্রীনচিকেতার প্রতি ধর্মরাজ শ্রীযমের, হে প্রেষ্ঠ! পরম প্রিয়! এই পরতত্ত্বগ্রহণ যোগ্য বুদ্ধিকে তুমি তর্কের—অর্থাৎ মানব বুদ্ধি পরিকল্পিত শুষ্ক তর্কের দ্বারা নষ্ট করিও না, তাহার সহিত সংঘটন করিও না।

কারণ, এই বুদ্ধি বেদজ্ঞ সদ্‌গুরু কর্ত্তৃক উপদেশ প্রাপ্ত হইলে সুজ্ঞানের—পরতত্ত্ব শ্রীগোবিন্দদেবের অনুভবের নিমিত্ত হইবে। অর্থাৎ—বেদান্ত পরিপন্থিগণের কপোল কল্পিত শুষ্কতর্কে শ্রীভগবৎতত্ত্বজ্ঞান

(ভা॰ ২।৬।৪॰) ইত্যাদ্যা। তস্মাৎ শ্রুতিরেব "ধর্ম্মইব" ব্রহ্মণি প্রমাণম্। তৎ পোষকারী তর্কঃ

অথ পরব্রহ্মণস্তর্কাগম্যত্বে শ্রীভাগবত প্রমাণমাহুঃ - স্মৃতিশ্চেতি। শ্রীনারদং প্রতি শ্রীব্রহ্মবাক্য-মিদম্—হে ঋষে! নারদ! মুনয়ঃ প্রসন্নদেহেন্দ্রিয়মনসো যদা ভবন্তি, তদা সর্ব্বাবতারিণং শ্রীভগবন্তং বিদন্তি' বিষয়ং কুর্ব্বন্তি; যদা তু দেবং প্রকাশমানমেব অসতাং ভগবদ্ বহির্ম্মুখানাং শুষ্কতর্কে বিপ্লুতং অনুমিতং স্যাৎ তদা শ্রীভগবদনুভবং তিরোধীয়েত-অন্তর্দধ্যাদিত্যর্থঃ।

সঙ্গতিঃ—অথ এতদধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহুঃ—তস্মাদিতি। যথা শ্রুতিরেব ধর্ম্মে সাক্ষাৎ প্রমাণং, তথা ব্রহ্মণ্যপি সাক্ষাৎ প্রমাণং ন তু তর্কানুগৃহীতা। তৎ পোষকারীতি শেষঃ। বেদান্ত-পোষকারিত্বেন তর্কস্যোপযোগিতা শ্রীমনুরাহ—১২।১০৫-৬ প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥ আর্য্যং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥

নন্থ শ্রুতিরেব তর্কস্যোপাদেয়তা প্রতিপাদয়তি "মন্তব্যঃ" ইত্যাদিনা, সত্যং প্রতিপাদয়তি তত্তু বেদান্তপরিবৃংহণ রূপত্বাৎ ভূষণমেবাস্মাকম্; এতদেব প্রতিপাদয়ন্তি কৌর্ম্মবচনেন—"পূর্ব্বাপর" ইতি। পূর্ব্বাপর বিরোধেন কোঽত্রার্থোভিমতো ভবেৎ। ইত্যাদ্যমূহনং তর্কঃ শুষ্কতর্কস্তু বর্জয়েদিতি। অত্র অদ্বৈতবাদগুরবঃ—ইতশ্চ ন আগমগম্যেঽর্থে কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্যম্। যস্মান্নিরাগমাঃ পুরুষোৎ

যোগ্য বুদ্ধিকে তুমি সংযোজিত করিও না। যে হেতু তাদৃশ শুষ্ক তর্কের দ্বারা শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান কদাপি উৎপন্ন হয় না। অনন্তর পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব যে তর্কের অগোচর সেই বিষয়ে শ্রীভাগবত বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন - স্মৃতি ইত্যাদি।

প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিলেন—হে ঋষিবর! নারদ! যে কালে মুনিগণ প্রসন্নদেহ ইন্দ্রিয় ও মন যুক্ত হয়েন, সেই কালে সর্বাবতারি শ্রীভগবানকে জানিতে পারেন: কিন্তু যে কালে প্রকাশমান সেই দেব অসৎ-ভগবদ্ বহির্মুখগণের কপোল কল্পিত শুষ্ক তর্কের দ্বারা অনুমিত হয়েন; সেই কালে শ্রীভগবানের অনুভব অন্তর্দ্ধান হয়; সুতরাং অচিন্ত্য অলৌকিক মহিমাযুক্ত শ্রীগোবিন্দদেবে তর্কের কোন প্রকার প্রতিষ্ঠা নাই।

সঙ্গতি—অনন্তর এই অধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন—'তস্মাৎ' ইতি। অতএব ধর্মবিষয়ে যে প্রকার শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ; সেই প্রকার ব্রহ্মবিষয়ে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ; অর্থাৎ—শ্রুতিই যে প্রকার সাক্ষাৎ ধর্মে প্রমাণ, সেই প্রকার ব্রহ্মেও শ্রুতিবাক্যই সাক্ষাৎ প্রমাণ, কিন্তু তর্কানুগৃহীত নহে সুতরাং বেদান্ত বাক্য পোষকারী তর্ক আমরা অপেক্ষা করি, কপোল কল্পিত তর্কের নহে।

বেদান্তবাক্য পোষকারিরূপে যে তর্কের উপযোগিতা শ্রীমনু তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন—

ত্বপেক্ষত এব "মন্তব্যঃ" (বৃ॰ ২।৪।৫) ইতি শ্রুতেঃ। "পূর্ব্বাপরবিরোধেন" ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ।

প্রেক্ষামাত্র-নিবন্ধনাঃ তর্কা অপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি, উৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ। তথাহি কৈশ্চিদভিযুক্ততরৈ-রন্যৈরাভাস্যমানা দৃশ্যন্তে ; তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাঃ সন্তঃ ততোঽন্যৈরাভাস্যন্তে ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যমাশ্রয়িতুং ; পুরুষমতিবৈরূপ্যাৎ" ইতি। শ্রীমদাচার্য্যপাদানাং তত্ত্বসন্দর্ভে – ১, তত্র পুরুষস্য ভ্রমাদি দোষচতুষ্টয়দুষ্টত্বাৎ সুতরামলৌকিকাচিন্ত্য স্বভাববস্তু স্পর্শযোগ্যত্বাচ্চ তৎ প্রত্যক্ষাদীন্যপি সদোষানি। ততস্তানি ন প্রমাণানি, ইতি অনাদিসিদ্ধ সর্ব্বপুরুষ পরম্পরাসু সর্ব্বলৌকিকালৌকিক জ্ঞান নিদানত্বাৎ অপ্রাকৃতবচনলক্ষণো বেদ এবাস্মাকং সর্ব্বাতীত—সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাচিন্ত্যাশ্চর্য্য স্বভাবং বস্তু বিবিদিষতাং প্রমাণম্। তচ্চানুমতং "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইত্যাদৌ। ইতি। কিঞ্চ—শ্রীভাগবতে—১১।২০।৪ পিতৃ দেব মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর !। শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্য সাধনয়োরপি ॥

ঋষিবাক্য ও ধর্মোপদেশ যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধিত তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করেন তিনিই ধর্ম জানেন, অন্যে জানেন না। আপনারা-(সাংখ্যবাদিরা) যদি বলেন – শ্রুতিবাক্যই তর্কের উপাদেয়তা প্রতিপাদন করিতেছেন – 'মন্তব্যঃ' ইত্যাদির দ্বারা, তদুত্তরে আমরা (বৈদান্তিকরা) বলিব - শ্রুতি সত্যই তর্কের উপযোগিতা প্রতিপাদন করিতেছেন, কিন্তু ঐ তর্ক বেদান্তবাক্যের পরিবৃংহণ রূপ জানিতে হইবে ; তাহা আমাদের অলঙ্কার স্বরূপ, দূষণ নহে। শ্রুতিবাক্য পরিবৃংহণ রূপ তর্ক যে আমাদের ভূষণ তাহা শ্রীকূর্মপুরাণের বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন পূর্বাপর' ইত্যাদি। শ্রুতিবাক্য সকলের পূর্বাপর বিরোধের দ্বারা পরমার্থ বিষয়ে কি অর্থ শ্রুতি শাস্ত্রের অভিমত হইবে ; ইত্যাদি উহনের-সমালোচনার নাম তর্ক, পারমার্থিক বস্তু নির্ণয়ে শুষ্ক তর্ক সর্বথা বর্জন করিবে। ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য বিদ্যমান আছে। অতএব জগতের উপাদান ব্রহ্ম, প্রধান নহে। এই স্থানে অদ্বৈতবাদগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ এই প্রকার শ্রুতিগম্যে অর্থে কেবল তর্কের দ্বারা বস্তুস্থাপন করা উচিত নহে। যে হেতু শ্রুতি প্রমাণ রহিত পুরুষ কপোল কল্পনামাত্র নিবন্ধন তর্ক সকল অপ্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ, পুরুষের কল্পনার কোন অঙ্কুশ নাই। যেমন কোন শ্রেষ্ঠ তার্কিক কর্ত্তৃক যত্ন পূর্বক স্থাপিত তর্ককে অন্য ততোধিক শ্রেষ্ঠ তার্কিক অন্য প্রকারে স্থাপন করেন, পুনঃ অন্য শ্রেষ্ঠ তার্কিক অন্যথা প্রতিপাদন করেন, এই প্রকার তর্ক সকলের প্রতিষ্ঠা আশ্রয় করিতে পারিবেন না, কারণ, পুরুষগণের বুদ্ধি বিভিন্ন প্রকারের। এই বিষয়ে শ্রীমদা-চার্য্য প্রভুপাদ শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে বর্ণনা করিয়াছেন—তাহার মধ্যে পুরুষের বুদ্ধি ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবাদি দোষ চতুষ্টয় দ্বারা দুষ্ট হেতু, সম্যকরূপে অলৌকিক অচিন্ত্য স্বভাব বস্তু স্পর্শের অযোগ্য হেতু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সকল দোষ যুক্ত।

অতএব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ নহে। এই প্রকার অনাদি সিদ্ধ সর্ব পুরুষ পরম্পরা ক্রমে সর্ব লৌকিক জ্ঞানের নিদান হেতু অপ্রাকৃত বচন লক্ষণ বেদশাস্ত্রই আমাদের সর্বাতীত সর্বাশ্রয়

তস্মাৎ ব্রহ্মোপাদানকং জগদিতি ॥১১॥

৪॥ শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্

সাংখ্যযোগস্মৃতিভ্যাং তদীয়তর্কৈশ্চ বিরোধঃ পরিহৃতঃ। ইদানীং কাণভুগাদিস্মৃতি-ভিস্তদীয়তর্কৈশ্চ স পরিহ্রিয়তেঃ। তত্র কণাদাদিমতৈর্ব্রহ্মোপাদনতা বাধ্যতে ন বা? ইতি

তস্মাদচিন্ত্যালৌকিকবস্তুনি সর্ব্বকারণ কারণে জগন্নিমিত্তোপাদান কারণস্বরূপে শ্রীগোবিন্দদেবে লৌকিকতর্কস্যাসম্ভবাৎ ব্রহ্মৈব জগৎকারণমিতি বৈদান্তিকানামস্মাকং বৈদিকরাদ্ধান্ত ইতি

ব্রহ্মণোৎপদ্যতেজগৎ ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতি।
লীয়তে ব্রহ্মণি সাক্ষাদধিকরণ নির্ণয়ঃ ॥

সূত্রমিদং শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যপাদাঃ-সূত্রদ্বয়রূপেণ পঠ্যন্তে ॥১১॥

ইতি তৃতীয়ং বিলক্ষণত্বাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৩॥

৪॥ শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্ ॥

সাংখ্যযোগৌ পরিত্যক্তৌ বেদবাহ্যাদ্ যথা অমী।
পরিশিষ্ট স্তথা ত্যাজ্যা বেদানুগৈঃ শুভার্থিভিঃ ॥

নন্নু— মাভূৎ সাংখ্যযোগয়োর্ব্বেদ বিরুদ্ধত্বাৎ বেদান্তার্থস্য পরিবৃংহণং; কাণভুগাদয়স্তু ক্বচিৎ কুত্রচিৎ নিমিত্তকারণরূপেণ ঈশ্বরস্য কারাৎ তেষামবশ্যমেব বেদান্তার্থপরিবৃংহনায় স্বীকরণীয়মিতি চেৎ; ন

সর্ব অচিন্ত আশ্চর্য্য স্বভাব বস্তু জ্ঞানের ইচ্ছুকগণের প্রমাণ। তাহা তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হেতু" আমাদের সিদ্ধান্ত। অতএব শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে - শ্রীউদ্ধব বলিলেন—হে ঈশ্বর! আপনার অভিন্ন স্বরূপ বেদ পিতৃগণ, দেবতাগণ, ও মনুষ্যগণের চক্ষু: কি প্রকার? অদৃষ্ট বস্তু স্বর্গ মোক্ষাদির বোধকর্ত্তা, তথা পরমশ্রেয় লাভের সাধন, ও সাধ্য বস্তু নির্ণীত আছে। অতএব অচিন্ত্য অলৌকিক বস্তু সর্ব কারণের কারণ, জগরের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ স্বরূপ শ্রীগোবিন্দদেবে লৌকিক তর্কের অসম্ভব হেতু ব্রহ্মই জগৎ কারণ ইহাই আমাদের বৈদান্তিকগণের বৈদিক সিদ্ধান্ত।

ব্রহ্ম হইতেই জগৎউৎপন্ন হয়, ব্রহ্মেতেই অবস্থান করে; এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মেতেই বিলয় প্রাপ্ত হয় ইহাই এই বিলক্ষণাধিকরণের নির্ণয়। এই সূত্রটি শ্রীপাদরামানুজাচার্য্য দুইটি সূত্র করিয়া পাঠ করেন। ॥১১॥

এই প্রকার তৃতীয় বিলক্ষণত্বাধিকরণের ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥৩॥

৪॥ শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণের ব্যাখ্যা

বেদশাস্ত্রসিদ্ধান্ত বহির্ভূত হওয়া হেতু যে প্রকার সাংখ্যস্মৃতি ও যোগস্মৃতি পরিত্যক্ত হইয়াছে সেই প্রকার পরিশিষ্ট পরমাণু কারণ বাদ সকলও শুভার্থী বেদানুগ শিষ্টগণ পরিত্যাগ করিবেন।

বীক্ষায়াং, তস্যাং, সত্যাং তৎ স্মৃতীনামনবকাশতাপত্তেঃ। সর্ব্বত্র ন্যূনপরিমাণানামেব দ্যণুকাদীনাং ত্র্যণুকাদি মহৎ কার্য্যারম্ভত্ব দর্শনাৎ, ব্রহ্মণো বিভূত্বেন তদযোগাচ্চ বাধ্যতে, ইতি প্রাপ্তৌ –

শিষ্টাপরিগ্রহাৎ তস্মাৎ কাণভুগাদীনাং বেদবিরুদ্ধত্বং প্রতিপাদয়িতুমধিকরণারম্ভ ইতি অধিকরণসঙ্গতিঃ। অথ বেদান্তানুগমিভিঃ সাংখ্যযোগস্মৃতী উপেক্ষ্যে, ইদানীং বেদান্তপরিপন্থিনাং পরমাণুকারণবাদিনাং কণাদাদীনাং মতং পরিহ্রিয়ন্তে সাংখ্য ইত্যাদি।

বিষয় ঃ – অথ শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণস্য বিষয়বাক্য সংগ্রহঃ—তথাহি ছান্দোগ্যে—৬।১২।১-২ "ন্যগ্রোধফলম্ আহরেতীদং ভগব ইতি, ভিন্ধীতি, ভিন্নং ভগব ইতি, কিমত্র পশ্যসীতি, অন্ব্য ইবেমা ধানা ভগব ইতি, আসামঙ্গৈকাং ভিন্ধীতি, ভিন্না ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীতি, ন কিঞ্চন ভগব ইতি। তং হোবাচ যং বৈ সোম্য! এতমণিমানং ন নিভালয়সে, এতস্য বৈ সোম্য! এষোঽণিম্ন এবং মহান্ন্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি" ইতি।

এই স্থলে আমরা (সাংখ্যবাদিরা) বলিব সাংখ্যস্মৃতি ও যোগস্মৃতির সিদ্ধান্ত বেদাদিশাস্ত্র বিরুদ্ধ হেতু তাহাদেরদ্বারা বেদের অর্থের পরিবৃংহন না হউক; কিন্তু কণাদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ কোথাও কোনস্থলে নিমিত্ত কারণরূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হেতু তাঁহাদের মত বা তর্ক বেদান্তের অর্থ পরিবৃদ্ধির নিমিত্ত স্বীকার করিতে হইবে।

তদুত্তরে বৈদান্তিকগণ বলিতেছেন – না, তাহা স্বীকার করিতে হইবে না, কারণ সেই মত সকল শিষ্ট-বেদানুগ মহাত্মাগণ পরিগ্রহণ করেন নাই সেই হেতু। সুতরাং কণাদ প্রভৃতি তার্কিকগণের বেদবিরুদ্ধতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত এই অধিকরণের আরম্ভ। এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

অনন্তর—পূর্বে বেদান্তানুগতগণ কর্ত্তৃক সাংখ্যস্মৃতি ও যোগস্মৃতি উপেক্ষা করা হইয়াছে; ইদানীং বেদান্ত পরিপন্থি-পরমাণু কারণবাদি-কণাদ প্রভৃতির মত নিরাকরণ করিতেছেন—সাংখ্য' ইত্যাদি। এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা সাংখ্যস্মৃতি, যোগস্মৃতি, এবং তাহাদের তর্ক সকলের বিরোধ পরিহার করা হইল; ইদানীং কণাদ প্রভৃতির সিদ্ধান্ত, তাঁহাদের তর্কসকল পরিহার করা হইতেছে।

বিষয়—অতঃপর শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণের বিষয় বাক্যসংগ্রহ করিতেছেন—ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে—বটের ফল আহরণ কর; এই যে ভগবন্!; এই ফলকে ভাঙ্গিয়া ফেল; ভগবন্! ভাঙ্গিয়াছি; তাহাতে কি দেখিতেছ? হে ভগবন্! ক্ষুদ্র বীজ সকল; এই বীজ সকলের একটি ভাঙ্গিয়া ফেল; হে ভগবন্! ভাঙ্গিয়াছি; তাহাতে কি দেখিতেছ? কিছুই নাই; তাহাকে বলিলেন—হে সোম্য! এই অণু স্বরূপ দেখা যাইতেছেনা এই অণুর মধ্যেই মহান বটবৃক্ষ বিদ্যমান আছে। এই

ব্যাখ্যা চ – মহর্ষিরুদ্দালক: স্ব তনয়ং শ্বেতকেতুমুবাচ - হে সোম্য ! যদি বিষয়মেতৎ প্রত্যক্ষং কর্ত্তুমিচ্ছসি তদা মদ্ বচনেন অতোঽস্মাদ্ বৃক্ষাৎ ন্যগ্রোধফলমেকমাহর, মৎসমীপমানয় ; স শ্বেতকেতুস্তথা চকার ; হে ভগবন্ ! ইদংউপসংহৃতং ময়া ন্যগ্রোধফলমিতি দর্শিতম্ ; দৃষ্ট্বা চ ফলং পিতা পুত্রমাহ—ভিন্ধি ইতি, ইদং ফলং বিদারয়, শ্বেতকেতুঃ ফলং বিদার্য্যোবাচ-ভিন্নং ভগব ; হে ভগবন্ ! ইদং ফলং বিদারিতং ময়া ইতি।

পিতা পুত্রমাহ—অত্র বিদারিতে ফলে কিং পশ্যসি ? উত্তরয়তি পুত্রঃ—অন্ব্য ইব ইমা ধানা, অণুতরা ইব ধানা বীজানি পশ্যামীতি, অঙ্গ ! হে বৎস ! আসাং ধানানাং একাং ধানাং বিদারয় ইত্যুক্তং পিত্রা, পুত্র আহ—হে ভগবন্ ! ভিন্না একা ধানা ইতি ; যদি ভিন্না ধানা তস্যাং ভিন্নায়াং কিং পশ্যসি ? হে ভগবন্ ! ন কিঞ্চন পশ্যামীতি।

এবং শ্রুত্বা পিতা পুত্রং কথয়তি হে সোম্য ! বটধানায়াং ভিন্নায়াং যং বটবীজমণিমানং ন নিভালয়সে ন পশ্যসি, হে সোম্য ! এষোঽণিম্নঃ, এষ বটবীজস্য অদৃশ্যমানস্য সূক্ষ্মস্য কার্য্যভূতঃ মহান্ ন্যগ্রোধঃ, অতিস্থূল শাখাস্কন্ধ প্রশাখা পল্লব ফলং বা তিষ্ঠতি ; অদৃশ্যমানে পরমাণৌ মহান্ ন্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি ; তস্মাদেব উত্তিষ্ঠতি ইতি। অত্র ছান্দোগ্য প্রমাণেন জগতঃ প্রাগবস্থায়াং কিমপি নাসীদিতি

অংশের বিস্তার ব্যাখ্যা—মহর্ষি উদ্দালক নিজপুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন – হে সোম্য ! যদি এই বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে জানিতে ইচ্ছা কর, তবে আমার বাক্যে এই বৃক্ষ হইতে একটি ফল আহরণ কর ; অর্থাৎ আমার নিকটে আনয়ন কর।

শ্বেতকেতু সেই প্রকার করিয়া বলিলেন হে ভগবন্ ! এই ন্যাগ্রোধফল আহরণ করিয়াছি ; এই বলিয়া তাহা দেখাইলেন। ফল দেখিয়া পিতা পুত্রকে বলিলেন – এই ফল বিদীর্ণ কর; শ্বেতকেতু ন্যগ্রোধ ফল বিদারণ করিয়া বলিলেন—হে ভগবন্ ! এই ন্যগ্রোধফল আমি বিদারণ করিয়াছি। পিতা পুত্রকে কহিলেন—এই বিদারিত ফলে কি দেখিতেছ ? পুত্র উত্তর করিলেন - এই বিদারিত ফলের মধ্যে অণু ধান অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্রতর বীজসকল দেখিতেছি। পিতা কহিলেন—এই বীজ সকলের মধ্যে একটি বীজকে বিদারণ কর ; পুত্র বলিলেন – হে পিতঃ ! একটি বীজ বিদারণ করিয়াছি। পিতা বলিলেন – যদি একটি বীজ বিদীর্ণ করিয়াছ, তবে তাহার ভিতরে কি দেখিতেছ ? পুত্র বলিলেন – হে ভগবান ! কিছুই দেখিতেছি না। এই প্রকার শুনিয়া পিতা পুত্রকে কহিলেন—হে সোম্য ! বিদারিত বট বীজেব মধ্যে যে অতিসূক্ষ্মতম বটের অঙ্কুর যাহা দেখিতেছ না, হে পুত্র ! অতিসূক্ষ্ম অদৃশ্য বট বীজের কার্য্যভূত মহান বটবৃক্ষ ; অর্থাৎ - অতিস্থূল স্কন্ধ শাখা প্রশাখা পল্লব ফল যুক্ত মহান বটবৃক্ষ অবস্থান করে।

অর্থাৎ অদৃশ্যমান পরমাণুতে বটবৃক্ষ অবস্থান করে, এবং তাহা হইতেই উৎপন্ন হয়। এই ছান্দোগ্য বাক্য প্রমাণের দ্বারা পূর্বাবস্থায়-সৃষ্টির পূর্বে জগতের কিছুই ছিল না' ইহাই বুঝা যায়।

গম্যতে : তত্র দৃষ্টান্তে "ন কিঞ্চন" ইত্যাদি শব্দশ্রবণাৎ শূন্যবাদ-পরমাণুকারণবাদা দার্ষ্টান্তিকত্বেনাবগম্যন্তে। এবং "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" "তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত" (ছা০ ৬।২।১) ইত্যাদৌ অসদ্‌বাদেষু শ্রুতেস্তাৎ পূর্য্যং প্রতীয়তে।

অপিচ—"তৎ নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত" (বৃ০ ১।৪।৭) ইতি বৃহদারণ্যকবচনাৎ ; "অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ কণ্টকতৈক্ষ্ণ্যাদি দর্শনাৎ" (ন্যা০সূ০ ৪।১।২২) ইতি ন্যায়সূত্রাচ্চ স্বভাবাদেব জগদুৎপত্তির্গম্যতে ; তথাচ - জগৎ ন সকারণকং ভাবত্বাৎ কণ্টকতৈক্ষ্ণ বৎ" ইত্যনুমানাৎ। এবং "ব্রহ্ম ন বিশ্বোপাদানং বিশুদ্ধত্বাৎ আকাশ বৎ ইতি। তস্মাৎ শূন্যকারণবাদ—পরমাণুকারণবাদ-অসৎ কারণবাদ-স্বভাবকারণ বাদাদয়ঃ শ্রুতিসম্মতত্বাৎ বেদান্তিভির্গ্রাহ্যইতি ভাব। ইতি বিষয়বাক্যসংগ্রহঃ।

সংশয় ঃ— অত্র শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণস্য বিষয়বাক্যে সংশয়ো ভবতি—তত্রেতি। কণাদাদি পরমাণুকারণবাদিনাং মতৈঃ সর্ব্ববেদান্ত প্রতিপাদিতা ব্রহ্মকারণতা ব্রহ্মোপাদানতা বা বাধ্যতে কিম্ ? অথবা ন বাধ্যতে ? ইতি। ইতি সন্দেহ বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ অথ অত্রাধিকরণে বাদী পূর্ব্বপক্ষমবতারয়তি ইতীতি। ইতি স্বীকারে ব্রহ্ম কারণতা স্বীকারে জগদ্‌রচনং ন সম্ভবেৎ। তস্যামিতি ব্রহ্মোপাদানতায়াম্ ; তৎ স্মৃতীনাং কণাদ গৌতমাদি প্রণীত গ্রন্থানাং অনবকাশতা ব্যর্থতাপত্তেঃ ; অথ ব্রহ্মকারণতা স্বীকারে সামঞ্জস্যাভাবং প্রতিপাদয়ন্তি—সর্ব্বত্র ইতি।

এই বাক্যের দৃষ্টান্তে "কিছুই দেখিতেছিনা" এই বাক্য শ্রবণ হেতু শূন্যবাদ পরমাণুকারণ বাদ প্রভৃতি দৃষ্টান্তিক রূপে অবগত হওয়া যায়। এই প্রকার ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে— সৃষ্টির পূর্বে অসতই একমাত্র ছিল, সেই অসৎ হইতে সৎ জাত হয়' ইত্যাদি হইতে অসৎবাদে শ্রুতির তাৎপর্য্য প্রতীতি হইতেছে। আরও—তাহা নাম ও রূপের দ্বারা বিস্তার করিলেন" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক বচন হইতে ; ভাবের উৎপত্তি কোন প্রকার নিমিত্ত হইতে হয় না, কারণ কণ্টকাদির তীক্ষ্ণতা স্বাভাবিক দেখ যায়" ইত্যাদি ন্যায় সূত্র হইতে প্রতীতি হয়-স্বভাব হইতেই জগতের উৎপত্তি হয় ইহাই বুঝা যাইতেছে। এইস্থালে এই প্রকার অনুমান হয়—জগৎ কোন কারণ হইতে উৎপন্ন নহে, ভাববস্তু হওয়া হেতু ; যেমন কণ্টকের তীক্ষ্ণতা। এবং-ব্রহ্ম বিশ্বের উপাদান কারণ নহে, বিশুদ্ধ হওয়া হেতু ; যেমন আকাশ।

অতএব শূন্যকারণ বাদ, পরমাণু কারণবাদ অসৎকারণবাদ, স্বভাব কারণ বাদ প্রভৃতি শ্রুতি সম্মত হওয়া হেতু বেদান্তবাদিগণের অবশ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ইহাই ভাবার্থ। এই প্রকার বিষয়বাক্য সংগ্রহ সমাপ্ত।

ওঁ॥ এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতা ॥ওঁ॥ ২।১।৪।১২॥

যথা ছান্দোগ্যদৃষ্টান্ততঃ অতিসূক্ষ্মাৎ বটবীজাৎ মহান্ বটবৃক্ষো জায়তে ; তথা পরমাণুতঃ দ্ব্যণুক ত্র্যণুকাদিক্রমেণ মহৎ কার্য্যদর্শনাৎ ন ব্রহ্মকারণতা যুক্তিসঙ্গতা। এবমেবাহ শ্রীউদয়ণাচার্য্যচরণাঃ—১৭ ন্যায়কুসুমাঞ্জলৌ—"ত্রকস্য ন ক্রমঃ ক্বাপি" ইতি টীকা চ শ্রীহরিদাসী-একস্য কারণস্য নিয়মো ন কার্য্যাণাং ক্রমঃ। ব্রহ্মণো বিভূত্বেন তদযোগাৎ মহাকার্য্যারম্ভকত্বাযোগাৎ তস্য কারণতা বাধ্যতে এব ইতি। তস্মাৎ পরমাণুকারণবাদমবশ্যামেব স্বীকার্য্যং বেদান্তিনামিতি ভাবঃ। ইতি পূর্ব্বপক্ষ বাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ—ইত্যেবং পরমাণুকারণবাদিনাং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—'এতেন' ইতি। এতেন সাংখ্য-যোগপক্ষ নিরসনেন "শিষ্টাপরিগ্রহা অপি" অবশিষ্টাঃ কণাদ—গৌতম-বৌদ্ধাদয়োঽপি 'অপরিগ্রহাঃ' বেদান্তবিরোধিত্বাৎ নিরাকৃতা বেদিতাব্যাঃ।

সংশয় - এইস্থলে শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণের বিষয়বাক্যে সংশয় উৎপন্ন হইতেছে—'তত্র' ইত্যাদি তন্মধ্যে কণাদাদি মতের দ্বারা ব্রহ্মের উপাদান কারণতা বাদ বাধা প্রাপ্ত হয়? অথবা বাধা প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ—কণাদাদি পরমাণু কারণবাদিগণের মতের দ্বারা সর্ববেদান্তবাক্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত ব্রহ্মকারণতা বাদ বা জগতের প্রতি ব্রহ্মের উপাদান কারণতা বাদ বাধিত হয়? অথবা বাধিত হয় না? এইপ্রকার সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এই অধিকরণে বাদিগণ পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—ইতি' ইত্যাদি। এই প্রকার ব্রহ্মকারণতাবাদ স্বীকার করিলে জগতের রচনা সম্ভব হইবে না তাহা হইলে কণাদাদিস্মৃতি সকলের অনবকাশতা আপত্তি হইবে জগতের ব্রহ্মোপাদানতা স্বীকার করিলে কণাদ গৌতমাদি প্রণীত গ্রন্থ সকলের ব্যর্থতা দোষ উপস্থিত হইবে। অনন্তর ব্রহ্মকারণ বাদ স্বীকারে জগৎ রচনার সামঞ্জস্যের অভাব প্রতিপাদন করিতেছেন—সর্বত্র' ইত্যাদি। জগৎ সৃষ্টিকার্য্য বিষয়ে সর্বত্রই ন্যূন পরিমাণ দ্রব্য সকল দ্ব্যণুকাদি হইতেই ত্র্যণুকাদিক্রমে মহান্ কার্য্য আরম্ভ হইতে দেখা যায়। কিন্তু ব্রহ্মের বিভুত্ব গুণ বিধায় মহৎকার্য্যারম্ভ সম্ভব নহে। যে প্রকার ছান্দোগ্যোপনিষৎ দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়—যেমন অতিসূক্ষ্ম বট বীজ হইতে মহান্ বটবৃক্ষজাত হয় ; সেই প্রকার পরমাণু হইতে দ্ব্যাণুক ত্র্যণুকাদি ক্রমে মহৎ কার্য্যের উৎপত্তি দেখা যায়।

সুতরাং ব্রহ্মকারণতা বাদ যুক্তি সঙ্গত নহে। এই বিষয়ে শ্রীউদয়নাচার্য্যপাদ ন্যায় কুসুমাঞ্জলিতে বর্ণনা করিয়াছেন- এক বস্তুর কোন প্রকার ক্রম হয় না' এই শ্লোকের শ্রীহরিদাসী টীকা—একমাত্র কারণের (ব্রহ্মের) কার্য্যসকলের ক্রম পূর্বক নিয়মন হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং ব্রহ্মের বিভুতা হেতু মহাকার্য্যারম্ভ করা সম্ভব না হওয়ায় ব্রহ্মের কারণতা বাধিত হইতেছে। সুতরাং বেদান্তবাদিগণের পরমাণু কারণ বাদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রকার পূর্বপক্ষবাক্য।

শিষ্টাঃ পরিশিষ্টাঃ। নাস্তি পরিগ্রহো বেদকর্ম্মকো যেষাং তেঽপরিগ্রহাঃ। বিশেষণয়োঃ কর্ম্মধারয়ঃ। এতেন বেদবিরোধি সাংখ্যাদি নিরাসেন পরিশিষ্টাস্তদ্বিরোধিনঃ কণভক্ষাক্ষ-

অথাস্য অর্থং স্বয়ং বিস্তারয়ন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুচরণাঃ—শিষ্টাঃ" ইতি। কর্ম্মধারয়ঃ সমাস ইত্যর্থঃ। তথাহি—শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে ৬।১৫, "ক্বচিদ্ বিশেষণেন চ বিশেষণং সমস্যতে" শিষ্টাশ্চাসৌ অপরিগ্রহাশ্চেতি—শিষ্টাপরিগ্রহাঃ।

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যচরণাস্তু—শিষ্টাশ্চ অপরিগ্রহাশ্চ-শিষ্টাপরিগ্রহাঃ" ইতি ব্যাখ্যায়ন্তে। অথ কপিল পতঞ্জলিবৎ যে বেদান্তবিরোধিনঃ, তে শিষ্টাপরিগ্রহাঃ, বেদান্তসিদ্ধান্ত বিমুখাঃ; কে তে? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—এতেন' কণভক্ষঃ—কণাদঃ,স খলু তণ্ডুলকণান্ ভক্ষয়িত্বা প্রাণান্ ধারয়তীতি প্রসিদ্ধেঃ। অক্ষপাদোঽত্র গৌতমঃ। তথাহি এবং বর্ণয়ন্তি পুরাবিদঃ - লোকং পশ্যতি যস্যাঙ্ঘ্রিঃ তৌ যস্যাঙ্ঘ্রিং ন পশ্যতঃ। তাভ্যামপ্যপরিচ্ছেদ্যাঽবিদ্যা বিশ্বগুরোস্তব॥ তাভ্যাং গৌতমকণাদাভ্যাম্ ইত্যর্থঃ।

নন্বু এতয়োর্ম্মতং কয়া যুক্ত্যা নিরাক্রিয়তে? তত্রাহুঃ—নিরাকরণহেতোঃ সাম্যম্। যথৈবং পূর্ব্বং সাংখ্যযোগং নিরাকৃতং; ঈশ্বরকারণবাদানভ্যুপগমাৎ, এবমেতেষাং সিদ্ধান্তোঽপি ঈশ্বরানঙ্গীকারাৎ পরিহারস্তু তৎ সমমেব; তস্মান্নাতি বিতায়তেঽত্র। অথ আরম্ভবাদে ব্যভিচারং দর্শয়ন্তি-ন হি ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পরমাণুকারণবাদিগণ পূর্ব্বপক্ষের সমুদ্ভাবনা করিলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন 'এতেন' ইত্যাদি। এতৎদ্বারা-অর্থাৎ সাংখ্য ও যোগপক্ষ নিরসনের দ্বারা শিষ্টাপরিগ্রহ সকলও অবশিষ্ট কণাদ, গৌতম, বৌদ্ধাদিবাদ সকলও অপরিগ্রহ, অর্থাৎ বেদান্ত বিরোধি হেতু নিরাকৃত হইয়াছে বুঝতে হইবে। অনন্তর এই সূত্রের অর্থ শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ স্বয়ং বিস্তার করিতেছেন—শিষ্টাঃ' ইত্যাদি। শিষ্ট-পরিশিষ্ট সকল; বেদের সিদ্ধান্তকে যাহাদের পরিগ্রহণ নাই তাহারা অপরিগ্রহ; এইস্থলে বিশেষণের সহিত বিশেষণের সমাস হইয়াছে, এই সমাসের নাম কর্মধারয় সমাস। এই বিষয়ে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে বর্ণিত আছে—কোন স্থলে বিশেষণের সহিত বিশেষণের সমাস হয়। শিষ্ট ও অপরিগ্রহ-শিষ্টাপরিগ্রহ। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যপাদ শিষ্ট এবং অপরিগ্রহ এই প্রকার ব্যাখ্যা করেন। কপিল ও পতঞ্জলির সমান যে সকল বেদান্তবিরোধী আছে, তাহারা সকলে শিষ্টাপরিগ্রহ; অর্থাৎ বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিমুখগণ। তাহারা কে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন-এতেন' ইত্যাদি। এতৎ দ্বারা অর্থাৎ বেদবিরোধি সাংখ্য ও যোগ সিদ্ধান্ত নিরাসের দ্বারা পরিশিষ্ট বেদবিরোধি-কণাদ গৌতম প্রভৃতি নিরস্ত হইলেন বুঝিতে হইবে।

যেহেতু কণাদাদির নিরাকরণও সাংখ্যদির সমান। কণভক্ষ কণাদ,,তিনি তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন ইহা প্রসিদ্ধ আছে। এইস্থলে অক্ষপাদ অর্থাৎ গৌতম। এই বিষয়ে প্রাচীনগণ এই প্রকার বর্ণনা করেন - যাঁহার চরণ সকল লোককে দর্শন করে, তাহারা দুইজন

পাদপ্রভৃতয়োঽপি নিরস্তা বেদিতব্যাঃ। নিরাকরণহেতোঃ সাম্যাৎ। নহ্যারম্ভবাদেঽপি ন্যূন পরিমাণারম্ভকত্বনিয়মোঽস্তি, দীর্ঘতন্ত্বারব্ধ দ্বিতন্তুক পটে, বিয়দুৎপন্নে শব্দে চ ব্যভিচারাৎ।

তথাচ শ্রীবিশ্বনাথন্যায়পঞ্চাননপাদানাং মুক্তাবল্যাং—১৫ ; "পরিমাণস্য স্বসমান জাতীয়োৎকৃষ্ট পরিমাণ-জনকত্বনিয়মাৎ" ইতি আরম্ভবাদিনাং স্থিতিঃ ; তথাত্বে উভয়বিধং ব্যভিচারং ভবতি ; তথাহি—দীর্ঘ-তন্ত্বারব্ধ দ্বিতন্তুক-পটে, অর্থাৎ-দীর্ঘতন্তুনা আরব্ধঃ ক্ষুদ্রতমে পটে স্ব সমান জাতীয় উৎকৃষ্টত্বাভাবাৎ নিয়মস্য ব্যভিচারঃ।

বিয়দুৎপন্নে শব্দে চ ব্যভিচারঃ ; তথাচ-ভাষাপরিচ্ছেদে—২৬ "কাল খাত্মদিশাং সর্ব্বগতত্বং পরমং মহৎ" সমবায়েন পরম মহৎপরিমাণবত্ত্বমিত্যর্থঃ ; বৈশেষিকদর্শনে চ—২।১।২৭ "পরিশেষাল্লিঙ্গমাকাশস্য" শাঙ্করী বৃত্তিঃ—পরিশেষসিদ্ধস্য দ্রব্যস্য অবয়বকল্পনায়াং প্রমাণাভাবাৎ নিত্যত্বং সর্ব্বত্র শব্দোপলব্ধে র্বিভুত্বম্" ইতি। অত্র মহৎ পরিমাণাৎ বিভোরাকাশাৎ শব্দগুণস্যোৎপন্ন স্বীকারে তথৈব ব্যভিচার ইতি।

যাঁহার চরণ দেখিতে পায় না ; হে বিশ্বগুরো ! আপনার অবিদ্যা তাহাদের গৌতম ও কণাদের দ্বারা ও অপরিচ্ছেদ্যা, অর্থাৎ-তাহারা আপনার অবিদ্যা পরাজিত করিতে পারে না।

শঙ্কা—আমরা (অসৎবাদী) বলিতেছি-কণাদ ও গৌতমের মত কি যুক্তির দ্বারা নিরাকরণ করিতেছেন ?

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে আমরা (বৈদান্তিকরা) বলিব নিরাকরণের কারণ সমান হেতু। যে প্রকার পূর্বে সাংখ্য ও যোগস্মৃতি নিরাকরণ করা হইয়াছে, যে হেতু তাহারা ঈশ্বর কারণ-বাদ স্বীকার করে না। সেই প্রকার এই সকলের সিদ্ধান্তেও ঈশ্বর অঙ্গীকার না করার জন্য ইহাদের নিরাকরণ প্রকারও পূর্বের সমানই হইবে। সুতরাং অধিক বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই। অনন্তর আরম্ভবাদে যে সকল ব্যভিচার আছে তাহা প্রদর্শিত করিতেছেন- ন হি, ইত্যাদি। আরম্ভবাদেও ন্যূন পরিমাণারম্ভকত্ব নিয়ম নাই ; যেমন দীর্ঘতন্তু দ্বারা আরব্ধ দ্বিতন্তুক পটে তাহার ব্যভিচার দেখা যায় এবং আকাশ হইতে উৎপন্ন শব্দেও ব্যভিচার দেখা যায়। অর্থাৎ শ্রীবিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন পাদ মুক্তাবলিতে বর্ণনা করিয়াছেন—পরিমাণের স্ব সমান জাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন করে ইহাই নিয়ম" ইহাই আরম্ভবাদিগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত স্বীকারে উভয়বিধ ব্যভিচার উপস্থিত হয়। প্রথম ব্যভিচার এই প্রকার

দীর্ঘতন্তু দ্বারা আরব্ধ দ্বিতন্তুক পটে;অর্থাৎ—অতিদীর্ঘ তন্তুদ্বারা আরব্ধে ক্ষুদ্রতমেপটে স্ব সমানজাতীয় উৎকৃষ্টত্বের অভাবহেতু উক্ত নিয়মের ব্যভিচার সিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় ব্যভিচার বিয়দুৎপন্নে শব্দে দেখাযায়। এই বিষয়ে ভাষাপরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে—কাল, আকাশ, আত্ম, ও দিকের সর্বগতত্ব এবং পরম-মহত্ব, অর্থাৎ ইহারা সমবায়সম্বন্ধে পরম-মহৎ পরিমানবান। বৈশেষিকদর্শনে বর্ণিত আছে-পরিশেষ অনুমান দ্বারা শব্দরূপ

কারণবস্তু বিষয়স্য তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠানমশক্যং বক্তুমিতি শঙ্কাধিক্যাদধিকরণাতিদেশঃ। তৎ পরিহারস্তু শুষ্ক তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠাননিয়মাৎ। অতএবাপরে বৌদ্ধাদয়ঃ পরমাণূনন্যথা বর্ণয়ন্তি। ক্ষণিকানর্থাত্মকান্ কেচিৎ। জ্ঞানরূপান্ পরে। শূন্যাত্মকানপরে। সদসদ্রূপাংস্ত্বন্যে।

নন্থ উদ্দেশ্য লক্ষণ পরীক্ষাং বিনা ন বস্তুসিদ্ধিঃ; তস্মাৎ জগৎকারণস্য নির্ণয়েঽপি এতত্রয়জন্য তর্কস্য পরমপ্রয়োজনমস্ত্যেব; অতঃ—আহুঃ—কারণ ইতি। ইতি চেৎ? ন; এতদধিকরণস্য অতিদেশ-রূপত্বাৎ।

নন্থ কথমস্যাঃ শঙ্কায়াঃ পরিহারঃ? তত্রাহুঃ—তৎপরিহারস্তু ইত্যাদি। "শুষ্ক তর্কন্তু বর্জ্জয়েৎ" ইতুক্তেঃ। অথ অন্যেষাং পরমাণুবাদিনাং মতমাহুঃ—অতএব ইতি। কেচিৎ—বৈভাসিকো বৌদ্ধঃ পরমাণূন্ ক্ষণিকান্ অর্থভূতান্ মন্যতে। পরে-যোগাচারঃ—পরমাণূন্ জ্ঞানরূপান্ স্বীকরোতি। অপরে —মাধ্যমিকস্তু পরমাণূন্ শূন্যাত্মকান্ অঙ্গীকরোতি। অন্যে জৈনঃ—সদসদ্রূপেন্ পরমাণূন্ মন্যতে।

বিশেষ গুণের আশ্রয় রূপে আকাশের সিদ্ধি হয়। ইহার শাঙ্করী বৃত্তি- পরিশেষসিদ্ধ দ্রব্যের অবয়ব কল্পনার, প্রমাণের অভাব হেতু আকাশ নিত্যদ্রব্য, এবং সর্বত্র শব্দের উপলব্ধি হেতু আকাশ বিভুদ্রব্য। এইস্থলে মহৎপরিমাণ বিভু আকাশ হইতে শব্দগুণের উৎপন্ন স্বীকার করিলে পূর্বের সমান ব্যভিচার উৎপন্ন হয়।

শঙ্কা--এইস্থলে আমাদের (অসৎকারণবাদির) আশঙ্কা এই যে - উদ্দেশ্য, লক্ষণ, এবং পরীক্ষা বিনা কোন বস্তু সিদ্ধি হয় না। অতএব জগৎকারণের নির্ণয়েও এই তিনটি জাত তর্কের পরম প্রয়োজন বিদ্যমান আছে; সুতরাং তর্ক প্রতিষ্ঠিত।

সমাধান—এই শঙ্কার সমাধানে আমাদের (বৈদান্তিকদের) বক্তব্য এই যে—কারণ বস্তু নির্ণয় বিষয়ক তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হয় এই প্রকার বলিতে সমর্থ হইবেন না,। কারণ, এই প্রকার অধিক শঙ্কার আশঙ্কায় এই অধিকরণটিকে অতিদেশ রূপে নিরূপণ করিয়াছেন। অর্থাৎ এই সূত্রটি পূর্বসূত্রের সমান পরমত খণ্ডনকারী সুতরাং অতিদেশ সূত্র।

শঙ্কা—আমরা (অসদ্বাদিরা) বলিব-এই শঙ্কার পরিহার (বৈদান্তিকরা) কি প্রকারে করিবেন?

সমাধান—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—তৎ' ইত্যাদি। এই আশঙ্কার পরিহার শুষ্ক তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হেতু জানিতে হইবে। অর্থাৎ বেদবিরোধি শুষ্কতর্ক পরিত্যাগ করিবে। অতঃপর অন্যান্য পরমাণুকারণবাদিদের মত বর্ণন করিতেছেন—অতএব' ইত্যাদি। অতএব অন্যান্য বৌদ্ধ সকলে পরমাণু সকলকে অন্যথা রূপে বর্ণন করেন। তন্মধ্যে কেহ পরমাণু সকলকে ক্ষণিক ও অর্থ স্বরূপ বলেন। অর্থাৎ বৈভাষিক বৌদ্ধ পরমাণু সকলকে ক্ষণিক ও অর্থভূত মনে করেন। অপরে

সর্ব্বে হ্যেতে তন্নিত্যতা বিরোধিন ইতি ॥১২॥

পুনরাশঙ্ক্য সমাধত্তে—

ওঁ॥ ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ॥ওঁ॥২।১।৪।১৩॥

"সূক্ষ্মশক্তিকং ব্রহ্মৈবোপাদানং তদেব স্থূলশক্তিকমুপাদেয়মিতি" মতম্। তদিদং

বিরোধিন ইতি - সর্ব্বে এতে বৈভাষিকাদয়ঃ পরমাণু কারণবাদিনঃ কণাদাদি স্বীকৃতায়াঃ পরমাণু-নিত্যতায়াঃ বিরোধিনঃ, ক্ষণিকত্বাদি স্বীকারাৎ ইতি ভাবঃ। তস্মাৎ জগৎকারণস্য পরব্রহ্ম বিষয়স্যাপি তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠানমিতি নাস্তি কিমপি সন্দেহাভাবঃ। অতো যে খলু জগন্নিমিত্তোপাদান কারণ স্বরূপং শ্রীগোবিন্দদেবমনাদৃত্য জগতঃ কারণান্তরং ব্যাচক্ষতে তে বেদান্তবিরোধিন এবং তস্মাত্তেষাং শাস্ত্রাদি ব্যর্থমেব ॥১২॥

অথ প্রত্যক্ষ প্রমাণেন সর্ব্বেষাং বেদান্ত বাক্যানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ে বিরোধং সমুদ্ভাব্য পুনঃ তৎ নিরাকর্ত্তুং আরভন্তে পুনরাশঙ্ক্য" ইত্যাদি। নন্থ তর্কেণ সমন্বয়স্য বিরোধো মাস্তু প্রত্যক্ষেণ অবশ্যমেব বিরোধো ভবেৎ। বিরোধ প্রকারস্তু এবং—জগদুপাদানে ব্রহ্মণি সমন্বয়ো দর্শিতঃ; তথা জগদুপাদান কারণাৎ ব্রহ্মণো জগদভিন্নমিতি মন্তব্যম্; তত্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণেন ঈশ্বরো ভবিতুং নার্হতি।

জ্ঞানরূপ মনে করেন। অর্থাৎ—যোগাচারবৌদ্ধ-পরমাণু সকলকে জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন। অপরে শূন্যাত্মক মনে করেন। অর্থাৎ—মাধ্যমিক বৌদ্ধ পরমাণু সকলকে শূন্যাত্মক স্বীকার করেন। অপর জৈনগণ পরমাণু সকলকে সদসদ্রূপে অনুমান করেন। এই সকল বৌদ্ধ ও জৈনগণ পরমাণুর নিত্যতা বিরোধী। অর্থাৎ এই সকল বৈভাষিকাদি সকল পরমাণুকারণ বাদিগণ কণাদাদির স্বীকৃত পরমাণুর নিত্যতা বিরোধী যে হেতু তাঁহারা পরমাণুর ক্ষণিকত্বাদি স্বীকার করেন ইহাই ভাবার্থ। অতএব জগৎকারণের ও ব্রহ্মবিষয়ের তর্কের কোন প্রকারে প্রতিষ্ঠা নাই এই বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। সুতরাং যাঁহারা জগতের নিমিত্তোপাদান স্বরূপ শ্রীগোবিন্দদেবকে অনাদর করিয়া জগতের কারণ অন্যকে কল্পনা করেন, তাঁহারা বেদান্ত বিরোধী, অতএব তাঁহাদের রচিত শাস্ত্রাদিও ব্যর্থই জানিতে হইবে ॥১২॥

অনন্তর প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বেদান্তবাক্য সকলের পরব্রহ্মে সমন্বয় বিষয়ে বিরোধ উদ্ভাবন করতঃ পুনরায় তাহা নিরাকরণ করিতে আরম্ভ করিতেছেন—পুনরাশঙ্ক্য" ইত্যাদি। পুনরায় আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন;

শঙ্কা—এইস্থলে আমরা (অসদ্বাদিরা) আশঙ্কা করিতেছি—তর্কের দ্বারা সমন্বয়ের বিরোধ না হউক, কিন্তু প্রত্যক্ষের দ্বারা সমন্বয়ের অবশ্যই বিরোধ হইবে। বিরোধ প্রকার এই রূপ-জগতের উপাদান স্বরূপ ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শিত হইল; এবং ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হওয়া হেতু

যুক্তং ন বেতি ? সংশয়ে, ইহভোক্ত্রা জীবেন সহ ব্রহ্মণ ঐক্যাপত্তেরবিভাগঃ শক্তেঃ শক্তি—মদ্‌ব্রহ্মাভেদাপত্তেঃ দ্বা সুপর্ণা" (শ্বে॰ ৪।৬) "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্" (শ্বে॰ ৪।৭) ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধভেদলোপঃ, ততো ন যুক্তমিতি চেৎ—তৎ পরিহারঃ স্যাল্লোকবৎ। লোকে যথা

তস্মাৎ জগদুপাদানে বিরুদ্ধে সমন্বয়োঽপি প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিরুদ্ধমিতি। ইতি শঙ্কাবীজম্। এবমাশঙ্ক্য সমাদধাতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ —ভোক্ত্রা পত্তেরিতি।

ভোক্ত্রা জীবেন সহ ব্রহ্মণ ঐক্যাপত্তেঃ শক্তি-শক্তি মতোরভেদপ্রসঙ্গঃ, তথাত্বে শ্রুতিসিদ্ধ জীব-ব্রহ্মণোঃ ভেদস্য বিলোপাপত্তেঃ তস্মাৎ ব্রহ্ম ন জগদুপাদানকমিতি।

ইতিচেন্ন লোকবৎ স্যাৎ লৌকিক-দৃষ্টান্তেন তৎ পরিহারো ভবেদিত্যর্থঃ। অথ সাংখ্যানামিয়মাশঙ্কা-সূক্ষ্ম শক্তিকমিতি ; তদিদং মতং "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (১।৪।৭।২৬) ইতি সূত্রব্যাখ্যায়াং ভবদ্ভিরঙ্গীকৃতম্। তদিদং ব্রহ্মৈব উভয়রূপ মিতি সিদ্ধান্তং যুক্তং ন বা ইতি ভবতি সংশয়ঃ। অথ সন্দেহেঽস্মিন্ পূর্ব্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি সাংখ্যাঃ- ভোক্ত্রা ইত্যাদি। অত্র শ্রুতিবাক্যমপি বিদ্যতে-'দ্বা'

ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিন্ন ইহাই মনে করিতে হইবে। কিন্তু জগতের উপদান প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর হইতে পারিবে না। সুতরাং জগদুপাদানের বিরুদ্ধ হইলে সমন্বয়ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বিরুদ্ধই হইবে। ইহাই আমাদের আশঙ্কার বীজ।

এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান করিতেছেন ভোক্ত্রা পত্তেঃ' ইত্যাদি। ভোক্তা জীবের সহিত ব্রহ্মের একত্ব শক্তি ও শাক্তিমানের অভেদপ্রসঙ্গ স্বীকার করিলে শ্রুতিসিদ্ধ জীব ব্রহ্মের যে ভেদ তাহা বিলোপ প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং ব্রহ্ম জগতের উপাদান নহে। এই প্রকার শঙ্কা উদ্‌ভাবন করিলে ; উত্তর প্রদান করিতেছেন—লোকবৎ হইবে। অর্থাৎ—লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহার পরিহার হইবে ইহাই অর্থ। এইস্থলে সাংখ্যবাদিগণের এই আশঙ্কা-সূক্ষ্ম শক্তিযুক্ত ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ, এবং সেই ব্রহ্মই স্থূলযুক্ত উপাদেয়' এই যে আপনাদের মত ; তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় ? অথবা নহে ? এই সন্দেহে সাংখ্যবাদিগণ পূর্বপক্ষ উদ্‌ভাবন করিতেছেন—ভোক্ত্রা' ইত্যাদ। ভোক্তা জীবের সহিত ব্রহ্মের একত্বাপত্তি হেতু বিভাগের অভাব, সুতরাং শক্তি ও শক্তিমান রূপে ব্রহ্মে অভেদাপত্তি উপস্থিত হয়।

এই বিষয়ে শ্রুতিবাক্যও বিদ্যমান আছে—দুইজন সুপর্ণ অর্থাৎ-দুইটি জীবাত্মাও পরমাত্মা। "যে কালে সর্বসেবিত ঈশ্বরকে অন্য অর্থাৎ পৃথকভাবে জীব দর্শন করে" ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ ভেদ লোপ ; প্রাপ্ত হয় সুতরাং ব্রহ্মকারণবাদ যুক্তিসঙ্গত নহে। এইস্থলে আমাদের অভিপ্রায় এইযে—সূক্ষ্ম শক্তিমান ব্রহ্ম জগতের উপাদান ; স্থূলশক্তিমান ব্রহ্ম উপাদেয়, এই প্রকার উপাদেয় হইতে উপাদান অভিন্ন ; এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে ভেদ পরক শ্রুতিবাক্যগণের বিরোধের আপত্তি উপস্থিত হয়। কেবল ব্রহ্মকারণবাদ

"দণ্ডিনঃ" পুরুষাভেদেঽপ্যস্তি দণ্ড পুরুষয়োঃ স্বরূপতো ভেদস্তথা শক্তিমতো ব্রহ্মণঃ শক্ত্যভেদেঽপি শক্তি ব্রহ্মণোঃ সোঽপ্যস্তীতি ন ক্ষতিঃ ॥১৩॥

৫॥ আরম্ভণাধিকরণম্

জগতো ব্রহ্মাভেদমঙ্গীকৃত্য ব্রহ্মণস্তদুপাদনত্বং নিরূপিতং "অসদিতিচেন্ন" (ব্র সূ॰ ২।১।৩।৭) ইত্যাদিনা, তমেবাক্ষিপ্য সমাধাতুমিদানীং প্রবর্ত্ততে। তত্রোপাদেয়ং জগদুপাদানাৎ

ইতি। অয়মাশয়ঃ—সূক্ষ্মশক্তিমান্ ব্রহ্ম জগদুপাদানং স্থূলশক্তিমান্ ব্রহ্ম উপাদেয়ং ইতেবং রূপেণ উপাদেয়াভিন্নমুপাদানম্। তথাত্বে ভেদপরক শ্রুতিবাক্যানাং বিরোধাপত্তিঃ, কেবল ব্রহ্ম কারণ বাদে স্বীকৃতে কার্য্য গতদোষাঃ কারণাশ্রয়ত্ব প্রসঙ্গাৎ প্রধান কারণ বাদ এব শ্রেয়ঃ ইতি। এতৎ পক্ষং পরিহরতি—স্যাল্লোকবদিতি। "তস্মাদ্ ব্রহ্মৈবোভয়রূপিমিতি সিদ্ধম্ ত উপাদান নিমিত্তঞ্চ ব্রহ্মৈবোভয়রূপকম্। ন প্রধানেশ্বরো নাপি স্বভাবঃ পরমাণবঃ ॥১৩॥

ইতি চতুর্থং শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৪॥

৫॥ আরম্ভণাধিকরণম্।

অনন্যত্বং প্রপঞ্চাস্মাৎ শ্রুতিবাক্যৈর্বিঘোষিতম্। তং বিশ্বপালকং দেবং বিশ্বম্ভরং নমাম্যহম্॥ 'তস্মাৎ ব্রহ্মোপাদানকং জগৎ" ইতি (১১) যৎ পূর্ব্বোক্তং কার্য্যকারণয়োরভেদং তৎ যুক্তিসঙ্গতম সঙ্গতং বা ইতি নিশ্চয়ার্থং আরম্ভণাধিকরণস্য আরম্ভঃ" ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

স্বীকার করিলে কার্য্যগত দোষ সকল কারণে আশ্রয় করে' এই দোষ প্রসঙ্গ হেতু, প্রধান কারণ বাদই শ্রেয়।

সমাধান—বৈদান্তিকগণ এই পক্ষ নিরাকরণ করিতেছেন—লোকবৎ' ইত্যাদি। এই পূর্বপক্ষের পরিহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাই করিতেছেন। লোকবৎ, অর্থাৎ লোকে যেমন 'দণ্ডী' বলিলেই দণ্ড ও পুরুষের অভেদ প্রতীতি হইলেও, দণ্ড ও পুরুষের স্বরূপগত ভেদ বর্ত্তমান আছে, সেইপ্রকার শক্তিমান ব্রহ্মের সহিত শক্তির অভেদসম্বন্ধ হইলেও শক্তিও ব্রহ্মের ভেদও বিদ্যমান আছে। সুতরাং ব্রহ্মই উভয় প্রকার। উপাদান ও নিমিত্ত এই উভয়বিধ কারণই ব্রহ্ম হয়; কিন্তু প্রধান কিম্বা পুরুষ, অথবা স্বভাব, বা পরমাণু সকল নহে ॥১৩॥

এই প্রকার চতুর্থ শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণের ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥৪॥

৫॥ আরম্ভণাধিকরণের ব্যাখ্যা।

পরমকারণ শ্রীবিশ্বম্ভরদেব হইতে এই বিশ্ব প্রপঞ্চ অনন্য অর্থাৎ পৃথক নহে ইহা শ্রুতিবাক্য সকল কর্ত্তৃক উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে, সেই বিশ্ব পালনকর্ত্তা লীলাময় শ্রীবিশ্বম্ভর দেবকে নমস্কার করি। অতএব এই জগৎ ব্রহ্মোপাদানক ইহা যে পূর্বে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের কোন প্রকার

ব্রহ্মণো ভিন্নম্ ? অভিন্নং বেতি বীক্ষায়াম্—মৃৎপিণ্ডোপাদানং ঘটোপাদেয়মিতি ধী ভেদাৎ, উপাদানমুপাদেয়মিতি শব্দভেদাৎ, মৃৎপিণ্ডেন ঘটায় প্রবর্ত্ততে, ঘটেন তু জলমানয়েতি প্রবৃত্তি-

---

বিষয়ঃ—অথ আরম্ভণাধিকরণস্য বিষয় বাক্যমবতারয়ন্তি—'জগতঃ' ইত্যাদি। ততশ্চায়মর্থঃ—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্বেতর সর্ব্ববিলক্ষণ গুণকং ব্রহ্ম এব জড় দুঃখি নশ্বরাদিগুণযুক্তস্য প্রপঞ্চস্য উপাদানমিতি ব্রহ্মকারণবাদিনাং সর্ব্বেষাং সিদ্ধান্তঃ। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—এবম্ আরম্ভণাধিকরণে বিষয়বাক্যমবলম্ব্য অসৎকার্য্যবাদী সংশয়মুত্থাপয়তি তত্রেতি। সর্বেন্দ্রিয়াগ্রাহ্যং সর্ব্ববিলক্ষণং চেতনং সার্ব্বজ্ঞাদিগুণকং ব্রহ্ম জগদুপাদানম্। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগ্রাহ্যং চেতনরহিতং জ্ঞানরহিতং নশ্বরাদিগুণকং জগৎ উপাদেয়ম্। এতয়োর্ভিন্নধর্ম্মিণোরুপাদানোপাদেয়ভাবং যুক্তিসঙ্গতং ন বা ; ইতি সংশয়বীজম্। ভবতু নাম জগদুপাদানকং ব্রহ্ম, কিন্তু উপাদেয় জগদনন্যত্বং তস্য ন সিদ্ধতীতি। ইতি সংশয়বাক্যম্।

ভেদ নাই ; এই বাক্য যুক্তি সঙ্গত ? অথবা সঙ্গত নহে ? এই বাক্য নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত আরম্ভণাধিকরণের আরম্ভ হইয়াছে, এইপ্রকার অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

বিষয়বাক্যের ব্যাখ্যা—

অনন্তর আরম্ভণাধিকরণের বিষয়বাক্য অবতারণা করিতেছেন- জগত' ইত্যাদি। জগতের ব্রহ্ম হইতে অভেদ অঙ্গীকার করিয়া ব্রহ্মের জগতের উপাদানত্ব "অসৎ ইতি চেন্ন" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা আক্ষেপ অর্থাৎ সংশয়াদি করিয়া ইদানীং সমাধান করিতে প্রবর্ত্তিত হইতেছেন। এই বিষয় বাক্যের অর্থ এই প্রকার--যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ "যিনি" নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, ও "শান্ত" যিনি একমাত্র দ্বিতীয় রহিত" ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা শ্বেতর সর্ব বিলক্ষণ গুণযুক্ত ব্রহ্মই জড়, দুঃখী নশ্বরাদিগুণযুক্ত এই প্রপঞ্চের উপাদান কারণ ইহা সকল ব্রহ্মকারণবাদিগণের সিদ্ধান্ত। এই প্রকার বিষয়বাক্য।

সংশয় বাক্য—এইরূপে আরম্ভণাধিকরণের বিষয় বাক্য অবলম্বন করিয়া অসৎকার্য্যবাদী সংশয় উত্থাপন করিতেছেন তত্র ইত্যাদি তন্মধ্যে উপাদান ব্রহ্ম হইতে উপাদেয়জগৎ ভিন্ন ? অথবা অভিন্ন ? অর্থাৎ-ইন্দ্রিয় সকলের অগ্রাহ্য, সর্ববিলক্ষণ, চেতন, সার্বজ্ঞ্যাদিগুণ যুক্ত ব্রহ্ম জগতের উপাদান। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ গ্রাহ্য, চেতনরহিত, জ্ঞান রহিত, নশ্বরাদিগুণ যুক্ত জগৎ উপাদেয়। এই বিরুদ্ধ ধর্মযুক্ত উভয়ের উপাদান উপাদেয় ভাব শ্রুতি যুক্তি সঙ্গত হয় ? অথবা সঙ্গত নহে।

তাৎপর্য্য এই যে—ব্রহ্ম জগতের উপাদান হউক তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু উপাদেয় জগৎ হইতে ব্রহ্মের অভিন্নতা সিদ্ধ হয় না। ইহাই সংশয় বাক্য।

ভেদাৎ। পিণ্ডাকারমুপাদানং কম্বুগ্রীবাদ্যাকারমুপাদেয়মিত্যাকার ভেদাৎ। পূর্ব্বকালমুপাদানমুত্তরকালমুপাদেয়মিতি কালভেদাচ্চ ভিন্নমেবোপাদানাদুপাদেয়ম্। ইতরথা কারক-

---

পূর্ব্বপক্ষ ঃ—ইত্যেবং সংশয়ে নিরূপিতে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—মৃদিতি। অথ উপাদানাৎ উপাদেয়ভেদ প্রতিপাদকান্ সিদ্ধান্তান্ নিরূপয়ন্তি-তত্রাদৌ উপাদানোপাদেয়য়ো র্বুদ্ধিভেদ প্রকারমাহুঃ—মৃৎপিণ্ড ইতি। তথাচ—উপাদানৎ মৃৎপিণ্ডাৎ উপাদেয়ো ঘটো ভিন্নঃ ; পঙ্কজবাদিত্যনুমানাৎ। অথ শব্দভেদপ্রকারং দর্শয়ন্তি—উপাদানমিতি।

অথ প্রবৃত্তিভেদ প্রকারং নিরূপয়ন্তি—মৃৎপিণ্ডেন ইতি। অথ আকারভেদেনাপি উপাদানোপাদেয়য়োর্ভেদং প্রতিপাদয়ন্তি—এবং কালভেদেনাপি তয়োর্ভেদমাহুঃ—পূর্ব্বকালমিতি। অথ উপাদানাদুপাদেয়স্য অভিন্নত্বে দোষং প্রতিপাদয়ন্তি 'ইতরথা' ইতি। কারক ব্যাপারস্তু "ঘটো জায়তে" "ঘটেন জলমানয়" ইত্যাদিরূপঃ।

পূর্ব্বপক্ষ-এই প্রকার সংশয় নিরূপিত হইলে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন-মৃৎ' ইত্যাদি। অনন্তর উপদান হইতে উপাদেয়ের ভেদ প্রতি পাদক সিদ্ধান্ত সকল নিরূপণ করিতেছেন—মৃৎ পিণ্ড' ইত্যাদি। মৃৎঘট কর্য্যের প্রতি মৃৎপিণ্ড উপাদান, এবং ঘট উপাদেয়' এই প্রকার বুদ্ধিভেদ হেতু। এই বিষয়ে অনুমান প্রকার এইরূপ মৃৎপিণ্ড উপাদান হইতে উপাদেয় ঘট ভিন্ন ; যেমন পঙ্কজ : অর্থাৎ পঙ্ক উপাদান হইতে পদ্ম পৃথক।

অতঃপর-শব্দভেদ প্রকার প্রদর্শন করিতেছেন উপ্যাদান তথা উপাদেয় এইরূপ শব্দভেদ হেতু অনন্তর প্রবৃত্তিভেদ নিরূপণ করিতেছেন-মৃৎপিণ্ডের দ্বারা ঘটের নিমিত্ত প্রবৃত্তি হয়, তথা ঘটের দ্বারা জলানয়ন কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, এবং আকার ভেদেও উপাদান ও উপাদেয়ের ভেদ প্রতি প্রতিপাদন করিতেছেন—ঘটকার্য্যের উপাদান মৃৎপিণ্ড, এবং কম্বু-গ্রীবাদ্যাকার উপাদেয় এই প্রকার আকার ভেদ। এবং কালভেদের দ্বারাও উভয়ের ভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন—ঘটকার্য্যের পূর্বকালের নাম উপাদান ও উত্তরকালের নাম উপাদেয় এই ভাবে কালভেদ হওয়া হেতু উপাদান হইতে উপাদেয় সর্বথা ভিন্ন বলিয়াই জানিতে হইবে।

অনন্তর উপাদান হইতে উপাদেয়ের অভিন্নতা স্বীকার করিলে যে দোষ হয় তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন - ইতরথা" ইত্যাদি। উপাদান ও উপাদেয় ভিন্ন স্বীকার না করিলে কারকব্যাপার ব্যর্থতা পত্তি দোষ প্রসঙ্গ হয় ; কারক ব্যাপার এই প্রকার ঘটউৎপন্ন হইতেছে ; ঘটের দ্বারা জল আনয়ন কর ইত্যাদিরূপ কারক ব্যাপার বৃথা হয়। পুনশ্চ—উপাদানকেই যদি উপাদেয় বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কারকব্যাপারের কোন প্রয়োজনই থাকে না।

ব্যাপারবৈয়র্থ্য প্রসঙ্গাৎ। উপাদানমেব চেদুপাদেয়ং কৃতং তর্হি তদ্ব্যাপারেণ। ন চ সতোঽপ্যুপাদেয়স্যাভিব্যক্তয়ে তেন ভাব্যং, ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ।

ননু সত এব কারণাৎ কার্য্যস্যাভিব্যক্তির্ভবতীতি তেন রূপেণ কার্য্যকারণয়োরভিন্নমিতি চেৎ? তত্রাহুঃ—নচেতি। ক্ষোদাক্ষমত্বাদিতি বিচারযোগ্যাসহত্বাদিত্যর্থঃ। অথ অভিব্যক্তি বিষয়ে শঙ্কামবতারয়ন্তি—তথাহীতি। কারক ব্যাপারাৎ—ঘটনির্ম্মাণরূপ ব্যাপারাৎ প্রাক্ সা আভিব্যক্তিঃ সতী আসীৎ? ন বা ইতি পক্ষদ্বয়ম্। অথ প্রথমপক্ষং নিরাকুর্ব্বন্তি—নাদ্য ইতি। ঘটাভিব্যক্তিঃ সর্ব্বদৈব অস্তীতি স্বীকারে—তদ্ব্যাপারঃ—কারকব্যাপার বৈয়র্থ্যাৎ। কিঞ্চ ব্যাপারাভাবেন কার্য্যস্য উপলব্ধেঃ; তস্য উপাদেয়স্য নিত্যোপলব্ধি দোষ প্রসঙ্গঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তথাত্বে কা হানিঃ স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—ততশ্চেতি—নিত্যানিত্য ইতি—তথাচ—ভাষা পরিচ্ছেদে-৩৬, নিত্যানিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যা স্যাদণুলক্ষণা। অনিত্যা তু তদন্যা স্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী॥

শঙ্কা—আপনারা (বৈদান্তিকরা) যদি বলেন পূর্বে বিদ্যমান ছিল এমন সৎ কারণ হইতেই কার্য্যের অভিব্যক্তি হয়, সেই রূপেই কার্য্য কারণের অভিন্নতা স্বীকার করিব;

সমাধান—তদুত্তরে আমরা (অসৎকার্য্যবাদিরা) বলিব আপনারা তাহা বলিতে পারেন না; অর্থাৎ সৎ উপাদেয়ের কার্য্যাভিব্যক্তির নিমিত্ত সেই রূপে অর্থাৎ উপাদান উপাদেয় রূপে হইয়া থাকে, এই বাক্য আপনাদের ক্ষোদাক্ষম; অর্থাৎ বিচার করিবার যোগ্য বাক্য নহে। অনন্তর অভিব্যক্তি বিষয়ে আশঙ্কার অবতারণা করিতেছেন—তথাহি' ইত্যাদি। কারক ব্যাপারের, অর্থাৎ ঘটনির্মাণ রূপ ব্যাপারের পূর্বে সেই অভিব্যক্তি বিদ্যমান ছিল? অথবা ছিল না? তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ নিরাকরণ করিতেছেন—নাদ্য ইত্যাদি। অর্থাৎ ঘটাভিব্যক্তি সর্বদাই আছে" এই প্রকার স্বীকার করিলে তদ্ ব্যাপার—কারক ব্যাপার ব্যর্থতাপত্তি দোষ উপস্থিত হয়।

বিশেষ এই যে—যদি ব্যাপারের অভাবেই কার্য্যের উপলব্ধি অঙ্গীকার করিলে, সেই উপাদেয়ের নিত্যই উপলব্ধি প্রসঙ্গ হইবে ইহাই অর্থ। যদি বলেন তাহাতে কি ক্ষতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা হইলে নিত্য ও অনিত্য বিভাগ বিলোপ প্রাপ্ত হইবে! নিত্যানিত্য বিভাগ ভাষা পরিচ্ছেদে এই প্রকার বর্ণিত আছে সেই পৃথিবী নিত্যা ও অনিত্যা ভেদে দুই প্রকার, অণুলক্ষণা পৃথিবী নিত্যা; তাহা হইতে পৃথক যে পৃথিবী তাহা অনিত্যা, এই অনিত্যা পৃথিবীই অবয়বযুক্তা। এই অংশের সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী সেই পৃথিবী দ্বিবিধা নিত্যা ও অনিত্যরূপা: অণুলক্ষণা পরমাণুরূপা পৃথিবী নিত্যা।

তদন্যা—পরমাণুভিন্না পৃথিবী দ্ব্যণুকাদি তাহাই অনিত্যা পৃথিবী; সেই অনিত্যা পৃথিবীই অবয়ববতী ইহাই অর্থ। সুতরাং অভিব্যক্তির নিত্যতা স্বীকার করিলে এই প্রকার বিভাগের লোপ

তথাহি কারকব্যাপারাৎ প্রাক্ সা সতী ? অসতী বা ? নাদ্যঃ তদ্ব্যাপারবৈয়র্থ্যাৎ, নিত্যোপলব্ধি প্রসঙ্গাচ্চোপাদেয়স্য। ততশ্চ নিত্যানিত্যবিভাগো বিলুপ্যেত। তথাভিব্যক্তেরভিব্যক্ত্যন্তরেঽঙ্গীকৃতেঽনবস্থা। ন চান্ত্যঃ - অসৎ কার্য্যতাপত্তেঃ। তস্মাদসত উপদেয়স্যোৎপত্তিহেতুত্বেনার্থবত্ত্বং ব্যাপারস্য ইত্যসত্ত্বাদেবোপাদানাৎ ভিন্নমুপাদেয়মিতি বৈশেষিকাদিনয়াৎ পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে পরিহরতি—

ওঁ॥ তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥ওঁ॥২।১।৫।১৪॥

নিত্যেতি—সা পৃথিবী দ্বিবিধা নিত্যা অনিত্যা চ ইত্যর্থঃ। অণুলক্ষণা পরমাণুরূপা পৃথিবী নিত্যা। তদন্যা পরমাণুভিন্না পৃথিবী দ্ব্যণুকাদিঃ সৈবাপ্যনিত্যা ইত্যর্থঃ। সৈবানিত্যা পৃথিব্যেব অবয়বতীত্যর্থঃ। ইতি সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। অভিব্যক্তে র্নিত্যত্বে এবং প্রকারো বিভাগো লোপো ভবেদিত্যর্থঃ। কিঞ্চানবস্থাদোষোঽপ্যাপতেদিত্যাহুঃ—"তথা" ইতি।

অথ অভিব্যক্তিরসতী বা ? ইতি পক্ষো নিরাকুর্ব্বন্তি—নচেতি : এবং পূর্ব্বপক্ষস্য নিগমন প্রকারমাহুঃ - তস্মাদিতি। তস্মাৎ অসদিতি - অসদুপাদানাৎ সৎ উপাদেয়ং ভিন্নমিতি, ক্রিয়াকারিত্বাৎ ইতি পূর্ব্বপক্ষ বাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ—ইত্যেবং নৈয়ায়িকানাং পূর্ব্বপক্ষে সমুপস্থিতে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ - তদনন্যমিতি। তৎ—তস্মাৎ জীব-প্রকৃতিশক্তিযুক্তাৎ, জগদুপাদানাৎ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ অনন্যং অভিন্নমেবোপাদেয়ং জগদিতি। কুতঃ ? আরম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ ; স্পষ্টম্। তস্মাদিতি স্পষ্টম্। যেভ্যো বাক্যেভ্যঃ পরব্রহ্মণো জগদনন্যত্বং তানি দর্শয়ন্তি—বাচারম্ভণমিতি। বাচা ইতি ইদং

হইবে। অপর অভিব্যক্তির নিত্যতা স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষও আপতিত হয় ; তাহা বলিতেছেন তথা 'ইতি। এই রূপে অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি, তাহার অভিব্যক্তি, এবং তাহারও অভিব্যক্তি এই প্রকার অনবস্থা দোষ ঘটে। অনন্তর অভিব্যক্তি ছিল না, অথবা অনিত্যা, এই পক্ষ নিরাকরণ করিতেছেন ন চ' ইত্যাদি। যদি বলেন কারক ব্যাপারের পূর্বে অভিব্যক্তি ছিল না এইমত স্বীকার করিলে অসৎ কার্য্যাপত্তি হয়। এই প্রকার পূর্বপক্ষের নিগমন প্রকার বলিতেছেন অতএব অসৎ উপাদেয়ের উৎপত্তি ব্যাপারের কোন প্রকার অর্থকারিত্ব নাই। সুতরাং অসদুপাদান হইতে উপাদেয় ভিন্ন। এই বিষয়ে অনুমান এইরূপ—অসৎ উপাদান হইতে সৎ উপাদেয় ভিন্ন, ক্রিয় কারিত্ব হেতু বৈশেষিকাদি সিদ্ধান্ত হইতে এই প্রকার পূর্বপক্ষ উদ্‌ভাবন করা হইয়াছে। এই প্রকারপূর্বপক্ষ বাক্য ব্যাখ্যা।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার নৈয়ায়িকগণের পূর্বপক্ষ সমুপস্থিত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন তদনন্য' ইত্যাদি। তৎ অর্থাৎ জীব, প্রকৃতি শক্তিযুক্ত, জগতের উপাদান স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীগবিন্দদেব হইতে এই উপাদেয় জগৎ অভিন্ন বলিয়াই জানিতে হইবে ?

তস্মাৎ জীবপ্রকৃতি শক্তিযুক্তাৎ জগদুপাদানাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যদেবোপাদেয়ং জগৎ। কুতঃ? আরম্ভণেতি, আরম্ভণশব্দাদির্যেষাং তেভ্যো বাক্যেভ্যঃ। "বাচারম্ভণং বিকারনামধেয়ং

পরিদৃশ্যমানং জগৎ বাচারম্ভণং বাক্ পূর্ব্বকব্যবহারসিদ্ধম্ তদ্ বাগ্ ব্যবহারং দ্বিবিধং – বিকারং নামধেয়ঞ্চ : মৃত্তিকায়াঃ কম্বুগ্রীবাদি সংস্থান বিশেষং বিকারম্। ঘটাদিকং নামধেয়মিতি।

কিন্তু ঘটাদে র্মৃত্তিকা ইতি সত্যং ; এবং ইদং আকাশ-বায়ু-তেজ-জল পৃথিব্যাদি দ্রব্যং, স্বর্গ-নরকাদিকঞ্চ বিকারম্। ইন্দ্র-চন্দ্র-দেব-মানবাদিনামধেয়ং ব্রহ্মকার্য্যমেব, তস্য সর্ব্বকারণ-কারণরূপত্বাৎ, তস্মাৎ স এব সত্যমিতি শ্রুতেরর্থঃ। তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ম্—৫।১, ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

শ্রীগীতাসুচ—৭।৭, মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়॥ সদেবেতি যথা কারণৈক বিজ্ঞানেন কার্য্যজাতং সর্ব্ববিজ্ঞানং ভবতি তথা প্রতিপাদয়তি সদিতি ; হে সৌম্য! শান্তবুদ্ধে! শ্রীগুরু পদেশ গ্রহণ পাটো! অগ্রে সৃষ্টেরগ্রে নামরূপাভ্যাং ব্যাকরণাৎ পূর্ব্বং ইদং পরিদৃশ্যমানং জগৎ সৎ এব নামরূপ বিভাগরহিতং অতি সূক্ষ্মমেব আসীৎ ; তথাচ অতি সূক্ষ্মকার্য্যজাতং পরমকারণে পরমব্রহ্মণি

যে হেতু শ্রুতিতে আরম্ভণ শব্দসকলের দ্বারা তাহা স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। যে হেতু জীব প্রকৃতি শক্তিযুক্ত জগতের উপাদান ব্রহ্ম হইতে এই উপাদেয় জগৎ অনন্যই জানিতে হইবে। কারণ আরম্ভণ শব্দ আদি যে সকল বাক্যে বিদ্যমান আছে সেই বাক্য সকল হইতে জানা যায়। যে সকল বাক্য হইতে পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব হইতে জগতের অভিন্নতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, সেই বাক্য সকল প্রদর্শিত করিতেছেন—বাচারম্ভণ' ইত্যাদি বাচা – অর্থৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বাচারম্ভণ বাক্য পূর্ব্বক ব্যবহার সিদ্ধ।

এই বাক্য ব্যবহার দুই প্রকার বিকার ও নামধেয় ; মৃত্তিকারকম্বুগ্রীবাদি সংস্থান বিশেষের নাম বিকার। এবং তাহার যে ঘটাদি সংজ্ঞা তাহাকে নামধেয় বলে। কিন্তু ঘটাদি বিকারের 'মৃত্তিকা' ইহাই সত্য।

এই প্রকার আকাশ বায়ু তেজ জল পৃথিব্যাদি দ্রব্য, এবং স্বর্গ ও নরকাদি এই সকল বিকার। তথা ইন্দ্র চন্দ্র দেব মানবাদি নামধেয় সকল ব্রহ্মেরই কার্য্য, যে হেতু পরব্রহ্ম সকলকারণের কারণস্বরূপ ; অতএব তিনিই সত্য ইহাই শ্রুতির অর্থ। এই বিষয়ে শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সকলেরআদি, গোবিন্দ, সকলপ্রকার কারণের কারণ। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে পরতর বা শ্রেষ্ঠবস্তু আর অন্য কিছুই নাই। সদেব শ্রুতির ব্যাখ্যা – যে প্রকারে একমাত্র কারণ বিজ্ঞানের দ্বারা কার্য্য সকলের বিজ্ঞান হয় তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—সৎ' ইত্যাদি।

মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" (ছা॰ ৬।১।৪) "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছা॰ ৬।২।১) "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" (ছা॰ ৬।২।৩) "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎ প্রতিষ্ঠাঃ" (৬।৮।৪) ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" (ছা॰ ৬।৮।৭) ইত্যেবংবিধানি ছান্দোগ্যে বাক্যানি সান্তরাণ্যত্রবিবক্ষিতানি। তানি হি চিজ্জড়াত্মকস্য জগতস্তদ্‌যুক্তাৎ পরস্মাৎ

শ্রীগোবিন্দদেবে লীনমাসীৎ, স চ পরমকারণঃ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ; স্বেতর সর্ব্ববিলক্ষণঃ, স্বশক্ত্যেকসহায়বান্ শ্রীগোবিন্দদেব এব।

তথাহি শ্রীভাগবতে ৩।৫।২৩ ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ॥ টীকা চ শ্রীস্বামি চরনামাম্—ইদং বিশ্বং অগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং পরমাত্মা ভগবান্ এক এব আস আসীৎ ; আত্মনাং জীবানাং আত্মাস্বরূপম্ ; বিভু স্বামী চ ইতি। তদৈক্ষত ইতি—অথ অস্য মহাপ্রলয়ান্তবর্ত্তিনঃ স্বতন্ত্রস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সৃষ্টিকালে সমাগতে কর্ত্তব্যব্যাপারমাহ—তদিতি। তৎ পরম স্বতন্ত্রসত্ত্বাশ্রয়ং পরব্রহ্ম ; ঐক্ষত পর্য্যালোচয়ামাস ; কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ - অহং বহুস্যাং জগদ্‌রূপেণ অহমেব বহুরূপং স্যাম্ ; তদর্থং প্রজায়েয় তেজোঽবন্নাদিরূপেণ প্রকর্ষেণ জায়েয় ইত্যর্থঃ।

হে সৌম্য! সৃষ্টির অগ্রে এক অদ্বিতীয় সৎ স্বরূপে ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ—হে সৌম্য! শান্তবুদ্ধে! শ্রীগুরূপদেশগ্রহণ পটো! অগ্রে সৃষ্টির অগ্রে নাম ও রূপের দ্বারা বিভক্ত করার পূর্বে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৎ অর্থাৎ নাম ও রূপের বিভাগ রহিত অতিশয় সূক্ষ্মাবস্থায় ছিল ; অর্থাৎ সাতিশয় সূক্ষ্মকার্য্য সকল পরম কারণ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে লীন অবস্থায় ছিল। সেই পরম কারণ শ্রীগোবিন্দদেব এক ও অদ্বিতীয় ; অর্থাৎ—স্বেতর সর্ববিলক্ষণ, একমাত্র নিজশক্তি সহায় সম্পন্ন শ্রীগোবিন্দদেবই এই প্রকার এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে জীবগণের আত্মস্বরূপে বিভু-সর্বেশ্বর শ্রীভগবানই এই বিশ্ব সৃষ্টির অগ্রে বিদ্যমান ছিলেন।

এই শ্লোকের শ্রীস্বামিপাদের টীকা এই প্রকার—এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে পরমাত্মা ভগবান একাকী ছিলেন ; তিনি জীবগণের আত্মস্বরূপ; বিভু অর্থাৎ স্বামী। 'তদৈক্ষত' শ্রুতির ব্যাখ্যা—তিনি পর্য্যালোচনা করিলেন, আমি বহু হইয়া প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব। অর্থাৎ—এই মহাপ্রলয়ান্তবর্ত্তি স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের সৃষ্টিকাল সমাগত হইলে কর্ত্তব্য ব্যাপার বলিতেছেন - তৎ' ইত্যাদি। তৎ—পরম স্বতন্ত্র সত্ত্বাশ্রয় পরমব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব ঐক্ষত—পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। কি পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন? তদপেক্ষায় বলিতেছেন - আমি বহু হইব, জগৎরূপে আমিই অনেক হইব ; তাহার নিমিত্ত জাত হইব, অর্থাৎ—তেজ জল অন্নাদি ভাবে প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব ইহাই অর্থ।

এইশ্রুতির ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যপাদ বলেন—"তিনি পর্য্যালোচনা করিলেন—আমি বহুরূপে জাত হইব" এইস্থলে সৃজ্যমান তেজ জল অন্ন প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র স্থিরত্র স্বরূপ জগৎরূপে

অত্র শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যচরণাঃ—তথা "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" ইতি স্রক্ষ্যমানতেজঃ প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র স্থিরত্র সরূপ জগত্রেনাত্মনো বহুভবনং সংকল্প্য জগৎসর্গাভিধানাৎ কার্য্যভূতস্য জগতঃ পরমকারণাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বমবসীয়তে" ইতি।

সন্মূলাঃ" ইতি—'নেদমমূলমিতি' যদুক্তং তস্য ক মূলম্' ইতি জিজ্ঞাসায়াং শ্রীগুরুরাহ—হে সৌম্য! অন্নেন শুঙ্গেন আপো মূলমন্বিচ্ছ; অদ্ভিঃ শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ; তেজসা শুঙ্গেন সন্-মূলমন্বিচ্ছ; তস্মাৎ হে সৌম্য! ইমাঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মকাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সন্মূলাঃ, সৎ কারণমেব; ন কেবলং সৎ কারণাঃ কিন্তু ইদানীং বর্ত্তমানস্থিতিকালেঽপি সদায়তনাঃ; সৎ পরব্রহ্ম এব আয়তনং আশ্রয়ং যাষাং তাঃ সদায়তনাঃ তথা সৎপ্রতিষ্ঠা, অন্তে চ সদেব প্রতিষ্ঠাঃ সমাপ্তিরবসানং বা, তথাচ অস্মাল্লোকাৎ গমনং কৃত্বা স্বসাধনানুরূপং পার্ষদদেহং প্রাপ্য তত্র সতি পরব্রহ্মণি স্থীয়তে ইতি প্রতিষ্ঠাঃ, যদ্বা মহাপ্রলয়াবসরে ইমাঃ সর্ব্বা প্রজাঃ সর্ব্বাশ্রয়-সর্ব্বনিয়ামক পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব এব তিষ্ঠন্তি ইতি সৎপ্রতিষ্ঠাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বেষাং পদার্থানাং সৎশব্দবাচ্যঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব পরমাশ্রয় ইতি ভাবঃ।

পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের সৃষ্টিকাল সমাগত হইলে কর্ত্তব্য ব্যাপার বলিতেছেন—'তৎ' ইত্যাদি। তৎ—পরম স্বতন্ত্র সত্তাশ্রয় পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব ঐক্ষত পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। কি পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন? তদপেক্ষায় বলিতেছেন—আমি বহু হইব, জগৎরূপে আমিই অনেক হইব; তাহার নিমিত্ত জাত হইব, অর্থাৎ—তেজ জল অন্নাদি ভাবে প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব ইহাই অর্থ। এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যপাদ বলেন—"তিনি পর্য্যালোচনা করিলেন—আমি বহুরূপে জাত হইব" এইস্থলে সৃজ্যমান তেজ জল অন্ন প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র স্থিরত্র সরূপ জগৎ রূপে নিজের অনেক হইবার সঙ্কল্প করিয়া জগৎসৃষ্টিকথন হেতু কার্য্যভূত জগতের পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে অনন্য-ত্বই স্থিরীকৃত হইতেছে। সন্মূলা' শ্রুতির ব্যাখ্যা—হে সৌম্য! এই প্রজাগণের মূল সৎ, আশ্রয় সৎ, এবং প্রতিষ্ঠাও সৎ বলিয়া জানিবে।

আপনি যে বলিলেন তেজ অপ্, অন্নাদি অমূলক নহে, আমি জিজ্ঞাসা করি তাহার মূল কোথায়? শিষ্য এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীগুরুদেব বলিলেন—হে সৌম্য! অন্নময় শুঙ্গের দ্বারা আপের মূল অন্বেষণ কর, অপময় শুঙ্গের দ্বারা তেজের মূল অন্বেষণ কর, এবং তেজোময় শুঙ্গের দ্বারা সৎমূল অন্বেষণ কর, অতএব হে সৌম্য! এইস্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল প্রজা সন্মূল, প্রজাসকলের কারণও সৎ; কেবল সৎ কারণ মাত্রই নহে, ইদানীং প্রজাসকলের বর্ত্তমান স্থিতি কালেও সদায়তন, অর্থাৎ সৎ পর-ব্রহ্মই আশ্রয় যাহাদের তাহারা সদায়তন; এবং এই প্রজাসকলের সতই প্রতিষ্ঠা, অন্ত কালে সতই প্রতিষ্ঠা সমাপ্তি অথবা-অবসান। অর্থাৎ সাধকজীব ইহলোক হইতে গমন করিয়া নিজ সাধনানুরূপ পার্ষদদেহ লাভ করিয়া শ্রীগোলোকস্থ পরব্রহ্মে অবস্থান করে, ইহাই সৎপ্রতিষ্ঠা। অতএব সকল পদার্থের সৎশব্দবাচ্য শ্রীগোবিন্দদেবই একমাত্র পরম আশ্রয় ইহাই ভাবার্থ।

ব্রহ্মণোঽনন্যত্বং বদন্তি। তথাহি কৃৎস্নং জগৎ তাদৃক্ ব্রহ্মোপাদানকমতো ব্রহ্মাভিন্নমিতি হৃদি বিনিশ্চিত্যোপাদানভূত ব্রহ্মবিজ্ঞানেনোপাদেয়স্য জগতঃ কৃৎস্নস্য বিজ্ঞানং ভবতীতি আচার্য্যঃ প্রতিজজ্ঞে। "স্তব্ধোঽস্যুত তমাদেশমপ্রাক্ষঃ,যেনাশ্রুতং শ্রুতংভবতি" (ছা০ ৬।১।২-৩) ইত্যাদিনা।

ঐতদিতি। হে সোম্য! পূর্ব্বোক্তঃ সদাখ্য এব পরব্রহ্ম অস্য জগতোঽস্বিভাবস্য অতিশয় সুক্ষরূপস্য মূলং, ঐতদাত্ম্যং এতৎ সদাত্মা শ্রীভগবান্ অস্য সর্ব্বস্য আত্মা তৎ এতদাত্মং তস্য ভাব ঐতদাত্ম্যম্। তস্মাৎ সর্ব্বব্যাপক-সর্ব্বারাধ্য শ্রীভগবানেব ইদং সর্ব্বং জগৎ ইতি স এব কার্য্যকারণরূপ উভয়াত্মক ইত্যর্থঃ।

অথ প্রমাণবাক্যং প্রদর্শ্য সারার্থমাহুঃ—ইত্যেবংবিধানীতি। অথ ছান্দোগ্যাপনিষদুক্ত পিতা পুত্র সংবাদরূপমাখ্যায়িকায়াং ব্রহ্মণো জগদনন্যত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—তথাহি' ইত্যাদি। প্রতিজজ্ঞে ইতি। তথাচ মুণ্ডকে ১।১।৩ "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি" ইতি একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান বিষয়কং শৌনকস্য প্রশ্নঃ। স্তব্ধোঽসি ইতি; আসীৎ কিল মহর্ষিউদ্দালকস্য পুত্রঃ শ্বেতকেতু নামা; পিতা তমুবাচ হে সৌম্য! অস্মৎকুলে কোঽপি ব্রহ্মবন্ধুরিব বেদজ্ঞানিরহিতো নাভবাৎ তস্মাৎ ত্বং ব্রহ্মচর্য্যপালনার্থং বেদজ্ঞানলাভার্থঞ্চ গুরুগৃহং গচ্ছ; ততঃ শ্বেতকেতু গুরুগৃহে দ্বাদশবর্ষমারভ্য চতুর্বিংশতি বর্ষমাভিব্যাপ্য সর্ব্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনূচানমানী ভূত্বা স্বগৃহমাগতবান্; আগত্য চ পিতুর্বন্দনা

ঐতদ্ শ্রুতির ব্যাখ্যা—হে সৌম্য! পূর্ব্বোক্ত সৎ শব্দবাচ্য পরব্রহ্মই এই অণুরূপ জগতের অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্মরূপ জগতের মূল। ঐতদাত্ম্য—এই সদাত্মা শ্রীভগবান্ এই সকলের আত্মা, তাহা এতদাত্মা, তাহার ভাব ঐতদাত্ম্য। অতএব সর্ব্বব্যাপক সর্বারাধ্য শ্রীভগবানই এই সমস্ত জগৎ, সুতরাং তিনিই কার্যকারণরূপ উভয়াত্মক ইহাই অর্থ।

এইপ্রকার প্রমাণবাক্য প্রদর্শন করিয়া তাহাদের সারাংশ বলিতেছেন—এবং বিধানি ইত্যাদি। ছান্দোগ্যোপনিষদে এই প্রকার বাক্যসকল মধ্যে মধ্যে বিদ্যমান আছে, তাহা এইস্থলে বর্ণিত হইল। এই বাক্যগুলি চিৎ জড়াত্মক জগতের চিদচিৎ শক্তিযুক্ত পরব্রহ্ম হইতে অনন্য প্রতিপাদন করিতেছেন। অনন্তর ছান্দোগ্যোপনিষৎ কথিত পিতাপুত্র সংবাদ রূপ আখ্যায়িকাতে ব্রহ্ম হইতে জগতের অভিন্নতা প্রতিপাদন করিতেছেন - তথাহি' ইত্যাদি।

এই সমগ্র জগৎ চিদচিদ্ শক্তিমান্ সর্বনিয়ামক ব্রহ্মোপাদানক অতএব এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এই প্রকার হৃদয়ে নিশ্চয় করিয়া উপাদানভূত ব্রহ্ম বিজ্ঞানের দ্বারা উপাদেয় ভূত সমগ্র জগতের বিজ্ঞান হয়, আচার্য্য ইহাই প্রতিজ্ঞা করেন। এই বিষয়ে মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত আছে—হে ভগবন্ - কাহাকে নিশ্চিতরূপে জানিলে এই সকলের বিশেষ জ্ঞান হয়? এই স্থলে একবস্তু বিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব বিজ্ঞান বিষয়ক শ্রীশৌনকের প্রশ্ন দেখা যায়।

তদাশয়মবিদুষা শিষ্যেণান্য জ্ঞানাদনা জ্ঞানং ন সম্ভবতীতি বিমৃশ্য" "কথং নু ভগবঃ স আদেশঃ' (ছা॰ ৬।১।৩) ইতি পরিপৃষ্টঃ,স জগতো ব্রহ্মোপাদানকতাং বদিষ্যন্ লোক প্রতীতিসিদ্ধমুপাদেয়-স্যোপাদানাভেদং দর্শয়তি "যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন' (ছা॰ ৬।১।৪) ইত্যাদিনা।

দিকমকৃত্বা স্তব্ধ এব অতিষ্ঠৎ ; তং দৃষ্ট্বা পিতোবাচ—হে সৌম্য ! তং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধোঽসি, তদস্য কিং কারণম্ ? কিং ত্বং তমাদেশম প্রাক্ষ্যঃ ; কেবল শাস্ত্রাচার্য্য-উপদেশগম্য পরব্রহ্ম, সর্ব্বকারণঞ্চ যৎ তস্যোপদেশং শ্রীগুরোঃ সকাশাৎ প্রাপ্তোঽসি ? কিম্বা তৎ পরমকারণং ব্রহ্ম আচার্য্যং পৃষ্টবান্ ?

ননু কিং তদ্বস্তু যৎ পরমকারণং ভবতি ? ইত্যাপেক্ষায়ামাহ যেন ইতি। যেন-পরব্রহ্মবিষয় গুরূপদেশ শ্রবণেন অন্যৎ অশ্রুতমপি জীব প্রকৃতি কাল কর্ম্ম পরমাত্মাদি বিষয়মশ্রুতমপি শ্রুতং ভবতি ; "অমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি" বাক্যশেষম্। অন্যজ্ঞানাদিতি—কুসুমসৌরভ জ্ঞানেন কথং পৃথিব্যা জ্ঞানং ভবেৎ ? তজ্ জ্ঞানং যথা ন সম্ভবেৎ, তথা ইদং জড়ং প্রপঞ্চজ্ঞানেনাপি পরব্রহ্মজ্ঞানং ন সম্ভবেদিতি শিষ্যাশয়ঃ।

ইতি বিমৃশ্য শিষ্যঃ পৃচ্ছতি—কথমিতি। হে পিতঃ ! স আদেশঃ কথং নু কেন প্রকারেণ

স্তব্ধোঽসীতি—এই শ্রুতির ব্যাখ্যা—পুরাকালে মহর্ষি উদ্দালকের পুত্রের নাম ছিল শ্বেতকেতু পিতা উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলিলেন হে সৌম্য ! আমাদের কুলে কেহই ব্রহ্মবন্ধুর সমান বেদজ্ঞান রহিত হয় নাই। অতএব তুমি ব্রহ্মচর্য্য পালন ও বেদার্থ জ্ঞানলাভের নিমিত্ত গুরুগৃহে গমন কর। অনন্তর শ্বেতকেতু গুরুগৃহে দ্বাদশ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিয়া বেদ সকল অধ্যয়ন করিয়া মহামনা ও পণ্ডিতাভিমানী হইয়া নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তিনি গৃহে আসিয়া পিতাকে বন্দনা না করিয়া স্তব্ধের ন্যায় অবস্থান করিলেন। তাঁহার এই ব্যবহার দেখিয়া পিতা উদ্দালক জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সৌম্য ! তুমি মহামনা পণ্ডিতাভিমানী ও স্তব্ধ হইয়াছ, এইরূপ হওয়ার কারণ কি ? তুমি কি সেই উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছ ? যাহা কেবলমাত্র শাস্ত্র ও আচার্য্য দ্বারা উপদেশগম্য পরব্রহ্ম সর্বকারণ, তাহার উপদেশ শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ ? অথবা—পরমকারণ যে ব্রহ্ম তাহা আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ ?

যদি বল—সেই বস্তু কি যাহা পরমকারণ হয় ? পিতা তদুত্তরে বলিতেছেন যেন ইত্যাদি। যে পরব্রহ্ম বিষয়ক শ্রীগুরুদেবের উপদেশ শ্রবণের দ্বারা অন্য অশ্রবণ কৃত বস্তু, অর্থাৎ—জীব প্রকৃতি কাল কর্ম পরমাত্মাদি অশ্রুত বিষয়েরও শ্রবণ বা জ্ঞান হয়। 'অমনন করা বস্তুরও মনন হয়, অজ্ঞাত বস্তুরও জ্ঞান হয়" এই বাক্যটি শ্রুতির শেষাংশ।

মহর্ষি উদ্দালকের বাক্যের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া অর্থাৎ একবস্তু জ্ঞানের দ্বারা অন্য বস্তুর জ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব হয় ; অর্থাৎ—কুসুম সৌরভের জ্ঞানের দ্বারা পৃথিবীর জ্ঞান কি প্রকারে

একস্মাদেব মৃৎপিণ্ডোপাদানাৎ জাতং ঘটাদিসর্ব্বং তেনৈব বিজ্ঞানেন বিজ্ঞাতং স্যাৎ, ততোঽনতিরেকাৎ, এবমাদেশে ব্রহ্মণি সর্ব্বোপাদানে বিজ্ঞাতে তদুপাদেয়ং কৃৎস্নং জগৎ বিজ্ঞাতং ভবতীতি তত্রার্থঃ।

উপপন্নো ভবতি ? সর্ব্বপ্রকার নিষেধ স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানেন কথং জড়ঃ, মিথ্যারূপঃ প্রপঞ্চ জ্ঞানং ভবেৎ ; কিং বা জড়মিথ্যাপ্রপঞ্চ জ্ঞানেন কিং ব্রহ্ম জ্ঞানং ভবেৎ।

যথা' ইতি ; যেন আদেশশ্রবণেন অশ্রুতমপি শ্রুতং ভবতি ; এক বিজ্ঞানেন সর্ব্ব বিজ্ঞানং ভবতি একোপাদানকারণ জ্ঞানেন সর্ব্বকার্য্যং বিজ্ঞানং ভবতি, ইত্যাদি যথা ভবতি তথা সাবধানতয়া শৃণু হে সৌম্য ; একেন মৃৎপিণ্ডেন ঘটশরাবাদিকারণ ভূতেন বিজ্ঞানেন সর্ব্বং মৃদ্‌বিকার জাতং মৃন্ময়ং ঘট শরাবোদঞ্চনাদিকং মৃদাত্মকতয়া বিজ্ঞাতং ভবতি ; এবমেকমেব পরব্রহ্ম সর্ব্বকারণ বিজ্ঞানেন তৎ পরিণামং মৃদ্ জলাদি, দেবমানবাদি সর্ব্বং জানাতীতি শ্রীগুরোরাশয়ঃ।

ননু ইতি ; পূর্ব্বং যৎ ধীভেদং, শব্দভেদং প্রবৃত্তিভেদং আকারভেদং' কালভেদাদিকমুক্তং তন্নিরাকুর্ব্বন্তি ননু ইত্যাদি। অথ আরম্ভণ শব্দস্য সাধন প্রকার মাহুঃ আরভ্যতে" ইতি ; আরভ্যতে ইতি "টনঃ কর্ম্মাদৌ চ" (শ্রীহরি না০ ব্যা০ ৫।৪৬৪) ইতি সূত্রেণ আঙ্ পূর্ব্বকঃ রভ রাভস্যে কৌতুকে ইত্যর্থঃ' ইতাস্মাদ্ধাতোরুত্তরে কর্ম্মাণিবাচ্যে টন্ প্রত্যয়েন (ট্ ইৎ) আরম্ভণ পদং সিদ্ধ্যতি।

সম্ভব হইবে ? এই প্রকার জ্ঞান যেমন সম্ভব নহে, তথা এই জড় প্রপঞ্চ জ্ঞানের দ্বারাও পরব্রহ্মের জ্ঞান সম্ভব নহে ; ইহাই শিষ্যের অভিপ্রায়।

এই প্রকার বিচার করিয়াই শিষ্য শ্বেতকেতু পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন - হে ভগবন্। সেই আদেশ কি প্রকার ? অর্থাৎ—হে পিতঃ ! সেই আদেশ কি প্রকারে উপপন্ন হয় ? সর্বপ্রকার নিষেধ স্বরূপ ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা কি প্রকারে জড় মিথ্যা স্বরূপ প্রপঞ্চের জ্ঞান হইবে ? কিম্বা মিথ্যা প্রপঞ্চ জ্ঞানের দ্বারা কি প্রকারে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান হইবে ? এই প্রকার সন্দেহ করিয়া শ্বেতকেতু পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

পিতা উদ্দালক জগতের ব্রহ্মোপাদানকতা বলিবার অভিপ্রায়ে লোক প্রতীতি সিদ্ধ উপাদেয়ের উপাদান হইতে অভেদ প্রদর্শিত করিতেছেন যথা' ইত্যাদি। 'যথা' শ্রুতির ব্যাখ্যা - যে আদেশ শ্রবণের দ্বারা অশ্রুত বস্তুরও শ্রবণ হয় এক বিজ্ঞানের দ্বারা সকল বস্তুর বিজ্ঞান হয়, একটি উপাদান কারণ জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত কার্য্যের বিজ্ঞান হয়, ইত্যাদি যে প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহা বলিতেছি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।

হে সৌম্য ! একমাত্র মৃৎপিণ্ডের দ্বারা, অর্থাৎ—ঘট শরাবাদির কারণভূত মৎপিণ্ডের জ্ঞানের দ্বারা মৃৎবিকার জাত সকল মৃন্ময় ঘট শরাব উদঞ্চনাদি মৃত্তিকার বিকার হেতু সকলের জ্ঞান হয়।

ননু ধীশব্দাদি ভেদাদুপাদেয়মুপাদানাদন্যৎ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ—"বাচারম্ভণম্" (ছা॰ ৬।১।৪) ইতি, আরভ্যত ইতি আরম্ভণং কর্ম্মাণিল্যুট্, "কৃত্য ল্যুটো বহুলম্" (পা॰ ৩।৩।১১৩) ইতি স্মরণাৎ। মৃৎপিণ্ডস্য কম্বুগ্রীবাদিরূপসংস্থান সম্বন্ধে সতি বিকার ইতি নামধেয়মারব্ধং

অথ স্বয়মেব সাধন প্রকার মাহুঃ শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদাঃ - কর্ম্মণীতি। কৃত্য ইতি অষ্টাধ্যায়িসূত্রমিদং, ব্যাখ্যা চ—কৃত্যসজ্ঞক প্রত্যায়াঃ; তথাচ—শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে—৫।১৪৯ "বিধ্যাদ্যর্থে তব্যানীয় যৎ—ক্যপ্ ণ্যৎ - কেলিমা বিষ্ণুকৃত্য সংজ্ঞা ভাব কর্ম্মণোঃ" ইতি। ল্যুট্ চ যত্র বিহিতাঃ ততোঽন্যত্রাপি বহুলং যথা স্যাৎ তথা ভবন্তি।

অত্র "নপুংসকে ভাবেক্তঃ" (অষ্টা ৩।৩।১১৪) "ল্যুট্ চ" (৩।৩।১১৫) ইতি ভাববাচ্যে ল্যুট্ বিধানে, কৃদ্বাহুল্যাৎ কর্ম্মণিবাচ্যাদাবপি লুট্ ভবতীতি ভগবৎ শ্রীপাণিনিমতম্। অত্র শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যচরণাঃ-আরভ্যতে আলভ্যতে স্পৃশ্যতে ইত্যারম্ভণম্ : কৃত্যল্যুটো বহুলম্" (অষ্টা॰ ৩।৩।১১৩) ইতি কর্ম্মাণি ল্যুট্। বাচা ইতি তৃতীয়ার্থং নিরূপয়ন্তি—ফল ইতি। যথা "কৃষ্ণেন সুখম্" অত্র সুখসিদ্ধৌ কৃষ্ণো যোগ্য ইত্যর্থঃ। তদেতদুদাহরণেন স্পষ্টয়ন্তি ঘটেন ইতি! অতস্তস্যৈব ইতি—মৃদ্দ্রব্যস্য এব উপাদান উপাদেয়ভাবং, পূর্ব্বকালে পিণ্ডম্; উত্তরকালে দণ্ড চক্র সূত্র সলিল কুলালাদিকারণ কূটৈ র্ঘটমুৎপদ্যতে তত্তু মৃদাত্মকমেব নতু তস্মাদন্যদিতি ন ধী—শব্দাদি ভেদম্।

এই প্রকার সর্বকারণভূত পরব্রহ্ম বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁহার পরিণাম মৃত্তিকা জলাদি ও দেব মানবাদি সকল বস্তু জানিতে পারে, ইহাই শ্রীগুরুদেবের অভিপ্রায়। একমাত্র মৃৎপিণ্ড উপাদান হইতে জাত ঘটাদি সকল মৃৎপিণ্ডমাত্র বিজ্ঞানের দ্বারা জানা যায়; কারণ মৃৎপিণ্ড হইতে ঘটাদি কার্য্য ভিন্ন নহে এই প্রকার সমাদিষ্ট সর্বোপাদান ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্মের উপাদেয় বা কার্য্য সমগ্র জগৎ জানা হয় ইহাই ঐ শ্রুতির অর্থ।

শঙ্কা—পূর্বে যে বুদ্ধিভেদ, শব্দভেদ, প্রবৃত্তিভেদ, আকারভেদ কালভেদাদি বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিরাকরণ করিতেছেন ননু ইত্যাদি। পূর্বে বুদ্ধি ও শব্দাদি ভেদ হেতু উপাদেয় উপাদান হইতে অন্য বস্তু।

সমাধান—এই শঙ্কার সমাধন কল্পে বলিতেছেন,—বাচারম্ভণম্' ইত্যাদি। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক ব্যবহার সিদ্ধ। অনন্তর আরম্ভণ শব্দের সাধন প্রকার বলিতেছেন—আরভ্যতে ইত্যাদি। আরম্ভ করিতেছে' এই প্রকার আরম্ভণ" কর্মাদির উত্তরেও টন্ প্রত্যয় হয়" এই সূত্রের দ্বারা আঙ্ পূর্বক রভ—রাভস্যে ও কৌতুকে; এই রভ ধাতুর উত্তরে কর্ম্মাণি বাচ্যে টন্ প্রত্যয়ের দ্বারা আরম্ভণ পদ সিদ্ধ হয়।

ব্যবহর্ত্তৃভিঃ। কিমর্থং? তত্রাহ—"বাচা" (ছা॰ ৬।১।৪) ইতি, বাচা বাক্ পূর্ব্বকেণ ব্যবহারেণ হেতুনা। "ফলহেতুত্ব বিবক্ষয়া তৃতীয়া" ঘটেন জলমানয়' ইত্যাদি বাক্ পূর্ব্বক ব্যবহারসিদ্ধ্যর্থং মৃদ্দ্রব্যমেব জ্ঞান সংস্থান বিশেষং সং ঘটাদি নামভাগ্ ভবতি। তস্য ঘটাদ্যবস্থাপি "মৃত্তিকা"

তথাচ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—২।৭।৪১-৪২ তদ্ ব্রহ্ম তৎ পরং ধাম সদসৎ পরমং পদম্। যস্য সর্ব্বমভেদেন যতশ্চৈতচ্চরাচরম্॥ স এব মূল প্রকৃতি ব্যক্তরূপী জগচ্চ সঃ। তস্মিন্নেব লয়ং সর্ব্বং যাতি তত্র চ তিষ্ঠতি॥ তস্মাদ্ যন্নানাত্বধী বাক্ পূর্ব্বকব্যবহার সিদ্ধর্থমেব ইতি। এবং শ্রুতি প্রমাণং নিরূপ্য লৌকিক প্রমাণমাহুঃ—যথেতি।

অতঃপর শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ স্বয়ং আরম্ভণ পদের সাধন প্রকার বলিতেছেন— কর্মণি ইত্যাদি। কর্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় হয়; কৃত্য প্রত্যয়ের উত্তরে ল্যুট্ বহুল হয়। কৃত্য সংজ্ঞক প্রত্যয় শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে এই প্রকার বর্ণিত আছে – বিধি আদির অর্থে তব্য, অনীয়, যৎ, ক্যপ্ ণ্যৎ, কেলিমা এই সকল বিষ্ণুকৃত্য সংজ্ঞা' এই সকল ভাববাচ্যে ও কর্মবাচ্যে প্রয়োগ হয়। ল্যুট্ প্রত্যয় যে স্থানে বিধান করা হইয়াছে তাহা হইতে অন্যত্রও বহুল অর্থাৎ যেমন হইবে তেমনই হয়। এই স্থলে – নপুংসক লিঙ্গে ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয়; ল্যুট্ প্রত্যয়ও এই প্রকার হয়।

এই প্রকার ভাববাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়ের বিধান করিলে কৃৎ প্রত্যয়ের প্রয়োগ বাহুল্য হেতু কর্ম বাচ্যাদিতেও ল্যুট্ প্রত্যয় হয়, ইহা ভগবান্ শ্রীপাণিনি মুনির মত। এই স্থলে শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যপাদ বলেন - আরম্ভ করে, লাভ করে, স্পর্শ করে এই প্রকার আরম্ভণ, কৃত্যের পর বহুলভাবে ল্যুট্ প্রত্যয় হয়, অতএব কর্মবাচ্যে ল্যুট্ জানিতে হইবে।

মৃৎপিণ্ডের কম্বু গ্রীবাদিরূপ সংস্থান বিশেষের সম্বন্ধ হইলে ব্যবহারিকগণ কর্ত্তৃক ও নামধেয় রূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। কি নিমিত্ত এই প্রকার ব্যবহার করেন? তদুত্তরে বলিতেছেন— বাচা' ইত্যাদি। বাচা—বাক্য প্রয়োগ পূর্বক ব্যবহারের দ্বারা এই হেতু। এইস্থলে—ফল হেতুত্ব বিবক্ষায় তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। বিষয়টি উদাহরণের দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন—'ঘটেন' ইত্যাদি। ঘটের দ্বারা জল আনয়ন কর" ইত্যাদি শব্দ বাক্য পূর্বক ব্যবহার সিদ্ধির নিমিত্ত মৃত্তিকা দ্রব্যই জ্ঞান ও সংস্থান বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া ঘটাদি নামভাগী হয়। সুতরাং সেই মৃৎদ্রব্যের ঘটাদি অবস্থাও মৃত্তিকা এই নামই সত্য অর্থাৎ প্রামাণিক।

অতএব ঘটাদি ও মৃদ্দ্রব্যই এই প্রকার সত্য' কিন্তু ঘটাদি মৃত্তিকা হইতে দ্রব্যান্তর নহে। সুতরাং সেই মৃত্তিকারূপ দ্রব্যেরই কম্বুগ্রীবাদি সংস্থানের যোগমাত্রের দ্বারা :বুদ্ধিভেদ শব্দভেদাদির সম্ভব হয়। অর্থাৎ মৃৎদ্রব্যেরই উপাদান ও উপাদেয় ভাব সিদ্ধ হয়, পূর্বকালে পিণ্ডভাব; উত্তরকালে দণ্ড চক্র

ইত্যের নামধেয়ং সত্যং প্রমাণিকম্। ততশ্চ ঘটাদ্যপি মৃদ্দ্রব্যমিত্যেবং নতু দ্রব্যান্তরমিতি। অতস্তস্যৈব মৃদ্দ্রব্যস্য সংস্থানান্তরযোগমাত্রেণ ধীশব্দান্তরাদি সম্ভবতি।

যথা একস্যৈব চৈত্রস্যাবস্থাবিশেষ সম্বন্ধাৎ বালযুবাদি ধীশব্দান্তরাদি সম্ভবতি, মৃদাদ্যুপাদানে তাদাত্ম্যেন সদের ঘটাদি দণ্ডাদিনা নিমিত্তেনাভিব্যজ্যতে, নত্বসদুৎপদ্যতে, ইত্যভিন্নমেবোপাদেয়মুপাদানাৎ। ভেদেকিলোন্মানদ্বৈগুণ্যাপত্তিঃ। মৃৎপিণ্ডস্য গুরুত্বমেকং ঘটাদেশ্চৈকমিতি তুলারোহণে দ্বিগুণং তৎ স্যাদেবমন্যচ্চ। নতু শুক্তিরূপ্যাদিবদ্বিবর্ত্তঃ

অথ বিবর্ত্তবাদং নিরাকুর্ব্বন্তি—'ন তু' ইতি। বিবর্ত্তমিতি-সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে ১·২৮, ব্রহ্মণশ্চ উপাদানত্বং অদ্বিতীয় কূটস্থচৈতন্যরূপস্য ন পরমাণূনামিব আরম্ভকত্বরূপম্; ন বা প্রকৃতেরিব পরিণামিত্বরূপম্; কিন্তু অবিদ্যয়া বিয়দাদি প্রপঞ্চরূপেণ বিবর্ত্তমাণত্বলক্ষণম্" ইতি। তদসমসত্তাকো বিবর্ত্ত ইতি।

সূত্র সলিল কুলালাদি কারণ সমূহের দ্বারা ঘটের উৎপত্তি হয়; ঐ ঘট কিন্তু মৃত্তিকা স্বরূপই; মৃত্তিকা হইতে অন্য নহে, অতএব বুদ্ধিভেদ শব্দভেদাদির দ্বারা ভেদ হয় না; অর্থাৎ উপাদান ও উপাদেয়ের ভেদ সিদ্ধ হয় না।

এই বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে - তিনি ব্রহ্ম, তিনি পরমধাম, সদসৎ ও পরমপদ বা স্থান, যাহার সকল বস্তুতে অভেদরূপে অবস্থান যাহা হইতে এই চরাচর জাত হয়, সেই পরব্রহ্মই মূল প্রকৃতি, এবং তিনিই এই ব্যক্তরূপী জগৎ; মহা প্রলয়কালে সকল বস্তু তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, এবং তাহাতেই অবস্থান করে। অতএব যে নানাপ্রকার ভেদবুদ্ধি দেখা যায় তাহা বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক ব্যবহার সিদ্ধির নিমিত্তই জানিতে হইবে।

এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণ নিরূপণ করিয়া লৌকিক প্রমাণ বলিতেছেন—'যথা' ইত্যাদি। যেমন একজন চৈত্রেরই অবস্থাবিশেষ সম্বন্ধহেতু বাল্যাবস্থা যৌবনাবস্থাদি বুদ্ধিভেদ ও শব্দভেদাদির সম্ভব হয়; সেই প্রকার মৃত্তিকাদি উপাদানে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সৎ বা সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান ঘটাদি দণ্ড চক্রাদি নিমিত্তের দ্বারা অভিব্যক্তি হয়; কিন্তু মৃত্তিকাদি উপাদানে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অবিদ্যমান ঘটের উৎপত্তি হয় না; অতএব উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্নই জানিতে হইবে। যদি উপাদান ও উপাদেয়ের ভেদ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে উন্মানের (গুরুত্ব) দ্বিগুণতাপত্তি দোষ উপস্থিত হয়।

যেমন—মৃৎপিণ্ডের গুরুত্ব এক; এবং ঘটাদির গুরুত্ব অপর এক, এই ভাবে তুলাদণ্ডে আরোহণ করাইলে একটি বস্তুরই দ্বিগুণ গুরুত্ব হইবে। এই প্রকার আরও অন্যান্য বহুদোষ কার্য্যকারণের অভেদ স্বীকার করিলে আপতিত হয়; সুতরাং উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন। অনন্তর বিবর্ত্তবাদ নিরাকরণ

তৎ সদৃশঃ, তদসমসত্তাক ইতি তদ র্থঃ ; দৃষ্টান্তো যথা 'শুক্তৌ ইদং রজতম্" ইতি, অত্র শুক্তিঃ সদৃশঃ চাক্‌চিক্যাদিধর্ম্মযুক্তং শুক্তি অতিরিক্তং সত্তাযুক্তং পদার্থং রজতং, ইতি তস্মাৎ সাধর্ম্ম্যাৎ শুক্তৌ রজত ভ্রমমুৎপদ্যতে স এব বিবর্ত্তবাদঃ। দার্ষ্টান্তিকে—ব্রহ্মণি ইদং প্রপঞ্চম্" ইতি। অত্র ব্রহ্ম সদৃশং কেনাপি অংশেন প্রপঞ্চস্য সাধর্ম্ম্যাভাবাৎ ব্রহ্মণি জগদ্ ভ্রমমনুপপত্তিরেব। কিঞ্চ শুক্ত্যতিরিক্তং সত্তাযুক্তপদার্থং রজতম্ ; প্রপঞ্চস্তু ন ব্রহ্মাতিরিক্তং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি" ইতি ব্রহ্মায়ত্ত-স্থিতি প্রবৃত্তিমাত্রত্বাৎ প্রপঞ্চস্য।

অপিচ ন শুক্তেরুৎপদ্যতে রজতম্' প্রপঞ্চস্তু ব্রহ্মণ এব উৎপদ্যতে" "জন্মাদ্যস্য যতঃ" '১।১।২।২' "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইতি তত্র জন্মাদ্যধিকরণে ভবদ্ভিরপি স্বীকৃতম্, তস্মাৎ বিবর্ত্তবাদো বালুকাবদ্ধ বিবর্দ্ধনমিব বালানাং দন্তোদ্‌ঘাটনোপকরণ মাত্রমেব কিঞ্চ বিবর্ত্তবাদে দৃষ্টান্তবৈকল্যং দোষ-মপি প্রসজ্জ্যতে, তথাচ—দৃষ্টান্তে দ্বৌ জড়ৌ, দার্ষ্টান্তিকে জড়চেতনৌ, ।

অথ বিবর্ত্তবাদে দোষান্তরমাহুঃ—ন চেতি। ভিন্নমিতি বিবর্ত্তবাদে শুক্তি রজতাত্মকত্বেন ভ্রমমুৎপাদয়তি, তচ্চ রজতং ভিন্নপদার্থং ; অন্যত্র হট্টাদৌ বর্ত্ততে ; অতো বস্তুদ্বয়স্য অত্যন্ততাদাত্ম্যেন ভ্রমো ভবতি ; ন তু একস্যাদ্বিতীয়স্য পরব্রহ্মণঃ।

এবমিতি—অত্র "মৃত্তিকৈব সত্যম্" ইতি বক্তুমুচিতমিতি, ন তু "মৃত্তিকেত্যেব" ইতি। তথাত্বে "ইতি" শব্দস্য নিরর্থকতাপত্তেঃ। কিঞ্চ "নামধেয়মাত্রং হি এতদনৃতং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিত্যেষ ব্রহ্মণো দৃষ্টান্ত আম্নাতঃ" (শা০ ভা০ ২।১।৬।১৪) অত্র অনৃতং মিথ্যাদি পদাধ্যাহারাৎ শ্রুতিব্যাখ্যায়াং কষ্ট-কল্পনঞ্চ।

করিতেছেন—ন তু' ইত্যাদি। বিবর্ত্তবাদ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহে বর্ণিত আছে—অদ্বিতীয় কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের জগৎ কার্য্যের প্রতি উপাদানতা পরমাণু সকলের মত আরম্ভকরূপত্ব নহে এবং প্রকৃতির ন্যায় পরিণামিত্বরূপও নহে ; কিন্তু অবিদ্যার দ্বারা বিয়দাদি প্রপঞ্চরূপের দ্বারা বিবর্ত্তমান লক্ষণ হয়। অতএব ব্রহ্মের অসমসত্তাকের নাম বিবর্ত্ত।

তাহার সমান, ও তাহার অসমান সত্তাযুক্ত, ইহাই তাহার অর্থ, অর্থাৎ ব্রহ্মের সমান এবং ব্রহ্মের অসমান সত্তাযুক্তকে বিবর্ত্ত বলা হয়। এই স্থলে যেমন—শুক্তিতে ইহা রজত' এই প্রকার জ্ঞান ; এই স্থলে শুক্তিসদৃশ চাক্‌চিক্যাদি ধর্মযুক্ত শুক্তি হইতে অতিরিক্ত সত্তাযুক্ত পদার্থ রজত' এই প্রকার জ্ঞান হয়। অতএব সাধর্ম্য হেতু শুক্তিতে রজতের ভ্রম উৎপন্ন হয়, ইহাই বিবর্ত্তবাদ। এই প্রকার দার্ষ্টান্তিক স্থলে ব্রহ্মে এই মিথ্যা প্রপঞ্চের ভ্রম।

এই বিবর্ত্তবাদে এই প্রকার দোষ – ব্রহ্মের সমান কোন অংশের দ্বারা প্রপঞ্চের সাধর্ম্য-অভাব হেতু, ব্রহ্মে জগদ্ ভ্রমের উপপত্তি হয় না। কিন্তু শুক্তি হইতে অতিরিক্ত সত্তাযুক্ত পদার্থ রজত ; পক্ষা-ন্তরে প্রপঞ্চ ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ নহে।

ন চ শুক্তেঃ সকাশাৎ স্বতোঽন্যত্র সিদ্ধং রূপ্যমিব ভিন্নমিতি "এব" কারাৎ। এবং "ইতি" শব্দানর্থক্যং কষ্টকল্পনঞ্চ নিরস্তম্। ন চাভিব্যক্তি পক্ষস্য নির্ম্মূলত্বং

অতঃ 'যথা উপাদান স্বরূপা মৃত্তিকা সত্যং তথা তদুপাদেয়ভূতং ঘটাদিকার্য্যমপি সত্যমিতি শ্রুতেরর্থঃ। "এবং সৌম্য স আদেশো ভবতীতি" ছা০ ৬।১।৬। হে সৌম্য! যথা মৃদ্‌ঘটদৃষ্টান্তং তথা প্রকৃতে ব্রহ্মণি বোধ্যম্। তস্মাৎ নাস্তি বিবর্ত্তবাদস্য অবসরঃ।

ননু যথাস্মাকং শ্রুতিশাস্ত্রসিদ্ধং বিবর্ত্তবাদং কষ্টকল্পনমিতি বর্ণিতং; তথা ভবতামপি অভিব্যক্তি নির্ম্মূলা ইতি চেৎ তত্রাহুঃ ন চেতি। অথাভিব্যক্তেঃ সমূলত্বে শ্রীভাগবতবাক্যং প্রমাণয়ন্তি—কল্পান্তে ইতি। কল্পান্তে সৃষ্টেরন্তে কালসৃষ্টেন অন্ধেন নিবিড়েন তমসা আবৃতং সৃষ্টেরারম্ভে যঃ পুনঃ স্বয়ং রোচিঃ স্বপ্রকাশ স্বরূপ শ্রীভগবান্ স্বরোচিষা স্বশক্ত্যা ইদং জগৎ অভিব্যনক্—অভিব্যক্তমকরোৎ। টীকা চ শ্রী-স্বামিপাদানাম—তমসাবৃতং ইদং জগৎ যোঽভিব্যনক্ অভিব্যক্তমকরোৎ" ইত্যেষা। অপিচ শ্রীভাগবতে —৩।৫।২৭ ততোঽভবন্মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ।

কারণ ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বর্ণিত আছে - পরিদৃশ্যমান সকলবস্তু ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে জাত হয়, তাহাতে অবস্থান করে, এবং ব্রহ্মেই লীন হয়। সুতরাং প্রপঞ্চের ব্রহ্মায়ত্ত স্থিতি প্রবৃত্তি মাত্রতা সিদ্ধ হয়। আরও শুক্তি হইতে রজতের উৎপত্তি হয় না; কিন্তু প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়। এই বিষয়ে প্রমাণ—'এই প্রপঞ্চের যাহা হইতে জন্মাদি হয়। "যাহা হইতে এই ভূতসকল জাত হয়"। এই প্রকার জন্মাদ্যধিকরণে আপনারাও (বিবর্ত্তবাদিরাও) স্বীকার করিয়াছেন।

অতএব বিবর্ত্তবাদ বালুকার বন্ধন বিবর্ত্তনের সমান বালকগণের দন্তোদ্‌ঘাটনের উপকরণ মাত্র। পুনঃ বিবর্ত্তবাদে দৃষ্টান্ত বৈকল্যদোষও সংঘটিত হয়; যেমন—দৃষ্টান্তে শুক্তি ও রজত দুইটিই জড় পদার্থ। কিন্তু দার্ষ্টান্তিকে ব্রহ্ম এবং প্রপঞ্চ, প্রথমটি চেতন; দ্বিতীয়টি জড় পদার্থ। সুতরাং বিবর্ত্তবাদ শ্রুতি সম্মত নহে।

অনন্তর বিবর্ত্তবাদে দোষান্তর উদ্‌ঘাটন করিতেছেন—ন চ' ইত্যাদি। প্রপঞ্চ শুক্তির-সকাশ হইতে স্বতন্ত্রভাবে অন্যত্র সিদ্ধ রজতের সমান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। যে হেতু ছান্দোগ্য বাক্যে 'এব' কার বিদ্যমান আছে। এই প্রকার বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করিলে 'ইতি' শব্দের আনর্থক্য ও কষ্ট কল্পনা দোষ হয়; কিন্তু ব্রহ্ম কারণ বাদ স্বীকার করিলে 'ইতি' শব্দের আনর্থক্য এবং কষ্টকল্পনা দোষ নিরস্ত হয়। তাৎপর্য্য এই যে—বিবর্ত্তবাদে শুক্তি রজতাত্মক রূপের দ্বারা ভ্রম উৎপাদন করে; সেই রজত শুক্তি হইতে ভিন্ন পদার্থ, শুক্তি হইতে অন্যত্র হট্টাদিতে বর্ত্তমান থাকে; অতএব পরস্পর পৃথক দুইটি বস্তুর অত্যন্ত তাদাত্ম্য হেতু ভ্রম হয়; কিন্তু একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের ভ্রম হইবার কোন কারণ নাই।

শক্যং বক্তুম্ "কল্পান্তে কালসৃষ্টেন যোঽন্ধেন তমসাবৃতম্। অভিব্যনক্ জগদিদং স্বয়ং রোচিঃ স্বরোচিসা" (ভা॰ ৭।৩।২৬) ইত্যাদি প্রমাণসিদ্ধেঃ। ন চ সিদ্ধসাধনতানবস্থা বা দোষঃ।

বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ ॥ টীকা চ শ্রীস্বামিপাদানাম্—স্বদেহস্থং বিশ্বং বীজ-গতমঙ্কুরাদিরূপং বৃক্ষমিব ব্যঞ্জয়ন্ প্রকাশয়ন্, ইতি ইত্যাদি প্রমাণ সিদ্ধেঃ অভিব্যক্তিরেব শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তঃ।

অথ অভিব্যক্তিবাদে দোষদ্বয়মুদ্‌ভাবয়ন্তি ন চেতি।

যদি কার্য্যং পূর্ব্বসিদ্ধমেব তদা অভিব্যক্ত্যা পুনঃ সাধনং সিদ্ধসাধনমেব; কিঞ্চ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ মৃদভিব্যক্তিঃ, মৃদঃ পিণ্ডাভিব্যক্তিঃ, পিণ্ডাৎ কপালাভিব্যক্তিঃ, কপালাৎ ঘটাভিব্যক্তিঃ এবং অভিব্যক্তিঃ স্বীকারে অভিব্যক্ত্যন্তরঃ স্বীকারঃ, তৎ স্বীকারে পুনঃ তৎ স্বীকারঃ এবমনবস্থা দোষশ্চ স্যাৎ। উক্ত দোষদ্বয়ং নিরাকুর্ব্বন্তি—কারকেতি। কারকব্যাপারাৎ—ঘটনির্ম্মাণ কালে যৎ দণ্ড চক্র সূত্র সলিল বুলালা দীনাং কারক ব্যাপারং চেষ্টা ভবতি তৎ পূর্ব্বং অভিব্যক্তেঃ অস্বীকারাৎ।

"এবং" শব্দের অভিপ্রায় এই যে—বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করিলে "মৃত্তিকা এব সত্যম্" এই প্রকার বলা উচিত ছিল, কিন্তু "মৃত্তিকা ইতি এব" এই প্রকার নহে। তাহা হইলে 'ইতি' শব্দের নিরর্থকাতাপত্তি দোষ হয়। আরও—"নামধেয় মাত্রই এই সকল অনৃত, মৃত্তিকা এই প্রকারই সত্য' এইটি ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত কথিত হইল। এই স্থলে শ্রুতিব্যাখ্যায় অনৃত, মিথ্যা' ইত্যাদি পদের অধ্যাহার হেতু কষ্টকল্পনা করা হইয়াছে। অতএব উপাদান স্বরূপা মৃত্তিকা যে প্রকার সত্য সেই প্রকার মৃত্তিকার উপাদেয় ভূত ঘটাদি কার্য্যও সত্য ইহাই শ্রুতির অর্থ। "হে সৌম্য! সেই আদেশ এই প্রকার হয়" অর্থাৎ—হে বৎস! যে প্রকার মৃত্তিকা ও ঘটের দৃষ্টান্ত, সেই প্রকার প্রকৃতে ব্রহ্মেও দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে। অতএব শ্রুতি এবং সূত্রে বিবর্ত্তবাদের অবসর নাই।

শঙ্কা—এই স্থলে আমাদের (বিবর্ত্তবাদিদের) বক্তব্য এই যে—যে প্রকার আমাদের শ্রুতি শাস্ত্র প্রসিদ্ধ বিবর্ত্তবাদকে কষ্ট কল্পনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; সেই প্রকার আপনাদেরও অভি-ব্যক্তিবাদের কোন প্রকার মূল নাই।

সমাধান—এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে বলিতেছেন—ন চ' ইত্যাদি। আপনাদের (বিবর্ত্তবাদি-দের) সমান আমাদের অভিব্যক্তিপক্ষ নির্মূল বলিতে পারেন না। কারণ অভিব্যক্তি পক্ষের সমূলত্বে শ্রীভাগবত বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—কল্পান্তে' ইত্যাদি। কল্পান্তে সৃষ্টির অন্ত সময় কাল সৃষ্টিরদ্বারা অর্থাৎ কাল শ্রীভগবান কর্ত্তৃক সৃষ্ট নিবিড় অন্ধকার দ্বারা এই জগৎ আবৃত ছিল; সৃষ্টির প্রারম্ভে যিনি পুনরায় স্বয়ং রোচিঃ—স্বপ্রকাশ স্বরূপ শ্রীভগবান নিজশক্তির দ্বারা এই জগৎ অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই শ্লোকের শ্রীস্বামিপাদ কৃত টীকা—"তমসা আবৃত এই জগৎ যিনি অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন" শ্রী-ভাগবতে আরও বর্ণিত আছে—

কারকব্যাপারাৎ পূর্ব্বমভিব্যক্তেঃ সত্ত্বানঙ্গীকারাদভিব্যক্ত্যন্তরাঙ্গীকারচ্চ। ননু এবমসৎকার্য্যতাপত্তিঃ, পূর্ব্বমসত্যাস্তস্যাস্তদ্ব্যাপারেণোৎপাদ্যমানত্বাদিতি চেৎ, নৈবং, তস্যা কার্য্যত্বাভাবাৎ।

ইত্যনেন সিদ্ধ সাধনতা দোষো নিরস্তঃ। এবং ঘটাভিব্যক্ত্যনন্তরং অভিব্যক্তি স্বীকারাভাবাৎ নানবস্থা দোষাপত্তিঃ। অথ পুনঃ প্রকারান্তরেণ দোষমুদ্‌ভাবয়ন্তি—'ননু' ইতি। যথা—মৃদি ঘটাভিব্যক্তি স্বীকারে অসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ, মৃদি ঘটস্যাসত্ত্বাৎ। ইত্যেবমাশঙ্ক্য পরিহরন্তি নৈবমিতি। তস্যা অভিব্যক্তেঃ কার্য্যত্বাভাবাৎ।

অথ কার্য্যস্য লক্ষণমাহুঃ—স্বতন্ত্র ইতি তচ্চ—স্বতন্ত্রাভিব্যক্তিমত্বং তস্যাং অভিব্যক্তৌ নাস্তি; আশ্রয়াভিব ক্যৈব অভিব্যাক্তেরভিব্যক্তিঃ সিদ্ধেঃ। যথা ঘট প্রকাশেনৈব ঘটাভিব্যক্তিঃ সিদ্ধিঃ, অভিব্যক্তি ঘটয়োঃ সমবায়াৎ।

ননু—ঘটমভিব্যঞ্জয়িতুং দীপে প্রজ্জ্বলিতে পটাদিরপি অভিব্যজ্যতে ইতি; তস্মাৎ অভিব্যক্তে

অনন্তর কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অব্যক্ত হইতে মহত্তত্ত্ব হয়, বিজ্ঞানাত্মা অন্ধকার নাশক আত্মদেহস্থ বিশ্বকে অভিব্যক্ত করিয়া" ইত্যাদি। এইস্থলে শ্রীস্বামিপাদের টীকা—স্বদেহস্থ বিশ্বকে, অর্থাৎ বীজাভ্যন্তর স্থিত অঙ্কুরাদিরূপে বৃক্ষ অভিব্যক্ত হয়, সেই প্রকার প্রকাশ করিয়া। তদনন্তর স্বয়ম্ভূ শ্রীভগবান অব্যক্ত অভিব্যক্তি করিলেন; ইত্যাদি প্রমাণ সিদ্ধ হইতে জানা যায় অভিব্যক্তি পক্ষই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত।

অনন্তর বিবর্ত্তবাদিগণ অভিব্যক্তিবাদে দুইটি দোষ উদ্‌ভাবন করিতেছেন—ন চ' ইত্যাদি। আপনারা (বিবর্ত্তবাদিরা) অভিব্যক্তিবাদে সিদ্ধসাধনতা অথবা অনবস্থা দোষ বিদ্যমান আছে তাহা বলিতে পারেন না; অর্থাৎ যদি ঘটাদিকার্য্য পূর্ব হইতেই সিদ্ধ আছে, তবে অভিব্যক্তির দ্বারা পুনরায় তাহার সাধন করা তাহা সিদ্ধ সাধনতা দোষ হয়।

অপর ব্রহ্মের সকাশ হইতে মৃত্তিকার অভিব্যক্তি, মৃত্তিকা হইতে পিণ্ডের অভিব্যক্তি, পিণ্ড হইতে কপালের অভিব্যক্তি; কপাল হইতে ঘটের অভিব্যক্তি; এই প্রকার অভিব্যক্তি স্বীকারের নিমিত্ত অন্য অভিব্যক্তির স্বীকার করা; পুনঃ অভিব্যক্তি স্বীকারের জন্য অন্য অভিব্যক্তি স্বীকার করা; এই প্রকারে অনবস্থা দোষ হইবে। উক্ত দোষদ্বয়ের নিরাকরণ করিতেছেন—কারক' ইত্যাদি। কারক ব্যাপারের পূর্বে অভিব্যক্তির সত্ত্বা অঙ্গীকার করা হয় নাই।

অর্থাৎ ঘট নির্মাণ কালে যে দণ্ড চক্র সূত্র সলিল কুম্ভাকারাদির কারক ব্যাপার - চেষ্টা হয় তাহার পূর্বে অভিব্যক্তি স্বীকার করা হয় নাই। ইহার দ্বারা সিদ্ধ সাধনতা দোষ নিরস্ত হইল। এই প্রকার অভিব্যক্ত্যন্তর অঙ্গীকার না করা হেতু অনবস্থা দোষও হয় না। অর্থাৎ ঘটাভিব্যক্তির পর অভিব্যক্তি স্বীকারের অভাব হেতু অনবস্থা দোষাপত্তিও হয় না।

স্বতন্ত্রাভিব্যক্তিমত্ত্বং কিল কার্য্যত্বং, তচ্চ তস্যাং নাস্তি। আশ্রয়াভিব্যক্ত্যৈব তৎ সিদ্ধেঃ। তদ্ব্যাপারেণ সংস্থান যোগরূপাভিব্যক্তি নিয়তাভিব্যঙ্গ্যেতি প্রকৃতে ন কিঞ্চিদবদ্যম্। যত্তু

র্নিয়তোঽভিব্যঙ্গবিশেষো ন দৃষ্টঃ ; এবং ঘটার্থেন কারকব্যাপারেণ পটাদিরপি অভিব্যজ্যেত ইতি ; যথা মৃৎপিণ্ড দণ্ড চক্রকুলালাদি কারণ কূটৈ র্ঘটনির্ম্মাণে আরভ্যমানে যথা ঘটাভিব্যক্তির্ভবতি, তথা পটাভিব্যক্তিরপি ভবতু ; অভিব্যক্তেরেকরূপত্বাৎ ; অনিয়তাভিব্যঙ্গত্বাৎ ; ইতি চেৎ—তত্রাহুঃ—তদিতি। তদ্ ব্যাপারেণ কারকব্যাপারেণ নিষ্পন্নঘটাদি সংস্থানরূপ - কম্বুগ্রীবাদিরূপ্যভিব্যক্তিঃ নিয়তাভিব্যঙ্গ্যা ; তস্মাৎ ন দীপে প্রজ্বলিতে ঘটেন সহ পটোঽভিব্যজ্যতে ; ঘটপটয়োঃ পৃথগ্ দ্রব্যত্বাৎ ঘটদ্রব্যেণ ঘটোঽভি-ব্যজ্যতে, ন তু পট ইতি ; এবং ঘটার্থেন কারকব্যাপারেণ ন পটোঽভিব্যজ্যতে ; তয়োরুপাদানভেদাৎ। কিঞ্চ অভিব্যক্তি দ্বিধা আবৃত্তিভঙ্গঃ সংস্থান যোগশ্চ ; তত্রাদ্যঃ – যথা তিলেভ্যোঃ তৈলম্, তত্তু অভিব্যক্তৌ পুনরাবৃত্তির্ন ভবেৎ। তত্র তু তিলাৎ ন পুনরভিব্যজ্যতে তৈলম, অতঃ দোষএব বিদ্যতে।

অতপর পুনরায় অভিব্যক্তিবাদে প্রকারান্তরে দোষ উদ্ভাবন করিতেছেন নন্থ ইত্যাদি। এই প্রকারে অসৎকার্য্যাপত্তি দোষ উপস্থিত হয় ; অর্থাৎ—কারক ব্যাপারের পূর্বে মৃৎপিণ্ডে ঘটাভিব্যক্তির অভাব স্বীকার করিলে অসৎকার্যবাদ স্বীকার করা হইল। পূর্বে মৃৎপিণ্ডাদিতে ঘটাদির অভিব্যক্তির অভাব ছিল, তাহার কারক ব্যাপারের দ্বারা অভিব্যক্তির উৎপাদন স্বীকার করা হেতু অসৎকার্য্যবাদ হয়। তাৎপর্য্য এই যে-মৃত্তিকাতে ঘটের অভাব হেতু কারক ব্যাপারের দ্বারা ঘটাভিব্যক্তি স্বীকার করিলে অসৎ কার্য্যবাদ প্রসঙ্গ হইবে ; যে হেতু মৃত্তিকাতে ঘটের সত্বা নাই।

এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া পরিহার করিতেছেন—নৈবম্' এই কথা বলিতে পারেন না। যে হেতু সেই অভিব্যক্তি কার্য্যত্বের হয়। অনন্তর কার্য্যের লক্ষণ বলিতেছেন স্বতন্ত্র' ইত্যাদি। যাহা স্বতন্ত্র অভিব্যক্তিমান তাহা কার্য্য . তাহা অভিব্যক্তিতে নাই। আশ্রয়াভিব্যক্তির দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ—স্বতন্ত্রাভিব্যক্তিমত্বা অভিব্যক্তিতে নাই , আশ্রয়াভিব্যক্তির দ্বারাই অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি সিদ্ধ হয় . যেমন—ঘট প্রকাশের দ্বারাই ঘটাভিব্যক্তি সিদ্ধ হয় . যে হেতু অভিব্যক্তি ও ঘট সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে।

শঙ্কা—এইস্থলে আমাদের (অসৎকার্যবাদিদের) আশঙ্কা এই যে—ঘটকে অভিব্যক্তি করিতে প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলে পটাদিও আভিব্যক্ত হয় ; অতএব অভিব্যক্তির নিয়ত অভিব্যঙ্গ বিশেষ দেখা যায় না. এই প্রকার ঘটনির্মাণের নিমিত্ত কারক ব্যাপারের দ্বারা পটাদি ও অভিব্যক্ত হয়। যেমন—মৃৎপিণ্ড দণ্ড চক্র কুম্ভকারাদি কারণ সমূহের দ্বারা ঘটনির্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিলে যে প্রকার ঘটাভিব্যক্তি হয় : সেই প্রকার পটেরও অভিব্যক্তি হউক। যে হেতু অভিব্যক্তির কোন প্রকারান্তর নাই, তাহা এক প্রকারই। যে হেতু অভিব্যক্তি অনিয়ত স্বভাব।

অসতঃ কার্য্যোৎপত্তিরিতি বদন্তি তন্মন্দম্ ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ। তথাহি ব্যাপারাৎ প্রাগসচ্চেৎ

দ্বিতীয়ে তু নিয়তোঽভিব্যঙ্গ ইতি-তথাচ পরব্রহ্মণঃ সৃষ্টিবিষয়ে দোষাভাবাৎ অবয়ব সংস্থান সম্বন্ধরূপাভিব্যক্তেঃ সংযতনিয়মত্বাৎ প্রকৃতে দোষাভাব ইত্যর্থঃ। অথ অসদ্‌বাদং নিরাকুর্ব্বন্তি—যত্তু ইতি। তথাচ গৌতমসূত্রম্—৪।১।৪৯ "প্রাগুৎপত্তেরুৎপত্তিধর্ম্মকমসদিত্যদ্ধা উৎপাদব্যয় দর্শনাৎ" বিশ্বনাথবৃত্তিঃ—উৎপত্তিধর্ম্মকং উৎপত্তিধর্ম্মকত্বেনোপলভ্যমানং পটাদিকং উৎপত্তেঃ প্রাগসদিতি অদ্ধা তত্ত্বম্ ; উৎপাদনাশয়োঃ প্রমিতত্বাৎ, ইদানীং ঘটো বিনষ্ট ইতি প্রত্যয়াৎ ; সতস্তু নোৎপত্তিসম্ভবঃ ; উৎপন্নপুনরুৎপাদ প্রসঙ্গাৎ। ইতি।

সমাধান—এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে বলিতেছেন—তৎ' ইত্যাদি। তাহার ব্যাপারের দ্বারা, অর্থাৎ কারক ব্যাপারের দ্বারা নিষ্পন্ন ঘটাদিসংস্থান যোগ রূপ কম্বুগ্রীবাদি রূপাভিব্যক্তি নিয়তা ভিব্যঙ্গ স্বরূপ ; সুতরাং প্রকৃতে ব্রহ্মকারণ বাদে অথবা অভিব্যক্তিবাদে কোন প্রকার দোষ নাই। অতএব প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলে ঘটের সহিত পটের অভিব্যক্তি হয় নাই। যে হেতু পট ও ঘট পৃথক দ্রব্য। ঘট দ্রব্যের সহিত ঘট অভিব্যক্ত হয় কিন্তু পট হয় না। এই প্রকার ঘট নির্মাণের নিমিত্ত কারক ব্যাপারের দ্বারা পট অভিব্যক্ত হয় না। যে হেতু ঘট ও পটের উপাদানের ভেদ বিদ্যমান আছে। বিশেষ কথা এই যে—অভিব্যক্তি দুই প্রকার আবৃত্তিভঙ্গ ও সংস্থানযোগ রূপ। তন্মধ্যে প্রথম আবৃত্তিভঙ্গ এই প্রকার--যেমন তিল হইতে তৈল ; তাহা অভিব্যক্তি হইলে তাহা আর পুনরায় আবৃত্তি হইবে না। এই স্থলে তিল হইতে পুনঃ তৈল অভিব্যক্ত হয় ন, অতএব এই আবৃত্তিভঙ্গ বাদে কিঞ্চিৎ দোষ বিদ্যমান আছে। দ্বিতীয়ে সংস্থানযোগ রূপ অভিব্যক্তি বাদে নিয়ত অভিব্যঙ্গ হয়। সুতরাং পরব্রহ্মের সৃষ্টি বিষয়ে দোষাভাব হেতু অবয়ব সংস্থান সম্বন্ধ রূপ অভিব্যক্তির সংযত নিয়ম হেতু প্রকৃতে অভিব্যক্তি বাদে কোন প্রকার দোষ নাই ইহাই অর্থ। অতঃপর অসৎকার্য্যবাদ নিরাকরণ করিতেছেন যত্তু' ইত্যাদির দ্বারা। এই বিষয়ে গৌতমসূত্র এই প্রকার-উৎপত্তিধর্মক উৎপত্তির পূর্বে অসৎছিল ইহাই তত্ত্ব ; যে হেতু উৎপাদনশীল বস্তুর নাশ দেখা যায়। এই সূত্রের বিশ্বনাথবৃত্তি এইরূপ-উৎপত্তি ধর্মকত্বরূপে উপলভ্যমান পটাদি উৎপত্তির পূর্বে অসৎছিল ইহাই সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবে ; যে হেতু উৎপত্তি এবং নাশ এই উভয় বস্তু অসৎ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন ইদানীং ঘট উৎপন্ন হইল, ইদানীং ঘট বিনষ্ট হইল' এই প্রকার প্রত্যয় হেতু উৎপত্তি বিনাশ অসৎ। সৎ বস্তুর কখনও উৎপত্তি সম্ভব নহে। সৎ বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করিলে পুনরুৎপাদ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। এবং কণাদকৃত সূত্রও এই প্রকার আছে—ঘটাদির ক্রিয়া ও গুণের ব্যপদেশের অভাব হেতু উৎপত্তির পূর্বে অসৎ ছিল। এই সূত্রের উপস্কার ব্যাখ্যা—প্রাক অর্থাৎ—কার্য্যোৎপত্তির পূর্বে কার্য্য ঘটাদি অসৎ তৎকালিন-ঘটোৎপত্তিকালিন ঘট জনকাভাব প্রতিযোগী ইহাই অর্থ।

কার্য্যং তর্হি সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বমুৎপদ্যেত, সর্ব্বত্র সর্ব্বাভাব সৌলভ্যাৎ। তিলেভ্যস্তৈলমিব

এবং কণাদসূত্রঞ্চ—৯।১।১ "ক্রিয়া গুণ ব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ" উপস্কারঃ—প্রাগিতি কার্য্যোৎপত্তেঃ প্রাক্ কার্য্যং ঘটপটাদি অসৎ, তৎ কালিন স্বজনকাভাব প্রতিযোগীত্যর্থঃ। অত্র হেতুঃ ক্রিয়াগুণ ব্যপদেশাভাবাৎ। যদি তদানীমপি কার্য্যং ঘটাদি সদেব স্যাৎ তদা ক্রিয়াবত্ত্বেন গুণবত্ত্বেন চ ব্যপদিশ্যেত, যথা উৎপন্নে ঘটে 'ঘটস্তিষ্ঠতি' ঘটশ্চলতি' 'রূপবানয়ং দৃশ্যতে ঘটঃ' ইত্যাদি প্রকারেণ ব্যপদিশ্যতে, ন তথা উৎপত্তেঃ প্রাগপি ব্যপদেশোঽস্তি; তেন গম্যতে তদানীমসদিতি। ইতি চ। ইতি অসতঃ কার্য্যোৎপত্তিরিতি অসদুপাদানাৎ ঘট পটাদি সৎ কার্যোৎপত্তিঃ ভবতীতি বদন্তি তন্নোপপদ্যতে, বিচারাযোগ্যত্বাৎ।

এই বিষয়ে হেতু—ক্রিয়া গুণ ব্যপদেশের অভাব হেতু। যদি ঘটোৎপত্তির পূর্বকালে কার্য্য-ঘটাদি সৎ-বর্ত্তমান থকে, তবে সেই কালে ঘটকে ক্রিয়াবত্ত্বরূপে গুণবত্ত্বরূপে ব্যপদেশ করা হইত, যেমন উৎপন্ন কালীন ঘটে- "ঘট অবস্থান করিতেছে" "ঘট রূপবান্ দেখা যাইতেছে" "ঘট চলিতেছে" এইপ্রকার ব্যপদেশকরা হইত, কিন্তু সেই প্রকার উৎপত্তির পূর্বে ব্যপদেশ করা হয় না। ইহার দ্বারা এই বুঝা যায় তদানীং উৎপত্তির পূর্বে ঘটাদি ছিল না।

অতএব অসৎ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি হয় : অর্থাৎ অসদুপাদান হইতেই ঘটাদি সৎকার্য্যের উৎপত্তি হয়। অসৎকার্য্যবাদিরা যে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন তাহা উপপন্ন হয় না; যে হেতু তাহা বিচারের অযোগ্য। অনন্তর ক্ষোদাক্ষম প্রকার প্রতিপাদন করিতেছেন—তথাহি' ইত্যাদি। ব্যাপারের পূর্বে কার্য্য যদি অসৎ হয়; তবে সকল পদার্থ হইতে সকলের উৎপত্তি হইবে। অর্থাৎ—কুম্ভকারাদির কারক ব্যাপারের পূর্বে ঘটাদি কার্য্য যদি অসৎ হয়, তবে সকল বস্তু হইতে সকলের উৎপত্তি হইবে; যেমন সূত্ররূপ উপাদান হইতে ঘট উৎপন্ন হইবে; মৃত্তিকা উপাদান হইতে পট উৎপন্ন হইবে ইত্যাদি। অপর সর্বত্র সর্বোপাদানের অভাব সুলভ হওয়া হেতু, অর্থাৎ—ঘটকারণ মৃত্তিকাতে ঘট কার্য্যের অভাব, পটের কারণ যে তন্তু তাহাতে পটকার্য্যের অভাব হেতু অসৎকার্য্য বাদ বিচারের অযোগ্য। ব্যাপারের পূর্বে কারণে কার্য্যের অসত্তা স্বীকার করিলে দোষান্তরের সম্ভাবনা হয় তাহা বলিতেছেন—তিলেভ্যঃ' ইত্যাদি। যে প্রকার তিল হইতে তৈল উৎপন্ন হয় সেই প্রকার দুগ্ধ প্রভৃতি ও উৎপন্ন হইবে; কিন্তু তাহা হয় না। অসৎকার্য্যবাদে দোষান্তর বলিতেছেন- অকর্ত্তৃকা" ইত্যাদি। উৎপত্তির কেহ কর্ত্তা হইবে না, যে হেতু কার্য্যের কোন পূর্ব সত্ত্বা নাই। অর্থাৎ—"ঘটজাত হইতেছে" এই স্থলে ঘটের উৎপত্তি কর্তৃত্ব প্রতীতি হইতেছে; উৎপত্তির পূর্বে ঘটের অত্যন্তাভাব স্বীকার করিলে তাহার ঘট কর্তৃত্ব বলিতে সমর্থ হইবেন না। সুতরাং ঘটোৎপত্তি অকর্তৃকা হইয়া যায়। এই প্রকার কি ভাবে হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—কার্য্যের" ইতি। কারণে কার্য্যের অত্যন্তাভাব হেতু। অনন্তর

ক্ষীরাদিকমপ্যুৎপন্নং স্যাৎ। অকর্ত্তৃকা চোৎপত্তিঃ কার্য্যস্যাসত্ত্বাৎ। ন চ কারণনিষ্ঠা শক্তিরেব কার্য্যং নিযচ্ছেদিতি বাচ্যম্ অসতা সহাসম্বন্ধাৎ। কিঞ্চোৎপত্তিরুৎপদ্যতে? ন বা? আদ্যে অনবস্থা। অন্ত্যেঽপি অসত্ত্বাৎ নিত্যত্বাদ্বা অনুৎপত্তিরিতি পক্ষদ্বয়মসাধু। সর্ব্বদাকার্য্যানু

অথ ক্ষোদাক্ষমত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—তথাহীতি। কুলালাদি কারক ব্যাপারাৎ প্রাক্ ঘটাদিকার্য্যং চেদ সদ্ ভবতি তর্হি সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বমুৎপদ্যতে; সূত্রোপাদানাৎ ঘটমুৎপদ্যতে; মৃত্পাদানাৎ পটমুৎপদ্যতে ইতি। কিঞ্চ সর্ব্বত্রেতি—ঘটকারণে তন্তৌ পট কার্য্যাভাবাৎ; তথাত্বে দোষমাহুঃ—তিলেভ্য ইতি। দোষান্তরঞ্চ অকর্ত্তৃকা চোৎপত্তিরিতি। "ঘটো জায়তে" ইত্যত্র ঘটস্যোৎপত্তি কর্ত্তৃত্বং প্রতীতং প্রাগুৎপত্তে র্ঘটস্য অত্যন্তমসত্বে তস্য ঘটকর্ত্তৃত্বং ন শক্যং বক্তুম্' ইতি অকর্ত্তৃকা ঘটোৎপত্তিরিত্যর্থঃ। কুত এবং স্যাৎ? তত্রাহুঃ—কার্য্যস্যেতি। কারণে কার্য্যস্য অসত্ত্বাৎ। অথ প্রকারান্তরেণ অসৎকার্য্যবাদং নিরাকুর্ব্বন্তি ন চেতি।

ননু কুলালাদি নিমিত্ত কারণনিষ্ঠা শক্তিরেব ঘটাদিকার্য্যং নিযচ্ছেৎ—নিয়ম্যনিয়ামকো ভবেদিতি চেৎ তত্রাহুঃ—অসতা ইতি কার্য্যস্য অসত্বাৎ তেনাসতা কার্য্যেণ সহ কুলালাদিকারণনিষ্ঠা শক্তেঃ তত্র নিয়ম্য-নিয়ামক ভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধো ন সম্ভবেৎ; সত এব পদার্থস্য সম্বন্ধো দৃশ্যতে, ন তু আকাশকুসুমস্য বন্ধ্যানন্দনস্য বা কেনাপি সহ সম্বন্ধো দৃশ্যতে শ্রূয়তে বা। তস্মাৎ অসৎকার্য্যবাদং স্বগোষ্ঠিষু মনোবিনোদমাত্রম্, ন তু সিদ্ধান্তকক্ষামারোঢ়ুমর্হতীতি।

প্রকারান্তরে অসৎকার্য্যবাদ নিরাকরণ করিতেছেন - ন চ' ইত্যাদি। আপনারা (অসদ্‌বাদিরা) যদি বলেন—"কারণ নিষ্ঠাশক্তিই কার্য্য উৎপাদন করে" এই প্রকার কল্পনা করা উচিৎ নহে; যে হেতু অসতের সহিত সম্বন্ধ হয় না। অর্থাৎ যদি বলেন কুম্ভকারাদি নিমিত্তকারণ নিষ্ঠা যে শক্তি, সেই শক্তিই ঘটাদিকার্য্যকে নিয়মিত করে' অর্থাৎ নিয়ম্য নিয়ামক হয়।

তদুত্তরে বলিতেছেন—কার্য্যের অসত্ব হেতু, সেই অসৎ কার্যের সহিত কুলালাদি নিমিত্ত কারণ নিষ্ঠা শক্তির নিয়ম্য নিয়ামক ভাব সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। সৎ পদার্থেরই সম্বন্ধ দেখা যায়; কিন্তু আকাশকুসুমের; অথবা বন্ধ্যা নন্দনের কাহারও সহিত সম্বন্ধ দেখা যায় বা শ্রবণ করা যায় কি? অতএব অসৎকার্য্যবাদ নিজগোষ্টির মধ্যে মনোবিনোদন করা মাত্র, তাহা সিদ্ধান্তকক্ষা আরোহণ করে না। অনন্তর স্থুণানিখনন ন্যায়ের দ্বারা পুনরায় অসৎকার্য্যবাদ নিরাকরণের ইচ্ছায় শঙ্কা উৎপাদন করিতেছেন—কিঞ্চ" ইত্যাদি। আরও—উৎপত্তি উৎপন্ন হয়? অথবা উৎপত্তি হয় না? অর্থাৎ—অসৎকার্য্যবাদে ঘটাদির যে উৎপত্তি তাহা উৎপন্ন হয়? অথবা হয় না? আদ্য পক্ষে অনবস্থা; অর্থাৎ - যদি উৎপত্তির উৎপত্তি হয়, তাহা স্বীকার করিলে; উৎপত্তির উৎপত্তি, পুনঃ তাহার উৎপত্তি, আবার উৎপত্তির উৎপত্তি,

পলম্ভোপলম্ভ প্রসঙ্গাৎ ননূৎপত্তেঃ স্বয়মুৎপত্তিরূপত্বাৎ কিমুৎপত্ত্যন্তরকল্পনয়া' ইতিচেৎ ? সমমেতদভিব্যক্তাবিতি হি বক্তব্যম্ ॥১৪॥

অথ স্থূণাখনন ন্যায়েন পুনরসৎকার্য্যবাদং নিরাকর্ত্তুমিচ্ছন্ শঙ্কামুৎপাদয়ন্তি—কিঞ্চেতি। অথ অসৎকার্য্যবাদে ঘটাদের্যদুৎপত্তিঃ সা উৎপদ্যতে, ন বা ? আদ্যে উৎপদ্যতে চেৎ—উৎপত্তেরুৎপত্তিরস্তি, ইতি পক্ষে তস্যা অপি উৎপত্তিঃ পুন স্তস্যা উৎপত্তিঃ এবমুৎপত্তেরুৎপত্তিঃ' ইতি, উপপাদ্য উপপাদকয়োরবিশ্রান্তিরূপানবস্থা দোষঃ স্যাৎ। অন্ত্যে উৎপত্তেরুৎপত্তি র্নাস্তীতি পক্ষে, অসত্বাৎ, উৎপত্তির্নোৎপদ্যতে তস্যা অসত্বাদিতি চেৎ তর্হি সর্ব্বদা ঘটাদিকার্য্যস্য উপলম্ভো ন ভবেৎ। যদি নিত্যত্বাৎ - অথ উৎপত্তির্নোৎপদ্যতে তস্যা নিত্যত্বাৎ নিত্যং সত্বাদিতি চেৎ তর্হি সর্ব্বদা ঘটকার্য্যমুপলভ্যেত। ন চ এবমস্তি। পক্ষদ্বয়মিতি—উৎপত্তেরুৎপত্তিরস্তীতি প্রথম পক্ষম্ ; উৎপত্তেরুৎপত্তির্নাস্তীতি দ্বিতীয়পক্ষম্। এবং পক্ষদ্বয়মসাধুরসঙ্গতমিত্যর্থঃ। এতৎ পক্ষদ্বয়স্বীকারে কিং ভবেদিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—'সর্ব্বদা' ইত্যাদি।

এই প্রকার উপপাদ্য উপপাদকের অবিশ্রাম রূপ অনবস্থা দোষ হইবে। অন্ত্যে ও অসত্ব হেতু, এবং নিত্যত্ব হেতু উৎপত্তি হইবে না ; এই প্রকার এই দুইটি পক্ষই অসাধু।

অর্থাৎ—উৎপত্তির উৎপত্তি নাই' এই পক্ষেও অসত্বহেতু, উৎপত্তির উৎপত্তি হয় না, যে হেতু তাহার কোন সত্বা নাই, এই প্রকার স্বীকার করিলে ; তবে সর্বদা ঘটাদিকার্য্যের উপলম্ভ হইবে না। যদি নিত্যত্বাৎ, অর্থাৎ উৎপত্তির উৎপত্তি হয় না, তাহার সত্বা নিত্যই বর্ত্তমান আছে, তাহা হইলে সর্বদাই ঘটকার্য্যের উপলব্ধি হইবে, কিন্তু এই প্রকার দেখা যায় না। অতএব দুইটি পক্ষ, অর্থাৎ—উৎপত্তির উৎপত্তি আছে, এই প্রথম পক্ষ ; তথা উৎপত্তির উৎপত্তি নাই, এই দ্বিতীয় পক্ষ, এই দুইটি পক্ষই অসঙ্গত।

যদি বলেন—এই পক্ষদ্বয় স্বীকার করিলে কি দোষ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—সর্বদা ইত্যাদি। তাহা হইলে সর্বদা কার্য্যের উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি প্রসঙ্গাপত্তি হয় ; সুতরাং অসৎকার্য্যবাদ অস্বীকার্য্য।

শঙ্কা এই স্থলে আমাদের বক্তব্য (অসৎকার্য্যবাদিদের) এই যে - উৎপত্তিবাদে দুইটি পক্ষই অসাধু, অর্থাৎ অপসিদ্ধান্ত যুক্ত হউক ; তাহাতে কোন আপত্তি নাই ; আমরা কিন্তু উৎপত্তির স্বয়ংরূপত্ব স্বীকার করি, উৎপত্ত্যন্তর কল্পনা করি না।

সমাধান—এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে বলিতেছেন—ননু" ইত্যাদি। যদি বলেন—উৎপত্তির স্বয়ং উৎপত্তিরূপত্ব হেতু উৎপত্ত্যন্তর কল্পনার প্রয়োজন কি ? তদুত্তরে বলিব-উৎপত্তির স্বয়ংরূপত্ব এবং অভিব্যক্তি এই উভয়েই সমান তাহাই বলিতে হইবে। এই বিষয়ে অভিযুক্ত বাক্য এই প্রকার—

ননু ভবতু উৎপত্তিবাদে পক্ষদ্বয়মসাধু ; বয়ন্তু উৎপত্তেঃ স্বয়ংরূপত্বাৎ ন উৎপত্যন্তরং কল্পনাং কুর্ম্ম, ইতি চেৎ তত্রাহুঃ ননু ইতি। সমমেতদিতি—যদুক্তমভিযুক্তৈঃ—যত্রোভয়োঃ সম দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ। নৈকঃ পর্য্যানুযোক্তব্যঃ তাদৃগর্থবিচারণে॥ ইতি খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে শ্লোকবার্ত্তিক বাক্যম্ (২য় পরি—৫৬৮ পৃ॰) উভয়োঃ—বাদি প্রতিবাদিনোঃ ; পর্য্যনুযোক্তব্যঃ প্রতিষিধেয়ঃ। তথাচ শ্রুতি স্মৃতিসূত্রসম্মতত্বাৎ অভিব্যক্তি পক্ষ এব শ্রেয়ানিতি ভাষ্যার্থঃ।

অত্র শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে—শ্রীমদাচার্যচরণাঃ—(২৪৩ পৃ॰, ১৩৬ অনু॰) অত্র সৎকার্য্যবাদিনাময়মভিপ্রায়ঃ—মৃৎপিণ্ডাদি কারণৈর্যো ঘট উৎপদ্যতে স সৎ অসৎ বা ? আদ্যে পিষ্টপেষণম্। দ্বিতীয়ে ক্রিয়য়া—কারকৈশ্চ তৎ সম্বন্ধস্য খপুষ্পধারণবদ্‌সদ্ ভাবাৎ তেন চ তেষামন্যথাত্বাৎ কথং তৎ সিদ্ধিরিতি দিক্। তস্মান্ন প্রকটমেব সন্ ন চাত্যন্তমসদ্ কিন্তু অনাদিতয়া মৃৎপিণ্ড এব স্থিতোঽসৌ, যথা কারক তন্নিষ্পন্নক্রিয়াযোগেন ব্যজ্যতে : তথা ত্বয়ি স্থিতং বিশ্বং ত্বৎস্বাভাবিকশক্তি তন্নিষ্পন্নক্রিয়াযোগেনেতি। অত্র সবেদান্তিত্ব প্রখ্যাপকানামপি অন্যথা মননং বেদান্তবিরুদ্ধমেব ; মন এব ভূতকার্য্যমিতি হি অত্র প্রসিদ্ধম্। যুক্তিবিরুদ্ধঞ্চ।

যে স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী এই উভয়ের সমান দোষ, এবং তাহাব পরিহারও সমান, এতাদৃশ অর্থ বিচার বিষয়ে কোন একটির প্রতিবিধান করা উচিত নহে। ইহা খণ্ডন খণ্ডখাদ্যে শ্লোক বার্ত্তিকবাক্য। অতএব শ্রুতি স্মৃতি সূত্র সম্মত হেতু অভিব্যক্তি পক্ষই শ্রেয়ঃপন্থা' ইহাই এই ভাষ্যের অর্থ। এই অসৎকার্য্যবাদসম্বন্ধে শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীমদাচার্য্যদেব এই প্রকার বলিয়াছেন—এই স্থলে সৎকার্য্যবাদিগণের অভিপ্রায় এই যে মৃৎপিণ্ডাদি ও কারকাদির দ্বারা যে ঘট উৎপন্ন হয়, তাহা সৎ ? অথবা অসৎ ? আদ্যে অর্থাৎ ঘট যদি সৎ হয়,তবে তাহার উৎপত্তির নিমিত্ত কারকাদিব্যাপার পিষ্ট পেষণ মাত্র।

দ্বিতীয়ে-অর্থাৎ ঘট যদি অসৎ হয়, তাহা হইলে ক্রিয়ার দ্বারা ও কর্ত্তৃত্বাদি কারক সকলের দ্বারা ঘটসম্বন্ধের অকাশ কুসুম ধারণ সদৃশ অসদ্‌ভাব হেতু তাহার দ্বারা তাহাদের অর্থাৎ মৃৎপিণ্ডাদির দ্বারা কারকাদির অন্যথাত্ব হেতু কি প্রকারে অসৎসিদ্ধি হইবে। অতএব ঘট প্রকট মাত্রেই সৎ নহে, এবং অত্যন্ত অসৎও নহে ; কিন্তু অনাদিসিদ্ধ রূপে মৃৎপিণ্ডের মধ্যেই সেই ঘট অবস্থান করিতেছে ! যে প্রকার ঘট মৃৎপিণ্ড হইতে কারক এবং কারক নিষ্পন্ন ক্রিয়াযোগের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। সেই প্রকার আপনাতে অবস্থিত এই বিশ্ব আপনার স্বাভাবিক শক্তি, এবং শক্তিনিষ্পন্ন ক্রিয়াযোগের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। এই স্থলে নিজেকে বেদান্তিত্ব রূপে প্রখাপনকারিগণেরও অন্যথা মনন করা বেদান্ত শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়াই জানিতে হইবে।

কারণ সেই মতে মনকে পঞ্চভূতের কার্য্য বলিয়াছেন, তাহা সেই মতে প্রসিদ্ধি আছে। এবং ঐ মতে যুক্তি বিরুদ্ধও দেখা যায়—যে হেতু মন অহঙ্কার প্রভৃতির মনের কল্পনামাত্র হওয়া সম্ভব নহে। তাহা হইলে বেদবিরুদ্ধ-অনীশ্বর বাদ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। কিন্তু অনীশ্বর বাদ অতিশয়

মনোঽহঙ্কারাদীনাং মনঃকল্পিতত্বাসম্ভবাৎ ; তথা সতি বেদবিরুদ্ধোঽনীশ্বর বাদঃ প্রসজ্জেত। স চ নিন্দিতঃ। (১৩৭) পাদ্মে শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চৈব যুক্তয়শ্চেশ্বরং পরম্। বদন্তি তদ্ বিরুদ্ধং যো বদেত্ত স্মান্নচাধমঃ॥ শ্রীগীতোপনিষদাদি দৃষ্ট্যা কেচিচ্চ এবং ব্যাচক্ষতে—অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্। অপরস্পর সম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ১৬।৮ অসত্যং মিথ্যাভূতং ; সত্ত্বাসত্ত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ত্বেনা প্রতিষ্ঠং ; নির্দ্দেশশূন্যং স্থাণৌ পুরুষবং ব্রহ্মণি ঈশ্বরত্বস্যাপি অজ্ঞানকল্পিতত্বাৎ।

ঈশ্বরাভিমানী তত্র কশ্চিন্নাস্তি, ইত্যনীশ্বরমেব জগৎ। অপরস্পরসম্ভূতং অনাদ্যজ্ঞান পরম্পরা সম্ভূতম্ : অপরস্পরাঃ ক্রিয়া সাতত্যে ; অতঃ কামহৈতুকম্, মনঃ সঙ্কল্পমাত্রজাতং স্বপ্নবদি ত্যর্থঃ। অত্র—"প্রবৃত্তিঞ্চ" (গী ১৬।৭) ইত্যাদিনা তেষাং সংস্কারদোষ উক্তঃ। "এতাং দৃষ্টিং" (গী০ ১।৫।৯) ইত্যাদিনা তু গতিশ্চ নিন্দিষ্যতে ইতি জ্ঞেয়ম্। (১৩৯) এভিরদ্বৈতবাদিভিরেব ব্রহ্মণ ঐশ্বর্য্যোপাধি র্মায়াপি জীবাজ্ঞান কল্পিতা তয়া এব জগৎ সৃষ্টেরিতিমতম্। যদুক্তং তদীয়ভাষ্যে—"তদনন্যত্বম্" ইত্যাদি সূত্রে "সর্ব্বজ্ঞেশ্বরস্য" আত্মভূতে ইবাবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বাতত্ত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে সংসার প্রপঞ্চবীজ ভূতে সর্ব্বজ্ঞেশ্বরস্য মায়াশক্তি প্রকৃতিরিতি। শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপ্যেতে ইতি। কিন্তু "বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ" ইত্যাদি শ্রীভগবদ্‌বাক্যে ন তু বিরুদ্ধং ইতি অতো মায়াবাদতয়া অয়ং বাদঃ খ্যায়তে। ১৪০ তদেবং পাদ্মোত্তরখণ্ডে দেবীং প্রতি পাষণ্ডশাস্ত্রগণনে শ্রীমহাদেবেনোক্তম্—মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং

নিন্দিত। এই বিষয়ে শ্রীপদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে - শ্রুতি সকল, স্মৃতি সকল এবং যুক্তি সকল এক ঈশ্বরকেই জগতের পরম কারণ বর্ণনা করেন ; কিন্তু যে ব্যক্তি এই সকলের বিরুদ্ধ বলে অর্থাৎ নিরীশ্বরবাদ স্থাপন করে তাহা হইতে আর অধম মনুষ্য নাই।

শ্রীগীতোপনিষদাদির বাক্য দেখিয়া কেহ কেহ এই বলেন—তাহারা এই জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠা, অনীশ্বর, অপরস্পরসম্ভূত, অধিক কি বলিব জগৎ কাম ভোগের হেতু হয় " এই প্রকার বলিয়া থাকেন। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা অসত্য-মিথ্যাভূত, সত্ত্ব এবং অসত্ত্বের দ্বারা অনির্বচনীয় হেতু অপ্রতিষ্ঠ ; অর্থাৎ নির্দেশ শূন্য, স্থাণুতে পুরুষবুদ্ধিবৎ ব্রহ্মে ঈশ্বরত্বেরও অজ্ঞান কল্পনা হেতু ; অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের কল্পনা করা হইয়াছে। জগৎকার্য্যের প্রতি ঈশ্বরাভিমানী কোন কর্ত্তা পুরুষ নাই, সুতরাং জগৎ অনীশ্বর।

অপরস্পরসম্ভূত-অনাদি অজ্ঞান পরম্পরা সম্ভূত। অপরস্পর ক্রিয়াসাতত্যে ; অর্থাৎ অজ্ঞান সততই বিদ্যমান আছে। এই স্থলে এই প্রকার কল্পনা করার কারণ বলিতেছেন—অতএব কাম হেতু অর্থাৎ মনের সঙ্কল্পমাত্র জাত এই জগৎ স্বপ্নবৎ ইহাই অর্থ। এই প্রকার জগৎকে অনীশ্বরাদি বলার হেতু বলিতেছেন—প্রবৃত্তি' ইত্যদি। অর্থাৎ—সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি, এবং অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্তি অসুরস্বভাব যুক্ত মানব জানে না।

বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব কল্পিতং দেবি ! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিনা ॥ ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া। সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য মোহনার্থং কলৌ যুগে ॥ বেদান্তে তু মহাশাস্ত্রে মায়াবাদমবৈদিকম্। ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি ! জগতাং নাশকারণাৎ ॥ ইতি ; তচ্চ অসুরাণাং মোহনার্থং ভগবত এব আজ্ঞয়া ইতি। তত্রৈবোক্তমস্তি।

১৪৪ তথাচ পাদ্মে ; এবমন্যত্র শৈবে চ দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু। স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চজনান্ মদ্ বিমুখান্কুরু ॥ ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যমিতি দিক্। ১৪২ অতএবোক্তং শ্রীনৃসিংহ পুরাণে যমবাক্যে –

বিষধর কণভক্ষ শঙ্করোক্তীর্দশবল পঞ্চশিখাক্ষ পাদপাদবাদান্। মহদপি সুবিচার্য্য লোকতন্ত্রং ভগবদুপাস্তিমৃতে ন সিদ্ধিরস্তি ॥ ইতি। সর্ব্বেঽত্র বাদগ্রন্থা এব নির্দিষ্টা ন তু মন্ত্রগ্রন্থা ইতি, নামক্ষরমেব সাক্ষাৎ নির্দ্দিষ্টমিতি চ নান্যথা মননীয়ং "আনন্দময়োঽভ্যাস্যাৎ" (১।১।৬।১২) ইত্যাদিষু বেদান্তসূত্রকারমতম্। তত্র দুষ্যতে ইতি ; যৎ ক্বচিৎ তৎ প্রশংসা বা স্যাৎ তদপি নিতান্ত নাস্তিকবাদং নির্জ্জিত্য অংশে নাপি আস্তিকবাদঃ স্থাপিত ইত্যপেক্ষয়া জ্ঞেয়ম্। তস্মাৎ স্বতন্ত্র ঈশ্বর এব সর্ব্বস্রষ্টা নতু জীবঃ। ইতি।

ইত্যাদির দ্বারা তাহাদের সংস্কার দোষ কথিত হইয়াছে। 'অল্পবুদ্ধি যুক্ত নষ্টাত্মা মানবগণ ক্ষয়ের নিমিত্তই হইয়া থাকে' ইত্যাদির দ্বারা তাহাদের গতিও নিন্দা করিবেন' ইহা জানিতে হইবে।

এই প্রকার আসুরিক বুদ্ধির দ্বারা বিমোহিত হইয়া অদ্বৈত বাদিগণ ও ব্রহ্মের ঐশ্বর্যোপাধি মায়াও জীবের অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত' এবং ঐমায়ার দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি হয়' এই রূপ তাহাদের মত। কারণ অদ্বৈতবাদির ভাষ্যেই ব্যক্ত আছে—"তাহা হইতে অন্য নহে" ইত্যাদিসূত্রে—সর্বেশ্বরের আত্মভূতা শক্তির সমান অবিদ্যাকল্পিত নাম রূপ তত্ত্ব অতত্ত্বাদির দ্বারা অনির্বচনীয় সংসার প্রপঞ্চের বীজভূতা সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বরের মায়াশক্তি আছে, তাহাকে প্রকৃতি বলিয়া শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে বর্ণন করে। কিন্তু "বিদ্যা ও অবিদ্যা আমার শরীর" ইত্যাদি শ্রীভগবানের বাক্যে বিরুদ্ধ নহে।

অতএব মায়াবাদরূপে এইবাদ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এই প্রকার শ্রীপদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শ্রীদেবীর প্রতি প্যষণ্ড শাস্ত্রগণনা কালে শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন—মায়াবাদ নামক অসৎ শাস্ত্র প্রচ্ছন্নরূপে বৌদ্ধশাস্ত্রই কথিত হইয়ছে, হে দেবি ! কলিকালে ব্রাহ্মণরূপের দ্বারা আমা কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে ! অপর কলিযুগে ব্রহ্মের চিন্ময় স্বরূপকে নির্গুণ বলিয়া আমা কর্ত্তৃক ব্যাখ্যা করা হইবে ; এবং তাহা সমস্ত জগতের মোহনের নিমিত্ত বলিয়াই জানিবে। বিশেষতঃ জগতের নাশের কারণ হেতু বেদান্ত নামক মহাশাস্ত্রে মায়াবাদরূপ অবৈদিকমত, হে দেবি ! আমিই বর্ণনা করিব। এই প্রকার বর্ণনা বা শ্রীমহাদেধের প্রতিজ্ঞা অসুরগণের মোহনের নিমিত্ত শ্রীভগবানের আদেশের দ্বারাই জানিতে হইবে' ইহা ঐ শ্রীপদ্মপুরাণেই কথিত আছে। পুনঃ শ্রীপদ্মপুরাণে, ও অন্যত্র শ্রীশিব পুরাণেও বর্ণিত

অথ তেষামেব শ্রীপরমাত্মাসন্দর্ভস্থানু ব্যাখ্যায়াং সর্ব্বসম্বাদিন্যাম্ -(৭৮ পৃ০) অত্র পরিণাম বাদে সোপোপত্তিকা চ শ্রুতিরবলোক্যতে- -(ছা০ ৬।১।৪) "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি। অয়মর্থঃ বাচয়া বাচারম্ভণমারম্ভো যস্য তৎ, বাচারভ্যতে যৎ তদিতি বা। যৎ কিঞ্চিৎ 'বাচারম্ভণং' বাচ্যং তৎ সর্ব্বমেব দণ্ডাদীনামপ্যন্যত্র সিদ্ধত্বাৎ। 'বিকারো নামধেয়ং' বিকার এব নামধেয়ং নামৈব স্বার্থে ধেয়ট্ ।

স চ ঘটাদির্বিকারো 'মৃত্তিকৈব' ; মৃত্তিকাদিকমেব দণ্ডাদিনা নিমিত্তেন আবির্ভূতাকারবিশেষং ঘটাদি ব্যবহারমাপদ্যতে ইতি ; ততো ন পৃথগিত্যর্থঃ। "ইত্যেব সত্যম্" ইতি, ন তু শুক্তিরজতাদিবদ্ বিবর্ত্তঃ, ন তু বা শুক্তেঃ সকাশাৎ স্বতোঽন্যত্র সিদ্ধং রজতমিব ভিন্নমিত্যর্থঃ, বাক্যান্তোপপদিষ্টস্য 'ইতি' শব্দস্য সমুদায়াম্বয়িত্বাৎ ; (ছা০ ৬।২।২) কথমসতঃ সজ্জায়তে" ইত্যাদিবৎ।

তত্রাপি শ্রুতৈবেতর মতাক্ষেপঃ। তদেবমেব 'ইতি' শব্দস্যাপি সার্থকতা ; ন তু 'মৃত্তিকৈব তু সত্যং' ইতি ব্যাখ্যানম্। ন হি অত্র বিকারত্বে কারণাভিন্নত্বে চ বিধেয়ে বাক্যভেদঃ ; প্রথমস্যানুবাদেন দ্বিতীয়স্য বিধানাৎ ; ততঃ চানুবাদেনাপি সিদ্ধবিধেয়ত্বভাব ধারণাদুভয়ত্র মুখ্যৈব প্রতিপত্তিরিতি। অত্র

আছে—হে শঙ্কর ! দ্বাপরের আদি কলিযুগে মানুষাদিরমধ্যে কলাভাগে ব্রাহ্মণ হইয়া তুমি নিজমনঃ কল্পিত আগমের দ্বারা মানব সকলকে আমার বিমুখ কর" ইহা শ্রীভগবানের বাক্য, এই প্রকার আরও জানিবে।

অতএব শ্রীনৃসিংহ পুরাণে শ্রীযমবাক্যে কথিত আছে—পতঞ্জলি, কণাদ, ও শঙ্করের উক্তি, এবং বুদ্ধ পঞ্চশিখ (সাংখ্য) অক্ষপাদ-গৌতমাদির মতবাদ সকল, এবং লোকতন্ত্র সকল সুষ্ঠুভাবে বারম্বার বিচার করিয়া ইহাই স্থির হইয়াছে যে শ্রীভগবানের উপাসনা বিনা কোন প্রকারে সিদ্ধিলাভ হইবে না এই স্থলে সর্বএই বাদগ্রন্থ বলিয়াই উল্লেখ আছে, কিন্তু মন্ত্রগ্রন্থের নির্দেশ নাই, এবং সকলের নামাক্ষর সকল সাক্ষাৎ ভাবে নির্দিষ্ট থাকায় কোন প্রকার আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" ইত্যাদিস্থলে বেদান্ত সূত্রকার শ্রীব্যাসদেবের মত নিন্দাকরিয়াছেন, অতএব যে-কোন স্থলে তাহার সামান্য প্রশংসা দেখা যায় তাহাও নিতান্ত নাস্তিকবাদ বিজয় করিয়া, অংশের দ্বারা আস্তিক বাদ স্থাপন করিয়াছেন, এই অপেক্ষায় জানিতে হইবে। অতএব স্বতন্ত্র ঈশ্বরই সর্বস্রষ্টা, কিন্তু জীবনহে। অনন্তর শ্রীমদাচার্য্যপাদের শ্রীপরমাত্ম সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা - শ্রীসর্বসম্বাদিনীতে—এই স্থলে পরিণামবাদে উপপত্তিযুক্তি শ্রুতিবাক্যও অবলোকন করা যায় – মৃত্তিকা হইতে যে ঘটাদি হয় তাহা বিকার ও নামধেয় মাত্রতন্মধ্যে মৃত্তিকাই সত্য। এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ এইপ্রকার—বাক্যের দ্বারা আরম্ভ যাহার তাহা, অথবা বাক্যের দ্বারা আরম্ভ করা হয় যাহা তাহা, যাহা কিছু বাচারম্ভণ বাচ্য তাহা সকলই, দণ্ডাদির অন্যত্রসিদ্ধ হেতু, বিকার ও নামধেয় বিকার এবং নামধেয়, নামই, এই স্থলে স্বার্থে ধেয়ট প্রত্যয় হইয়াছে। সেই ঘটাদির বিকার মৃত্তিকাই ; মৃত্তিকাদিকই দণ্ডাদি নিমিত্তকারণের দ্বারা আবির্ভূত

'মৃত্তিকা' শব্দেন ইদং লভ্যতে ; যথা সর্ব্বতোঽপি কার্য্য কারণ পরম্পরাতোঽর্ব্বাক্‌চেতনত্বেন সর্ব্বোপলভ্যমানস্য মৃন্ময়স্য তদ্ 'বিকার ত্বমেব প্রত্যক্ষী ক্রিয়তে, ন তু তদ্ বিবর্ত্তত্বম্ ; যথা তৎ প্রাক্‌সৃষ্টীনাং মৃদাদি বস্তূনামপি অনুমেয়ম্। ইত্থমেবোক্তম্—'এতৎ' প্রকারকমেব সত্যম্ ইতি।

অত্র বিকার শব্দস্য সাক্ষাদেবাবস্থিতত্বাদ্ বিবর্ত্তে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যানং কষ্টমেব ইত্যপ্যনুসন্ধেয়ম্। তদেব সূক্ষ্ম চিদচিদ্ বস্তুরূপ শুদ্ধজীব অব্যক্ত শক্তেরেব তস্য কারণত্বাদিত্যেতদযুক্তম্, যতঃ (ছা০ ৬।২।১) 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যত্রাপি 'ইদমাৎ' (ইদং ইতি পদাৎ) তত্তৎ শক্তিমত্ত্বং প্রাগপ্যস্তিত্বেন নির্দ্দিষ্টং কারণত্বং সাধয়িতুম্।

অতো ভগবদুপাদানত্বেঽপি সঙ্ঘাতস্যোপাদানত্বেন চিদচিতো ভগবতশ্চ স্বভাবাসঙ্করঃ। যথা

আকার বিশেষ ঘটাদিরূপে ব্যবহার যোগ্যতা লাভ করে, সুতরাং ঘট মৃত্তিকা হইতে পৃথক নহে। "এই প্রকারই সত্য" কিন্তু শুক্তি রজতের ন্যায় বিবর্ত্ত নহে : অথবা—শুক্তির সকাশ হইতে নিজে অন্যত্র সিদ্ধ রজতের সমান ভিন্ন ইহাই অর্থ। বাক্যের অন্তে উপদিষ্ট যে 'ইতি" শব্দ তাহার সমুদায় বাক্যে অন্বয় হেতু ; "কি প্রকারে অসৎ হইতে সৎ জাত হয় ?" ইত্যাদির সমান জানিতে হইবে। এইস্থলে সাক্ষাৎ শ্রুতিই ইতর মতের আক্ষেপ করিয়াছেন। এই প্রকার স্বীকার করিলেই "ইতি" শব্দের ও সার্থকতা হয় ; সুতরাং "মৃত্তিকাই সত্য' এই প্রকার ব্যাখ্যা হইবে না। এই স্থলে বিকারত্ব এবং কারণত্ব এই উভয়স্থানে বিধেয় হইয়াছে, সুতরাং বাক্যভেদ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ—প্রথমটির অনুবাদের দ্বারা দ্বিতীয়টির বিধেয় হয়। তাহা হইলে অনুবাদের দ্বারা ও বিধেয়ত্বের অবধারণ হেতু উভয়েরই কার্য্য কারণেরই মুখ্য প্রতিপত্তি হয়। শ্রুতিবাক্যে 'মৃত্তিকা' শব্দের দ্বারা এই অর্থলাভ হয়—যেমন সকল কার্য কারণ পরম্পরা হইতে ইদানীন্তন চেতনরূপে উপলভ্যমান মৃন্ময় সকলের তাহার বিকারত্বই প্রত্যক্ষ করা হয় ; কিন্তু মৃত্তিকার বিবর্ত্ত প্রত্যক্ষ করা হয় না। যে প্রকার ঘটাদি সৃষ্টির পূর্বস্থিত মৃত্তিকাদি বস্তু সকলেরও অনুমান করা হয় ; অতএব এই প্রকার বলিতেছেন—এই প্রকার অর্থাৎ ঘটাদিসৃষ্টির পূর্বে যে প্রকার মৃত্তিকা সত্য, সেই রূপ বিশ্ব প্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মই সত্য বস্তু। শ্রুতিবাক্যে বিকার শব্দের সাক্ষাদ্‌ভাবে অবস্থান হেতু বিবর্ত্তবাদে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যান করা কষ্টকল্পনা মাত্র ইহাও অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

সুতরাং সূক্ষ্ম চিদচিৎ বস্তুরূপ শুদ্ধজীব অব্যক্ত শক্তির জগৎকারণত্ব হেতু, অর্থাৎ এই প্রকার জীবই জগতের কারণ" ইহা নিতান্তই অযুক্ত। যে হেতু "হে সৌম্য এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে সৎ বস্তুই বিদ্যমান ছিল" এই স্থলেও 'ইদং' এই পদের দ্বারা তত্তৎ অর্থাৎ—জীব প্রকৃতি কালাদি শক্তিমান সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন, সুতরাং তাহার দ্বারা নির্দিষ্ট কারণত্বও সাধন করিতে পারা যায়। অতএব শ্রীভগবান জগতের উপাদান হইলেও পৃথিব্যাদির উপাদানের দ্বারা চিৎ অচিৎ এবং শ্রীভগবানের স্বভাব সঙ্কর হয় না।

লোকে শুক্লত্বাদি তন্তু সঙ্ঘাতোপাদানত্বেঽপি চিত্রপটস্য তত্তন্তু প্রদেশ এব শৌক্লাদি সম্বন্ধ ইতি কার্য্যাবস্থায়ামপি ন বর্ণ সঙ্করঃ তথা চিদচিদ্ ভগবৎ সঙ্ঘাতোপাদানত্বেন কার্য্যাবস্থায়ামপি ভোক্তৃত্ব-ভোগ্যত্ব নিয়ন্তৃত্ব নিয়ম্যত্বাদ্যসঙ্করঃ। অতঃ (ছা০ ৩।১৪।১) সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মতজ্জলান্' ইত্যাদিকমবিরুদ্ধম্। এতদেবোক্তং সূত্রকারেণ—(২।১।৪।১৩) ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ" ইতি। অতঃ কার্য্যাবস্থঃ কারণাবস্থশ্চ স্থূল সূক্ষ্মচিদচিদ্ বস্তুশক্তিঃ পরমপুরুষ এব কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বাৎ। অনন্যত্বঞ্চ (ছা০ ৬।১।৪) 'বাচারম্ভণম্' ইত্যাদিভিঃ সিদ্ধম্।

তথাহি—একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্তাপেক্ষায়ামুচ্যতে (ছা০ ৬।১।৪) 'যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণম্" ইত্যাদি। একস্যৈব সঙ্কোচাবস্থায়াং কারণত্বম ; বিকাশাবস্থায়াং কার্য্যত্বমিতি, বিকারেঽপি মৃত্তিকৈব ; ততঃ কারণবিজ্ঞানেন কার্য্যবিজ্ঞানমন্তর্ভাব্যতে, ইত্যেবং পরম কারণে পরমাত্মন্যপি জ্ঞেয়ম্।

যে প্রকার লোকে পটের শুক্লাদিরূপ বিশিষ্ট তন্তুসকল উপাদান হইলেও বিচিত্র পটের সেই সেই তন্তু প্রদেশেই শুক্লাদি রূপের সম্বন্ধ দেখা যায় কিন্তু এই প্রকার কার্য্যাবস্থাতেও চিত্র পটে বর্ণ সঙ্কর দেখা যায় না। সেই প্রকার চিৎ অচিৎ ও শ্রীভগবান পৃথিব্যাদি সংঘাতের উপাদান হইলেও কার্য্যাবস্থাতেও ভোক্তৃত্ব, ভোগ্যত্ব, নিয়ন্তৃত্ব, নিয়ম্যত্বাদি ধর্ম্মের সঙ্কর হয় না। অতএব এই সকল বস্তুই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে জন্মাদি হয়" ইত্যাদি বাক্যে কোন বিরোধ নাই। ব্রহ্ম সূত্রকার ভগবান শ্রীবাদরায়ণও এই কথা বলিয়াছেন - জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদ হইলে শ্রুতি সিদ্ধ ভেদ বিলোপ হইবে ? উত্তর—তাহা হইবে না, লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা নিষেধ করিতে হইবে। সুতরাং কার্য্যাবস্থ ও কারণাবস্থ স্থূল সূক্ষ্ম চিদচিৎ বস্তু শক্তি পরম পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবই জগৎ কারণ ; যে হেতু কারণ হইতে কার্য্য অন্য নহে।

কার্য্য কারণের অনন্যত্ব "বাচারম্ভণম্" ইত্যাদির দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে —এক বিজ্ঞানের দ্বারা সকলের বিজ্ঞান হয় এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া দৃষ্টান্তের অপেক্ষায় বলিতেছেন —হে সৌম্য ! যে প্রকার একমাত্র মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানের দ্বারা সকল মৃন্ময় বা মৃত্তিকার বিকার ঘট শরাবাদির বিজ্ঞান হয় ; বাক্যের দ্বারা আরম্ভ মাত্র" তাৎপর্য্য এই যে একটিমাত্র বস্তুর সঙ্কোচাবস্থায় কারণত্ব, এবং বিকাশাবস্থায় কার্য্যত্ব ; এই প্রকার বিকারও মৃত্তিকাই অন্য কিছু নহে। সুতরাং কারণ বিজ্ঞানের দ্বারা কার্য্য বিজ্ঞান হয়, যে হেতু কার্য্য বিজ্ঞান কারণ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকার পরম কারণ পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দদেবের বিষয়েও জানিতে হইবে।

অতএব আরম্ভণ শব্দ দ্বারা লব্ধ অর্থ অনন্যত্বই হয়। এবং এই সকল পদার্থই আত্মা স্বরূপ, ইত্যাদি শব্দ সকলেও এই প্রকার বলেন। সুতরাং 'মৃত্যু হইতে সে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় যে ব্যক্তি কার্য্য কারণাদি নানা রূপে দর্শন করে "ইত্যাদি সঙ্গতই হইয়াছে।

ইতশ্চোপাদেয়মুপাদানাদনন্যদিত্যাহ —

॥ওঁ॥ ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥ওঁ॥ ২।১।৫।১৫॥

ঘটমুকুটাদ্যুপায়ভাবে চ মৃৎসুবর্ণাদ্যুপাদানোপলব্ধেঃ, ঘটাদের্মৃদাদিত্বেন প্রত্যভিজ্ঞা-

---

তদেতদারম্ভণা শব্দলব্ধমনন্যত্বমেব (ছা০ ৬।৮।৭) "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" ইত্যাদিশব্দা অপি বদন্তি; (বৃ০ ৪।৪।১৯) "মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্" ইত্যাদিকঞ্চ সঙ্গতমেব। তস্মাদ্ বস্তুনঃ কারণত্বাবস্থা কার্য্যত্বাবস্থা চ সত্যৈব; তত্র চ অবস্থাযুগলাত্মকমপি বস্তুত্বেব ইতি কারণানন্যত্বং কার্য্যস্য। তদেতদপ্যুক্তং সূত্রকারেণ "তদনন্যত্বমারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ" ইতি, অত্র চ তদনন্যত্ব মিত্যেবোক্তম্ ন তু তন্মাত্রসত্যত্বমিতি কার্য্যস্যা-সত্যত্বং ন তন্মতম্ ॥ ইতি ॥

তস্মাৎ চিদচিদ্ শক্তিবিশিষ্ট পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবাৎ জগদনন্যত্বমিতি সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত ইতি ॥১৪॥

ইত্যেবং শ্রুতিপ্রমাণেন পরব্রহ্মণো জগদনন্যত্বম্ প্রতিপাদিতম্; অথ যুক্ত্যা চ তৎ প্রতি-পাদয়ন্তি—ইতশ্চ' ইত্যাদি। অথ উপাদেয়মুপাদানাদনন্যত্বং প্রতিপাদয়িতুং সূত্রান্তরমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—'ভাবে চ' ইতি। উপাদানস্য উপাদেয়ভাবেঽপি উপলব্ধেঃ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ উপাদানাদুপা-দেয়মনন্যমিত্যর্থঃ।

অথ স্বয়মেব সূত্রার্থং বিস্তারয়ন্তি শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুচরণাঃ-'ঘট' ইত্যাদি। নন্বু উপাদানো-পাদেয়য়োরনন্যত্বে কল্পবৃক্ষাদাবব্যাপ্তিরিতি চেৎ তত্রাহুঃ—নন্বু' ইতি। তত্রাপি হস্ত্যাদৌ উপাদানস্য—ইতি প্রত্যভিজ্ঞানং - জ্ঞানস্য পুনর্জ্ঞানম্; যথা মৃত্তিকায়ং ঘটঃ' ইতি। অথ প্রকারান্তরেণ আশঙ্কয়ন্তি —বহ্নেরিতি উপাদানাং বহ্নেঃ উপাদেয়ং ধূমো ভবতি; কিন্তু ধূমে উপাদানভূতং বহ্নির্নাস্তি, তস্মাৎ উপা-

---

অতএব বস্তুর কারণাবস্থাও কার্য্যাবস্থা সত্যই; তন্মধ্যে বস্তু অবস্থা যুগলাত্মক হইলেও তাহা বস্তুই, এই প্রকার কারণ হইতে কার্য্য অনন্য। তাহা সূত্রকার শ্রীবাদরায়ণ বলিয়াছেন—কার্য কারণ ভিন্ন নহে, আরম্ভণাদি শব্দ হইতে বুঝা যায়। এইস্থলে তাহা হইতে অনন্য' এই প্রকার বলিয়াছেন, কিন্তু তন্মাত্র সত্য এই প্রকার বলেন নাই। সুতরাং কার্য্য অসত্য' ইহা শ্রীবাদরায়ণের মত নহে। অতএব চিদচিৎ শক্তি বিশিষ্ট পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব হইতে জগৎ অন্য নহে, ইহা সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিতে হইবে ॥১৪॥

এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব হইতে অনন্য জগৎ' ইহা প্রতি পাদন করিলেন। অনন্তর যুক্তির দ্বারা তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—'ইতশ্চ' ইত্যাদি। এই প্রকার যুক্তির দ্বারাও উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন তাহা বলিতেছেন। অতঃপর উপাদেয় উপাদান হইতে অনন্য এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রান্তরের অবতারণা করিতেছেন—

নাদিত্যর্থঃ। ননু হস্ত্যশ্বাদৌ কল্পবৃক্ষাদেঃ প্রত্যভিজ্ঞানং নাস্তীতি চেন্ন, তত্রাপ্যুপাদানস্য পৃথিব্যাঃ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। বহ্নের্নিমিত্তত্বাদ্ধূমে তন্নাস্তি, ধূমোপাদানং খলু বহ্নি সংযুক্তমার্দ্রেন্ধনং গন্ধৈক্যাৎ বিদিতম্ ॥১৫॥

দানোপাদেয়ভাবং ন সঙ্গতম্; ইতি চেৎ—তত্রাহুঃ—ধূমোপাদানমিতি। তথাহি—ননু বহ্নিকার্য্যে ধূমে বহ্নি প্রত্যভিজ্ঞানং ন দৃশ্যতে ইতি চেৎ, ভবতু নাম তত্র প্রত্যভিজ্ঞানাভাবং তথাপি দোষাভাবঃ, কুতঃ ? অগ্নি ধূমকার্য্যং প্রতি নিমিত্ত কারণ মাত্রত্বাৎ; কিন্তু বহ্নিসংযুক্তার্দ্রেন্ধনাদেব ধূমো জায়তে: ননু কেন তজ্জ্ঞায়তে ? গন্ধৈক্যাদিতি বক্তব্যম্। আর্দ্রেন্ধনস্য যদ্‌গন্ধং তদেব ধূমস্যাপীতি গন্ধৈক্যাচ্চ ধূম অর্দ্রেন্ধন কার্য্যমেব ইতি।

তস্মাদপি কারণাদন্যত্বং কার্য্যমিত্যর্থঃ॥ তথাহি শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান্—১১।২২।৮ একস্মিন্নপি দৃশ্যতে প্রবিষ্টানীতরাণি চ। পূর্ব্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্ব্বশঃ॥ টীকা চ শ্রীস্বামিপাদানাম্—অনুপ্রবেশং দর্শয়তি একস্মিন্নপীতি; পূর্ব্বস্মিন্ কারণভূতে তত্ত্বে কার্য্যতত্ত্বানি সূক্ষ্মরূপেণ প্রবিষ্টানি মৃদি ঘটবৎ। অপরস্মিন্ কার্য্যতত্ত্বে কারণ তত্ত্বানি অনুগতত্বেন প্রবিষ্টানি, ঘটে মৃদ্‌বৎ। ইতি। অতস্তস্মাদপি অনন্যত্বং কার্য্য কারণয়োরিতি সিদ্ধান্তঃ ॥১৫॥

'ভাবে' ইত্যাদ। অর্থাৎ উপাদানের উপাদেয় ভাবেও উভয়ের অনন্যতা উপলব্ধি হয়। উপাদেয়ে উপাদানের প্রত্যভিজ্ঞা হেতু উপাদান হইতে উপাদেয় অনন্য ইহাই অর্থ। শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদ নিজেই এই সূত্রের অর্থ বিস্তার করিতেছেন—ঘট' ইত্যাদি। ঘট এবং মুকুটাদি উপাদেয় ভাবে মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি উপলব্ধ হেতু; অর্থাৎ ঘটাদিতে মৃত্তিকাদি রূপে প্রত্যভিজ্ঞা হওয়া হেতু উপাদান হইতে উপাদেয় অনন্য; অর্থাৎ ভিন্ন নহে।

শঙ্কা—এইস্থলে শঙ্কা এই যে আমরা (অসৎকার্য্য বাদিরা) বলিব উপাদান ও উপাদেয় এই উভয়ের অনন্যতা স্বীকার করিলে কল্পবৃক্ষাদিতে অব্যাপ্তি দোষ হয়, অর্থাৎ উপাদেয় লক্ষণ যথার্থ সিদ্ধ হয় না।

সমাধান—এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে বলিতেছেন—ননু'ইত্যাদি। যদি বলেন হস্তী অশ্ব ইত্যাদিতে কল্পবৃক্ষাদির প্রত্যভিজ্ঞা নাই; এই কথা বলিতে পারেন না। যে হেতু সেই হস্তী অশ্বাদিতে ও উপাদান ভূত পৃথিবীর প্রত্যভিজ্ঞা দেখা যায়। প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ—জ্ঞানের পুনরায় জ্ঞান। এই ঘট মৃত্তিকা এই প্রকার। অনন্তর প্রকারান্তরে আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন-বহ্নির ইত্যাদি।

ধূমের উপাদান কারণ বহ্নি, কিন্তু ঐ ধূমে বহ্নির কোন প্রত্যভিজ্ঞা দেখা যায় না, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—ধূমের উপাদান বহ্নি নহে; কিন্তু বহ্নিসংযুক্ত আর্দ্রেন্ধনই ধূমের উপাদান

॥ওঁ॥ সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥ওঁ॥ ২।১।৫।১৬॥

অবরকালিকস্যোপাদেয়স্য প্রাগপি তাদাত্ম্যেনোপাদানে সত্ত্বাত্তস্মাদনন্যত্বং । শ্রুতিশ্চ

অথ হেত্বন্তরেণ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বং সাধয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—সত্ত্বাচ্চেতি। অথ হেতুং দর্শয়তি অবরস্য সত্ত্বাৎ চ ; অবরস্য পরবর্ত্তিকালিনোৎপন্নস্য উপাদেয়স্য পূর্ব্বস্থিতোপাদানে তাদাত্ম্যরূপেণ সত্ত্বাৎ বিদ্যমানত্বাৎ উপাদানোপাদেয়য়োরনন্যত্বমিতি সূত্রার্থঃ।

অথ শ্রীমদ্ ভাষ্যকারচরণাঃ স্বয়ং ব্যাখ্যামাহুঃ—অবর ইতি। [illegible] নোৎপন্নস্য কার্য্যপদার্থস্য ঘটাদি উপাদেয়স্য প্রাগপি কম্বুগ্রীবাদিমদ [illegible] সম্বন্ধেন উপাদানে মৃদাদিকারণদ্রব্যে সত্ত্বাৎ অতিসূক্ষ্মরূপেণ বিদ্য [illegible]

অত্র ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্যং প্রমাণয়ন্তি—শ্রুতিশ্চেতি [illegible]

কারণ আর্দ্রেন্ধন ও ধূমের গন্ধের একতা হেতু তাহ বুঝা যায় [illegible] সেইধূমে বহ্নির প্রত্যাভিজ্ঞান দেখা যায় না, সুতরাং উপাদেয় ভাবে [illegible] হইবে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন-ধূমে বহ্নি প্রত্যভিজ্ঞা[illegible] কোন দোষ হইবে না।

কারণ অগ্নি ধূমকার্য্যের প্রতি নিমিত্ত কারণ হওয়া হেতু ; [illegible] ধূম উৎপন্ন হয়। যদি বলেন —কি প্রকারে তাহা জানা যায় ? গন্ধের [illegible] অর্থাৎ আদ্র কাষ্ঠের যে প্রকার গন্ধ, সেই প্রকার ধূমেরও গন্ধ, [illegible] ন্ধনেরই কার্য্য, বহ্নির নহে। সুতরাং এই দৃষ্টান্তের দ্বারাও কারণ [illegible] হইবে। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—একটি ত[illegible] এই প্রকার দেখা যায় ; তাহা পূর্বতত্ত্বে হউক অথবা পরতত্ত্বে হউক [illegible] শ্রীস্বামিপাদ কৃত টীকা—এইস্থলে তত্ত্ব সকলের অনুপ্রবেশ দেখাইতে[illegible] তত্ত্বে কারণ ভূত তত্ত্বে কার্য্য তত্ত্ব সকল সূক্ষ্মরূপে প্রবিষ্ট আছে ! যেমন [illegible] র্থাৎ-কার্য্যতত্ত্বে কারণতত্ত্বসকল অনুগতরূপে প্রবিষ্ট আছে ; যেমন-ঘটে মৃ[illegible] তাহা হইতেও কার্য্য কারণের অনন্যতা সিদ্ধ হয় ইহাই সিদ্ধান্ত ॥১৫॥

অনন্তর অন্য হেতুর দ্বারা কার্য্য কারণের অনন্যতা সাধন করিতেছেন [illegible]রায়ণ—সত্ত্বাৎ "ইত্যাদি। কার্য্য কারণের অনন্যত্বে হেতু প্রদর্শন করিতেছেন —অবরের সত্ত্[illegible] ; অবর অর্থাৎ পরবর্ত্তিকালীনোৎপন্ন উপাদেয়ের পূর্ব কালীনাবস্থিত উপাদানে তাদাত্ম্যরূপে বিদ্যমান হেতু উপাদান ও উপাদেয়ের অনন্যতা সিদ্ধ হয় ; ইহাই সূত্রার্থ। অনন্তর শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ স্বয়ং এইসূত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন—অবর "ইত্যাদি।

(ছা॰ ৬।২।১) "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ। স্মৃতিশ্চ (বি॰ পু॰ ২।৭।৩৭-৪॰) "ব্রীহি বীজে যথামূলং নালং পত্রাঙ্কুরৌ তথা। কাণ্ডং কোষস্তথা পুষ্পং ক্ষীরং তদ্বচ্চ তণ্ডুলঃ॥ তুষঃ কণাশ্চ

সদেব' ইতি, হে সোম্য! ইদং পর্ব্বত-পর্ব্বতোদ্‌ভবাদি বিশিষ্টং পরিণামি জগৎ অগ্রে মানব ব্যবহার যোগ্যাৎ পূর্ব্বে, অথবা মহদহঙ্কার তন্মাত্রা মহাভূতাদি সৃষ্টেরগ্রে সদেব উপাদেয়ং অতি সূক্ষ্মং সৎ তাদাত্ম্য সম্বন্ধেন উপাদানে আসীৎ, ন তু উৎপদ্যতে, কিন্তু যথাকালমাসাদ্য নিমিত্তকারণৈরভিব্যজ্যতে। তস্মাৎ সত্ত্বাদেবোৎপদ্যতে নাসৎ।

এবং শ্রুতিপ্রমাণং প্রদর্শ্য স্মৃতিপ্রমাণং প্রদর্শয়ন্তি—স্মৃতিশ্চেতি। অথ শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় শ্রীপরাশর বাক্যং প্রমাণয়ন্তি—ব্রীহীতি। ব্রহীতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। হে মুনিসত্তম! মৈত্রেয়! ব্রীহিবীজে অতি সূক্ষ্মকারণ স্বরূপে যথা যেন প্রকারেণ মূলং অঙ্কুরং, নালং শিফা, পত্রাঙ্কুরৌ--প্রথম—প্রকাশিতপত্রে

অবর কালিক উপাদেয়ের পূর্বে ও উপাদানে তাদাত্ম্যরূপে সত্ত্ব হেতু উপাদান হইতে উপাদেয় অনন্য। অর্থাৎ-অবরকালিক-পরবর্ত্তিকালীনোৎপন্ন কার্য্যপদার্থ ঘটাদি উপাদেয় বস্তুর পূর্বকালেও, অর্থাৎ কম্বুগ্রীবাদিমান ঘটরূপে অভিব্যক্তির পূর্বেও তাদাত্ম্যসম্বন্ধে উপাদান-মৃত্তিকাদি কারণ দ্রব্যে অতিশয় সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান আছে' এইহেতু কার্য্য ও কারণে অনন্যতা সিদ্ধ হয়। এইবিষয়ে ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—শ্রুতি' ইত্যাদি। হে সোম্য! সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ সৎ ছিল। অর্থাৎ-হে সোম্য! এই পর্বত, পর্বতাদি হইতে উদ্‌ভব নদী বৃক্ষাদিবিশিষ্ট পরিণামী জগৎ অগ্রে, মানব ব্যবহার যোগ্যের পূর্বে; অথবা মহৎ অহঙ্কার তন্মাত্রা মহাভূতাদি সৃষ্টির অগ্রে সৎ ছিল; অর্থাৎ পৃথিব্যাদি উপাদেয় অতিসূক্ষ্মরূপে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে উপাদানে বিদ্যমান ছিল, তাহা উৎপন্ন হয় না; কিন্তু যথাবসরে নিমিত্তকারণ সকলের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়: অতএব সৎবস্তু হইতেই ঘটাদির অভিব্যক্তি হয়,কিন্তু অসৎ হইতে হয় না।

এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া স্মৃতি প্রমাণ প্রদর্শিত করিতেছেন-স্মৃতি' ইত্যাদি। অনন্তর শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় শ্রীপরাশরঋষির বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—ব্রীহি" ইত্যদি। ব্রীহি ইত্যাদি দুইটি শ্লোকের দ্বারা অন্বয় করা হইয়াছে—হে মুনি সত্তম! মৈত্রেয়- ব্রীহি বীজে-অতিসূক্ষ্ম কারণ স্বরূপে যথা, যে প্রকার মূল-অঙ্কুর নাল-শিফা পত্রাঙ্কুর-প্রথমপ্রকাশিত পত্র দ্বয় এবং পত্রদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অঙ্কুর, এবং তদনন্তর কাণ্ড এই প্রকার শাখা প্রশাখাদি ক্রমেণ উপশাখা পল্লবাদি, তদনন্তর পুষ্প, অতঃপর ফল,ফলাভ্যন্তরে ক্ষীর, তাহা হইতে তণ্ডুলাবরক তুষ, কণা সকল তাহাতে নিশ্চিতরূপে বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ সেই বীজে অতিসূক্ষ্মরূপে মূলাদি অবস্থান করিয়াই নিজের প্ররোহ হেতুভূত সামগ্রী-মৃত্তিকা জলাদি প্রাপ্ত হইয়াই আবির্ভাব হয়। অর্থৎ অঙ্কুরাদি ক্রমে পুনরায় বীজান্ত পর্য্যন্ত অভিব্যক্তি হয়।

সন্তো বৈ যান্ত্যাবির্ভাবমাত্মনঃ। প্ররোহহেতুসামগ্রীমাসাদ্য মুনিসত্তম॥ তথা কর্ম্মস্বনেকেষু দেবাদ্যাস্তনবঃ স্থিতাঃ। বিষ্ণুশক্তিং সমাসাদ্য প্ররোহমুপযান্তি বৈ॥ স চ বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম যতঃ সর্ব্বমিদং জগৎ। জগচ্চ যো যতশ্চেদং যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যতীতি॥ তিলেভ্যস্তৈলং সত্ত্বাদে-

---

—তয়োর্ম্মধ্যস্থমঙ্কুরম্, তথা তদনন্তরম কাণ্ডং এবং শাখা প্রশাখাদিক্রমেণোপশাখা পল্লবাদি ; এবং তদনন্তরং পুষ্পং, ততঃ ফলং, ফলাভ্যন্তরে ক্ষীরং, তস্মাৎ তণ্ডুলং ; এবং তণ্ডুলাবরকঃ তুষঃ-কণাশ্চ তত্র সন্তঃ, বৈ নিশ্চয়ে।

তত্র বীজে অতিসূক্ষ্মরূপেণ তিষ্ঠন্ত এব আত্মনঃ স্বস্য প্ররোহহেতুভূতসামগ্রী-মৃদ্ জলাদি আসাদ্য প্রাপ্য আবির্ভাবং যান্তি অঙ্কুরাদি ক্রমেণ পুনর্বীজান্তং অভিব্যক্তিং ভবন্তি ; তথা সূক্ষ্মবীজাদ্ বৃহদ্বৃক্ষবৎ অনেকেষু-কর্ম্মসু, পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মার্জ্জিতেষু শুভাশুভ কর্ম্মষু দেবাদ্যাঃ তনবঃ আদিপদাৎ মানব পশ্বাদেগ্রহণম্ ; স্থিতাঃ, অবস্থানং কুর্ব্বন্তি ; তে তু প্রলয়ান্তে সৃষ্টেরারম্ভে বিষ্ণুশক্তিং সমাসাদ্য আশ্রয়ং কৃত্বা বৈ নিশ্চয়ে প্ররোহমুপযান্তি, স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগার্থং দেব মানবাদি শরীরং প্রাপ্নুবন্তি। অথ যস্য শক্তিমাশ্রয়ং কৃত্বা সর্ব্বং আবির্ভবতি তং শ্রীবিষ্ণুং নিরূপয়ন্তি—স চ ইত্যাদি।

স চ বিষ্ণুঃ—যস্মাৎ সর্ব্বমাবির্ভবতি স এব সর্ব্বব্যাপকঃ, সর্ব্বকারণঃ, সর্ব্বপালকঃ সর্ব্বসংহার কশ্চ পরং ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবঃ ; যতো যস্মাৎ ইদং পরিদৃশ্যমানং সর্ব্বং জগৎ ভবতি ; যশ্চ ইদং জগৎ স্বয়মেবাভূৎ ; যতশ্চ ইদং জগৎ জাতম্, অন্তে যস্মিন্ লয়মেষ্যতি স এব পরং ব্রহ্ম সর্ব্বকারণঃ—স্থিতি বিনাশকর্ত্তা চ শ্রীগোবিন্দদেব এব। এবং স্মৃতিপ্রমাণেনাপি কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বং ইতি।

সেই প্রকার সূক্ষ্মবীজ হইতে বৃহৎ বৃক্ষবৎ অনেক প্রকার পূর্বপূর্ব জন্মার্জিত শুভাশুভ কর্মের মধ্যে দেবাদি শরীর আদি পদের দ্বারা মানব পশু প্রভৃতির শরীর গ্রহণ করিতে হইবে। দেবাদি শরীর অবস্থান করিতেছে, সেই শরীর সকল প্রলয় কালের অন্তে, অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীবিষ্ণুর শক্তিকে আশ্রয় করিয়া স্ব স্ব কর্ম ফলভোগের নিমিত্ত দেবতা মানবাদি শরীর প্রাপ্ত হয়। অনন্তর যাহার শক্তি আশ্রয় করিয়া সকল বস্তু আবির্ভাব হয় সেই শ্রীবিষ্ণুকে নিরূপণ করিতেছেন—স চ' ইত্যাদি। সেই শ্রীবিষ্ণু—যাহা হইতে সকল বস্তুর আবির্ভাব হয় তিনিই সর্ব্বব্যাপক, সর্বকারণ, সর্বপালক, এবং সর্ব সংহারকর্ত্তা পরং ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব ; যাহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান সম্পূর্ণজগৎ সৃষ্টি হয় ; যিনি এই জগৎরূপে স্বয়ং পরিণত হয়েন ; এবং যাহা হইতে এই জগৎ জাত হয়, অন্তে-প্রলয়কালে যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, তিনি পরংব্রহ্ম সর্বকারণ ও স্থিতি বিনাশকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেবই, অন্য নহে। এই প্রকার স্মৃতি প্রমাণের দ্বারাও কার্য্য কারণের অনন্যতা সিদ্ধ হইল। অনন্তর যুক্ত্যন্তরের দ্বারা কার্য্য কারণের অনন্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—তিলেভ্যঃ ইত্যাদি। তিল হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয় তাহা সত্ত্বা হইতেই বুঝিতে হইবে ; অর্থাৎ তিল হইতে তৈল উৎপন্ন হয় তাহা তিলে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল

বোৎপদ্যতে ন তু সিকতাভ্যোঽসত্ত্বাদেব। উভয়ত্রাপ্যেকমেব সত্ত্বং পারমার্থিকমিতি। উৎপত্যনন্তরমুপাদেয়ে উপাদান তাদাত্ম্যং পূর্ব্বত্র প্রমাণিতম্। নাশানন্তরমুপাদানে উপাদেয়াভেদঃ পরত্রেতি সূত্রদ্বয়ে বিবেচনম্ ॥১৬॥

অথ যুক্ত্যন্তরেণ তয়োরনন্যত্বং প্রতিপাদয়ন্তি তিলেভ্যঃ' ইতি। এবমেবাত্র শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি —১।১৫ তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরনীষু চাগ্নিঃ। উভয়ত্র' ইতি ; কার্য্য কারণয়োরুভয়ত্র ; যদ্বা উপাদেয়োপাদানয়োরুভয়ত্র ; অথবা জগদ্ ব্রহ্মণোরিতি ; মৃদ্ ঘটবৎ, সুবর্ণ কঙ্কণবদ্ বা ; যথা মৃদেব পারমার্থিকসত্ত্বা উভয়ত্র, যথা বা সুবর্ণমেব উভয়ত্র পারমার্থিক সত্ত্ব, তথা প্রকৃত্যেপি জগদ্ ব্রহ্মণোরুভয়ত্র একমেব পারমার্থিক সত্ত্বা ইতি ভাবঃ। অথ "ভাবো চোপলব্ধেঃ" ইতি সূত্রস্য সারার্থ মাহুঃ—উৎপত্ত্যনন্তরমিতি। যথা উৎপন্নে ঘটে উপাদেয়ে মৃদঃ উপাদানস্য তাদাত্ম্যম্। তথা উপাদেয়ে কার্য্যে জগতি উপাদানস্য কারণস্য ব্রহ্মণঃ তাদাত্ম্যমিতি ভাবঃ। এবং "সত্ত্বাচ্চাবরস্য" ইতি সূত্রস্য সংক্ষেপার্থমাহুঃ—নাশানন্তরমিতি। যথা উপাদেয়স্য ঘটকার্য্যস্য নাশানন্তরং উপাদানেন মৃদা সহ অভেদঃ ; তথাত্বে উপাদেয়োপাদানয়োরভেদঃ।

তথা উপাদেয়স্য জগৎকার্য্যস্য নাশানন্তরং উপাদানেন ব্রহ্মণা সহ অভেদঃ ; এবং উপাদেয়োপাদানয়োরভেদঃ" ইতি সূত্রদ্বয়ে বিবেচনং কৃতমিতি ভাষ্যার্থঃ॥ তথাচ শ্রীদশমে—১০।৯।১৩ ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্। পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥ ইতি ভাবঃ ॥১৬॥

বলিয়াই হয়, অন্যথা হইত না ; যেমন—সিকতা (বালুকণা) হইতে তৈল উৎপন্ন হয় না, কারণ-সিকতাতে পূর্ব হইতে তৈলের অসত্ত্বা হেতু।

এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পাঠ করেন—তিলের মধ্যেই তৈল থাকে, দধিতে সর্পি বিদ্যমান থাকে, নদীতে জল, কাষ্ঠে অগ্নি থাকে" ইত্যাদি। সুতরাং অসৎ কার্য্যবাদ সঙ্গত নহে। যে হেতু উভয়ত্র একটিই পারমার্থিক সত্ত্বা বিদ্যমান আছে। উভয়ত্র শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—কার্য্য কারণের উভয়ত্র ; অথবা উপাদেয় উপাদানের উভয়ত্র ; অথবা জগৎ ও ব্রহ্মের উভয় স্থলে পারমার্থিক সত্ত্বা অর্থাৎ মৃত্তিকা ও ঘটের সমান ; অথবা সুবর্ণ ও কঙ্কণের সদৃশ ; যেমন মৃত্তিকাই উভয়ত্র কারণে ও কার্য্যে পারমার্থিক সত্ত্বা, অথবা যেমন-সুবর্ণও কার্য্য কারণ উভয়স্থলে পারমার্থিক সত্ত্বা ; সেই প্রকার প্রকৃত স্থলেও, অর্থাৎ জগৎ এবং ব্রহ্মের উভয় স্থলে ও একটি পারমার্থিক সত্ত্বা বুঝিতে হইবে ইহাই ভাবার্থ। অনন্তর "ভাবে চোপলব্ধেঃ এই সূত্রের সারার্থ বর্ণনা করিতেছেন—উৎপত্তির অনন্তর, ইত্যাদি। উৎপত্তির পর উপাদেয়ে উপাদানের তাদাত্ম্য পূর্বসূত্রে প্রমাণিত করিয়াছেন। যেমন-উৎপন্ন ঘটে অর্থাৎ উপাদেয়ে মৃত্তিকা উপাদানের তাদাত্ম্য বিদ্যমান আছে।

॥ওঁ॥ অসদ্ব্যপদেশান্নেতিচেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥ওঁ॥২।১।৫।১৭॥

স্যাদেতৎ। "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" (তৈ০ ২।৭।১) ইতি পূর্ব্বমসত্ত্বশ্রবণাদুপাদানে উপাদেয়স্য সত্ত্বং নাস্থেয়মিতিচেন্ন, যদয়মসদ্ব্যপদেশো ন ভবদভিমতেন তুচ্ছত্বেন, কিন্তু

অথ প্রকারান্তরেণ আশঙ্ক্য সমাদধাতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অসদিতি। নন্থ উপাদেয়-উপাদানয়োরনন্যত্বং ন যুক্তিসিদ্ধং কুতঃ? অসদ্ব্যপদেশাৎ, তথাচ তৈত্তিরীয়কে—২।৭।১ "অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ" ইতি, তস্মাদসত এব কার্য্যোৎপত্তিরিতি, ইতি চেৎ, ন, যদি এবমুচ্যতে তন্ন শাস্ত্র সিদ্ধং যুক্তিসিদ্ধঞ্চ, কুতঃ? ধর্ম্মান্তরেণ ইতি। কার্য্যস্য সূক্ষ্মরূপেণ ধর্ম্মান্তরেণ তত্র কারণে অবস্থানাৎ, অত্র কিং প্রমাণমিত্যাহ—বাক্যশেষাৎ, "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" (তৈ০ ২।৭।১) ইতি বাক্যশেষপ্রমাণলব্ধেরিতি সূত্রার্থঃ।

সেই প্রকার উপাদেয় বা কার্য্যরূপ জগতে উপাদান বা কারণরূপ ব্রহ্মের তাদাত্ম্য বিদ্যমান আছে। এই প্রকার "সত্ত্বাচ্চাবরস্য" এই সূত্রের সারার্থ বর্ণনা করিতেছেন—নাশানন্তর" ইত্যাদি। নাশের পর উপাদানে উপাদেয়ের অভেদ ইহা পরসূত্রে বিবেচনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ—যেমন উপাদেয় ঘটকার্য্যের নাশের পর উপাদান মৃত্তিকার সহিত অভেদ দশা প্রাপ্ত হয় এবং তাহা হইলে উপাদানের অভেদ সিদ্ধি হয়। সেই প্রকার উপাদেয় জগৎকার্য্যের নাশের পর উপাদান রূপ ব্রহ্মের সহিত অভেদ দশা লাভ করে; সেই অবস্থায় উপাদেয় এবং উপাদানের ভেদ থাকে না; এই সূত্রদ্বয়ে ইহাই বিবেচনা করা হইল।

শ্রীদশমে বর্ণিত আছে—শ্রীশুকদেব বলিলেন হে রাজন্-যাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই, পূর্ব্ব নাই পশ্চিম নাই, এবং যিনি জগতের পূর্বে পশ্চিমে বাহিরে অন্তরে, ও যিনি স্বয়ং জগৎ হয়েন; ইহাই ভাবার্থ ॥১৬॥

অনন্তর ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রকারান্তরের দ্বারা আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া সমাধান করিতেছেন 'অসৎ" ইত্যাদি।

শঙ্কা—এইস্থলে আমাদের (অসৎকার্য্য বাদিদের) আশঙ্কা এইপ্রকার—উপাদেয় এবং উপাদানের অভিন্নতা যুক্তি সিদ্ধ নহে; কারণ অসৎ ব্যপদেশ হেতু। এই বিষয়ে তৈত্তিরীয়কে বর্ণিত অছে—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ "বা-নিশ্চয়ে" নিশ্চিতরূপে অসৎছিল" অতএব অসৎ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি হয়।

সমাধান—এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে আমরা (বৈদান্তিকরা) বলিব—আপনারা (অসৎ-কার্য্যবাদিরা) যদি এই প্রকার বলনে, তাহা কিন্তু শাস্ত্রসিদ্ধ ও যুক্তি সিদ্ধও নহে। কারণ—ধর্ম্মান্তরের

ধর্ম্মান্তরেণৈব সঙ্গচ্ছতে। একস্যৈব দ্রব্যস্যোপাদেয়োপাদানোভয়াবস্থস্য স্থৌল্যং সৌক্ষ্ম্যং চেত্যবস্থাত্মকং ধর্ম্মদ্বয়ং সদসচ্ছব্দবোধ্যম্। তত্র স্থৌল্যাৎ ধর্ম্মাদন্যাৎ সৌক্ষ্ম্যং ধর্ম্মান্তরং তেন

অথ অভ্যুপগমসিদ্ধান্তেন অসৎকার্য্যবাদী কথঞ্চিৎ কার্য্যকারণাভেদপক্ষং স্বীকৃত্য কথয়তি-স্যাদেতদিতি। ভবন্মতে ভবতু কার্য্যকারণয়োরভেদঃ তত্তু ন শ্রুতিশাস্ত্রসম্মতম্, শ্রুতিরেব অসৎকার্য্যবাদং প্রতিবিধত্তে, তথা চ তৈত্তিরীয়া এবং পঠন্তি—অসদিতি। অগ্রে লোকলোচন গোচরীভূতং ইদং পঞ্চ প্রপঞ্চ জগৎ সৃষ্টেরগ্রে অসদ্ আসীৎ, নতু কার্য্যকারণানন্যত্বম্ ইতি। ইতি এবং প্রকারেণ পূর্ব্বং সৃষ্টেরগ্রে অস্য কার্য্যরূপ বিশ্বস্য অসত্ত্ব শ্রবণাৎ উপাদানে উপাদেয়স্য সত্ত্বং নাস্থেয়মিতি। যথা মৃৎপিণ্ডে কারণে ঘটরূপকার্য্যস্য দর্শনাভাবঃ, এবং পরমকারণে ব্রহ্মণি জগদ্রূপ কার্য্যস্যাপি নিতান্তাভাব ইতি।

কিঞ্চ শ্রীদশমে—১৪।২২ "তস্মাদিদং জগদশেষমসৎ স্বরূপম্" ইতি। শ্রীএকাদশেঽপি—২৮।৪ "বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ" ইত্যাদি প্রমাণৈঃ কার্য্যস্য সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং অসত্ত্ব-শ্রবণাৎ উপাদানে কারণে উপদেয়স্য কার্য্যস্য সত্ত্বং বিদ্যমানতা নাস্থেয়ং ন শ্রদ্ধেয়ম্, কারণে কার্য্যং নাস্তীতি ভাবঃ। ইতি চেৎ ন, এতাদৃশীং শঙ্কাং ন করণীয়াম্, ? যতঃ অয়ং অসদিতি।

দ্বারা" ইত্যাদি। অর্থাৎ—কার্য্যের সূক্ষ্মরূপে ধর্মান্তরের দ্বারা সেই কারণে অবস্থান হেতু। তাহাতে কি প্রমাণ আছে? তাহা বলিতেছেন—বাক্যশেষ হেতু। অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীভগবান তৎ প্রপঞ্চ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি বাক্য শেষ প্রমাণলব্ধ হেতু কার্য্য কারণের অভেদ সিদ্ধ হয়; ইহাই সূত্রের অর্থ। অনন্তর অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের দ্বারা অসৎকার্য্যবাদী কিঞ্চিৎ কার্য্যকারণের অভেদপক্ষ অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছেন—তাহাই হউক।

অর্থাৎ-আপনাদের (বৈদান্তিকদের) মতে কার্য্যকারণের অভেদ হউক, কিন্তু তাহা শ্রুতি শাস্ত্র সম্মত নহে; কারণ-শ্রুতি শাস্ত্রই অসৎকার্য্যবাদের বিধান প্রদান করিতেছেন; তৈত্তিরীয় শ্রুতি এই প্রকার পাঠ করেন-অসৎ'ইত্যাদি। অগ্রে, অর্থাৎ লোকলোচনের গোচরীভূত এই পঞ্চ প্রপঞ্চিত জগৎ সৃষ্টির অগ্রে অসৎ ছিল; কিন্তু কার্য্যকারণ অভিন্ন ছিল না; এই প্রকার সৃষ্টির পূর্বে জগতের অসত্ত্ব শ্রবণ হেতু উপাদানে উপাদেয়ের সত্ত্ব বিষয়ে আস্থা করা উচিৎ নহে; অর্থাৎ এই প্রকার জগৎ সৃষ্টির অগ্রে এই কার্য্যরূপ বিশ্বের অসত্ত্ব শ্রবণ হেতু উপাদানে উপাদেয়ের বিদ্যমানতা যুক্তি সঙ্গত নহে।

যেমন—মৃৎপিণ্ডরূপ কারণে ঘটরূপ কার্য্য দেখা যায় না; সেই প্রকার পরমকারণ স্বরূপ পর ব্রহ্মেও জগৎরূপ কার্য্যের নিতান্ত অভাব বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে শ্রীদাশমে বর্ণিত আছে—অতএব এই অশেষ জগৎ অসৎ স্বরূপ" এবং শ্রীএকাদশে বর্ণিত আছে বাক্যের দ্বারা কথিত, ও মনের দ্বারা ধ্যান করা বস্তু অনৃত' অর্থাৎ মিথ্যা। ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা কার্য্যের সৃষ্টির পূর্বে অসত্ত্ব শ্রবণ

ইতি। এবং কুতঃ? বাক্যশেষাৎ। "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" (তৈ. ২।৭।১) ইতি বাক্যশেষেণ সন্দিগ্ধার্থস্যোপক্রম বাক্যস্য তথৈব ব্যাকুর্ত্তুমুচিতত্বাৎ। অন্যথা "আসীৎ" (তৈ. ২।৭।১) ইতি

ধর্ম্মান্তরেণ ইতি, ধর্ম্মান্তরস্য ব্যাখ্যানমাহুঃ—একস্যৈব ইতি। এবং কুতঃ? বাক্যশেষাদিতি, অথ বাক্যশেষং দর্শয়ন্তি—তদাত্মানমিতি। অসৎ কারণত্বে বিরোধপ্রকারমাহুঃ—অন্যথা ইতি। আসীৎ ইতি 'অস্ভুবি সত্তায়াম্' ইতি অস্ ধাতো ভূতেশে কর্ত্তৃবাচ্যে প্রথমপুরুষৈকবচন রূপম্। অকুরুত ইতি 'ডুকৃঞ্ করণে' ইতি ধাতেঃ—ভূতেশে কর্ম্মণিবাচ্যে প্রথমপুরুষৈকবচনম্।

অথ বিরোধস্থানমুদাহরন্তি—অসতঃ ইতি। তথাচ সতা কালেন সহ অসতঃ কার্য্যস্য সম্বন্ধো ন সম্ভবেৎ, সতোরেব সম্বন্ধদৃষ্টেঃ। তথাহি অস্মিন্ কালে ঘটোঽস্তি" ইতি সর্ব্বেষামনুভবসিদ্ধঃ, অত্রকাল ঘট কারণ কার্য্যাদেঃ সত্ত্বাৎ। ব্যতিরেকে "এষো বন্ধ্যা সুতো ভাতি" ইতি ইত্যত্র সর্ব্বৈরেব সম্বন্ধাভাবঃ। অত অসৎ কারণত্বে আত্মাভাবেন আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাভাবাৎ 'অকুরুত' ইতি বক্তুমশক্যম্। কিঞ্চ 'স্বয়ং' ইত্যত্র

হেতু উপাদান কারণে উপাদেয় কার্য্যের সত্ত্বা বা বিদ্যমানতা শ্রদ্ধা করা অনুচিত; অর্থাৎ কারণে কার্য্য নাই, ইহাই ভাবার্থ। ইতি চেৎ ন; অর্থাৎ এই প্রকার আশঙ্কা করা উচিত নহে; যে হেতু এই অসৎ শব্দ ব্যপদেশ আপনাদের (অসৎকার্য্যবাদিদের) অভিমত তুচ্ছ বা শূন্যমাত্র নহে; কিন্তু এই অসৎশব্দ ধর্মান্তরের দ্বারাই সঙ্গত হয়। অনন্তর ধর্মান্তরের ব্যাখ্যা করিতেছেন একমাত্র দ্রব্যের ইত্যাদি। একটিমাত্র দ্রব্যের উপাদেয় ও উপাদান এই উভয় অবস্থার স্থূল ও সূক্ষ্ম এই অবস্থানরূপ ধর্মদ্বয় সৎ এবং অসৎশব্দের দ্বারা বোধ করাইতেছে। তন্মধ্যে স্থূলধর্ম হইতে সূক্ষ্ম পৃথক ধর্মান্তর, তাহার দ্বারা, অর্থাৎ ধর্মান্তরের দ্বারা।

এইরূপ কি প্রমাণের দ্বারা হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—বাক্যশেষ হইতে। অনন্তর বাক্য শেষপ্রকার প্রদর্শিত করিতেছেন - তদাত্মানম্ "ইত্যাদি। স্বয়ং শ্রীগোবিন্দদেব আত্মানং নিজেকে তাহা অর্থাৎ—জগৎ করিয়াছিলেন "এইপ্রকার বাক্যশেষের দ্বারা সন্দেহরূপ উপক্রমবাক্যের সেই প্রকারই ব্যাখ্যা করা উচিত এই হেতু। এই প্রকার অসৎকারণ স্বীকার করিলে বিরোধ প্রকার প্রতিপাদন করিতেছেন—অন্যথা' ইত্যাদি। অন্যথা' যদি অসৎকার্য্য বাদ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে 'ছিল" "নিজেকে করিয়াছিলেন" ইত্যাদি বাক্য বিরোধ হইব। আসীৎ" অস্ভুবি সত্তা অর্থে, অস্ ধাতুর ভূতেশের কর্ত্তৃবাচ্যে প্রথমপুরুষের এক বচনের রূপ। অকুরুত" ডুকৃঞ্ করণে, এই ধাতুর ভূতেশের কর্মবাচ্যে প্রথম পুরুষের একবচনের রূপ। অতঃপর বিরোধস্থানের উদাহরণ প্রদান করিতেছেন—অসতের 'ইত্যাদি। অসতের কালের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ সৎ কালের সহিত অসৎ কার্য্যের সম্বন্ধ সম্ভব হয় না: সতেরই সম্বন্ধ দেখা যায়। যেমন—এইকালে ঘট বিদ্যমান আছে" ইহা সকলের অনুভব সিদ্ধ; এইস্থলে কাল, ঘট, কারণ কার্য্যাদির সত্ত্বা বোধ হয়। ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত

"আত্মানমকুরুত" (তৈ. ২।৭।১) ইতি চ বিরুদ্ধ্যেত। অসতঃ কালেন সহাসম্বন্ধাৎ। আত্মাহ ভাবেন কর্ত্তৃত্বস্য বক্তুমশক্যত্বাচ্চ ॥১৭॥

অসত্ত্বং ধর্ম্মান্তরমিত্যত্র হেতুং দর্শয়তি –

॥ওঁ॥ যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ওঁ॥ ২।১।৫।১৮॥

ভবদভিমত অসৎ ইতি ব্যাখ্যানে ব্রহ্মণো জগদ্রূপত্ব ভবন-সম্ভাবনা নাস্তি, আত্মনোঽসত্ত্বাৎ। যদি অসতঃ কারণাদেব কার্য্যোৎপত্তিঃ, তথাত্বে বহ্নে দূর্ব্বাঙ্কুরোৎপত্তি প্রসঙ্গঃ।

কিঞ্চ অসৎকার্য্যবাদে কারক ব্যাপারোঽপি সুদুর্ঘটমেব। ঘটাভিব্যক্তিস্থলে মৃৎখননানয়ন—চক্রারোপণ ভ্রমণাদি সর্ব্বং কারকব্যাপারস্য উপাদানবিষয়ত্বাৎ। উপাদানাভাবে কর্ত্তা কিমাশ্রিত্য খননাদি কুর্য্যাৎ, ন চ ঘটমাশ্রিত্য ইতি বাচ্যং, তদানীং তস্য অভাবাৎ। অপিচ –অসদুপাদানে বিনাপি মৃৎপিণ্ডং ব্যাপারমাত্রেণ ঘটোৎপত্তি প্রসঙ্গাচ্চ, ইত্যলমতি বিস্তারেণ ॥১৭॥

ননু অসত্ত্বং নামঃ ত্রৈকালিকাঽভাবত্বং তৎ কথং তস্য ধর্ম্মান্তরত্বং অর্থমাহুঃ, ইতি চেৎতত্রাহুঃ—অসত্ত্বমিতি। অসত্ত্বং নামো ধর্ম্মান্তরমিতি হেতুং দর্শয়ন্ সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—যুক্তেশ্চ

যেমন—এই বন্ধ্যার পুত্র দেখা যাইতেছে" এই স্থলে সকলেই বন্ধ্যা পুত্রের সহিত সম্বন্ধের অভাব স্বীকার করিয়াছেন।

আত্মার অভাব হেতু কর্ত্তৃত্ব শব্দ প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব অসৎ কারণতা বাদ স্বীকার করিলে আত্মার অভাব হেতু আত্মার কর্ত্তৃত্বের অভাব বশতঃ "করিয়া ছিলেন" এই প্রকার বলিতে সমর্থ হইবেন না; আরও "স্বয়ং এইস্থলে" আপনাদের (অসৎকার্য্যবাদিদের) অভিমত "অসৎ" এই ব্যাখ্যা করিলে ব্রহ্মের জগদ্রূপতা হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ আত্মার সত্ত্বার অভাব হেতু। যদি অসৎ কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি হয় তাহা হইলে বহ্নি হইতে দূর্বাঙ্কুর উৎপত্তি প্রসঙ্গ অসিয়া পড়ে। বিশেষ এই যে অসৎকার্য্যবাদে কারক ব্যাপারও দুর্ঘট বলিয়াই জানিবে, কারণ ঘটাভিব্যক্তি স্থলে মৃত্তিকা খনন, তাহা আনয়ন, মর্দন চক্রারোপণ, চক্রভ্রমণাদি সকল কারকব্যাপারই উপাদান বিষয় হেতু।

উপাদানের অভাবে কর্ত্তা কি আশ্রয় করিয়া খননাদি কার্য্য করিবে? যদি বলেন—"ঘটকে আশ্রয় করিয়া খননাদি কার্য্য করিবে" এই প্রকার বলিতে পারেন না কারণ মৃত্তিকা খননাদি কালে ঘটের অভাব হেতু। আরও –অসদুপাদান স্বীকার করিলে মৃৎপিণ্ড বিনাই ব্যাপারমাত্রের দ্বারাই ঘটোৎপত্তি প্রসঙ্গ হইবে। সুতরাং আর বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই ॥১৭॥

শঙ্কা– আমরা (অসৎবাদিরা) বলিব—অসত্ত্ব নামে যে বস্তু তাহা ত্রৈকালিকাভাব পদার্থ, সুতরাং তাহার কি প্রকারে ধর্মান্তরত্ব অর্থ করিতেছেন?

মৃৎপিণ্ডস্য কম্বুগ্রীবাদ্যাকারযোগো ঘটোঽস্তিতি" ইতি ব্যবহারস্য হেতুঃ। তদ্বিরোধি কপালাদ্যবস্থান্তরযোগস্তু ঘটো নাস্তীতি ব্যবহারঃ। স্মৃতিরপ্যেবমভিধত্তে-(বি॰ পু॰ ২।১২।৪২) "মহীঘটত্বং ঘটতঃ কপালিকা, কপালিকাচ্চূর্ণরজস্ততোঽণুঃ" ইতি এতাবতৈব ঘটাদ্যভাব

ইতি। যুক্তেঃ—লৌকিকযুক্তিদ্বারেণ 'অসত্ব" শব্দস্য ধর্ম্মান্তরং সূক্ষ্মমেব অর্থং গৃহ্যতে, কিঞ্চ-শব্দান্তরাচ্চ শ্রুতিবাক্যান্তরাচ্চাপি অসত্ব শব্দস্য সূক্ষ্মমেবার্থং গ্রহনীয়ম্। ন তু ত্রৈকালিকাঽভাবত্বমিতি ভাবঃ।

অথ যয়া যুক্ত্যা অসত্বশব্দস্য ধর্ম্মান্তরার্থং ব্যাখ্যাতং—
তং স্পষ্টয়ন্তি "মৃৎপিণ্ডস্য" ইত্যাদি। তথা চ লৌকিকযুক্ত্যা ধর্ম্মান্তরত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—মৃদিতি। অস্মিন্ বিষয়ে স্মৃতিপ্রমাণমাহুঃ মহীতি। মহী পৃথিবী, তদেব চক্রকুলালাদি নিমিত্ত কারণৈঃ ঘটরূপেণাভিব্যজ্যতে; তদা তৎ মৃদেব ঘটো ভবতি; ঘটতঃ সর্ব্বজন ব্যবহারযোগ্যো ঘটাৎ কপালিকা; কপালদ্বয়ং ভবতি; কপালিকায়াঃ চূর্ণরজঃ তস্মাদপি অণু র্ভবতি। এবমণুরেব অত্র অসং' শব্দবাচ্য ইতি।

এতাবতৈব ইতি এতাদৃশং অণুধর্ম্মান্তরাপন্নং ঘটং ঘটাভাবরূপেণ মানবানাং প্রতীতি র্ভবতি; তদন্যঃ স ন কল্প্যতে; তাদৃশাবস্থান্তর যোগাদন্যঃ স ঘটাদ্যভাব ব্যবহারঃ সিদ্ধো ন ভবেদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ

সমাধান এই শঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন অসত্ব "ইত্যাদি। অসত্ব যে ধর্মান্তর সেই বিষয়ে হেতু প্রদর্শিত করিয়া ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন যুক্তঃ "ইত্যাদি। যুক্তি হইতে, অর্থাৎ লৌকিক যুক্তির দ্বারাও অসত্ব শব্দের ধর্মান্তর সূক্ষ্মই অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। আরও শব্দান্তর হইতে, অর্থাৎ শ্রুতি বাক্যান্তর হইতেও অসত্ব শব্দের সূক্ষ্ম অর্থ ই সংগ্রহকরা উচিত, কিন্তু ত্রৈকালিকাভাব মাত্র নহে। অতঃপর যে যুক্তির দ্বারা অসত্বশব্দের ধর্মান্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট করিতেছেন—মৃৎপিণ্ড" ইত্যাদি। অর্থাৎ লৌকিক যুক্তির দ্বারা ধর্মান্তরত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন – মৃৎ ইত্যাদি। মৃৎপিণ্ডের কম্বুগ্রীবাদি আকার যোগই "ঘটআছে" এই প্রকার লৌকিক ব্যবহারের হেতু হয়।

এবং তাহার বিরোধি কপালাদি অবস্থান্তর যোগ "ঘট নাই" এই প্রকার ব্যবহারের কারণ হইয়া থাকে। স্মৃতি শাস্ত্রেও এই প্রকার অভিহিত করিয়াছেন, অর্থাৎ এই বিষয়ে স্মৃতিবাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—মহী" ইত্যাদি। মহী ঘটভাব প্রাপ্ত হয়, ঘট হইতে কপাল, সেই কপাল, চূর্ণ হইলে রজঃ হয়, চূর্ণ হইতে অণু হয়। অর্থাৎ মহী-পৃথিবী, মৃৎপিণ্ড তাহাই চক্র কুলালাদি নিমিত্ত কারণ সকলের দ্বারা ঘটরূপে অভিব্যক্তি হয়, সেইকালে সেই মৃত্তিকাই ঘট হয়। সেই সর্বজন ব্যবহার যোগ্য ঘট হইতে কপালিকা, অর্থাৎ কপাল দ্বয়, কপালিকা চূর্ণ হইতে রজঃ হয়, অর্থাৎ তাহা হইতেও ক্ষুদ্র অণু হয়, এই প্রকার এই অণুই এইস্থলে অসত্ব শব্দে কথিত হয়, এই পর্য্যন্তই ঘটাদির অভাব সিদ্ধি

ব্যবহারসিদ্ধেস্তদন্যঃ স ন কল্প্যতে, তন্নচোপলভ্যত ইতি যুক্তিঃ। "অসৎ" শব্দস্য পূর্ব্বত্রোদাহৃত ত্বাত্ততোঽন্য সৎ শব্দঃ। শব্দান্তরং "সদেব সোম্যেদমিতি" (ছা০ ৬।২।১) এবঞ্চ যুক্তি সচ্ছব্দাভ্যামসৎ সূক্ষ্মমিত্যেবার্থো ন তু শশবিষাণাদিবৎ নিরূপাখ্যমিতি। উপমৃদিতবিশেষং জগৎ

তৎ অসৎ ন চ উপলভ্যতে ইতি, তস্মাৎ অণ্বাদিরূপেণ ধর্ম্মান্তর প্রাপ্তস্য এব ঘটস্য ঘটাভাব ব্যবহারে কারণং দৃষ্টে র্ন তু কিমপি অসদ্‌বস্তুন ইতি যুক্তিরিতি ভাবঃ।

অথ যদুক্তং "শব্দান্তরাচ্চ" তৎ বিশাদয়ন্তি শব্দান্তরমিতি। শব্দান্তরং দর্শয়ন্তি—সদেব ইতি। হে সোম্য! ইদং দেব মানবাদি বিচিত্র ভোগ্য পরিশোভিতং জগৎ সৃষ্টেরগ্রে সদেব আসীদিতি, অত্র ছান্দোগ্যোপনিষদি—৬।২।১-২ "সদেব সোম্য! ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং, তদ্ধৈক আহুঃ—অসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত। কুতস্তু খলু সোম্য! এবং স্যাদিতি, হোবাচ—কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি, সত্ত্বেব সোম্য! ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। বৃহদারণ্যকোপনিষদি চ—১।৪।৭ "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে" ইত্যাদি চ। অথ সারার্থমাহুঃ—এবঞ্চ ইতি।

হেতু, তাহা হইতে অন্য সেই অসত্ত্ব কল্পনা করা হয় না, অর্থাৎ এই পর্য্যন্তই এই প্রকার অণুধর্মান্তরাপন্ন ঘটকেই ঘটাভাবরূপের দ্বারা মানবগণের প্রতীতি হয়। সেই ধর্মান্তর ভিন্ন অন্য কিছু কল্পনা করা যায় না, অর্থাৎ তাদৃশ অবস্থান্তর যোগ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে ঘটাদির অভাব ব্যবহার সিদ্ধি হয় না, ইহাই সারার্থ। আরও সেই অসতের উপলব্ধি হয় না, অসৎ' শব্দের পূর্বে উদাহরণ কথিত হওয়া হেতু তদ্‌ভিন্ন সৎ শব্দ।

অতএব অণু প্রভৃতি রূপের দ্বারা ধর্মান্তর প্রাপ্ত ঘটেরই ঘটাভাব ব্যবহারে কারণ দেখা যায়। কিন্তু কোন প্রকার অসৎ বস্তুর ব্যবহার দেখা যায় না। অনন্তর সূত্রমধ্যে যে 'শব্দান্তর' শব্দ বলিয়াছেন তাহা বিস্তার করিতেছেন শব্দান্তর" ইত্যাদি। শব্দান্তর প্রদর্শিত করিতেছেন—সদেব'ইত্যাদি। হে সৌম্য! এই দেবতা মনুষ্যাদির বিচিত্র ভোগ্যবস্তু পরিশোভিত জগৎ সৃষ্টির অগ্রে সৎ-ই ছিল। এই বিষয়টি ছান্দোগ্যোপনিষদে এই প্রকার বর্ণিত আছে—হে সৌম্য! সৃষ্টির অগ্রে এক অদ্বিতীয় সৎ বস্তুই ছিল; কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—একমাত্র অদ্বিতীয় অসৎ বস্তুই সৃষ্টির পূর্বে ছিল; সেই অসৎ হইতেই সৎ জাত হয়: হে সৌম্য! এইরূপ কি প্রকারে হইবে? অর্থাৎ অসৎ হইতে কি প্রকারে সৎবস্তু জাত হইবে; কিন্তু সৃষ্টির অগ্রে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ বস্তুই ছিল। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত আছে—সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অব্যাকৃত ছিল' অর্থাৎ সূক্ষ্ম ছিল সেই সূক্ষ্মকেই নাম ও রূপের দ্বারা বিস্তার করিলেন। অনন্তর সারার্থ বলিতেছেন—এবম্' ইত্যাদি। এই প্রকার যুক্তি ও সৎ শব্দের দ্বারা 'অসৎ' শব্দের সূক্ষ্ম এই অর্থ ই সুসঙ্গত; কিন্তু শশশৃঙ্গতুল্য নিরূপাখ্য অসৎ অর্থ নহে। মৃদিত বিশেষ

পরমসূক্ষ্মমেব ব্রহ্মণি বিলীনং তদানীং সৌক্ষ্ম্যাদসদিত্যুচ্যতে। তস্মাদুৎপত্তেঃ প্রাগপি উপাদান বপুষা সত্ত্বাত্তদভিন্নমেবোপাদেয়মিতি সিদ্ধম্। যচ্চ নাসদুৎপদ্যতেঽসম্ভবাৎ, নাপি সৎ কারক

উপমৃদিতমিতি, যথা ঘটঃ কপালাদিরূপেণ বিনষ্টঃসন্ অবস্থান্তরং ধর্ম্মান্তরং বা প্রাপ্য অণু-রূপেণ স্বকারণে মৃদি অবাতিষ্ঠতে, এবং জগদিদং প্রলয়াবসরে বিনষ্টসংস্থান বিশেষঃসন্ অতিসূক্ষ্মরূপেণ স্বকরণে পরব্রহ্মণ্যেব তিষ্ঠত্যেব, তদানীং তস্য অতিসৌক্ষ্ম্যাৎ 'অসৎ' ইতি কথয়ন্তি শ্রুতয়ঃ, অন্যথা—কথং "অসতঃ সজ্জায়েত" ইতি শঙ্কা? অথ প্রকরণমেতৎ নিগময়ন্তি—তস্মাদিতি। অথ অনির্ব্বচনীয় বাদং নিরাকুর্ব্বন্তি যচ্চেতি।

তথাচ বেদান্তসারে—৩৪, "অজ্ঞানং তু সদসদ্ভ্যামনীর্ব্বচনীয়ম্" ইদমজ্ঞান কল্পিতমেব জগৎ তস্মাদনির্ব্বাচ্যমেব ইতি অনির্ব্বাচ্যবাদিনামাশয়ঃ, তচ্চ ন সম্ভবেদিত্যত আহুঃ তন্মন্দমিতি। সৎ ঘটাদিকং অসৎ খপুষ্পাদিকং, ন খলু তাভ্যাং সদসদ্ভ্যাং বিলক্ষণং কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ কেনচিদ্ ঈক্ষিতমিতি তথাত্বং দুষ্পাদনীয়মিত্যর্থঃ।

স্থূল জগৎ পরম সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মে বিলীন থাকে, সেই অবস্থাকে পরম সূক্ষ্ম হেতু অসৎ বলে। অর্থাৎ—যেমন ঘট কপালাদিরূপের দ্বারা বিনষ্ট হওতঃ অবস্থান্তর বা ধর্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া অণুরূপে স্বকারণ মৃৎপিণ্ডে অবস্থান করে; সেই প্রকার প্রলয়াবসরে বিনষ্ট সংস্থান বিশেষ হইয়া অতিসূক্ষ্ম রূপে স্বকারণ ব্রহ্মেই অবস্থান করে; সেই কালে অতি সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থান হেতু শ্রুতিগণ এই জগৎকে অসৎ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

অন্যথা কি প্রকারে অসৎ হইতে সৎ জাত হয় এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিতেন। অনন্তর এই প্রকরণের নিগমন করিতেছেন—তস্মাৎ' ইত্যাদি। অতএব উৎপত্তির পূর্বেও উপাদান রূপে কার্যের বিদ্যমানতা হেতু উপাদান হইতে অভিন্ন উপাদেয় ইহা যুক্তি এবং শ্রুতিশাস্ত্র সম্মত সিদ্ধান্ত। অতঃ পর অনির্বচনীয় বাদ নিরাকরণ করিতেছেন—যচ্চ' ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন অসৎ হইতে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না, অথবা অসৎবস্তুর উৎপত্তি হয় না, কারণ তাহা অসম্ভব; এবং বস্তু সৎ ও নহে, তাহা স্বীকার করিলে তদুৎপত্তির নিমিত্ত কারকব্যাপার বৃথা হয়; কিন্তু এই উৎপত্তি অনির্বাচ্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে' এই প্রকার স্বীকার করেন।

তাহা অতীব মন্দ মত; কারণ সৎ এবং অসৎ বিলক্ষণরূপে কোন বস্তু প্রতিপাদন করা অসম্ভব। অর্থাৎ এই বিষয়ে বেদান্তসারে বর্ণিত আছে—এই অজ্ঞান সৎ ও অসৎ দ্বারা নির্বচন করা অসম্ভব; এই অজ্ঞান কল্পিতই জগৎ; সুতরাং অনির্বাচ্য, ইহাই অনির্বাচ্য বাদিগণের আশয়। এই প্রকার অনির্বাচ্য বাদ সম্ভব নহে, কারণ তাহা মন্দবুদ্ধিগণের মতবাদ মাত্র; সৎ ঘটাদি, অসৎ আকাশ পুষ্পাদি সুতরাং এই সৎও অসৎ হইতে বিলক্ষণ কোন বস্তু কেহ কোথাও কখনও দেখিয়াছে কি?

ব্যাপারবৈয়র্থ্যাৎ, কিন্ত্বনির্ব্বাচ্যমেব" ইত্যাহ, তন্মন্দং, সদসদ্বিলক্ষণতায়া দুরুপপাদনত্বা-দিতি ॥১৮॥

অথ সৎ কার্য্যবাদে দৃষ্টান্তানুদাহরতি—

॥ওঁ॥ পটবচ্চ ॥ওঁ॥ ২।১।৫।১৯॥

পটো যথা সূত্রাত্মনা পূর্ব্বং সন্নেব প্রাপ্তব্যতিষঙ্গবিশেষেভ্যঃ সূত্রেভ্যোঽভিব্যজ্যতে,

---

ইদং সূত্রদ্বয়ং শ্রীভাষ্যে, শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে চ একমেব সূত্রং পঠন্তি ভাষ্যকারাঃ। তথাচ শ্রীভাগবতে ৬।১৬।২২ যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং তিষ্ঠত্যপ্যেতি জায়তে। মৃন্ময়েষ্বিব মৃজ্জাতি স্তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ॥ তস্মাদ্—লৌকিকযুক্তেঃ শ্রুতিপ্রামাণ্যাচ্চ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বং সিদ্ধমিতি ভাবঃ॥১৮॥

নন্থ অসৎকার্য্যবাদে উপাদেয়োপাদনয়োরনন্যত্বে দৃষ্টান্তো ন তিষ্ঠতু, কিন্তু সৎকার্য্যবাদে কো দৃষ্টান্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—অথ সৎকার্য্যবাদে দৃষ্টান্তানুদাহরতি—ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ইতি শেষঃ, পট বচ্চ ইতি সূত্রম্। ব্যতিষঙ্গবিশেষেভ্যঃ' ইতি ঋজু-তির্য্যগ্ ভাবেন মিথঃ সম্বন্ধবিশেষেভ্যঃ ইত্যর্থঃ। তথাচ সংবেষ্টিতঃ পট পটরূপত্বেন অগৃহ্যমানেঽপি পটো নাসদ্ ভবতি, কিন্তু ধর্ম্মান্তরেণ স্থিতঃ সদেব ভবতি, স পুনঃ প্রসারিতস্তু পটত্বেন গৃহ্যতে।

এবং ইদং জগৎ সৃষ্টেরগ্রে অনভিব্যক্তনামরূপত্বাদ্ বিশ্বত্বেন গ্রহণাভাবেঽপি বিশ্বং সদেব ভবতি, সদেব সৃষ্টিকালে অভিব্যক্তনামরূপত্বাদ্ স্পষ্টমিদং জগদনুভূয়তে, যথা চ—সঙ্কুচিতাঙ্গকস্য কুর্ম্মস্য অঙ্গাণি অদৃষ্টেঽপি নাসাদ্রূপাণি, কিন্তু সঙ্কুচিতত্বাৎ লোচনগোচরীভূতানি ন ভবন্তি, অপিচ সদ্ রূপাণি তানি।

যে হেতু তাহা প্রতিপাদন করা অসম্ভব ইহাই অর্থ। এই সূত্রদুইটি শ্রীভাষ্যে নিম্বার্কভাষ্যে এক সূত্ররূপে পাঠ করেন।

শ্রীভাগবতে এই প্রকার বর্ণিত আছে—যাহাতে এই জগৎ অবস্থান করে যাহা হইতে জাত হয়, এবং যাহাতে বিলয় হয়, যেমন-মৃত্তিকাতে মৃত্তিকার বিকার সকল; সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি। অতএব লৌকিকযুক্তি হইতে এবং শ্রুতিবাক্যপ্রমাণ হইতে কার্য্য কারণের অনন্যতা সিদ্ধ হইতেছে ইহাই ভাবার্থ॥১৮॥

যদি বলেন আমাদের (অসৎকার্য্যবাদিদের) অসৎকার্য্যবাদে উপাদেয়ের অনন্যত্বে দৃষ্টান্ত না থাকুক: কিন্তু আপনাদের সৎকার্য্যবাদে কি দৃষ্টান্ত আছে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—অনন্তর ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সৎকার্য্যবাদে দৃষ্টান্ত সকলের উদাহরণ প্রদান করিতেছেন—পট' অর্থাৎ যেমন বস্ত্র। বস্ত্র যে প্রকার সূত্ররূপে পূর্বে বিদ্যমান ছিল, সেই সূত্রই সরল ও বক্রভাবে বয়ন বিশেষের দ্বারা সূত্র হইতেই পট অভিব্যক্ত হয়। সেই প্রকার সূক্ষ্ম শক্তিমান ব্রহ্মরূপে অর্থাৎ তাহাতে পূর্বে সূক্ষ্মরূপে

তথা সূক্ষ্মশক্তিমদ্ ব্রহ্মাত্মনা পূর্ব্বং সন্নেব প্রপঞ্চঃ সিসৃক্ষোঃ তস্মাদিতি। বটবীজাদি দৃষ্টান্ত সংগ্রহায় "চ" শব্দঃ ॥১৯॥

যথা বা বীজে সূক্ষ্মরূপেণ সর্ব্বদা স্থিত এব ন্যগ্রোধো মহান্ বৃক্ষরূপেণাবির্ভবতি ; তথা ইদং বিশ্বমপি সদেব পরমকারণাৎ পরব্রহ্মণঃ সকাশাদাবির্ভবতীতি ভাবঃ। তথাহি—ছান্দোগ্যে—৬।১২।১-২ ন্যগ্রোধফলমত আহার ইতীদং ভগব ইতি ভিন্ধীতি ভিন্নং ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীতি অণ্ব্য ইবেমাধানা ভগব ইতি আসামঙ্গৈকাং ভিন্ধীতি ভিন্না তগব ইতি কিমত্র পশ্যসীতি ন কিঞ্চন ভগব ইতি। তং হোবাচ যং বৈ সোম্য ! এতদণিমানং ন নিভালয়সে এতস্য বৈ সোম্য ! এষোঽণিম্ন এবং মহান্ ন্যগ্রোধ-স্তিষ্ঠতি"ইতি।

অবস্থিত প্রপঞ্চ, সৃষ্টিকারী শ্রীভগবান হইতে ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত হয়। বটবীজ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত সংগ্রহের জন্য সূত্রে "চ" শব্দ প্রদান করিয়াছেন। ব্যতিষঙ্গ বিশেষ" অর্থাৎ—সূত্রসকলের সরল ও বক্র ভাবে সম্বন্ধ বিশেষ দ্বারা পটাভিব্যক্তি। সেই প্রকার এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সূক্ষ্মশক্তিমান্ পরব্রহ্ম-রূপে পূর্ব্ব অবস্থান করিয়াই বিদ্যমান ছিলেন, এই প্রকার প্রপঞ্চ সৃজনেচ্ছু শ্রীগোবিন্দদেব হইতেই এই জগৎ সৃষ্ট হয়। সূত্রের মধ্যে যে চ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদাদি কথিত বট বীজাদি দৃষ্টান্ত সংগ্রহের নিমিত্ত বলিয়া জানিতে হইবে। সারকথা এই যে সম্বেষ্টিত পট (গুটান) পটরূপে গ্রহণ না করিতে পারিলেও পট নাই এই প্রকার পটাভাব বা অসৎ হয় না, কিন্তু পটই ধর্মান্তরে অবস্থান করে, সুতরাং সংবেষ্টিত রূপে সতই অসৎ নহে। সেই সংবেষ্টিত পট পুনরায় প্রসারিত হইলে পটরূপেই গ্রহণ হয় অন্য রূপে নহে।

এইরূপ এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে নামও রূপের অভিব্যক্ত না হওয়া হেতু বিশ্বরূপে গ্রহণের অভাব হইলেও বিশ্ব সৎ হয় ; এই অনভিব্যক্ত নামরূপ বিশ্বই সৃষ্টিকালে নাম ও রূপের অভিব্যক্তি হওয়া হেতু স্পষ্টরূপে জগতের অনুভব হইয়া থাকে। এইবিষয়ে প্রমাণ—যে প্রকার হস্ত পদাদি সঙ্কুচিত শরীর কুর্মের হস্ত পদাদি অঙ্গ সকল দেখা না যাইলেও তাহা অসৎ নহে, কিন্তু সঙ্কুচিতাবস্থা হেতু লোচনগোচরীভূত হইতেছে না অর্থাৎ তাহা সৎ অসৎ নহে। পুনঃ যে প্রকার বটাদির বীজে সূক্ষ্মরূপে সর্বদা অবস্থিত বটবৃক্ষই মহান্ বৃক্ষরূপে আবির্ভাব হয়, সেই প্রকার এই বিশ্বও সূক্ষ্মরূপে সৎ থাকিয়াই পরমকারণ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের সকাশ হইতে আবির্ভূত হয় ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্য।

এই বিষয়ে ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত—হে বৎস ! একটি ন্যগ্রোধ ফল আহরণ কর ; শিষ্য—হে ভগবন্ ! আহরণ করিয়াছি ; ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেল, হে ভগবন্ ! ভাঙ্গিলাম ; এই ফলের ভিতরে কি দেখিতেছে ? হে ভগবন্ ! অতিক্ষুদ্র ধান (বীজ) সকল দেখিতেছি। হে বৎস ! ইহাদের মধ্যে একটি বীজকে বিদারণ কর ; হে ভগবন্ ! একটি বীজ বিদারণ করিলাম ; তাহাতে কি দেখিতেছ ? কিছুই দেখিতেছি না। এই প্রকার দেখাইয়া গুরু নিজ শিষ্যকে বলিলেন—হে সৌম্য ! এই বীজের

॥ওঁ॥ যথা চ প্রাণাদিঃ ॥ওঁ॥ ২।১।৫।২০॥

যথা প্রাণাপানাদিঃ প্রাণায়ামেন সংযমিতঃ তদাপি মুখ্যপ্রাণমাত্রতয়া সন্নেব প্রবৃত্তি-কালে হৃদয়াদি স্থানানি মুখ্যে ভজতি সতি তস্মাদেব মুখ্যাৎ স্বাবস্থয়াভিব্যজ্যতে, তথা প্রপঞ্চো-হপ্যুপমৃদিত বিশেষোহপীতৌ সূক্ষ্মশক্তিমতি ব্রহ্মণি তদাত্মনা সন্নেব সৃষ্টিকালে তস্মিন্ সিসৃক্ষৌ সতি তস্মাদেব প্রধান মহদাদিরূপঃ প্রাদুর্ভবতীতি। উক্ত সমুচ্চয়ার্থশ্চশব্দঃ। অসৎ কার্য্য-

---

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ—১।১২।৬৫-৬৬ ন্যগ্রোধঃ সুমহানল্পে যথা বীজে-ব্যবস্থিতঃ। সংযমে বিশ্ব মখিলং বীজভূতে তথা ত্বয়ি॥ বীজাদঙ্কুরসম্ভূতো ন্যগ্রোধস্তু সমুত্থিতঃ। বিস্তারং চ যথা যাতি ত্বত্তঃ সৃষ্টৌ তথা জগৎ॥ তস্মাৎ সদেব কার্য্যম্, এবং কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বমিতি সিদ্ধান্তঃ॥১৯॥

অথ প্রকারান্তরেণ দৃষ্টান্তমুদাহরতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—যথা চ প্রাণাদিঃ" ইতি সূত্রব্যাখ্যা ভাষ্যে স্পষ্টম্। ভাষ্যন্তু প্রকটার্থমেব। অথাত্র শ্রীবিষ্ণুপুরণীয়বাক্যমুদাহরন্তি—ওঁ নমো বাসুদেবায়" ইত্যাদি তস্মৈ সর্ব্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধায় ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণায় ভগবতে, সর্ব্বান্তর্য্যামিনে দ্যোতনশীলায় শ্রীবাসুদেবায় নমঃ অখিলপ্রপঞ্চে যস্য ব্যতিরিক্তং পৃথক্ত্বং নাস্তি, কিঞ্চ যোঽখিলস্য প্রপঞ্চস্য ব্যতিরিক্তং পৃথগিত্যর্থঃ তস্মাৎ পরমকারণাৎ পরব্রহ্মণঃ কার্য্যং জগদনন্যমেব।

মধ্যে যে অণু স্বরূপ বটবৃক্ষ দেখিছ না, এই অণুর মধ্যেই মহান্ বটবৃক্ষ অবস্থান করিতেছে, সুতরাং সূক্ষ্মরূপে সৎ বটই মহান্ হয়।

এই বিষয়ে শ্রীবিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত আছে - হে দেব! বিশাল ন্যাগেধ বৃক্ষ যে প্রকার অতি অল্প বীজে অবস্থান করে, সেই প্রকার সর্ব বীজ স্বরূপ আপনাতে প্রলয় কালে অখিল বিশ্ব অবস্থান করে, যে প্রকার বীজ হইতে অঙ্কুর সমুদ্গম হইয়া বিশাল বট বৃক্ষ সমুত্থিত হয়, সেই প্রকার সৃষ্টিকলে এই জগৎ আপনা হইতে বিস্তার লাভ করে। সুতরাং কার্য্য সৎ এবং কার্য্য ও কারণ অভিন্ন ইহাই শ্রুতি সঙ্গত সিদ্ধান্ত॥১৯॥

অনন্তর ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ,প্রকারান্তরে অন্য দৃষ্টান্তে উদাহরণ প্রদান করিতেছেন—যে প্রকার প্রণাদি ; অর্থাৎ-যে প্রকার প্রাণ অপানাদি প্রাণ পঞ্চক প্রাণায়ামের দ্বারা সংযমিত হয়, তথাপি মুখ্য প্রাণরূপে অবস্থান করিয়া হৃদয়াদি মুখ্যস্থানাদিতে অবস্থান করে' পুনঃ সেই মুখ্যপ্রাণ হইতেই নিজ নিজ অবস্থা বিশেষে অভিব্যক্ত হয় ; সেই প্রকার এই প্রপঞ্চও উপমৃদিত-বিশেষ অর্থাৎ প্রতি লোমক্রমে লয়প্রাপ্ত কালে সূক্ষ্মশক্তিমান পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে সৃষ্টিকালে শ্রীভগবান সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীভগবান হইতেই প্রধান মহদাদিরূপে প্রকট হয়। সূত্রে যে 'চ' শব্দ আছে তাহার অর্থ সমুচ্চয় ; অর্থাৎ এই সকল দৃষ্টন্তের সমুচ্চয় বা সংগ্রহ জানিতে হইবে। সৎ কার্য্যবাদে যে প্রকার দৃষ্টান্ত সুলভ, সেই প্রকার অসৎ কার্য্যবাদে কোন রূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

বাদে তু দৃষ্টান্তো নাস্তি। নহি বন্ধ্যাপুত্রঃ ক্বচিদুৎপদ্যমানো দৃশ্যতে, বিয়ৎ পুষ্পং বা। তস্মাদেক মেব জীব প্রকৃতি শক্তিমদ্ব্রহ্ম জগদুপাদানং তদাত্মকমুপাদেয়ঞ্চেতি সিদ্ধম্। এবং কার্য্যা-বস্থত্বেঽপ্যবিচিন্ত্যত্বধর্ম্মযোগাদপ্রচ্যুত পূর্ব্বাবস্থঞ্চাবতিষ্ঠতে। "ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ

শ্রীগীতাসু—৯।৪-৫ ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ শ্রীভাগবতে—২।৭।৫০ সোঽয়ং তেঽভি-হিতস্তাত! ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ। সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যৎ॥ অত্র শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদাঃ এবং কার্য্যস্য কারণাদনন্যত্বম্। অতশ্চ কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মকার্য্যত্বাৎ তদনন্যত্বাচ্চ সিদ্ধৈষা শ্রৌতী প্রতিজ্ঞা "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্ ইতি। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যচরণাঃ— তদ্ বদ্ ব্রহ্মৈকমেব বিচিত্রস্থিরত্র সরূপং জগৎ ভবতি. ইতি পরমকারণাৎ পরস্মাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বং জগতঃ সিদ্ধম্। ইতি।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যপাদাঃ তস্মাদ্ ব্রহ্মোপাদানকত্বাৎ ব্রহ্মবৎ সত্যং, ব্রহ্মাভিন্নঽপি ব্রহ্মাভিন্নং জগদিতি সিদ্ধম্। শ্রীমদ্রামানন্দাচার্য্যচরণাঃ তথৈব সূক্ষ্মচিদচ্ছরীরং ব্রহ্মাপীহ স্থূলচিদচ্ছরীরং ভবৎ

যদি বলেন – অসৎ কার্য্যবাদে বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশপুষ্প দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে, তদুত্তরে আমরা (সৎকার্য্য-বাদিরা) বলিব- -বন্ধ্যাপুত্র অথবা আকাশপুষ্প কোথাও কোনদিন কোন স্থানে উপলব্ধ হইয়াছে কি? সুতরাং অত্যন্ত অসৎ পদার্থের দৃষ্টান্ত হয় না। অতএব একমাত্র জীব প্রকৃতি শক্তিমান পরব্রহ্মশ্রীগোবিন্দ-দেবই জগতের উপাদান; এবং সেইরূপেই উপাদেয়ও হয়েন ইহাই সিদ্ধ হইল। এই প্রকার পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব জগদাদি কার্য্যাবস্থাপন্ন হইলেও অবিচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে পূর্বাবস্থার কোন প্রকার হানি হয় না, পূর্ণাবস্থাতেই অবস্থান করেন। এই স্থলে শ্রীবিষ্ণুপুরাণের বাক্য উদাহরণ রূপে প্রস্তুত করিতে-ছেন ওঁ নমো বাসুদেবায়" ইত্যাদি।

সেই সর্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধ ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ সর্বান্তর্য্যামী ক্রীড়াশীল ভগবান শ্রীবাসুদেবকে নমস্কার করি। অখিল প্রপঞ্চে যাহা হইতে কোন ব্যতিরিক্ত বস্তু নাই, এবং যিনি নিখিল প্রপঞ্চের ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ পৃথক। অতএব পরমকারণ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব হইতে কার্য্যরূপ জগৎ অনন্য। ভগবান শ্রীপার্থসারথি শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—হেপার্থ! আমি অব্যক্ত মূর্ত্তির দ্বারা সমগ্রজগৎ ব্যপিয়া অবস্থান করিয়া আছি; পৃথিব্যাদি ভূতসকল আমাতে অবস্থান করিতেছে কিন্তু আমি ভূতাদিতে অবস্থান করি না, এবং পৃথিব্যাদি ভূতসকল আমার বাস স্থান নহে; ইহাই আমার ঐশ্বরিক যোগ বা অচিন্ত্য মহিমা। শ্রীভাগবতে শ্রীব্রহ্মা দেবর্ষিনারদকে বলিলেন—হে তাত! তোমার নিকটে বিশ্ব-ভাবন ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের মহিমা বর্ণনা করিলাম, সারকথা-শ্রীহরি হইতে ভিন্ন সৎ ও অসৎ কোন বস্তুই নাই।

ভগবতে সদা। ব্যতিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্তোঽখিলস্য যঃ" (বি. পু. ১।১৯।৭৮) ইত্যাদি স্মৃতেঃ ॥২০॥

'জগৎ' ইত্যাখ্যাং লভত ইতি জগতো ব্রহ্মানন্যত্বং সিদ্ধম্। ইতি। এবমেবাহুঃ শ্রীপ্রমেয়রত্নাবল্যাম — ২।১ স্বশক্ত্যা সৃষ্টবান্ বিষ্ণুর্যথার্থং সর্ব্ববিজ্জগৎ। ইত্যুক্তেঃ সত্যমেবৈতদ্ বৈরাগ্যার্থমসদ্ বচঃ॥ মহাভারতে চ—ব্রহ্ম সত্যং তপঃ সত্যং সত্যং চৈব প্রজাপতিঃ। সত্যাদ্ভূতানি জাতানি সত্যং ভূতময়ং জগৎ ॥৩॥

অপিচ শ্রীভাগবতে শ্রীদেবাঃ-১০।২।২৭-২৮ একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূল শ্চতুরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা। সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো দশচ্ছদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ॥ ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতিস্ত্বং সান্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ। ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসস্ত্বাং পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে॥ ইতি। তস্মাৎ কার্য্য কারণয়োরনন্যত্বাৎ সত্যমেব জগদিতি সিদ্ধম্। যথা সংহরতে কূর্ম্মঃ স্বীয়াঙ্গা ন তথা হরিঃ। সত্যং সংহৃত্য বিশ্বং তৎ সৃজতি পরিপাতি চ ॥২০॥

ইতি আরম্ভণাধিকরণং পঞ্চমং সমাপ্তম্ ॥৫॥

এই স্থলে ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বলিয়াছেন—এই প্রকার কার্য্য কারণ হইতে অনন্য, সুতরাং সমগ্র জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য এবং তাহা হইতে অনন্য হওয়া হেতু এই শ্রৌতী প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইল যেমন—যাহাকে জানিলে অশ্রুত বস্তুও শ্রুত হয় অজ্ঞাত বস্তুও জ্ঞাত হয়; সুতরাং ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিন্ন। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যপাদ বলিয়াছেন এই প্রকার একমাত্র ব্রহ্মই বিচিত্র স্থির স্বভাব জগৎ হয়েন, এই রূপে পরমকারণ পরব্রহ্ম হইতে জগৎ অনন্য ইহাই সিদ্ধ হইল। শ্রীমন্ নিম্বার্কাচার্য্যপাদ বলিয়াছেন—যে হেতু এই জগতের উপাদান ব্রহ্ম অতএব জগৎ ব্রহ্মবৎ সত্য, ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে প্রতীতি হইলেও ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিন্ন ইহাই সিদ্ধ হইল।

শ্রীমদ্রামানন্দচার্য্যপাদ বলিয়াছেন এই প্রকার সূক্ষ্ম চিদচিৎ শরীর ব্রহ্ম, এইস্থলে স্থুল চিদচিৎ শরীর হইয়া ব্রহ্ম 'জগৎ' এই নাম লাভ করেন, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্যতা সিদ্ধ হইল।

শ্রীপ্রমেয় রত্নাবলীতে বলিয়াছেন—সর্বজ্ঞ ভগবান শ্রীবিষ্ণু নিজ শক্তিদ্বারা এই যথার্থ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং এই জগৎ সত্যই; কেবল বৈরাগ্যের জন্যই ইহাকে নশ্বর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে-ব্রহ্ম সত্য, তপস্যা সত্য, প্রজাপতি ব্রহ্মাও সত্য, এই পঞ্চমহাভূত সত্য হইতে জাত হইয়াছে, সুতরাং এই ভূতময় জগৎও সত্য। শ্রীভগবানকে দেবতাগণ কহিলেন—হে ভগবন্! এই আদি বৃক্ষরূপ প্রপঞ্চের একমাত্র প্রকৃতি আশ্রয়: সুখ ও দুঃখ দুইটি ফল, ত্রিগুণ মূল, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারিটি রস; পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় প্রাকার ষড়ূর্ম্ম স্বভাব, রস রক্তাদি

৬।। ইতরব্যপদেশাধিকরণম্

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা" (ব্র॰ স্॰ ১।৪।৭।২৩) ইত্যস্মিন্নধিকরণে জগদুপাদানত্বং জগন্নিমিত্তত্বং ব্রহ্মণো নিরূপিতং, তত্রাদ্যমুপক্ষিপ্তান্ দোষান্ পরিহৃত্য দৃঢ়ীকৃতম্। "দৃশ্যতেতু" (ব্র॰ সূ॰ ২।১।৩।৬) ইত্যাদিভিঃ। অথান্তিমং বাক্যান্তরাৎ প্রতীতমপি জীবকর্ত্তৃত্বপক্ষং সংদূষ্য দৃঢ়ী

৬।। ইতর ব্যপদেশাধিকরণম্।

উপাদানং নিমিত্তঞ্চ ব্রহ্মৈব বেদবিন্মতম্।
জীবস্য বিশ্বকর্ত্তৃত্বে হিতাকরণাদি ভবেৎ ॥

অথ পূর্ব্বং "প্রকৃত্যধিকরণং" ১ ৪ ৭ ২৩ "ইত্যস্মিন্ অধিকরণে" পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য জগন্নিমিত্তোপাদানরূপং কারণদ্বয়ং নিরূপিতম্; তত্রোপাদান কারণতা তস্য পূর্ব্বপক্ষকৃতান্ দোষান্ পরিহৃত্য "দৃশ্যতে তু" বিলক্ষণত্বাধিকরণে সপ্রমাণং দৃঢ়ীকৃতম্; (২।১।৩ ৬) তত্র অন্তিমং নিমিত্তকারণং জগতো ব্রহ্ম ভবেন্ন বা ইতি নিশ্চয়ার্থং অধিকরণারম্ভঃ; ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

সাতটি বল্কল পঞ্চমহাভূত মন বুদ্ধি অহঙ্কার আটটি শাখা বিস্তার, নয়টি দ্বার বিশিষ্ট; দশবিধ প্রাণ যাহার পত্রাবলী; যাহার মধ্যে দুইটি পক্ষী নিবাস করিতেছেন।

আপনি এই সৎ রূপ সংসার বৃক্ষের প্রকৃষ্ট সৃষ্টিকর্ত্তা,, আপনি লয় স্থান, এবং আপনি পালক; যাহারা আপনার মায়ায় বিমোহিত তাহারাই আপনাকে নানা রূপে দেখিয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা আপনার তত্ত্ব জানেন তাঁহারা আপনাকেই কার্য্য কারণাদিরূপে অবগত হইয়া আরাধনা করেন। সুতরাং কার্য্য ও কারণের অনন্যতা হেতু জগৎ সত্য বলিয়াই সিদ্ধ হইল॥ কূর্ম যে প্রকার নিজ অঙ্গ সকল সঙ্কুচিত করিয়া স্বশরীরেই স্থাপন করিয়া থাকে; শ্রীহরিও সেই প্রকার সত্য স্বরূপ জগৎকে সৃষ্টি করেন, পালন করেন, এবং সংহার করিয়া নিজ শক্তিতেই অবস্থান করেন॥২০॥

এই প্রকার পঞ্চম আরম্ভনাধিকরণ সমাপ্ত॥৫॥

৬।। ইতর ব্যপদেশাধিকরণের ব্যাখ্যা।

এই পরিদৃশ্যমান জগতের ব্রহ্মই একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ইহাই বেদান্তবিৎ পণ্ডিত গণের অভিমত; জীবের বিশ্বকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে হিত এবং অহিত করণদি দোষ হইবে। পূর্বে "প্রকৃত্যধিকরণ" এই অধিকরণে পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের জগতের নিমিত্ত উপাদান রূপ কারণ দ্বয় নিরূপণ করিয়াছেন; শ্রীগোবিন্দদেবের উপাদান কারণতা সিদ্ধি সময়ে পূর্বপক্ষকৃত দোষ সকল পরিহার করিয়া "দৃশ্যতেতু" এই সূত্রে বিলক্ষণাতাধিকরণে সপ্রমাণ দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে এই জগতের যে অন্তিম নিমিত্ত কারণ তাহা ব্রহ্ম হইতে পারে কি না? তাহা নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত এই ইতরব্যপদেশাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি।

ক্রিয়তে। তথাহি "কর্ত্তারমীশম্" (মু॰ ৩।১।৩) ইত্যাদি শ্রুতেরীশ্বরো জগৎ কর্ত্তা ইত্যেকে। "জীবাদ্ভবন্তি ভূতানি" (মাধ্ব॰ ভা॰ ২।১।৪।১৩) ইত্যাদি শ্রুতেরদৃষ্টযোগাজ্জীব কর্ত্তা' ইতি ত্বিতরে। তত্রেশ্বরস্য তৎকর্ত্তৃত্বে পূর্ণতাদি বিরোধাপত্তেঃ, জীবস্যৈব তদিতি বদন্তি। দ্বিবিধ বাক্যোপলম্ভাদনির্ণয়ো বা স্যাদিত্যেবং প্রাপ্তে –

বিষয়ঃ – অথ "ইতরব্যপদেশাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি – প্রকৃতিশ্চেতি। "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" (১।৪।৭ ২৩) ইতি সূত্রেণ ইত্যর্থঃ। তত্রাদ্যমুপাদানকারণং "দৃশ্যতে তু" ২।১।৩।৬ ইত্যাদিভি দৃঢ়ীকৃতম্। অথ অন্তিমং নিমিত্তকারণং "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (১।৪।৭।২৬) "যোনিশ্চ হি গীয়তে" (১।৪।৭।২৭) ইত্যাদের্ব্বাক্যান্তরাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবমেব প্রতীতমপি, কেচিৎ শ্রুতিপ্রমাণাভাসমবলম্ব্য জীবো জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ইতি বদন্তি ইতি। তৎ জীবকর্ত্তৃত্বপক্ষং সংদূষ্য দৃঢ়ীক্রিয়তে ; ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় ঃ—অথাস্য অধিকরণস্য সন্দেহ বাক্যমবতারয়ন্তি—তথাহীতি। "কর্ত্তারমীশম্" ইত্যাদি, অত্র সর্ব্বাণ্যেব ব্রহ্মকারণবাক্যানি উদাহর্ত্তব্যানি একে—বৈদিকমুখ্যাঃ শ্রীব্যাসাদয়ঃ পরব্রহ্ম জগন্নিমিত্তো-পাদান কারণবাদিনঃ। জীবাদিতি ; জীবাদ্ভবন্তি ভূতানি জীবে তিষ্ঠন্ত্যচঞ্চলাঃ। জীবে তু লয়মিচ্ছন্তি ন

বিষয়—অনন্তর ইতরব্যপদেশাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—প্রকৃতিশ্চ ইত্যাদি। প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ এই অধিকরণে ব্রহ্মের জগন্নিমিত্ততা ও নিমিত্ত কারণ তা প্রতিপাদন করিয়াছেন ; তন্মধ্যে আদ্য-উপাদান-কারণতা "দৃশ্যতে তু" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত দোষ সকল পরিহার করিয়া দৃঢ় করিয়াছেন।

অনন্তর অন্তিম অর্থাৎ নিমিত্তকারণতা "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" "যোনিশ্চ হি গীয়তে" ইত্যাদি বাক্যান্তর হইতে পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবই প্রতীতি হইতেছেন ; তথাপি কোন কোন ব্যক্তি শ্রুতি প্রমাণাভাস অবলম্বন করিয়া "জীবই জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা "এই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন। এই জীব কর্ত্তৃত্ববাদ নিরাকরণ পূর্বক ব্রহ্মজগৎকারণতা বাদ দৃঢ় করিতেছেন। এই প্রকার বিষয়বাক্য সমাপ্ত হইল।

সংশয়—অতঃপর-ইতরব্যপদেশাধিকরণের সন্দেহ বাক্যের অবতারণা করিতেছেন-তথহি ইত্যাদি। কর্ত্তারম্-সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবই এই জগতের কর্ত্তা। এই প্রকার ব্রহ্মকারণবাদিবাক্য সকল উদ্ধরণ করা উচিত। এইপ্রকার শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা বৈদিকমুখ্য শ্রীব্যাসাদি মহর্ষিগণ পরমব্রহ্মই জগৎ কর্ত্তা, জগতের নিমিত্তোপাদান কারণ স্বীকার করেন। জীবাৎ-অর্থাৎ জীব হইতে ভূতসকলের উৎপন্ন হয়, তথা জীবেই ভূত সকল স্থিরভাবে অবস্থান করে, প্রলয়কালে জীবেই লীন হইয়া যায়, অতএব জীব হইতে আর অন্য কোন পরম কারণ নাই।

॥ওঁ॥ ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষ প্রসক্তিঃ

॥ওঁ॥ ২।১।৬।২১॥

ইতরেষাং কেষাঞ্চিৎ যো জীবকর্ত্তৃত্বব্যপদেশঃ ইতরস্য বা জীবস্য যো জগৎ কর্ত্তৃত্ব ব্যপদেশঃ পরৈঃ কৈশ্চিৎ স্বীকৃতস্তস্মাদিতর ব্যপদেশিনাং বিদুষাং তৎকর্ত্তরি জীবে হিতাকরণা

জীবাৎ কারণং পরম্॥ ইতি তু সম্পূর্ণশ্লোকঃ। (মা০ ভা০ ২।১।৪।১৩) ইতরে ইতি জীবকারণ বাদিনঃ। তথাচ সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে—১।৩৪, "জীব এব স্বপ্নদৃষ্টবৎ স্বস্মিন্ ঈশ্বরাদি সর্ব্বকল্পকত্বেন সর্ব্ব-কারণমিত্যপি কেচিৎ" এবং অস্য জগতোঽদৃষ্টবশাৎ কশ্চিৎ জীবোঽপি নিমিত্তকারণং ভবেদিতি। ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ ইত্যেবং বিষয়বাক্যে নিরূপিতে জীবকারণবাদিনঃ পূর্ব্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি তত্র ইতি। বিরোধাপত্তেরিতি—পূর্ণতা চ বৃহদারণ্যকে—৫।১ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ পূর্ণত্বাৎ প্রয়োজন বিরহাচ্চ ন তস্য জগৎ কর্ত্তৃত্বং ; কিন্তু জীব এব স্বাদৃষ্ট মহিম্না জগৎ কর্ত্তা ইতি। ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্তঃ ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ 'ইতর' ইতি। সূত্রব্যাখ্যানন্তু ভাষ্যে স্পষ্টম্। তথাচ ইতরেষাং শ্রীব্যাসনারদাদিমতবহির্ভূতানাং কেষাঞ্চিদ্ নাস্তি-কানাং জীবকর্ত্তৃত্ব ব্যপদেশঃ ; অথবা ইতরস্য—ইতি। দেব মানবাদি নানাযোনি ভ্রমণ শীলস্য, অণু-চৈতন্যস্য জীবস্য যো জগৎ কর্ত্তৃত্বব্যপদেশঃ' ইতি।

কেহ কেহ এই প্রকার প্রমাণাভাসশ্রুতিবাক্য অবলম্বন করিয়া শুভাদৃষ্ট যোগ দ্বারা জীবকেই জগৎকর্ত্তা স্বীকার করেন। এই বিষয়ে সিদ্ধান্তলোশসংগ্রহে বর্ণিত আছে—কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন—এই জীবই স্বপ্ন দৃষ্ট মানবের মত নিজেতেই ঈশ্বরাদি সকল কল্পনার দ্বারা সর্ব কারণ হয়। এই প্রকার অদৃষ্টবশ কোন সৌভাগ্যবান জীবও এই জগতের নিমিত্ত হইবে। এই প্রকার সংশয় বাক্য সমাপ্ত হইল।

পূর্বপক্ষঃ—এই প্রকার বিষয়বাক্য নিরূপিত হইলে জীবকারণবাদিগণ পূর্বপক্ষের অবতারণ করিতেছেন-"তত্র" ইত্যাদি। এই কারণদ্বয়ের মধ্যে ঈশ্বরের জগৎকারণতা স্বীকার করিলে পূর্ণতাদির বিরোধ উপস্থিত হয়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঈশ্বরের পূর্ণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন—ঐ ঈশ্বর পূর্ণ স্বরূপ, এই জীবও পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণের উদ্ভব হয়, পূর্ণের পূর্ণ গ্রহণ করিলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। অতএব ব্রহ্মের পূর্ণতা হেতু এবং প্রয়োজনাভাব হেতু তাহার জগৎ কর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে ; কিন্তু নিজের অদৃষ্ট-মহিমার দ্বারা জীবই জগৎ কর্ত্তা, ঈশ্বর নহে।

অথবা ঈশ্বরকর্ত্তা ও জীবকর্ত্তা এই দুই প্রকার প্রমাণ উপলব্ধ হেতু কোন পক্ষই নির্ণয় করা সম্ভব নহে, সুতরাং কারণতাবাদ অনির্ণীতই হউক। এই প্রকার পূর্বপক্ষ বাক্য নিরূপণ করা হইল।

দীনাং দোষানাং প্রশক্তিঃ স্যাৎ। হিতাকরণমহিত—করণং শ্রমাদিকঞ্চ দূষণং প্রাপ্নুয়াৎ, নহি কশ্চিৎ স্বাধীনো ধীমান্ স্বস্য বন্ধনাগারং নির্ম্মিমাণঃ কৌষেয়কীটবত্তত্র প্রবিশেৎ। ন বা স্বয়ং স্বচ্ছঃসন্ অত্যনচ্ছং বপুরুপেয়াৎ। ন চ কেনচিজ্জীবেন সাধ্যমিদং প্রধান মহদহংবিয়ৎ পব-

---

তচ্চিন্তয়াপি শ্রমানুভবাদিতি ; অত্র জীবস্য জগৎসৃজনে কা বার্ত্তা ? অসাধারণ মহিমাযুক্তস্য গুণাবতারস্য সাক্ষাৎ চতুর্ম্মুখব্রহ্মণ অপি জগৎসৃজনে সামর্থ্যাভাবং প্রতিপাদয়তি শাস্ত্রম্। তথাহি শ্রীভাগবতে ব্রহ্মা—২ ৫।১৭ তস্যাপি দ্রষ্টুরীশস্য কুটস্থস্যাখিলাত্মনঃ। সৃজ্যং সৃজামি সৃষ্টোঽহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ॥ অপিচ ২।৬।৩১ সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ শ্রীগীতাসু চ ১৬।৮।৯ অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্। অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মনোঽল্পবুদ্ধয়ঃ। প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥

সিদ্ধান্ত - এই প্রকার জীবকারণবাদিগণ কর্ত্তৃক পূর্বপক্ষ সমুত্থিত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—ইতর" ইত্যাদি। ইতরেষাং—অর্থাৎ শ্রীব্যাস-নারদাদি মত বহিষ্কৃত কোন কোন জীবকর্ত্তৃত্ববাদি নাস্তিকগণের যে জীবকর্ত্তৃত্ববাদ উপদেশ : অথবা ইতরস্য-জীবের যে কর্ত্তৃত্ববাদ উপদেশ অর্থাৎ-মানবাদি নানা যোনি ভ্রমণ শীল অণুচৈতন্য স্বরূপ জীবের যে জগৎকর্ত্তৃত্বব্যপদেশ কেহ কেহ স্বীকার করিয়াছেন, অতএব ইতর ব্যপদেশি বিদ্বান্‌গণের যে জগৎকর্ত্তা জীব. তাহাতে হিতাকরণাদি দোষগণের প্রসক্তি হয় অর্থাৎ জীব কর্ত্তা হইলে কাহারও প্রতি করুণা, অপরের প্রতি নির্দয়াতাদি দোষ উপস্থিত হইবে। এবং হিতাকরণং-অহিত করা ও পরিশ্রমাদি দোষ প্রাপ্ত হইবে। এই জগতে এমন কোন স্বাধীন বুদ্ধিমান্ মানব নাই যে—কৌষেয় কীটের (গুটিপোকা) সমান নিজেই নিজের বন্ধনগৃহ নির্মাণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিবে।

অথবা এমন কোন বুদ্ধিহীন মানব নাই-যে নিজে স্বচ্ছ হইয়া অতিশয় অস্বচ্ছ শরীর গ্রহণ করিবে। এমন কি-প্রধান মহান্ অহঙ্কার আকাশ পবনাদি কার্য্য কোন জীবের দ্বারা সাধ্য হয়? এমন কি মহদাদিকার্য্য করিবার চিন্তা করিলেও জীবের পরিশ্রম অনুভব হয়। যদি চিন্তা করিতেই পরিশ্রম হয়, তাহা হইলে জগৎ সৃষ্টি করণের কথা বহুদূরে; এমনকি অসাধারণ মহিমাযুক্ত গুণাবতার সাক্ষাৎ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মারও জগৎ সৃজনে সামর্থ্যের অভাব দেখা যায়, তাহা শাস্ত্র প্রতিপাদন করিতেছেন, শ্রীভাগবতে প্রজাপতি ব্রহ্মা—নারদকে বলিলেন-হে বৎস! সেই সর্বদ্রষ্টা পরমেশ্বর যিনি কুটস্থ ও অখিলের আত্মা আমি তাঁহার ঈক্ষণের দ্বারা প্রবোধিত হইয়া সৃষ্টপদার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকি

আরও ব্রহ্মা বলিলেন—হে নারদ! সেই শ্রীভগবান গোবিন্দদেব কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমি সৃষ্টি করি,তাঁহার আদেশেই সংহারকর্ত্তা হর সংহার করেন,তিনি স্বরং পুরুষ বা বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া পালন করিয়া থাকেন, যে হেতু তিনি শক্তিত্রয় ধারণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে পার্থ! অসুর প্রকৃতি

নাদি কার্য্যম্। তচ্চিন্তয়াপি শ্রমানুভবাৎ, তস্মাদ্দুষ্টো জীবকর্ত্তৃত্ববাদঃ। ঈশ্বরস্য তু তৎ কর্ত্তুঃ পূর্ণতাদিবিরোধঃ পরিহরিষ্যতে ॥২১॥

৭॥ অধিকাধিকরণম্

ননু ব্রহ্মণোঽপি কার্য্যাভিধ্যানতদনুপ্রবেশাদিশ্রবণাৎ শ্রমহিতাকরণাদিপ্রাপ্তিস্তত্রাহ -

॥ওঁ॥ অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥ওঁ॥২।১।৭।২২॥

শঙ্কাচ্ছেদায় "তু" শব্দঃ, জীবাদধিকং ব্রহ্ম উরুশক্তিকত্বাৎ, তস্মাদত্যুৎকৃষ্টম্।

সঙ্গতিঃ—অথ এতদধিকরণসঙ্গতি প্রকারমাহুঃ—তস্মাদিতি সূত্রমিদং শ্রীনিম্বার্ক-আনন্দভাষ্যে পূর্ব্বপক্ষরূপেণ পঠ্যতে ॥২১॥

ইতি ইতরব্যপদেশাধিকরণং ষষ্ঠং সমাপ্তম্ ॥৬॥

৭॥ অধিকাধিকরণম্।

অণুস্বরূপজীবেভ্যো মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
তস্মাৎ পালনকর্ত্তা তু ভগবান্ শ্যামসুন্দরঃ॥

বিষয়ঃ - অত্র অধিকাধিকরণস্য বিষয়বাক্য সংগ্রহঃ—তথাচ ছান্দোগ্যে - ৩।১৪।১ "তজ্জলা-

---

মানবগণ জগৎকে মিথ্যা, আশ্রয় হীন, নিরীশ্বর, এবং পরস্পর সংসর্গজাত, অন্য কি কথা ? তাহারা বলে একমাত্র কামই বিশ্ব সৃষ্টির হেতু।

এই প্রকার দর্শন বা জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আত্মজ্ঞান হীন অল্পবুদ্ধি, ভীষণ কর্মা এবং অমঙ্গল স্বরূপ অসুরগণ এই জগৎ ধ্বংসের জন্যই প্রভাব বিশেষ লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং কোন ক্রমেই জগতের কর্ত্তা জীব নহে।

সঙ্গতি—অনন্তর এই অধিকরণের সঙ্গতি প্রকার নিরূপণ করিতেছেন—তস্মাৎ 'ইত্যাদি। অতএব জীব কর্ত্তৃত্ববাদ অতিশয় দুষ্ট। অর্থাৎ যাঁহারা জীবকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন তাঁহারা সাতিশয় দুষ্টলোক। অপর যে-ঈশ্বর যদি জগতের কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ণতাদি বিরোধ হয়. এই দুষ্টমতবাদ অগ্রে পরিহার করা হইবে॥ এই সূত্রটি শ্রীভাষ্যে-নিম্বার্কভাষ্যে আনন্দ-ভাষ্যে পূর্বপক্ষরূপে পাঠ করেন ॥২১॥

এই প্রকার ষষ্ঠ ইতরব্যপদেশাধিকরণ সমপ্ত হইল ॥৬॥

৭॥ অধিকাধিকরণের ব্যাখ্যা।

অণুস্বরূপজীবগণ হইতে শ্রীহরির মহিমা অধিক,
অতএব শ্রীশ্যামসুন্দর সকল জগতের পালন কর্ত্তা।

তৎ কুতঃ? শাস্ত্রেষু তথৈব ভেদনির্দ্দেশাৎ। মুণ্ডকাদৌ (৩।১।২) সমানবৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীত-শোকঃ॥ ইতি শোকমোহগ্রস্তাজ্জীবাৎ পরমাত্মনোঽখণ্ডিতৈশ্বর্য্যাদিত্বেন ভেদো নির্দ্দিশ্যতে।

নিতি শান্ত উপাসীত" ইতি। ঐতরেয়কে চ ১।১।১ "স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি" তৈত্তিরীয়কোপনিষদি—৩।১।১ "যতো বা ইমাণি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্মেতি" বৃহদারণ্যকোপনিষদি চ ২।১।২০—"তস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি' ইতি। পুনশ্চ—৪।৪।১৩"স বিশ্বকৃৎ স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা" শ্রীগীতাসু —১০।৮ "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" শ্রীভাগবতে চ—১।১।১ জন্মাদাস্য যতঃ" ইত্যাদি।

সংশয়ঃ—অত্র বিষয়বাক্যোক্তঃ প্রমাণবাক্যৈ র্ভবতি সংশয়ঃ শ্রীভগবতো বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকং কার্য্যং ভবতি? ন বা? সৃষ্ট্যাদিকং কার্য্যং ঘটোৎপাদন কার্য্যবৎ; অকার্য্যত্বে ব্যবহারানুপপত্তেঃ; তস্মাৎ জীবমনসাপ্যচিন্ত্যরচনবিচিত্র জগতঃ শ্রীভগবানেব কর্ত্তা ইতি; অথ শ্রীভগবতঃ কর্ত্তৃত্বে শ্রম-হিতা করণাদি দোষো ভবেৎ ন বা? ইতি সংশয়বাক্যম্।

বিষয়—এই স্থলে অধিকাধিকরণের বিষয়বাক্য সংগ্রহ করা হইতেছে—ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে—সাধক সৃষ্টি স্থিতি পালনকর্ত্তা শ্রীভগবানকে শান্তভাবে উপাসনা করিবেন। ঐতরেয়কোপনিষদে পাওয়া যায়—শ্রীগোবিন্দদেব পর্য্যালোচনা করিলেন—আমি লোক সকলকে সৃষ্টি করিব। তৈত্তিরীয়কোপনিষদে বর্ণিত আছে—যাহা হইতে ভূত সকল জাত হয়, জাত হইয়া যাহার দ্বারা জীবিত থাকে, প্রলয়কালে যাহাতে যথেচ্ছ ভাবে প্রবেশ করে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, তাহাই ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণনা করিয়াছেন অতএব আত্মাস্বরূপ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে সকল প্রাণ, সকল লোক, সমস্ত দেবতা এবং ভূত সকল জাত হয়। পুনরায় বলিয়াছেন তিনি জগৎ কর্ত্তা এবং তিনিই সকলের কর্ত্তা। শ্রীগীতা বলিয়াছেন হে অর্জুন! আমি সকলের প্রভব বা জন্মস্থান, আমা হইতেই সকল প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে যাহা হইতে এই জগতের জন্মাদি সেই পরমেশ্বরকে ধ্যান করি। এইপ্রকার বিষয় বাক্য সংগ্রহ হইল।

সংশয়—এই প্রকার বিষয়বাক্য কথিত প্রমাণ বাক্য সমূহের দ্বারা সংশয় হইতেছে—শ্রীভগবানের বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্ভব হয়? অথবা হয় না? অর্থাৎ জগৎ সৃষ্ট্যাদিও কার্য্য, যেমন ঘটোৎপাদন কার্য্য যদি সৃষ্ট্যাদি কার্য্য না হয় তবে ব্যবহারোপযোগীও হইবে না, অতএব জীবের দ্বারাও অচিন্ত্য যাহার রচনা সেই বিচিত্রজগতের একমাত্র ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবই কর্ত্তা। অতঃ শ্রীভগবানের জগৎ কর্ত্তৃত্বে শ্রম হিতাকরণাদি দোষ হয়? অথবা হয় না? এই প্রকার সংশয় বাক্য বর্ণিত হইল।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সংশয় প্রাপ্ত হইলে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—ননু"

পূর্ব্বপক্ষঃ ইত্যেবং সংশয়ে প্রাপ্তে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—ননু ইতি। ব্রহ্মণোঽপি জগৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যাভিধানাৎ তদনুপ্রবেশাদিশ্রবণাৎ; তথাচ—তৈত্তিরীয়োপনিষদি—২।৬।২ "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি ইত্যাদিবাক্যৈঃ শ্রীভগবতঃ শ্রমঃ -পরিশ্রমঃ, তথা জীবানাং অহিতকরণাদিদোষঃ প্রাপ্তিঃ স্যাদিতি।

তথাচ কেচিৎ জীবা দেবাঃ, কেঽপি জীবা মানবাঃ দেবেভ্যোমানবা দুঃখভাজঃ, এবং স্থাবর জঙ্গম ক্রিমিকীটাদয়ঃ স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপদুঃখ সুখাদি ফলভাজঃ; তস্মাৎ পরব্রহ্মণো বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকার্যে মহান্ পরিশ্রমো ভবতি; এবং দেব মানব তির্য্যগাদিসৃজনেন হিতাকারণাদি দোষমপি ভবতীতি ভাবঃ। ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্তঃ -ইতি পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অধিকমিতি। পরব্রহ্মণঃ জগৎস্রষ্টৃত্বেঽপি ন শ্রম হিতাকরণাদি দোষ প্রসঙ্গঃ সম্ভাবনা; কুতঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অধিকং তু; ব্যাখ্যা তু ভাষ্যে স্পষ্টম্। শাস্ত্রেষু" ইতি; শাস্ত্রমনুশাসনম্' তথাচ—শ্রীভগবদাবির্ভাবিত—নিত্য বেদাদি তদনুগত পুরাণ স্মৃতিষু।

"ইত্যাদি। আমাদের (জীবকর্ত্তৃবাদিদের) সংশয় হইতেছে—যে ব্রহ্মেরও জগৎসৃষ্ট্যাদি কার্য্য কথন হেতু এবং তাহাতে অনু প্রবেশাদি শ্রবণ হেতু পরিশ্রম ও হিতাকরণাদি দোষ প্রাপ্তি সম্ভব হইবে। তৈত্তিরীয়োপনিষদে বর্ণিত আছে-শ্রীভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন। ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবানের পরিশ্রম ও জীবগণের অহিতকরণাদি দোষ ঘটিবে। যেমন-কোন জীব দেবতা, কেহ মানব দেবগণ হইতে মানবগণ দুঃখী; এই প্রকার স্থাবর জঙ্গম ক্রিমি কীটাদি স্ব স্ব কর্মানুরূপ দুঃখ সুখাদিফল ভাজন হয়। অতএব পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের বিশ্বসৃজনাদি কার্য্য মহান পরিশ্রম হয়; এবং দেব মানবাদি সৃজনের দ্বারাও জীবের মঙ্গল ও অমঙ্গল করণাদি দোষও হয়, অতঃ শ্রীগোবিন্দদেব সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। ইহাই পূর্বপক্ষবাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্বপক্ষের সমুদ্ভাবনা করিলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—অধিক ইত্যাদি। সূত্রে যে 'তু' শব্দ আছে তাহা শঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে। পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব জগতের স্রষ্টা হইলেও পরিশ্রম বা অমঙ্গল করণাদি দোষ প্রসঙ্গের সম্ভাবনা নাই, কেন নাই? সেই অপেক্ষায় বলিতেছেন - অধিক' 'ইত্যাদি। ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক, কারণ তিনি উরুশক্তিমান, সুতরাং জীব হইতে তিনি উৎকৃষ্ট—শ্রেষ্ঠ। জীব হইতে ব্রহ্ম যে শ্রেষ্ঠ তাহা কি প্রকারে জানিলেন? তাহা বলিতেছেন - শাস্ত্রসকলে সেই প্রকারই ভেদ নির্দেশ হেতু পরব্রহ্ম মহাশক্তিমান।

তথাচ—স্কন্দপুরাণে (মা॰ ভা॰ ১ ১৩।৩, ঋগ্‌যজুঃ সামর্থবাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্। মূল-রামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥ যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। অতোঽন্যো গ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥ তস্মাদ্ বেদেষু তদনুগত শাস্ত্রেষু চ জীবাদধিকং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব ইতি ব্যপ-দিশ্যতে।

অথ ভেদনির্দ্দেশবিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণমাহুঃ—মুণ্ডকাদাবিতি। মুণ্ডকোপনিষদ্‌বাক্যেন জীবেশ্বর য়োর্ভেদং প্রতিপাদয়ন্তি—সমান' ইতি। সমান-একস্মিন্; বৃক্ষে দেহে পিপ্পলতরৌ পুরুষো জীবঃ, নিমগ্নঃ

শাস্ত্রসকলে—অর্থাৎ শাস্ত্র শ্রীভগবানের অনুশাসন বাক্য; যেমন শ্রীভগবদাবির্ভাবিত নিত্য বেদাদি, এবং বেদানুগত পুরাণ ও স্মৃতিসকলে। শ্রীস্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সাম-বেদ, অথর্ববেদ, মহাভারত নারদ পঞ্চরাত্র, মূলরামায়ণ, এই সকলই শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়, অন্যান্য যে সকল শাস্ত্র এই সকলের অনুগত তাহাও শাস্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, ইহা ভিন্ন অন্য সকল কেবল গ্রন্থ বিস্তার মাত্র, শাস্ত্র নহে তাহা কুমার্গ প্রকাশক। অতএব বেদ সকলে এবং বেদানুগত শাস্ত্রসকলেও জীব হইতে অধিক শক্তিমান শ্রীগোবিন্দদেব ইহা উপদেশ করিতেছেন।

অনন্তর ভেদনির্দেশ বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ নির্দেশ করিতেছেন—মুণ্ডক' ইত্যাদি। মুণ্ডকোপনিষদ্ বাক্যের দ্বারা জীব এবং ঈশ্বরের ভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন—সমান' ইত্যাদি। সমান—একরূপ দেহ স্বরূপ পিপ্পলবৃক্ষে পুরুষ অর্থাৎ জীব সংসক্ত হইয়া অনীশা মায়া কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া শোক করে, যেকালে শ্রীভগবানের ভক্তকৃপায়, ও শ্রীগুরুদেবের কৃপায় জুষ্ট অর্থাৎ অনন্ত কল্যাণগুণবৃন্দ দ্বারা সেবিত; অথবা শিব ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি সেবিত অন্য ঈশ অর্থাৎ নিজ হইতে ভিন্ন সর্বনিয়ামক সর্ব্বেশ্বর পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দ-দেবকে ধ্যান করে, যে কালে ধ্যান করে সেই কালেই বীতশোক হয়, অর্থাৎ অবিদ্যা বন্ধন হইতে নিবৃত্ত হইয়া এই পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের মহিমা—শ্রীবৈকুণ্ঠাদি দিব্য ধাম প্রাপ্ত হয়।

এই প্রকার একটি শ্লোক শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বিদ্যমান আছে। পুনঃ শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত আছে দুইটি সখ্যভাবাপন্ন সুপর্ণ পক্ষী একটি বৃক্ষে বাস করে, তন্মধ্যে একটি জীব কর্মফল ভোগ করে অন্য পরমাত্মা ভোজনাদি না করিয়াও সুশোভিত হয়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত আছে- আত্মাই দর্শন ও শ্রবণ করার যোগ্য; এই স্থলে ধ্যেয় ও ধ্যাতার ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে। পুনঃ বৃহদারণ্যকে - শ্রীগোবিন্দদেব সকলের বশী সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি।

পুণবৃহদারণ্যকে—আমি তোমাকে উপনিষদ প্রতিপাদিত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি। ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে - যিনি সর্ববিধ পাপরহিত জরারহিত, মৃত্যু শোক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা রহিত, সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে ও জিজ্ঞাসা করিবে।

তৈত্তিরীয়কে বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি তপস্যা করিয়া আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে বিশেষ ভাবে জানিলেন। প্রশ্নোপনিষদে বর্ণিত আছে—ঋষি তাহাদিগকে বলিলেন আমি এই পরং ব্রহ্মকে

স্মৃতিষু চ দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর

সংসক্তঃ অনীশয়া মায়য়া মুহ্যমানঃ সন্ শোচতি ; যদা শ্রীভগবদ্ভক্ত কৃপয়া শ্রীগুরুকৃপয়া চ জুষ্টং অনন্ত কল্যাণগুণৈঃ সেবিতং ; যদ্বা শিববিরিঞ্চেন্দ্রাদিজুষ্টং সেবিতম্ ; অন্যমীশং স্বস্মাদ্ভিন্নং সর্ব্বনিয়ামকং সর্ব্বেশ্বরং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবং পশ্যতি-ধ্যায়তি, যদা ধ্যায়তি তদা বিতশোকঃ—অবিদ্যাসম্বন্ধনিবৃত্তঃ সন্ অস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য মহিমানং শ্রীবৈকুণ্ঠাদি দিব্যধামং এতি প্রাপ্নোতীতি। এবমেবং শ্লোকমেকং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি বর্ত্ততে। (৪।৭ অপিচ তত্রৈব—৪।৬, দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য নশ্নন্নন্যোঽভি চাকশীতি ॥

বৃহদারণ্যকে চ- ৪।৫।৬ আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো"

অপিচ তত্রৈব—৪।৪।২২ "সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানং সর্ব্বস্যাধিপতিঃ" পুনশ্চ—৩।৯।২৬ "ত্বং তু ঔপানিষদং পুরুষং পৃচ্ছমি" ছান্দোগ্যোপনিষদি - ৮।৭।১ য আত্মাপহত পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু র্বিশোকোঽ বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত সঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" ইতি। তৈত্তিরীয়কে চ—৩।৫।১ "স তপস্তপ্ত্বা আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" প্রশ্নোপনিষদি ৬।৭ "তান্ হোবাচ—এতদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ" ইতি।

জানিয়াছি। কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে—

যিনি নিত্যগণের নিত্য, চেতনগণেরও চেতন, যিনি একাকী অনেক চেতনগণের কামনা পূর্ণ করেন, যে ধীরব্যক্তিগণ তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে ধ্যান করেন তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখলাভ হয়, অন্যের হয় না। ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য প্রমাণের দ্বারা শোকমোহ গ্রস্ত জীব হইতে পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দদেবের অখণ্ড ঐশ্বর্য্যাদির দ্বারা ভেদ নির্দেশ করিতেছেন। এই প্রকার শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা ভেদ নিরূপণ করিয়া স্মৃতি প্রমাণের দ্বারা ভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন—স্মৃতিষু চ "ইত্যাদি। জীবেশ্বরের ভেদ বিষয়ে শ্রীমহাভারতে ভীষ্ম পর্বান্তর্গত শ্রীগীতা বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন-দ্বৌ ইত্যাদি। লোকে ইহ জগতে, অথবা বেদাদিশাস্ত্রে দুইটি পুরুষ আছে ; তন্মধ্যে প্রথমটি ক্ষর পুরুষ ; অর্থাৎ স্ব স্বরূপ হইতে ক্ষরিত চ্যুত হয়, অর্থাৎ জীব। দ্বিতীয়টি অক্ষর পুরুষ, অর্থাৎ নিজ স্বরূপে অবস্থান করেন, অর্থাৎ মুক্তাত্মা।

অনন্তর ক্ষর ও অক্ষর পুরুষকে বিশেষ রূপে বিভাগ করিতেছেন—ক্ষর ইত্যাদি। ক্ষর শব্দের দ্বারা ভূত সকলকে জানিতে হইবে ; কূটস্থকে অক্ষর বলা হয়। শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ বিরচিত এই শ্লোকে এই প্রকার ভাষ্য করিয়াছেন—যাহার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয়" এই ব্যুৎপত্তি হেতু লোকে অর্থাৎ বেদে দুইটি পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে, এই দুই, এই বাক্যের দ্বারা তাহাদের প্রমাণ সিদ্ধ সূচনা করিতেছে। তাহারা কে ? তাহাই বলিতেছেন-ক্ষর' ইত্যাদি। শরীর ক্ষরণ হেতু ক্ষর অনেকাবস্থাযুক্ত, বদ্ধ ও অচিৎ সংসর্গরূপ একমাত্র ধর্মের সম্বন্ধ হেতু বদ্ধজীব সকলের একত্ব নির্দেশ করা হইয়াছে।

উচ্যতে ॥ উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ (গী॰ ১৫।১৬-১৭) ইতি। "প্রধানপুরুষাব্যক্তকালানাং পরমং হি যৎ। পশ্যন্তি সূরয়ঃ

কঠোপনিষদি চ—২।২।৩ নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যোঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণবচনানি। এবং শ্রুতিপ্রমাণমুক্ত্বা স্মৃতিপ্রমাণমাহুঃ স্মৃতিষু চ' ইতি। অথ শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীগীতাবাক্যং প্রমাণয়ন্তি—দ্বাবিমৌ' ইতি। লোকে ইহ জগতি বেদে বা ইমৌ দ্বৌ পুরুষৌ স্তঃ, তত্রাদ্যঃ —ক্ষরঃ, স্বস্বরূপাৎ ক্ষরতীতি ক্ষরো জীবঃ।

দ্বিতীয়স্তু অক্ষর এব চ ; স্বেন রূপেণ অবস্থিতো মুক্তাত্মা ; অথ তৌ বিশেষং বিভজতি—ক্ষরঃ' ইতি। সর্ব্বাণি ভূতানি ক্ষরশব্দবাচ্যানি ; কুটস্থস্তু অক্ষর উচ্যতে ; ইতি অত্র ভাষ্যঞ্চ শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদানাম্-বাদরায়ণাত্মনা নির্ণীতং বেদার্থং সংক্ষিপ্যাহ - দ্বাবিতি।

'লোক্যতে তত্ত্বমনেন' ইতি বুৎপত্তে র্লোকে বেদে দ্বৌ পুরুষৌ প্রথিতৌ ; ইমৌ' ইতি প্রমাণ সিদ্ধতা সূচ্যতে। তৌ কাবিত্যাহ—ক্ষরশ্চেতি। শরীর ক্ষরণাৎ ক্ষরোঽনেকাবস্থো বদ্ধোঽচিৎ সংসর্গৈকধর্ম্ম সম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ ;

অক্ষরস্তদভাবাদেকাবস্থো মুক্তোঽচিৎ বিয়োগৈক ধর্ম্মসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ। ক্ষরাক্ষরৌ স্ফুটয়তি সর্ব্বাণি ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তানি ভূতানি ক্ষরঃ ; কুটস্থঃ সদৈকাবস্থো মুক্তস্তু অক্ষরঃ। কিঞ্চ হে পার্থ! উত্তমঃ পুরুষস্তু ক্ষরাক্ষরাভ্যাং অন্যো ন তু তয়োরেব একঃ কল্পনীয় ইতি। স তু পরমাত্মা ইতি

অক্ষর-শরীরক্ষরণের অভাব হেতু একাবস্থাযুক্ত মুক্ত, অচিৎবিয়োগরূপ একমাত্র ধর্মের সম্বন্ধ হেতু মুক্তজীব সকলের একত্ব নিদেশ করা হইয়াছে। ক্ষরাক্ষরকে স্পষ্টরূপে বলিতেছেন—ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত ভূত সকল ক্ষর শব্দ বাচ্য। সর্বদা একাবস্থাপন্ন মুক্তই অক্ষর শব্দবাচ্য। হে পার্থ! উত্তমপুরুষ কিন্তু অন্য, অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষর হইতে ভিন্ন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক জনকে কল্পনা করা উচিত নহে। বেদ সকলে তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যিনি অব্যয় সর্বেশ্বর লোক ত্রয়ে প্রবেশ করিয়া পালন করেন। এই শ্লোকের ভাষ্য এই প্রকার—যে নিমিত্ত দুই পুরুষের নিরূপণ করা হইয়াছে তাহা বলিতেছেন—উত্তম ইত্যাদি। অর্থাৎ ক্ষর এবং অক্ষর হইতে ভিন্ন ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজনকে সঙ্কল্প করা যায় না, ইহাই ভাবার্থ, এই বিষয়ে শ্রুতি সম্মতি প্রমাণিত করিতেছেন—পরমাত্মা' ইত্যাদি। পুরুষোত্তমের উত্তমতা প্রযোজক ধর্ম বলিতেছেন—যিনি লোকত্রয়, ইত্যাদি। এই যে জগদ্ বিধারণ পালনরূপ চেষ্টা তাহা বদ্ধ জীবের কর্ম নহে, কারণ তাহা অসম্ভব হেতু। এবং ইহা মুক্তজীবেরও কর্ম নহে, কারণ জগৎ সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার 'পরিত্যাগ করিয়া" এই ব্রহ্মসূত্রে প্রতিষেধ করিয়াছেন। এই প্রকার শ্রীগীতাবাক্য প্রমাণের দ্বারা জীব হইতে অধিক মহিমাযুক্ত সর্বশক্তিমান শ্রীগোবিন্দদেব ইহাই সিদ্ধ হইল।

শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ (বি॰ পু॰ ১।২।১৬)। "বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতো হি তেঽন্যে, রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র ! । তস্যৈব তেঽন্যেন ধৃতে বিযুক্তে, রূপেণ যত্তৎ দ্বিজ ! কাল

বেদৈরুদাহৃতঃ, যোঽব্যয়ঃ সর্ব্বেশ্বরো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্তি, পোষয়তি ইতি। অথাত্র ভাষ্যঞ্চ যদর্থং দ্বৌ পুরুষৌ নিরূপিতৌ তমাহ—উত্তম ইতি।

অন্যঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যাং : ন তু তয়োরেব একঃ সঙ্কল্প ইতি ভাবঃ। তত্র শ্রুতিসম্মতিমাহ—পরমাত্মেতি। উত্তমতা প্রযোজকং ধর্ম্মমাহ—যো লোকেতি। 'ন চ' এতজ্জগদ্‌বিধারণ পালনরূপমী শনং—বদ্ধস্য জীবস্য কর্ম্মাসম্ভবাৎ। ন চ মুক্তস্য "জগদ্‌ব্যাপার বর্জ্জম্" (৪।৪।১০।১৭) ইতি প্রতিষেধাচ্চ ইতি। এবং শ্রীগীতাবাক্যপ্রমাণের জীবাদধিকং সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষোত্তমঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ।

অথ শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয়বাক্যেন শ্রীভগবতঃ জীবাদধিকং প্রতিপাদয়ন্তি প্রধান' ইতি। হে মৈত্রেয় ! ইত্থং প্রধানং, শ্রীভগবৎশক্তিভূতাং জড়াং প্রকৃতিং : পুরুষং - বদ্ধ মুক্তাবস্থাপন্নং দ্বিবিধজীবম্ ; ব্যক্তম্ মহাদাদি ক্রমেণ বিরাড়্‌ব্রহ্মাণ্ডম্। কালং—অতীত বর্ত্তমানাদি ব্যবহার হেতু ভূতং শ্রীভগবচ্চেষ্টারূপং কালম্। এতেষাং চতুর্ণাং পদার্থানাং 'যৎ পরমং' অত্যুত্তমং অধিক শক্তিযুক্তম্ ; সূরয়ঃ—সরাসারবিচারজ্ঞাঃ, শুদ্ধং এতৈরস্পৃষ্টং বিষ্ণোঃ শ্রীভগবতঃ পরমং সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্থানং বৈকুণ্ঠাদিকং পশ্যন্তি ; সো বৈকুণ্ঠাদিস্থা ধিষ্ঠাতা শ্রীভগবান্ সর্ব্বাধিক রূপ সৌন্দর্য্য কারুণ্যাদিমান্ ! তস্মাৎ জীব প্রধান ব্যক্ত

অনন্তর শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবানের জীব হইতে অধিকতা স্থাপন করিতেছেন—প্রধান' ইত্যাদি। হে মৈত্রেয় ! প্রধান : অর্থাৎ শ্রীভগবানের শক্তি ভূতা জড়া প্রকৃতি : পুরুষ ; বদ্ধ ও মুক্তা বস্থা প্রাপ্ত জীব; ব্যক্ত, অর্থাৎ মহদাদিক্রমে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড, কাল—অতীত বর্ত্তমানাদি ব্যবহার করাণ ভূত শ্রীভগবানের চেষ্টারূপ পদার্থ। এই চারিটি পদার্থের মধ্যে যিনি পরম—অত্যুত্তম, অধিক শক্তি যুক্ত, সারাসার বিচারজ্ঞ পণ্ডিতগণ যাহাকে শুদ্ধ অর্থাৎ প্রধানাদিস্পর্শ রহিত বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপক শ্রীভগবানের পরম সর্বশ্রেষ্টপদ শ্রীবৈকুণ্ঠাদি স্থান অবলোকন করেন। সেই বৈকুণ্ঠাদি স্থানাধিষ্ঠাতা শ্রীভগবান সর্ব্বাধিক রূপ সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য কারুণ্যাদি যুক্ত। অতএব জীব' প্রধান ব্যক্ত, কালাদিরও নিয়ামক শ্রীগোবিন্দদেব এই প্রকার তাঁহার অধিক উপদেশ করা হইয়াছে।

অনন্তর প্রকারান্তরে শ্রীগবিন্দদেবের ভেদ নির্দেশের দ্বারা সর্বাতিশয় মহিমা বর্ণন করিতেছেন বিষ্ণুর' ইত্যাদি। হে বিপ্র ! বিষ্ণুর অর্থাৎ সর্বব্যাপক শ্রীগোবিন্দদেব স্বরূপ হইতে নিশ্চিতরূপে সেই দুইটি জীবও প্রধান অন্য অর্থাৎ স্বেতরসর্ববিলক্ষণ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে জীব ও প্রধান ভিন্ন। কে অন্য এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—প্রধানও পুরুষ।

আরও তাহারই অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবেরই অন্য রূপের দ্বারা তাহারা দুইটি ধৃত হয়, অর্থাৎ জগৎ রচনা কালে মহদাদি ক্রমে ধারণ করিয়া থাকেন। ও বিযুক্ত হয় ; অর্থাৎ মহাপ্রলয়াবসরে ব্যক্তি

সংজ্ঞম্ ॥ (বি॰ পু॰ ১।২।২৪) ইতি।

কালাদীনাং নিয়ামকঃ শ্রীগোবিন্দদেব ইতি অধিক ব্যপদেশাৎ।

অথ প্রকারান্তরেণ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভেদনির্দ্দেশেন সর্ব্বাতিশয়িত্বমাহুঃ—বিষ্ণোঃ" ইতি। হে বিপ্র! বিষ্ণোঃ—সর্ব্বব্যাপক শ্রীগোবিন্দদেব স্বরূপাৎ 'হি নিশ্চয়ে' নিশ্চিতমেব দ্বে তে জীব প্রধানে অন্যে; তথাচ পরতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠতঃ, বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ স্বতর সর্ব্ববিলক্ষণ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ তে দ্বে অন্যে; কে তে? ইত্যপেক্ষায়ামাহ প্রধানং পুরুষশ্চ ইতি।

কিঞ্চ তস্যৈব—শ্রীগোবিন্দদেবস্য এব অন্যেন রূপেণ তে দ্বে ধৃতে জদদ্রচনাবসরে মহদাদিক্রমেণ ধারণং ভবতি; বিযুক্তে পৃথগ্ভূতে মহাপ্রলয়বেলায়াং ব্যতিক্রমেণ বিযুক্তং ভবতিং তৎ কালসংজ্ঞমিত্যর্থঃ। তথাচ যস্য পরব্রহ্মশ্রীগোবিন্দদেবস্য কালাখ্যেন শক্তিভূতেন জীবং প্রধানং জগচ্চ ধারণং পালনং বিনাশঞ্চ ভবতি, স এব জীবাদধিকমিতি ভাবঃ। অত্র ধৃতে বিযুক্তে ইতি, ধৃতেঽবিযুক্তে' ইতি বা পদচ্ছেদঃ। পূর্ব্বরূপমার্ষম্।

তথাচ কালরূপেণ অবিযুক্তঃ সন্ জীব—প্রধানাদিকং ধারণং করোতি শ্রীভগবান্ ইতি।

ক্রমে পৃথক হয়। যাহার দ্বারা এই প্রকার হয় তাহার নাম কাল। অর্থাৎ যে পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের কাল নামক শক্তির দ্বারা জীব, প্রধান, ও জগৎ ধারণ পালন ও বিনাশ হয়, তিনি জীব হইতে অধিক ইহাই ভাবার্থ।

এই স্থলে ধৃতে বিযুক্তে এই স্থানে "অবিযুক্তে" এই রূপ পদচ্ছেদও হয়। এইস্থলে আর্ষ প্রয়োগ হেতু পদের পূর্বরূপ হইয়াছে। সার কথা এই যে শ্রীভগবান কালরূপের সহিত অবিযুক্ত হইয়া জীব প্রধানাদি ধারণ করেন। অনন্তর সকল শাস্ত্রগণের শিরোমণি যাঁহার চরণবেদী চুম্বন করে সেই শ্রীভাগবত মহাপুরাণের বাক্য প্রমাণের দ্বারা জীব হইতে শ্রীভগবানের ভেদ নিরূপণ করিতেছেন-এতৎ 'ইত্যাদি। যদি বলেন—শ্রীভগবানের এই প্রকার মহিমা কি প্রকারে হইল? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—ইহাই ঈশ্বরের অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের ঈশন সর্বাতিশায়ি পরম মহৈশ্বর্য্য; তাহা কি প্রকার? বলিতেছেন অসদাত্মস্থ সকলের দ্বারা, অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ বিমুখ জীবগণের বন্ধন কারক যে প্রাকৃতগুণ সকল তাহাদের দ্বারা যুক্ত হয়েন না।

কেন যুক্ত হয়েন না? তাহা বলিতেছেন—প্রকৃতিস্থ হইলেও। অর্থাৎ প্রাকৃত প্রপঞ্চে অবস্থান করিলেও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণবিমুখজীবের সমান প্রাকৃতগুণ সকলের দ্বারা যুক্ত হয়েন না। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন -ভগবদাশ্রয়া বুদ্ধি যে প্রকার। এই স্থলে ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত এই প্রকার তদাশ্রয়া অর্থাৎ প্রকৃতির আশ্রয়া বুদ্ধি জীবের জ্ঞান যেমন প্রাপঞ্চিক বিষয়ে সংযুক্ত হয়, সেই প্রকার পরব্রহ্মেতে সংযুক্ত হয় না।

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্ গুণৈঃ।
ন যুজ্যতেঽসদাত্মস্থৈ র্যথা বুদ্ধিস্তদা শ্রয়া ॥ (ভা॰ ১।১১।৩৮) ইতি চৈবমাদ্যাসু তথৈব

অথসর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি চুম্বিত চরণবেদি শ্রীভাগবতমহাপুরাণ বাক্য প্রমাণেন জীবাৎ শ্রীভগবতো ভেদং নিরূপয়ন্তি—এতদিতি। ননু এবমস্য মহিমানং কুতঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ এতদেব ঈশনং সর্ব্বাতিশায়ি—পরম মহৈশ্বর্য্যম্; কিং তৎ? ইত্যাহ —অসদাত্মস্থৈঃ শ্রীভগবদ্ বিমুখ জীব বন্ধকৈঃ, তদ্গুণৈঃ প্রাকৃতগুণৈ র্ন যুজ্যতে; কথং ন যুজ্যতে —প্রকৃতিস্থোঽপি। তথাচ —প্রাকৃতপ্রপঞ্চে অবস্থানং কৃতেঽপি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ তদ্বিমুখজীববৎ প্রাকৃতগুণৈ র্ন যুজ্যতে। অত্র দৃষ্টান্তমাহ - যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া। অত্র ব্যতিরেকদৃষ্টান্তস্তাবৎ—তদাশ্রয়া-প্রকৃত্যাশ্রয়া বুদ্ধিঃ—জীবজ্ঞানং যথা প্রাপঞ্চিক বিষয়ে যুজ্যতে, তথা পরব্রহ্মণি ন যুজ্যতে ইত্যর্থঃ।

অন্বয় দৃষ্টান্ত - তদাশ্রয়া – অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবাশ্রয়া পরমভাগবতগণের যে বুদ্ধি তাহা যেমন প্রকৃতিস্থা হইলেও কথঞ্চিৎ কোন কারণে প্রপঞ্চে পতিত হইলেও প্রাপঞ্চিকগুণাদিতে সংযুক্ত হয় না : সেই প্রকার শ্রীগোবিন্দদেব ও প্রাকৃত প্রপঞ্চে অবস্থান করিলেও প্রাকৃতগুণাদিতে সংযুক্ত হয়েন না। সারার্থ এই যে যেমন শ্রীভগবান হইতে উৎপন্ন হইলেও ভগবদ্বহির্মুখগণের বুদ্ধি শ্রীভগবানকে বিষয় করিতে পারে না। যেমন—শ্রীভগবদ্ভক্তগণের বুদ্ধি প্রাকৃত জগতে অবস্থান করিলেও প্রাকৃতকগুণ কাম ক্রোধাদির দ্বারা সংযুক্ত হয় না।

সেই প্রকার পরাৎপর, পরব্রহ্ম, স্বেতর সর্ববিলক্ষণ, সর্ব্বকারণ কারণ, সর্বনিয়ামক, শ্রীগোবিন্দদেব প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করিলেও প্রাকৃত কাম ক্রোধাদিগুণের দ্বারা সংযুক্ত হয়েন না; ইহাই শ্রীসুতদেবের আভিপ্রায়। এই প্রকার স্মৃতি সকলেও এই প্রকারই নির্দেশ করিয়াছেন; যদি বল-জীবাত্মা ও পরমাত্মা সমান ভোগ করে, ইহা বলিতে পার না, যে হেতু উভয়ের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে। এই প্রকার পূর্বেও প্রতিপাদন করিয়াছেন। অনন্তর এই সূত্রের সঙ্গতি প্রকার নিরূপণ করিতেছেন তথাচ ইত্যাদি।

অবিচিন্ত্য মহাশক্তিমান ঈশ্বর নিজ সঙ্কল্প মাত্রেই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়া ক্রীড়া করেন, এবং সেই জগৎ জীর্ণ হইলে সংহার বা নাশ করেন, যে প্রকার ঊর্ণনাভি করিয়া থাকে, সুতরাং পূর্বোক্ত পরিশ্রম ও অমঙ্গলকরণাদি দোষের গন্ধও শ্রীগোবিন্দদেবে নাই। ঊর্ণনাভি (মাকড়শা) বৎ বলার তাৎপর্য্য মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত আছে—যে প্রকার ঊর্ণনাভি নিজ মুখ হইতে ঊর্ণা (সূত্র) সৃজন করিয়া গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে ঔষধী সকল স্বতই উৎপন্ন হয়; এবং যে প্রকার মানবের কেশ লোমাদি উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার অক্ষরপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে এই বিশ্ব উৎপত্তি হয়।

অনন্তর প্রসঙ্গ প্রাপ্ত পরিচ্ছেদবাদ নিরাকরণ করিতেছেন—ননু" ইত্যাদি। এইবিষয়ে অদ্বৈত বাদ

নির্দ্দিষ্টঃ। "সম্ভোগপ্রাপ্তি" (ব্র॰ সূ॰ ১।২।১।৮) ইত্যাদিনা প্রাগপ্যেতদভিহিতম্। তথাচাবিচিন্ত্যোরুশক্তিরীশ্বরঃ স্বসংকল্পমাত্রাজ্জগৎ সৃষ্ট্বা তস্মিন্ প্রবিশ্য বিক্রীড়তি, জীর্ণঞ্চ তৎ সংহরতি

অন্বয়দৃষ্টান্তস্তাবৎ—তদাশ্রয়া—পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবাশ্রয়া পরমভাগবতানাং বুদ্ধি র্যথ প্রকৃতিস্থা অপি কথঞ্চিৎ কেনাপি কারণেন তত্র প্রপঞ্চে পতিতাপি তৎ গুণাদৌ ন যুজ্যতে; তদ্ বদিত্যর্থঃ তথাহি—যথা শ্রীগভবদুৎপন্নাপি ভগবদ্বহির্ম্মুখানাং বুদ্ধিঃ শ্রীভগবন্তং ন বিষয়ী করোতি। যথা বা শ্রীভগবদ্ভক্তানাং বুদ্ধিঃ প্রকৃতিস্থা অপি প্রাকৃতিকগুণৈঃ কামক্রোধাদিভি র্ন যুজ্যতে; এবং পরাৎপর—পরব্রহ্ম --শ্বেতরসর্ব্ববিলক্ষণ সর্ব্বকারণকারণ—সর্ব্বনিয়ামক শ্রীগোবিন্দদেবঃ প্রকৃত্যভ্যন্তরে স্থিতোঽপি প্রাকৃত কাম ক্রোধাদিগুণৈ র্ন যুজতে ইতি শ্রীসুতদেবস্য আশয়ঃ।

গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদ বলিয়াছেন—কি প্রকারে ভেদ ও অভেদ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম একত্র সম্ভব হইবে? ইহা দোষের বিষয় নহে, আকাশও ঘটাকাশ ন্যায়ের দ্বারা ভেদাভেদ উভয়ের সেই সেই স্থানে প্রতিষ্ঠা হেতু সম্ভব হইবে।

দৃক্‌দৃশ্য বিবেকেও বর্ণিত আছে—অবচ্ছিন্ন, চিদাভাস এবং তৃতীয় স্বপ্নকল্পিত এই তিন প্রকার জীব জানিবে, তন্মধ্যে প্রথম ব্রহ্মের অবচ্ছিন্ন জীবই পারমার্থিক বলিয়া জানিবে। তাহার বাক্য সুধা টীকা—সেই ত্রিবিধ জীবের মধ্যে আদ্য অবচ্ছিন্ন পারমার্থিক জীব বলিয়া জানিবে, ইহা যোজনা করিতে হইবে। যদি বলেন—অবচ্ছিন্ন জীবের কি প্রকারে পারমার্থিকতা সিদ্ধ হয়?

তদুত্তরে বলিতেছেন—অবচ্ছেদ কল্পিত হইলেও অবচ্ছেদ্য কিন্তু বাস্তব অর্থাৎ সত্য, তাহাতে আরোপ হেতু জীবত্ব ব্যবহার হয়, তাহার স্বভাব কিন্তু ব্রহ্মত্ব। সিদ্ধান্ত লেশসংগ্রহে জীবেশ্বর নিরূপণ প্রকরণে—আকাশ দুই প্রকার আবৃত ও অনাবৃত, ঘটাবচ্ছিন্ন যে আকাশ তাহা ঘট সমানীত হইলে যেমন ঘটই আনীত হয় আকাশ হয় না, জীবও সেইরূপ আকাশের সমান। ব্রহ্মের অংশ নানা যে হেতু তাহা শ্রুতির ব্যপদেশ; এই প্রকার শ্রুতি ও সূত্র প্রমাণের দ্বারা অবচ্ছেদ পক্ষেরই পরিগ্রহণ করিয়াছেন।

অতএব সর্বগত চৈতন্যের অন্তঃকরণাদির দ্বারা অবচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং অবচ্ছেদের আবশ্যকতা হেতু অবচ্ছেদ জীব; এই পক্ষই রুচিকর। এই প্রকার ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ জীব' ইহা কল্পনা করেন এইরূপ আশঙ্কা করিয়া পরিহার করিতেছেন—ননু" ইত্যাদি। যদি আপনারা (অদ্বৈতবাদিরা) বলেন যে আপনারা (ভেদবাদিরা) জীব হইতে ব্রহ্মের আধিক্য স্থাপন করিতেছেন তাহা এই ঘটাকাশ ও মহাকাশের সমান; অতএব ঘটাকাশ হইতে মহাকাশের যে পার্থক্য, সেই প্রকার জীব হইতে ঈশ্বরের আধিক্য স্বীকার করিতে হইবে" ইহা বলিতে পারেন না, কারণ আকাশের ন্যায় ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ বিষয়তা শাস্ত্রে অস্বীকার করিয়াছেন; যে হেতু ব্রহ্ম সর্বব্যাপক।

উর্ণনাভিবদিতি ন পূর্ব্বোক্তদোষগন্ধঃ। ননু ঘটাকাশাৎ মহাকাশস্যেব এতৎ জীবাদীশ্বরস্যাধিক্যমিতিচেন্ন, তদ্বত্তস্য পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাস্বীকারাৎ।

সঙ্গতিঃ - অথ এতৎ সূত্রস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহুঃ—তথাচ' ইতি। উর্ণনাভিবদিতি; অত্র মুণ্ডকবাক্যম্ - (১।১।৭) "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্লতে চ যথা পৃথিব্যামৌষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥ অথ প্রসঙ্গপ্রাপ্তং পরিচ্ছেদবাদং নিরাকুর্ব্বন্তি—ননু ইতি। অত্র অদ্বৈতবাদগুরবঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদাঃ কথং ভেদাভেদৌ বিরুদ্ধৌ সম্ভবেয়াতাম্? নৈষ দোষঃ আকাশ-ঘটাকাশ ন্যায়েন উভয়সম্ভবস্য তত্র তত্র প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ" (২।১।২২) দৃগ্‌দৃশ্যবিবেকে চ-৩২ অবচ্ছিন্ন শ্চিদাভাসস্তৃতীয়ঃ স্বপ্নকল্পিতঃ। বিজ্ঞেয় স্ত্রিবিধো জীবস্তত্রাদ্যঃ পারমার্থিকঃ॥ টীকা চ বাক্যসুধা - তেষু মধ্যেষু আদ্যোঽবচ্ছিন্নঃ পারমার্থিকো জীবো বিজ্ঞেয় ইতি যোজনা" ইতি। কথমবচ্ছিন্নস্য পারমার্থিকত্বমিত্যত—আহ—অবচ্ছেদ' ইতি।

অবচ্ছেদঃ কল্পিতঃ স্যাদবচ্ছেদ্যস্তু বাস্তবম্। তস্মিন্ জীবত্বমারোপাদ্ ব্রহ্মত্বং তু স্বভাবতঃ॥ তথাচ সিদ্ধান্তলেসংগ্রহে—প্রথমপরিচ্ছেদে জীবেশ্বর নিরূপণে—"ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে যথাঘটে। ঘটো নীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ॥ "অংশো নানা ব্যপদেশাৎ" (২।৩।৪৩) ইতি শ্রুতিসূত্রাভ্যাং 'অবচ্ছেদ' পক্ষস্যৈব পরিগ্রহাচ্চ।

তস্মাৎ সর্ব্বগতস্য চৈতন্যস্য অন্তঃকরণাদিনা অবচ্ছেদোঽবশ্যম্ভাবীতি, আবশ্যকত্বাদবচ্ছেদো-জীব ইতি পক্ষং রোচয়ন্তে" ইতি। ইত্যেবং ব্রহ্মপরিচ্ছেদো জীব ইতি কল্পয়ন্তি; ইত্যাশঙ্ক্য পরিহরন্তি—'ননু' ইতি তদ্‌বৎ—আকাশবৎ তস্য—পরব্রহ্মণঃ: অথ পরিচ্ছেদবাদমবলম্ব্য শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীমদাচার্য্য-চরণাঃ—যর্হ্যেব যদেকং চিদ্‌রূপং ব্রহ্ম মায়াশ্রয়তাবলিতং বিদ্যাময়ম্; তর্হ্যেব তন্মায়া-বিষয়তাপন্নমবিদ্যা পরিভূতঞ্চ' ইত্যুক্তমিতি জীবেশ্বরো বিভাগোঽবগতঃ।

ততশ্চ স্বরূপসামর্থ্য বৈলক্ষণ্যেন তদ্ দ্বিতয়ং মিথো বিলক্ষণস্বরূপমেব ইত্যাগতম্। ন চ উপাধিতারতম্য ময়-পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্বত্বাদি ব্যবস্থয়া তয়োর্বিভাগ স্যাৎ। তত্র যদি উপাধেরনাবিদ্যকত্বেন বাস্তবত্বম্ তর্হি অবিষয়স্য তস্য পরিচ্ছেদ বিষয়ত্বাসম্ভবঃ।

এই পরিচ্ছেদবাদ অবলম্বন করিয়া শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ বর্ণনা করিয়াছেন—যদি এই প্রকার একমাত্র চিদ্‌রূপ ব্রহ্ম, তিনি মায়ার আশ্রয়যুক্ত বিদ্যাময়। তাহা হইলে ব্রহ্ম মায়া বিষয়তাপন্ন ও অবিদ্যা পরিভূত! এই প্রকার জীব ও ঈশ্বরের বিভাগ অবগত হওয়া যায়। সুতরাং স্বরূপ ও সামর্থ্য বৈলক্ষণ্যের দ্বারা সেই দ্বিতীয় বস্তু পরস্পর বিলক্ষণ স্বরূপই বুঝা যায়। যদি বলেন ব্রহ্মের উপাধি তারতম্য ময় বিভাগ হেতু পরিচ্ছেদ প্রতিবিম্বত্বাদি ব্যবস্থার দ্বারা জীবও ঈশ্বরের বিভাগ হইবে "ইহা যথার্থ নহে।

উপাধেরাবিদ্যকত্বে তু তত্র তৎ পরিচ্ছিন্নতাদেরপি অঘটমানত্বাদাবিদ্যকত্বমেবেতি ঘটাকাশাদিষু বাস্তবোপাধিময় তদ্দর্শনয়া ন তেষামবাস্তব স্বপ্ন দৃষ্টান্তোপজীবিনাং সিদ্ধান্তঃ সিদ্ধ্যতি ; ঘটাঘটমানয়োঃ সঙ্গতিঃ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ। ততশ্চ তেষাং তত্তৎ সর্ব্বমবিদ্যাবিলসিতমেবেতি স্বরূপমপ্রাপ্তেন তেন তেন তত্তদ্ ব্যবস্থাপয়িতুমশক্যম্।

ইতি ব্রহ্মাবিদ্যয়োঃ পর্য্যবসানে সতি যদেবং ব্রহ্ম চিন্মাত্রত্বেন অবিদ্যাযোগস্য অত্যন্তাভাবাস্পদত্বাচ্ছুদ্ধং ; তদেব তদ্যোগাদশুদ্ধ্যা জীবঃ : পুনস্তদেব জীববিদ্যা কল্পিত মায়াশ্রয়ত্বাদ্ ঈশ্বরঃ ; তদেব তন্মায়াবিষয়ত্বাজ্জীব ইতি বিরোধস্তদবস্থ এব স্যাৎ। তত্র চ শুদ্ধায়াং চিত্যবিদ্যা ; তদবিদ্যাকল্পিত—উপাধৌ তস্যামীশ্বরাখ্যায়াং বিদ্যা ইতি ; তথা বিদ্যাবত্বেঽপি মায়িকত্বমিত্যসমঞ্জসা চ কল্পনা স্যাদিত্যাদ্যানুসন্ধেয়ম্।

কিঞ্চ যদি অত্রাভেদ এব তাৎপর্য্যমভবিষ্যৎ তর্হি একমেব ব্রহ্মাজ্ঞানেন ভিন্নম্ ; জ্ঞানেন তু তস্য ভেদময়ং দুঃখং বিলীয়ত ইত্যপশ্যদিত্যেবাঽবক্ষ্যৎ। তথা শ্রীভগবল্লীলাদীনাং বাস্তবত্বাভাবে সতি শ্রীশুকহৃদয়বিরোধশ্চ জায়তে। তস্মাৎ পরিচ্ছেদ—প্রতিবিম্বত্বাদি প্রতিপাদক শাস্ত্রাণ্যপি কথঞ্চিৎ তৎ সাদৃশ্যেন গৌণ্যেব বৃত্ত্যা প্রবর্ত্তেরন্" ইতি।

তাহাতে যদি উপাধির অনাবিদ্যকত্ব হেতু বাস্তব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অবিষয় ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ বিষয়ের সম্ভব হয় না। এই উপাধি যদি আবিদ্যকত্ব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে ব্রহ্মে সেই পরিচ্ছিন্নতাদি উপাধিরও অঘটমানতাহেতু আবিদ্যকত্বই বুঝিতে হইবে। আর – ঘটাকাশাদিতে যে উপাধি তাহা বাস্তব, সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বপ্নদৃষ্টান্তোপজীবিগণের সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইবে না। কারণ তাঁহার ঘটমান ও অঘটমানের সঙ্গতি করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব তাঁহাদের জীব ও ঈশ্বরাদি সকল অবিদ্যার বিলাস মাত্র, সুতরাং স্বরূপ অপ্রাপ্ত হেতু প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদের দ্বারা জীবাদির ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবে না। এই প্রকার ব্রহ্মও অবিদ্যার পর্য্যবসান হইলে পরে যে ব্রহ্ম চিন্মাত্রস্বরূপ হেতু অবিদ্যা যোগের অত্যন্তাভাবাস্পদতা প্রযুক্ত শুদ্ধ ; সেই শুদ্ধব্রহ্মই অবিদ্যা যোগ হেতু অশুদ্ধি প্রযুক্ত জীব। পুনঃ সেই ব্রহ্মই জীবের অবিদ্যা কল্পিত মায়ার আশ্রয় হেতু ঈশ্বর ; আবার সেই ঈশ্বরই জীব মায়া বিষয়তা হেতু জীব, এই প্রকার বিরোধ হেতু অনবস্থাই হইবে। তন্মধ্যে শুদ্ধচেতনে অবিদ্যা সেই অবিদ্যা কল্পিত উপাধিতে ঈশ্বরাখ্যা অবিদ্যা, তথা সেই ঈশ্বরবিদ্যাময় হইলেও মায়িক ইত্যাদি অনেক প্রকার অসমঞ্জস কল্পনা বিদ্যমান আছে, তাহা অনুসন্ধেয়। আরও যদি আপনাদের অভেদেই শাস্ত্র সকলের তাৎপর্য্য হইবে তাহা হইলে একমাত্র ব্রহ্ম অজ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন হয়, এবং জ্ঞানের দ্বারা সেই ব্রহ্মের ভেদময় রূপ দুঃখ বিলীন হইত ; এই প্রকার শ্রীব্যাসদেব দর্শন করিয়াছিলেন, এই প্রকার বলিতেন। এবং শ্রীভগবানের লীলাদির বাস্তবত্বের অভাব হইলে পরে শ্রীশুকদেবের হৃদয়ের ভাব বিরোধ হইবে। অতএব প্রতিবিম্ব পরিচ্ছেদাদি প্রতিপাদক শাস্ত্র সকলও কোন প্রকারে ব্রহ্মসাদৃশ্যের দ্বারা গৌণবৃত্তির সহিত প্রবর্ত্তিত হয়।

অথ টীকা চ—শ্রীমদ্ ভাষ্যকারপ্রভুপাদানাম্—যত্তু "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছা০ ৬২১) "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃ০ ৩৯২৮) "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃ০ ৪৪।১৯) ইত্যাদি—শ্রুতিভ্যো নির্ব্বিশেষ শ্চিন্মাত্রাদ্বৈতং ব্রহ্ম বাস্তবম্ : অথ সদসদ্ বিলক্ষণত্বাদনির্ব্বচনীয়েন বিদ্যাবিদ্যাবৃত্তিকেন অজ্ঞানেন সম্বন্ধাৎ তস্মাদ্ বিদ্যোপহিতমীশ্বরচৈতন্যমবিদ্যোপহিতং জীবচৈতন্যঞ্চাভূৎ ;

স্বরূপজ্ঞানেন নিবৃত্তে তু অজ্ঞানেন তত্রেশ্বরজীবভাবঃ, কিন্তু নির্ব্বিশেষাদ্বিতীয় – চিন্মাত্ররূপা-বস্থিতির্ভবেদিত্যাহ—মায়ী শঙ্করঃ, তত্রাহ—যর্হ্যেব যদেকমিতি। বিস্ফুটার্থম্। ইত্যযুক্তম্ ইতি। যুগপাদেবাকস্মাদেব অজ্ঞান যোগাদেকস্য ভাগ্যস্য বিদ্যাশ্রয়ত্বং, অন্যস্যাবিদ্যা পরাভূতিরিতি কিমপরাদ্ধং তেন ব্রহ্মণা ? যেন বিবিধ বিক্ষেপক্লেশানুভব ভাজনতাভূৎ। পুনরপি আকস্মিকাজ্ঞানসম্বন্ধস্য শক্যত্বাদ্ বক্তুমিতি, ন তদুক্ত্যা তদ্‌বিভাগো বাচ্যঃ কিন্তু শ্রীব্যাসদৃষ্টরীত্যৈব সোহস্মাভিরবগত ইত্যর্থঃ।

যত্তু "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" (বৃ০ ২।৫।১৯) ইত্যাদিশ্রুতেঃ তস্য অদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণো মায়য়া পরিচ্ছেদাদ্ ঈশ্বর-জীব বিভাগঃ স্যাৎ।

এই অংশের শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদ বিরচিত টীকা এই প্রকার - যাঁহারা-একমাত্রঅদ্বিতীয়, বিজ্ঞান অনন্দ ব্রহ্ম' কোন প্রকার নানা বস্তু নাই' এই সকল শ্রুতি প্রমাণ হইতে' নির্বিশেষ চিন্মাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মই বাস্তব। অনন্তর সদসৎ বিলক্ষণত্ব হেতু অনির্বচনীয় বিদ্যা ও অবিদ্যাবৃত্তিরূপ অজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধহেতু বিদ্যোপহিত ঈশ্বর চৈতন্য, অবিদ্যোপহিত জীব চৈতন্য হইলেন।

স্বরূপ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে তাহাতে ঈশ্বর ও জীবভাব থাকে না ; কিন্তু নির্বিশেষ চিন্মাত্র অদ্বিতীয় রূপে অবস্থান হয় ; ইহা মায়ী শঙ্কর বলেন, তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—যদি "ইত্যাদি। অকারণ বশতঃ যুগপৎ অজ্ঞান যোগ হেতু একটি ভাগের বিদ্যাশ্রয়তা ; অন্য একটি ভাগের অবিদ্যার দ্বারা পরাভব লাভ; হায়! ব্রহ্ম কি অপরাধ করিয়াছিলেন ? যেজন্য বিবিধ বিক্ষেপ ক্লেশানুভবের পাত্র হইলেন।

পুনরায় আকস্মিক অজ্ঞান সম্বন্ধ হইল' ইত্যাদি আপনারদের বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের বিভাগ করা যুক্তি সঙ্গত নহে ; কিন্তু শ্রীব্যাসদেব যে প্রকার সমাধিতে দেখিয়াছিলেন আমরাও সেই প্রকার অবগত আছি। যাঁহার বলেন ইন্দ্র-ব্রহ্ম মায়া সকলের দ্বারা বহুরূপে প্রতীতি হয়েন 'ইত্যাদি শ্রুতি হইতে সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মায়ার দ্বারা পরিচ্ছেদ হেতু ঈশ্বর ও জীব বিভাগ হয়। তন্মধ্যে বিদ্যার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন মহান খণ্ড 'ঈশ্বর' এবং অবিদ্যার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন কনিষ্ঠ খণ্ড 'জীব' হয়। যেমন ঘটের দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশ বৃহৎ ; এবং শরাবের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আকাশ ক্ষুদ্র, ইত্যাদি উপদিষ্ট হয়। যে প্রকার সকল জ্যোতির আত্মা সূর্য্য জল ভেদ করিয়া অনেকরূপ ধারণ করেন সেই রূপ অজ আত্মা উপাধির দ্বারা প্রতি শরীরে ভেদরূপ প্রাপ্ত হয়েন। ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব শ্রবণ করা হেতু ব্রহ্মের বিভাগ হইবে।

তত্র বিদ্যয়া পরিচ্ছিন্নো মহান্ খণ্ডঃ "ঈশ্বরঃ" অবিদ্যা পরিচ্ছিন্নঃ কনীয়ান্ খণ্ডস্তু 'জীবঃ'। যথা ঘটেনাবচ্ছিন্নঃ শরাবেণাবচ্ছিন্নশ্চ আকাশখণ্ডো মহদল্পতা ব্যাপদেশং ভজতি। "যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপোভিত্বা বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্। উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽমাত্মা॥" ইত্যাদিষু ব্রহ্মণস্তস্য প্রতিবিম্ব শ্রবণাৎ, তদ্‌বিভাগঃ স্যাৎ।

বিদ্যায়াং প্রতিবিম্ব ঈশ্বরঃ অবিদ্যায়াং প্রতিবিম্বস্তু জীবঃ। যথা সরসি রবেঃ প্রতিবিম্বো, যথাচ ঘটে প্রতিবিম্বো মহদল্পত্বব্যপদেশং ভজতে, তদ্বদিত্যাহ—শঙ্করঃ। তদিদং নিরসনায় দর্শয়তি—ন চেতি। অনয়া রীত্যা তয়োর্বিভাগো ন চ স্যাদিত্যন্বয়ঃ। কুতো ন বাঽ্য ইতি চেৎ? অনুপপত্তে-রেবেত্যাহ—অত্র যদ্যুপাধেরিতি। পরিচ্ছেদ পক্ষং নিরাকরোতি—অনাবিদ্যকত্বেন রজ্জু-ভূজঙ্গবৎ অজ্ঞান রচিতত্বাভাবেন বস্তুভূতত্বে সতীত্যর্থঃ।

অবিষয়স্যেতি—"অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে" (বৃ০ ৩৯।২৬) ইতি শ্রুতেঃ সর্ব্বাস্পৃশ্যস্য তস্য ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ। ইদমত্র বোধ্যম্—ন চ টঙ্কচ্ছিন্ন পাষাণ খণ্ডবদ্ বাস্তবোপাধিচ্ছিন্নো ব্রহ্মখণ্ডবিশেষ ঈশ্বরো জীবশ্চ; ব্রহ্মণোঽচ্ছেদ্যত্বাদ্ অখণ্ডত্বাভ্যুপগমাচ্চ, আদিমত্বাপত্তেশ্চেশ্বর জীবয়োঃ। যত একস্য দ্বিধা ত্রিধা বিধানং চ্ছেদঃ।

সুতরাং বিদ্যায় প্রতিবিম্ব ব্রহ্ম ঈশ্বর, এবং অবিদ্যায় প্রতিবিম্ব ব্রহ্ম জীব হয়েন। যে প্রকার সারোবরে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব মহান্ এবং ঘটে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব ক্ষুদ্র হয়, সেইরূপ জানিতে হইবে, ইহা শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন। এইমত নিরসনের নিমিত্ত বলিতেছেন নচ' ইত্যাদি। এই প্রকার রীতির দ্বারা ঈশ্বর ও জীবের বিভাগ হইবে না ইহাই অন্বয়। যদি বলেন কেন হইবে না? তদুত্তরে বলিতেছেন—ব্রহ্মে যদি উপাধির" ইত্যাদি। পরিচ্ছেদ পক্ষ নিরাকরণ করিতেছেন ব্রহ্ম অনাবিদ্যকত্ব হেতু রজ্জু-ভুজঙ্গ দৃষ্টান্তবৎ অজ্ঞান রচিতত্বের অভাব বশতঃ বস্তুভূতত্ব হইলে পরে ইহাই অর্থ। অবিষয়ের অর্থাৎ "ব্রহ্ম অগৃহ্য বস্তু তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না" এই শ্রুতি সর্ববিধ স্পর্শরহিত সেই ব্রহ্মের ইহাই অর্থ। এই স্থলে বক্তব্য এই যে টঙ্কচ্ছিন্ন পাষাণ খণ্ডের সমান বাস্তবোপধিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের খণ্ড বিশেষ ঈশ্বর ও জীব নহে; যে হেতু ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য ও অখণ্ড বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; এই প্রকার স্বীকার করিলে ঈশ্বর এবং জীবের সাদিত্ব দোষ উপস্থিত হয়।

যে হেতু একটি বস্তুরই দুইভাগ অথবা তিনভাগ করার নাম চ্ছেদ। যদি বলেন অচ্ছিন্ন অবস্থায় উপাধি সংযুক্ত ব্রহ্মের প্রদেশ বিশেষ হইতেছে ঈশ্বরও জীব, তাহাও নহে। কারণ উপাধিসংযুক্ত হইলে পরে তাহা গমন করে; কিন্তু উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্ম প্রদেশ গমনাদি করে না। এবং প্রতিক্ষণ উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্ম প্রদেশের ভেদ হেতু ব্রহ্মের ক্ষণে ক্ষণে উপহিতত্ব অনুপহিতত্বাপত্তি দোষ আপতিত হয় যদি বলেন—সম্পূর্ণ ব্রহ্মই অবিদ্যার দ্বারা উপহিত হইয়া ঈশ্বর ও জীব হইয়াছে; তাহাও নহে, কারণ—আপনারা যে অনুপহিত ব্রহ্মের উপদেশ দিয়া থাকেন তাহা অসিদ্ধ হইবে। যদি বলেন—ব্রহ্মের

নাপি অচ্ছিন্ন এবোপাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশ বিশেষ এব স সঃ : উপাধৌ চলতি উপাধি সংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশ চলনাযোগাৎ; প্রতিক্ষণমুপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশভেদাদনুক্ষণ মুপহিতত্বানুপহিতত্বাপত্তেঃ। ন চ কৃৎস্নং ব্রহ্মৈবোপহিতং স সঃ অনুপহিত ব্রহ্মব্যপদেশাসিদ্ধেঃ। নাপি ব্রহ্মাধিষ্ঠানং, উপাধিরেব স সঃ মুক্তাৰীশজীবাভাৰাপত্তেরিতি তুচ্ছঃ পরিচ্ছেদবাদঃ।

অথ উপাধেরাবিদ্যকত্বপক্ষে পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়ং নিরাকরোতি—উপাধে রিতি।

আবিদ্যাকত্বে রজ্জু-ভুজঙ্গাদিবন্মিথ্যাত্বে সতীত্যর্থঃ। তত্রোপাধি পরিচ্ছিন্নত্ব—তৎ প্রতিবিম্বত্বয়োরপি অনুপপদ্যমানত্বান্মিথ্যাত্বমেবেতি হেতোঃ, ঘটাকাশাদিষু—ঘটপরিচ্ছিন্নাকাশে ঘটাম্বুপ্রতিবিম্বাকাশে চ বাস্তবোপাধিময় তদুভয় দৃষ্টান্ত দর্শনেন তেষাং চিন্মাত্রাদ্বৈতিনাং একজীব বাদ পরিনিষ্ঠত্বাৎ অবাস্তব স্বপ্নদৃষ্টান্তোপজীবিনাং সিদ্ধান্তো ন সিদ্ধ্যতি।

উপাধের্মিথ্যাত্বে তেন পরিচ্ছেদঃ প্রতিবিম্বশ্চ ব্রহ্মণো মিথ্যৈব স্যাৎ, অতো মিথ্যোপাধি দৃষ্টান্তত্বেন সত্য ঘট-ঘটাম্বুনোঃ প্রদর্শনমসঙ্গতমেব। ঘট-ঘটাম্বুদৃষ্টান্ত-প্রদর্শনং ঘটমানম্; বিদ্যা-অবিদ্যা-বৃত্তিরূপ দার্ষ্টান্তিক প্রদর্শনং তু অঘটমানম্, তয়োঃ সঙ্গতি সাদৃশ্যলক্ষণা কর্ত্তুমশক্যৈব, সাদৃশ্যাভাবাৎ। ততশ্চেতি—তত্তৎ সর্ব্বং পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্বকল্পনমবিদ্যা বিলসিতমজ্ঞান বিজৃম্ভিতমেব ইত্যেবমুক্তরীত্যা স্বরূপমপ্রাপ্তেন অসিদ্ধেন তেন পরিচ্ছেদবাদেন, প্রতিবিম্ববাদেন চ তত্তৎ ব্যবস্থাপয়িতুং প্রতিপাদয়িতুমশক্যম্। ততশ্চ "হন্ত হত ন্যায়েন" ব্যাসদৃষ্ট প্রকারকস্তদ্‌বিভাগো ধ্রুবঃ।

অধিষ্ঠান রূপ উপাধিই ঈশ্বর ও জীব হইয়াছে; ইহাও বলিতে পারেন না, কারণ মুক্ত অবস্থাতেও ঈশ্বর এবং জীবভাব বর্ত্তমান থাকিবে; সুতরাং পরিচ্ছেদ বাদ অতি তুচ্ছ অথবা হেয়। অনন্তর উপাধির আবিদ্যকত্ব পক্ষে পরিচ্ছেদাদি বাদ দুইটি নিরাকরণ করিতেছেন উপাধির ইত্যাদি। আবিদ্যকত্ব অর্থাৎ রজ্জু ভুজঙ্গসদৃশ মিথ্যাত্ব ইহাই অর্থ। তন্মধ্যে উপাধি পরিচ্ছিন্নত্ব এবং ব্রহ্ম প্রতিবিম্বত্ব এই উভয়েরই অনুপপদ্যমান বসতঃ মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হয় ইহাই হেতু।

ঘটাকাশাদিতে অর্থাৎ ঘটপরিচ্ছিন্ন আকাশে এবং ঘটস্থজল প্রতিবিম্বিত আকাশে বাস্তবো, পাধিময় সেই উভয়দৃষ্টান্ত দর্শনের দ্বারা চিন্মাত্র অদ্বৈতবাদি গণের একজীববাদ পরিনিষ্ঠ হওয়া হেতু অবাস্তব স্বপ্নদৃষ্টান্তোপজীবিগণের সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হয় না। পক্ষান্তরে যদি উপাধিকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রহ্মের যে পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ব তাহাও মিথ্যাই হইবে, অতএব মিথ্যা উপাধিদৃষ্টান্ত দ্বারা সত্য ঘট ও ঘটাম্বু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন সর্বথা অসমঞ্জসই হইবে। ঘটও ঘটাম্বুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন ঘটমান অর্থাৎ সত্য; বিদ্যা ও অবিদ্যাবৃত্তিরূপ দার্ষ্টান্তিক প্রদর্শন অঘটমান অর্থাৎ মিথ্যা। সুতরাং উভয়ের সঙ্গতি সাদৃশ্যলক্ষনা করিতে সমর্থ হইবেন না; কারণ তাহাদের সাদৃশ্যের অভাব বিদ্যমান আছে। অনন্তর অর্থাৎ সেই সেই সকল পরিচ্ছেদ প্রতিবিম্ববাদ কল্পনা অবিদ্যা বিলসিত ও অজ্ঞান বিজৃম্ভিত মাত্র, এই প্রকার উক্ত প্রকারে স্বরূপ অপ্রাপ্ত হেতু সেই পরিচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদের দ্বারা পরিচ্ছেদ ও

নন্থ পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়ে নাস্মাকং তাৎপর্য্যম্, তস্য অজ্ঞবোধনায় কল্পিতত্বাৎ; কিন্তু একজীববাদ এব তদস্তি—"স এব মায়া পরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্। স্ত্রিয়ন্নপানাদি বিচিত্রভোগৈ স এব জাগ্রৎ পরিতুষ্টমেতি॥ (কৈ০ ১২) ইত্যাদি কৈবল্যোপনিষদি তস্যৈবোপপাদিতত্বাৎ। তদ্-বাদশ্চেত্থম্—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছা০ ৬২।১) ইত্যাদ্যুক্ত শ্রুতিভ্যোঽদ্বিতীয়—চিন্মাত্রো হ্যাত্মা। স চ আত্মনি অবিদ্যয়া গুণময়ীং মায়াং তদ্ বৈষম্যজাং কার্য্যসংহতিঞ্চ কল্পয়ন্ - অস্মদর্থমেকং, যুষ্মদর্থাংশ্চ বহূন্ কল্পয়তি।

তত্র—অস্মদর্থঃ—স্বস্বরূপঃ পুরুষঃ। যুষ্মদর্থশ্চ—মহাদাদীণি ভূম্যন্তানি জড়ানি, স্বতুল্যানি পুরুষান্তরাণি, সর্ব্বেশ্বরাখ্যাঃ পুরুষবিশেষাশ্চ ইত্যেবং ত্রিবিধঃ। "জীবেশাবভাসেণ করোতি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি" (নৃ০ - ৯) ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ। গুণযোগাদেব কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বে তত্র আত্মানি অধ্যস্তে, যথা স্বপ্নে কশ্চিদ্ রাজধানীং রাজানং তৎ প্রজাশ্চ কল্পয়তি, তন্নিয়ম্যমাত্মনাঞ্চ মন্যতে, তদ্ বৎ। জাতে চ জ্ঞানে জাগরে চ সতি, ততোঽন্যন্ন কিঞ্চিদস্তীতি চিন্মাত্রমেকমাত্মবস্তু ইতি। তমিমং বাদং নিরাকর্ত্তুমাহ—ইতি ব্রহ্মেতি। ইত্যেবং পূর্ব্বোক্তরীত্যা পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়স্য প্রত্যাখ্যানে জাতে, ব্রহ্ম চ অবিদ্যা চেতি দ্বয়োঃ পর্য্যবসানে সতীত্যর্থঃ।

প্রতিবিম্বের ব্যবস্থা এবং প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং হন্ত হত ন্যায়ের দ্বারা শ্রীব্যাসদেব সমাধিতে যে প্রকার দর্শন করিয়াছিলেন সেই প্রকারেই ঈশ্বর ও জীবের বিভাগ করাই পরম সত্য।

আপনারা (কেবলদ্বৈতবাদিরা) যদি - বলেন পরিচ্ছেদাদিবাদ দুইটিতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, তাহা অজ্ঞ জনের বোধের নিমিত্ত কল্পনা করা হইয়াছে; কিন্তু একজীব বাদেই আমাদের প্রয়োজন বা তাৎপর্য্য; সেই ব্রহ্মই মায়াতে বিমোহিতাত্মা হইয়া শরীর গ্রহণ করতঃ সকল কার্য্য করেন; পুনঃ তিনিই জগ্রৎ অবস্থায় স্ত্রী অন্ন পানীয় প্রভৃতি বিচিত্র ভোগের দ্বারা পরিতুষ্ট হয়েন" এই প্রকার কৈবল্যোপনিষদে একজীববাদের প্রতিপাদন করিয়াছেন। একজীব বাদ এই প্রকার-তিনি একমাত্র ও দ্বিতীয় রহিত" ইত্যাদি শ্রুতি বাকে অদ্বিতীয় চিন্মাত্র আত্মা সেই আত্মা নিজেতে অবিদ্যার দ্বারা গুণময়ী মায়া তাহার বৈষম্যজাত কার্য্য সকল কল্পনা করিয়া অস্মদর্থ এক, যুষ্মদর্থ বহু কল্পনা করেন। তন্মধ্যে অস্মদর্থ স্বস্বরূপ পুরুষ, যুষ্মদর্থ মহৎ তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত জড়বস্তু সকল; নিজের সমান অন্য পুরুষ সকল, ও সর্বেশ্বরাখ্য পুরুষ বিশেষ সকল এই ভাবে ত্রিবিধ। ব্রহ্ম জীব ও ঈশ্বর ভাবের দ্বারা সকল কার্য্য করেন, তিনি স্বয়ং মায়া ও অবিদ্যা হয়েন" এই অন্য শ্রুতির বাক্যও আছে।

গুণযোগ হেতু সেই আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অধ্যাস করা হয়; যে প্রকার কোন ব্যক্তি স্বপ্নে রাজধানী রাজা ও প্রজার কল্পনা করে, ও তাহার নিয়ামক নিজেকে কল্পনা করে, সেই প্রকার।

অত্যন্তাভাবাস্পদত্বাদিতি"অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে"(বৃ০ ৩।৯।২৬) ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ। বিরোধস্তদবস্থ ইতি বিরোধত্বাদেবাশক্যং ব্যবস্থাপয়িতুমিত্যর্থ। তত্র চ শুদ্ধায়ামিতি—শুদ্ধে ব্রহ্মণি অকস্মাদবিদ্যাসম্বন্ধঃ, তৎ সম্বন্ধাৎ তস্য জীবত্বং, তেন জীবেন কল্পিতায়া মায়ায়া আশ্রয়ো ভূত্বা তদ্‌ব্রহ্মৈব ঈশ্বরঃ, তস্য ঈশ্বরস্য মায়য়া পরিভূতং ব্রহ্মৈব তজ্জীবঃ" ইত্যাদি বিপ্রলাপোঽয়মবিদুষামেব ন তু বিদুষামিতি ভাবঃ। মায়িকত্বং প্রতারকত্বমিত্যর্থঃ।

"স এব মায়া" ইতি শ্রুতিস্তু ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকত্ব, ব্রহ্মব্যাপ্যত্বাভ্যাং ব্রহ্মণোঽনতিরিক্তো জীব ইত্যেব নিবেদয়ন্তী গতার্থাঃ "জীবেশৌ" ইতি শ্রুতিস্তু মায়াবিমোহিত তার্কিকাদি পরিকল্পিত জীবেশপর-তয়া গতার্থ ইতি ন কিঞ্চিদনুপপন্নম্। অনুপপত্যন্তরমাহ কিঞ্চেতি। অত্র—শ্রীভাগবতে শাস্ত্রে, "ইত্যের' ইতি" পূর্ণঃ পুরুষঃ কশ্চিদস্তি, তদাশ্রিতয়া মায়য়া জীবো বিমোহিতোঽনর্থং ভজতি, তদনর্থো-পশমনে চ পূর্ণস্য তস্য ভক্তিঃ" ইতি "অপশ্যৎ" ইত্যেবং নাবক্ষ্যদিত্যর্থঃ। তস্মাদিতি—তৎ সাদৃশ্যেন পরিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্বতুল্যতেন ইত্যর্থঃ। "সিংহোদেবদত্তঃ" ইত্যত্র যথা গৌণ্যাবৃত্ত্যা "সিংহতুল্যতং দেব-দত্তস্য উচ্যতে, ন তু সিংহতং তদ্ বদিত্যর্থঃ। ইতি। তস্মাৎ পরিচ্ছেদবাদঃ শ্রুতিশাস্ত্রবিরুদ্ধমিতি।

সেই মানব জাগ্রহ হইলে যেমন রাজ্যাদি কিছুই থাকে না, সেই প্রকার আত্মার জ্ঞান হইলে আর জীবাদি কিছুই থাকে না; তখন চিন্মাত্র এক আত্মাই থাকে, সুতরাং একজীব বাদই যথার্থ। এই এক জীব বাদ নিরাকরণ করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—ইতি ব্রহ্ম' ইত্যাদি। এই প্রকার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরিচ্ছেদাদি বাদ দ্বয়ের প্রত্যাখান হইলে পরে, এবং ব্রহ্ম ও অবিদ্যা এই দুইয়ের পর্য্যবসান হইলে পরে ইহাই অর্থ।

অত্যন্তাভাবাস্পদত্ব হেতু। ব্রহ্ম অগ্রহনীয়বস্তু তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ইহাই অর্থ। বিরোধ সেই প্রকার—অর্থাৎ-বিরোধ হওয়া হেতু একজীববাদ স্থাপনে সমর্থ হইবে না। তন্মধ্যে শুদ্ধাতে অর্থাৎ—শুদ্ধব্রহ্মে অকস্মাৎ অবিদ্যার সম্বন্ধ, অবিদ্যার সম্বন্ধ হেতু ব্রহ্মের জীবত্ব, সেই জীবের দ্বারা কল্পিত মায়ার আশ্রয় হইয়া সেই ব্রহ্মই পুনঃ ঈশ্বর হয়েন। আবার সেই ঈশ্বরের মায়া দ্বারা পরাভূত ব্রহ্মই জীব হয় ইত্যাদি বিপ্রলাপ কেবল অবিদ্বানগণই করেন; বিদ্বানগণ করেন না। মায়িকত্ব অর্থাৎ প্রতারকতা ইহাই অর্থ। তিনি মায়া' ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মায়ত্ত বৃত্তিকত্ব ও ব্রহ্ম ব্যাপকত্বাদি দ্বারা ব্রহ্ম হইতে অনতিরিক্ত জীব এই প্রকার নিবেদন করতঃ গমন করেন। 'জীব ও ঈশ্বর" ইত্যাদি শ্রুতি মায়া বিমোহিত তার্কিকাদি পরিকল্পিত জীব ও ঈশ্বর প্রতি পাদক পরক জানিতে হইবে, সুতরাং এই বিষয়ে কোন প্রকার অনুপপন্নের আশঙ্কা নাই। প্রকারান্তরে অনুপপত্তি দেখাইতেছেন—কিঞ্চ ইত্যাদি। এইস্থলে অর্থাৎ শ্রীভাগবতশাস্ত্রে। এই প্রকার অর্থাৎ পূর্ণ পুরুষ কেহ আছেন, সেইপুরুষের আশ্রিতা-মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া জীব অনর্থের ভাগী হয়, সেই অনর্থ বিনাশের নিমিত্ত সেই পূর্ণপুরুষের ভক্তিই প্রয়োজন' শ্রীব্যাসদেব সমাধিযোগে দেখিয়াছিলেন"

ন চ জলচন্দ্রাৎ বিয়চ্চন্দ্রস্যেব তস্মাত্ত স্য তদ্,
বিভোর্নিরূপস্য তস্য তদ্বৎ প্রতিবিম্বাসম্ভবাৎ। ন চ রাজপুত্রস্যেবাপ্তদাসভ্রমস্য একস্য

অথ প্রতিবিম্ববাদো নিরাকর্ত্তুমুত্থাপয়ন্তি 'ন চ' ইতি। অত্র এবং প্রতিবিম্ববাদিনামাশয়ঃ—তথাচ সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে প্রথমপরিচ্ছেদে-(৪২) সংক্ষেপশারীরকে তু—"কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ" ইতি শ্রুতিমনুসৃত্য অবিদ্যায়াং চিৎ প্রতিবিম্ব ঈশ্বরঃ। অন্তকরণে চিৎ প্রতিবিম্বো জীবঃ। ন চ অন্তঃকরণরূপেণ দ্রব্যেণ ঘটেন আকাশস্য ইব চৈতন্যস্য অবচ্ছেদসম্ভবাৎ তদবচ্ছিন্নমেব চৈতন্যং জীবোঽস্তু ইতি বাচ্যম্। ইহ পরত্র চ জীবভাবেন অবচ্ছেদ্যচৈতন্যপ্রদেশস্য ভেদেন কৃতহানাকৃতাভ্যাগম প্রসঙ্গাৎ। প্রতিবিম্বস্তু উপাধে গতাগতয়োরবচ্ছেদক —গতাগতয়োরবচ্ছেদ্যবৎ ন ভিদ্যতে ইতি প্রতিবিম্ব পক্ষে নায়ং দোষ ইত্যুক্তম্। ইতি।

অত্র পরিহারপ্রকারস্তু—বিভোর্নিরূপস্য তস্য তদ্ বৎ প্রতিবিম্বাসম্ভবাৎ" ইতি। অত্র শ্রীমদাচার্য্যপাদানাং শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে "নির্ধর্ম্মকস্য ব্যাপকস্য নিরবয়বস্য চ প্রতিবিম্বতাযোগোঽপি, উপাধি সম্বন্ধাভাবাৎ; বিম্ব-প্রতিবিম্বভেদাভাবাৎ, দৃশ্যতাভাবাচ্চ। উপাধি পরিচ্ছিন্নাকাশস্থ জ্যোতিরংশস্য এব প্রতিবিম্বো দৃশ্যতে ন তু আকাশস্য দৃশ্যতাভাবাদেব। তথা বাস্তব পরিচ্ছেদাদৌ সতি সামানাধিকরণ্য-

---

এই প্রকার বলিতেন না। ইহাই অর্থ। অতএব অর্থাৎ তৎসাদৃশ্যের দ্বারা-পরিচ্ছিন্ন ও প্রতিবিম্ব তুল্যের দ্বারা এই অর্থ।

"সিংহ দেবদত্ত" এই স্থলে যে প্রকার গৌণবৃত্তির দ্বারা সিংহের সমান দেবদত্তকে বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত সিংহ নহে, এই প্রকার বুঝিতে হইবে। অতএব পরিচ্ছেদ বাদ শ্রুতিশাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া জানিবে।

অনন্তর প্রতিবিম্ব বাদ নিরাকরণ করিতে সেই মত উত্থাপন করিতেছেন—ন চ' ইত্যাদি। যদি বলেন—আকাশের চন্দ্রের জলে প্রতিবিম্ববৎ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জীব; তাহাও সম্ভব নহে, কারণ জল প্রতিবিম্বিত চন্দ্র হইতে আকাশের চন্দ্র অধিক; কিন্তু পক্ষান্তরে ব্রহ্ম রূপরহিত সর্বব্যাপক তাঁহার চন্দ্রের সমান প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে। এইস্থলে প্রতিবিম্ববাদিগণের আশয় এই প্রকার—সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহে বর্ণিত আছে—সংক্ষেপ শারীরককার বলেন—এই জীব কার্যোপাধি, এবং ঈশ্বর কারণোপাধি" এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে-অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম ঈশ্বর, অন্তঃ করণে প্রতিবিম্বিত চেতন জীব। যদি বলেন—ঘটদ্রব্যের দ্বারা যে প্রকার আকাশ অবচ্ছিন্ন হয়; সেই প্রকার অন্তঃকরণরূপ দ্রব্যের দ্বারা চৈতন্যের অবচ্ছেদ হওয়া সম্ভব হেতু অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব হউক" এই কথা বলিতে পারেন না।

এইসিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে ইহলোকে ও পরলোকে চৈতন্যের জীবভাব দ্বারা অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন

জ্ঞানমাত্রেণ ন তৎ ত্যাগশ্চ ভবেৎ। তৎ পদার্থপ্রভাব স্তত্রকারণমিতি, চেৎ, অস্মাকমেব মতসম্মতম্। টীকা চ শ্রীমদ্‌ভাষ্যকারপ্রভুপাদানাম্—অথ প্রতিবিম্বপক্ষং নিরাকরোতি—নিধর্ম্মকস্য' ইত্যাদিনা। নিধর্ম্মকস্য উপাধিসম্বন্ধাভাবাৎ, ব্যাপকস্য বিম্ব প্রতিবিম্বভেদাভাবাৎ, নিরবয়বস্যদৃশ্যত্বাভাবাচ্চ। ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্ব ঈশ্বরো জীবশ্চ ন ইত্যর্থঃ। রূপাদি ধর্ম্মবিশিষ্টস্য পরিচ্ছিন্নস্য সাবয়বস্য চ সূর্য্যাদেস্তদ্‌বিদূরে জলাদ্যুপাধৌ প্রতিবিম্বো দৃষ্টঃ, তদ্‌বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ স ন শক্যো বক্তুমিত্যর্থঃ।

ননু আকাশস্য তাদৃশস্যাপি প্রতিবিম্বদর্শনাৎ ব্রহ্মণঃ স ভবিষ্যতি" ইতি চেৎ, তত্রাহ—উপাধীতি। গ্রহনক্ষত্রপ্রভামণ্ডলস্য ইত্যর্থঃ। অন্যথা বায়ু কাল দিশামপি স দর্শনীয়ঃ। যত্তু "ধ্বনেঃ প্রতিধ্বনিরিব ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বঃ স্যাৎ" ইত্যাহ—তন্ন চারুঃ। অর্থান্তরত্বাদিতি প্রতিবিম্বো বাদোঽপ্যতিতুচ্ছঃ।

দ্বারা অবচ্ছেদ্য চৈতন্য প্রদেশের ভেদ হেতু কৃতহানি ও অকৃতের সমাগম প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রতিবিম্ববাদে উপাধির গমনাগমনে অবচ্ছেদক, ও গমনাগমনে অবচ্ছেদ্যের সমান ভেদ হয় না, সুতারাং প্রতিবিম্ব পক্ষে কোন দোষ হয় না।

এই স্থলে প্রতিবিম্ববাদের পরিহার প্রকার এইরূপ—সর্ব্বব্যাপক রূপরহিত ব্রহ্মের চন্দ্রবৎ প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে।

এই স্থলে শ্রীমদাচর্য্যপ্রভুপাদ শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে বলিয়াছেন সর্ববিধ প্রাকৃত ধর্ম রহিত, সর্বব্যাপক, নিরবয়র ও প্রতিবিম্বত্বের যোগের অভাব হইলেও উপাধি সম্বন্ধের অভাব হেতু, বিম্ব প্রতিবিম্বভেদের অভাব হেতু, এবং দৃশ্যত্বের অভাব বশতঃ প্রতিবিম্ববাদ সম্ভব নহে। আকাশস্থ উপাধি পরিচ্ছিন্ন জ্যোতির অংশেরই প্রতিবিম্ব দেখা যায় কিন্তু আকাশের প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, কারণ আকাশ দৃশ্য বস্তু নহে।

যদি পরিচ্ছেদাদি সিদ্ধান্ত যদি বাস্তব হয়, তাহা হইলে সামানাধিকরণ্য জ্ঞান মাত্রই তাহা ত্যাগ করা সম্ভব নহে। যদি বলেন—তৎ পদার্থ প্রভাবই প্রতিবিম্বাদি ভেদ ত্যাগের কারণ হয়; তাহা আমাদেরও মত অর্থাৎ শ্রীভগবদ্‌বিষয়ে জ্ঞান হইলে সকল অজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই অংশের শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভু পাদ বিরচিত টীকা এই প্রকার—অনন্তর প্রতিবিম্ব পক্ষ নিরাকরণ করিতেছেন—নির্ধর্মকের' ইত্যাদির দ্বারা।

নির্ধর্মকের উপধি সম্বন্ধের অভাব হেতু; ব্যাপকের বিম্ব প্রতিবিম্বাদি ভেদের অভাব হেতু; নিরবয়বের দর্শনের অভাব হেতু প্রতিবিম্ববাদ সম্ভব হয় না। ঈশ্বর ও জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নহে ইহাই অর্থ। রূপাদি ধর্মবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন সাবয়ব সূর্য্যাদির অতিশয় দূরে অবস্থান হেতু জলাদি উপাধিতে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, কিন্তু তদ্‌বিলক্ষণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হয়, ইহা বলিতে সমর্থ হইবে না। যদি বলেন সর্ববিলক্ষণ আকাশেরও প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে, সুতরাং সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মেরও প্রতিবিম্ব হইবে' তদুত্তরে

"ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞানমাত্রেণ তদ্রূপাবস্থিতিঃ স্যাদিতি' যদভিমতম্, তৎ খলু উপাধের্ব্বাস্তবত্ব পক্ষে ন সম্ভবতীত্যাহ—তথা বাস্তবেতি। আদিনা প্রতিবিম্বো গ্রাহ্য। ন খলু নিগড়িতঃ কশ্চিদ্ দীনো 'রাজা' এব অহং ইতি জ্ঞানমাত্রাদ্ 'রাজা' ভবন্ দৃষ্ট ইতি ভাবঃ।

ননু ব্রহ্মানুসন্ধি সামর্থ্যাদ্ ভবেৎ' ইতি চেৎ, তত্রাহ—তৎ পদার্থেতি। তথাচ তন্মাতক্ষতি-রিতি, ইতি। তস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বো জীবো ন ইতি সিদ্ধান্তঃ। অথ ভ্রান্তব্রহ্মৈব' জীব ইতি বাদং নিরা কুর্ব্বন্তি—ন চ রাজপুত্রস্য' ইতি। অথ ভ্রান্তব্রহ্মবাদিনাং মতং—সিদ্ধান্ত লেশসংগ্রহস্য প্রথমপরিচ্ছেদে—৪৭, জীবেশ্বরনিরূপণপ্রকরণে - অপরে তু—ন প্রতিবিম্বো নাপি অবচ্ছেদো জীবঃ, কিন্তু কৌন্তেয়স্য এব রাধেয়ত্ববদবিকৃতস্য ব্রহ্মণ এব অবিদ্যয়া জীব ভাবঃ। ব্যাধকুল সম্বন্ধিত রাজকুমার দৃষ্টান্তেন ব্রহ্মৈব স্ব অবিদ্যয়া সংসরতি স্ব অবিদ্যয়া বিমুচ্যতে' ইতি বৃহদারণ্যক ভাষ্যে প্রতিপাদনাৎ। (২।১।২০) "রাজ-সূনোঃ স্মৃতিপ্রাপ্তৌ ব্যাধভাবো নিবর্ত্ততে। তথৈবমাত্মনোঽজ্ঞস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যতঃ॥ ইতি বার্ত্তিকো-

---

বলিতেছেন—উপাধি' ইত্যাদি গ্রহ নক্ষত্র প্রভামণ্ডলের প্রতিবিম্ব দেখা যায় ইহাই অর্থ, অন্যথা বায়ু কাল দিক প্রভৃতিরও প্রতিবিম্ব দেখা যাইত।

কেহ কেহ বলেন - ধ্বনির সদৃশ ব্রহ্মার ও প্রতিধ্বনি হউক "কিন্তু ইহা সিদ্ধান্ত যুক্ত নহে। অর্থান্তরত্বহেতু প্রতিবিম্ববাদ ও অতিতুচ্ছ। আমি ব্রহ্মই' এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপা স্থিতি হইবে" এইপ্রকার যাহারা মনে করে, তাহা উপাধির বাস্তব পক্ষে সম্ভব হয় না, তাহা বলিতেছেন—বাস্তব' ইত্যাদি। আদিপদের দ্বারা প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে হইবে। কোন কারাবদ্ধ দীন মানব' আমিই রাজা' এই প্রকার জ্ঞান মাত্রই রাজা হইয়াছে' ইহা দেখা যায় না। যদি বলেন - ব্রহ্মানুসন্ধি সামর্থ্য হেতু জীব ব্রহ্ম হইবে; তদুত্তরে বলিতেছেন তৎ পদার্থ ইত্যাদি। তৎ পদার্থ মহিমায় জীব ব্রহ্ম হয় এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে অদ্বৈতমত সিদ্ধ হয় না।

অতএব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জীব নহে' ইহাই সিদ্ধান্ত। অনন্তর ভ্রান্ত ব্রহ্মই জীব' এই মতবাদ নিরাকরণ করিতেছেন—রাজপুত্রের সমান 'ইত্যাদি। যদি বলেন - রাজপুত্র যে প্রকার ভ্রম বশতঃ নিজেকে কৈবর্ত্ত মনে করে; সেই প্রকার ব্রহ্মও ভ্রম হেতু জীব হইয়া উৎকর্ষ অপকর্ষের ভাগী হয়। অতঃ পর ভ্রান্ত ব্রহ্মই জীব হইয়াছে" এই মতবাদিগণের মত সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে এইরূপ বর্ণিত আছে—অপর কেহ বলেন—জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্বও নহে, এবং অবচ্ছেদ ও নহে; কিন্তু কৌন্তেয় যেমন রাধেয় হইয়া ছিলেন সেই প্রকার অবিকৃত ব্রহ্মই অবিদ্যার দ্বারা জীব ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যাধ কুলে পরিবর্দ্ধিত রাজকুমারের দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মই নিজ অবিদ্যার দ্বারা সংসার গ্রস্ত হয়; এবং নিজ অবিদ্যার দ্বারাই মুক্তিলাভ করে, এইরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—রাজপুত্রের স্মৃতি লাভ হইলে যেমন ব্যাধভাব নিবৃত্তি হয়, সেই প্রকার অজ্ঞ আত্মার তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্য হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জীব ভাব পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মভাব লাভ হয়।

ব্রহ্মণো ভ্রমাৎ জীবস্যোৎ কর্ষাপকর্ষে, সার্ব্বজ্ঞ্যশ্রুতিবিরোধাদিত্যলম্ ॥২২॥

॥ওঁ॥ অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ওঁ॥ ২।১।৭।২৩॥

চেতন্যস্যাপি জীবস্যাশ্মকাষ্ঠ লোষ্ট্রবদস্বাতন্ত্র্যাৎ স্বতঃ কর্তৃত্বানুপপত্তিঃ, "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ

ক্তেশ্চ। এবঞ্চ স্বাবিদ্যয়া জীবভাবমাপন্নস্য এব ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চকল্পকত্বাদ্ ঈশ্বরোপি সহ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিধর্ম্মৈঃ স্বপ্নোপলব্ধ—দেবতাবৎ জীবকল্পিত ইতি আচক্ষতে। ইতি। ইতি কপোলকল্পিতমতবাদং নিরাকুর্ব্বন্তি 'সার্ব্বজ্ঞ্য শ্রুতি বিরোধাদিতি।

অত্র মতত্রয়েঽপি অবিদ্যা এব জীবেশ্বর কল্পনায়াং মূলকরণম্। অত্র এবং পৃচ্ছ্যতে—জীবেশ্বর কল্পনা কারিণী অবিদ্যা কল্পনায়াঃ প্রাগাসীৎ ন বা? আদ্যে—দ্বৈতাপত্তিঃ। অন্ত্যে - কল্পনাভাবঃ। তস্মাদলং ভ্রান্তৈঃ সহ বার্ত্তালাপেন, যে খলু সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্ম অপি ভ্রমাবর্ত্তে পাতয়িতুমিচ্ছন্তি। প্রতিবিম্ব পরিচ্ছেদস্তথা ভ্রান্তমত ত্রয়ম্। ভ্রান্তানামেব সিদ্ধান্তো, ন বেদ শাস্ত্রবিন্নতম্ ॥২২॥

অথ প্রকারান্তরেণ জীবকর্তৃত্বং নিষিদ্ধ্য পরব্রহ্ম বিরচিতং জগৎ' ইতি প্রতিপাদয়ন্তি

ননু জীবশ্চেতন এব; কর্তৃত্বং খলু চেতনস্য ধর্ম্ম; তৎ কথং জগৎ কর্তৃত্বং জীবস্য ন সম্ভবেৎ? ইতি চেৎ; এবং শঙ্কায়াঃ সমাধানং করোতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ-অশ্মাদি' ইতি। জীবস্য চেতনত্বেঽপি

এই প্রকার নিজ অবিদ্যার দ্বারা জীবভাবাপন্ন ব্রহ্মই প্রপঞ্চ কল্পক হেতু ঈশ্বর হয়েন। এই প্রকার সার্বজ্ঞ্যত্বাদি ধর্মের সহিত স্বপ্নোপলব্ধ দেবতা সদৃশ জীব কল্পনা করা হইয়াছে এইরূপ বলিয়া থাকেন। এই কপোল কল্পিত মত বাদ নিরাকরণ করিতেছেন-সার্বজ্ঞ্য শ্রুতি বিরোধ হেতু, অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ সুতরাং তাঁহার ভ্রম সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এই প্রকার এই প্রতিবিম্ব পরিচ্ছেদ ও ভ্রান্তব্রহ্ম এই তিনটি মতেই অবিদ্যাই জীবও ঈশ্বর কল্পনার মূল কারণ। এইস্থলে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে—জীব ও ঈশ্বর কল্পনা কারিণী অবিদ্যা জীবেশ্বর কল্পনার পূর্বে ছিল? অথবা ছিল না? যদি বলেন-জীবেশ্বর কল্পনার পূর্বে অবিদ্যা বর্ত্তমান ছিল তাহা হইলে দ্বৈতাপত্তি, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত অবিদ্যারও স্থিতি স্বীকার করিতে হয়। যদি বলেন—অবিদ্যা ছিল না, তাহা হইলে কল্পনার অভাব হইবে। অতএব ভ্রান্তগণের সহিত ব্রহ্মবিষয়ে বার্ত্তালাপ করার আর কোন প্রয়োজন নাই। যাহারা সর্ব্বজ্ঞ পরং ব্রহ্মকে ও ভ্রমাবর্ত্তে পতিত করিতে ইচ্ছা করিতেছে, তাহারা যথার্থ ই ভ্রান্ত। প্রতিবিম্ব এবং পরিচ্ছেদ তথা ব্রহ্মভ্রান্ত এই মত ত্রয় ভ্রান্তগণেরই সিদ্ধান্ত, বেদাদি শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের নহে ॥২২॥

অনন্তর প্রকারান্তরে জীবকর্তৃত্ববাদ নিষেধ করিয়া, এই জগৎ পরব্রহ্ম বিরচিত তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন।

শাস্তা জনানাম্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্" (গী॰ ১৮।৬১) ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ ॥২৩॥

জগৎ কর্ত্তৃত্বং ন সম্ভবতি ; কুতঃ ? অশ্মাদিবচ্চেতি। চেতনোঽপি জীব অশ্মঃ পাষাণঃ, তৎবদিত্যর্থঃ ; আদিপদাৎ-কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদেগ্র্রহণম্।

তস্মাৎ তদনুপপত্তিঃ ; জগৎ বিরচনমনুপপত্তিঃ। অতঃ শ্রীভগবানেব জগৎকর্ত্তা ইতি ; কথমনুপপত্তিঃ ? তৎ প্রতিপাদয়ন্তি-চেতনস্যাপীতি। তথাচ—যদ্যপি জীবঃ চেতন এব ; পরতন্ত্রত্বাৎ স্বতঃকর্ত্তৃত্বাভাবাচ্চ তস্য জীবস্য স্বতঃ কর্ত্তৃত্বানুপপত্তিঃ। অথ জীবস্য কর্ত্তৃত্বাভাবে শ্রুতি প্রমাণমাহুঃ—অন্তঃ" ইতি। পরাৎপর-পরব্রহ্ম-শ্রীগোবিন্দদেবঃ সর্ব্বনিয়ামকঃ জনানাং সকলজীবানাং অন্তঃ অন্তঃকরণে প্রবেশং কৃত্বা শাস্তা ভবতি ; নিয়ামকো ভবতীত্যর্থঃ। তান্ লৌহকাষ্ঠখণ্ডবৎ স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরয়তি শ্রীভগবান্ ইতি।

এবং শ্রুতিপ্রমাণমুক্তা স্মৃতিপ্রমাণং উদাহরন্তি—ঈশ্বর ইতি। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন ! তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" ইতি তু সম্পূর্ণশ্লোকঃ। ব্যাখ্যাচ—ঈশ্বরঃ—সর্ব্বনিয়ামকঃ, সর্ব্বান্তর্য্যামী নিত্যমহৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণঃ শ্রীভগবান্ সর্ব্বভূতানাং—ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত নিখিল

শঙ্কা-এই স্থলে আমাদের (জীবকর্ত্তৃত্ববাদিদের) আশঙ্কা—জীব চেতনবস্তু ; কর্ত্তৃত্ব চেতনেরই ধর্ম' সুতরাং চেতনজীবের কি প্রকারে জগৎ কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হইবে না ?

সমাধান—ভগবান শ্রীবাদরায়ণ এই আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন—অশ্মাদি' ইত্যাদি। জীব চেতন হইলেও তাহার জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে : কি কারণে ? জীব চেতন হইলেও অশ্ম অর্থাৎ পাষাণ সদৃশ, অর্থাৎ পাষাণ সদৃশ সর্ব প্রকার ক্রিয়া হীন, আদিপদের দ্বারা কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রাদির গ্রহণ হইবে। অতএব তাহার অনুপপত্তি, অর্থাৎ জগৎ রচনার অনুপপত্তি। সুতরাং শ্রীভগবানই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা।

কি প্রকারে অনুপপত্তি তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন-চেতনেরও ইত্যাদি। চেতন হইলেও জীবের অশ্ম, কাষ্ঠ, লোষ্ট্রের সমান অস্বাতন্ত্র্য হেতু স্বতঃ কর্ত্তৃত্বের অনুপপত্তি দেখা যায়। অনুপপত্তি অর্থাৎ অযোগ্যতা।

অর্থাৎ—যদ্যপি জীব চেতনবস্তু তথাপি পাষাণ খণ্ডবৎ পরতন্ত্র বলিয়াই জানিতে হইবে। পরতন্ত্র ও স্বতঃ কর্ত্তৃত্বের অভাব হেতু জীবের স্বতঃকর্ত্তৃত্বের অযোগ্যতা জানিতে হইবে। অনন্তর জীবের কর্ত্তৃত্বাভাবে প্রমাণ প্রদর্শিত করিতেছেন—অন্তঃ "ইত্যাদি। পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব সকলের নিয়ামক, জনগণের অর্থাৎ সকল জীবগণের অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া শাসক হয়েন' অর্থাৎ নিয়ামক হয়েন। শ্রীভগবান জীবগণকে লৌহ ও কাষ্ঠ খণ্ডের সদৃশ নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণা করেন। এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণ নিরূপণ করিয়া স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন—ঈশ্বর" ইত্যাদি। ঈশ্বর-সর্ব-

॥ওঁ॥ উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥ওঁ॥ ২।১।৭।২৪॥

ননু নাশ্মাদিবদকর্ত্তৃত্বং জীবস্য, তস্যৈব কার্য্যোপসংহার দর্শনাৎ। স হি যৎ কার্য্য-মারভতে তৎ সমাপয়তীতি দৃষ্টং, ন চায়ং ভ্রমঃ বাধকাভাবাৎ। নন্বস্তু জীবঃ কর্ত্তা স চেশাধীন

প্রাণিনাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি : ন কেবলং তিষ্ঠত্যেব কিন্তু সর্ব্বাণি ভূতানি মায়য়া স্বশক্ত্যা তানি ভ্রাময়ন্ তিষ্ঠতি। তথাহি—অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে—৩ ৭ ১৫ "যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ, যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতানি—অন্তরো যময়তি" ইতি।

অপিচ—"যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা। অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥ ইত্যাদি। তস্মাৎ চেতনত্বেঽপি জীবানং স্থিতি প্রবৃত্ত্যাদিকং শ্রীভগবদধীনমেব, অতঃ তেষাং জগদ্ রচনে কর্ত্তৃত্বং নাস্তীত্যর্থঃ ॥২৩॥

অথ যুক্ত্যন্তরেণ জীবস্য জগৎ কর্ত্তৃত্বং নিষিধ্য পরব্রহ্মণো জগৎকর্ত্তৃং স্থাপয়তি ভগবান্ শ্রী-বাদরায়ণঃ—উপসংহার' ইতি।

ননু জীবস্য কর্ত্তৃত্বাভাবং ন যুক্তিসঙ্গতং ; কুতঃ ? উপসংহার দর্শনাৎ' উপসংহারঃ—সমাপ্তিঃ, প্রারম্ভিতকার্য্যস্য সমাপ্তি, জীবকর্ত্তৃকা ইতি দর্শনাৎ জীব এব কর্ত্তা, ন তু ঈশ্বরঃ। ইতি চেৎ ন; জীবো

নিয়ামক, সর্বান্তর্য্যামী, নিত্যমহৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ শ্রীভগবান ভূত সকলের অর্থাৎ ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত নিখিল প্রাণিগণের হৃদয়ে অবস্থান করেন।

তিনি কেবল অবস্থান মাত্রই করেন না ; কিন্তু স্বীয় শক্তির দ্বারা প্রাণিসকলকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া অবস্থান করেন। এই বিষয়ে অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে—যিনি সকল ভূতে অবস্থান করেন, সকলভূত হইতে অন্তর, যাঁহাকে ভূত সকল জানে না, ভূত সকল যাঁহার শরীর. যিনি সকল ভূতের অন্তরে অবস্থান করতঃ নিয়মন করেন' ইত্যাদি। আরও এই জগতের মধ্যে যাহা কিছু পদার্থ দেখা যায় ও শ্রবণ করা যায়, তাহার ভিতরে ও বাহিরে ব্যাপিয়া শ্রীনারায়ণ অবস্থান করিতেছেন।

অতএব চেতন হইলেও জীবগণের স্থিতি এবং প্রবৃত্তি প্রভৃতি শ্রীভগবানের অধীন, সুতরাং জীবগণের জগদ্বিরচনের কর্ত্তৃত্ব নাই ইহাই অর্থ ॥২৩॥

অনন্তর ভগবান শ্রীবাদরায়ণ যুক্ত্যন্তরের দ্বারা জীবের জগৎ কর্ত্তৃত্ববাদ নিষেধ করিয়া পরব্রহ্মের জগৎ কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতেছেন—উপসংহার- ইত্যাদি। যদি বলেন জীবের কর্ত্তৃত্বাভাব যুক্তি সঙ্গত নহে ; কারণ-উপসংহার দেখা যায় এই হেতু, উপসংহার অর্থাৎ সমাপ্তি ; জীব কর্ত্তৃক প্রারম্ভ কার্য্যের সমাপ্তি দেখা যায়, অতএব জীবই কর্ত্তা, ঈশ্বর নহে ; তদুত্তরে বলিব জীব জগতের কর্ত্তা হইবার

ইতিচেন্ন, ঈশ্বরঃ খল্বনুপলভ্যমানোঽপিকল্প্যঃ, স চ প্রেরক ইতি গৌরবাৎ, তস্মাজ্জীবস্যৈব কর্ম্ম-দ্বারকং কর্ত্তৃত্বং নত্বীশস্যেতি চেন্ন, কুতঃ ? ক্ষীরবদ্ধি। হি যতো জীবে কার্য্যোপসংহারঃ ক্ষীরবৎ প্রবর্ত্ততে। তৃতীয়াদ্ভাৎ বতিঃ "তেন তুল্যংক্রিয়া চেদ্বতিঃ" (পা॰ ৫।১।১১৫) ইতি সূত্রাৎ। যথা

জগৎকর্ত্তা ন ভবিতুমর্হতি ; কুতঃ ? ক্ষীরবদ্ হি। ক্ষীরং যথা গবি বিদ্যমানমপি প্রাণাদেবোৎপদ্যতে তথা জীবে কর্ত্তৃত্বং দৃশ্যমানমপি পরব্রহ্মাধীনমেব তৎ ইতি সূত্রার্থঃ।

নন্থ হিতাকরণাদি দোষ প্রসঙ্গাৎ যথা জীবকর্ত্তৃত্ববাদোঽসামঞ্জস্যম্ ; তথা কার্য্যোপসংহার দর্শনাভাবাদপি ব্রহ্ম কর্ত্তৃত্ববাদোঽসমঞ্জসমেব। তথাহি শ্বেতাশ্বতরাণাম্—৬ ৮ "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" কিঞ্চ ইন্দ্রিয়বতামেব কর্ত্তৃত্ব শ্রবণাৎ, ব্রহ্ম চ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিহীনম্, তথাচ - শ্বে॰—৩ ১৭ "সর্ব্বে-ন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্" ইতি ব্রহ্মণ ইন্দ্রিয়াভাবাদেব কর্ত্তৃত্বাভাবঃ। তস্মাজ্জীবস্যৈব কর্ত্তৃত্বমিতি প্রতিপাদয়িতুং শঙ্কামবতারয়ন্তি নন্থ "ইতি। বাধকাভাবাদিতি—প্রতিবন্ধকসংসর্গাভাবস্যৈব কার্য্যজনকত্বনিয়মাৎ" অত্র জীবস্য কার্য্যোপসংহার দর্শনাৎ জগৎ কর্ত্তৃত্বে বাধকাভাব ইতি ; ন চায়ং কার্য্যং ভ্রমঃ, তথাত্বে ঘটো পলব্ধির্ন ভবেদিতি।

যোগ্য নহে ; কারণ জীব ক্ষীরের সমান হওয়া হেতু দুগ্ধ যেমন গাভীতে বিদ্যমান থাকিলেও প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয় ; সেই প্রকার জীবে কর্ত্তৃত্ব দেখা যাইলেও সেই কর্ত্তৃত্ব পরব্রহ্মের অধীন বলিয়াই জানিতে হইবে ; ইহাই সূত্রের অর্থ।

এইস্থলে আমাদের (জীবকর্ত্তৃত্ববাদিদের) বক্তব্য এই যে - যেমন হিতাকরণাদি দোষ প্রসঙ্গ - হেতু জীবের জগৎকর্ত্তৃত্ববাদ অসামঞ্জস্য। সেই প্রকার কর্য্যোপসংহার দর্শনের অভাব হেতু ব্রহ্ম কর্ত্তৃত্ব বাদও অসমঞ্জসই বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বর্ণিত আছে—তাহার অর্থাৎ ব্রহ্মের জগৎ সৃজনাদি কার্য্য ও সৃষ্ট্যাদি কার্যের নিমিত্ত করণ বা ইন্দ্রিয়াদিও নাই। আরও—ইন্দ্রিয়বান্ মানবেরই কর্ত্তৃত্ব শ্রবণ হেতু ব্রহ্ম সর্বেন্দ্রিয় বিহীন সুতরাং কর্ত্তা নহেন। শ্বেতাশ্বতরে বলেন ব্রহ্ম সর্ববিধ ইন্দ্রিয় বিবর্জিত।

সুতরাং ব্রহ্মের সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ের অভাব হেতু কর্ত্তৃত্বের অভাব স্বতঃ সিদ্ধ। অতএব জীবেরই কর্তৃত্ব ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত শঙ্কার অবতারণা করিতেছেন নন্থ "ইত্যাদি। প্রস্তর খণ্ডের সমান জীব কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম বিহীন নহে, কারণ জীবেরই কার্য্য পরিসমাপ্তি দেখা যায় ; জীব নিশ্চিত রূপে যে কার্য্য আরম্ভ করে তাহা সমাপ্তও করে ইহা দেখা যায়। এই কার্য্যারম্ভ ভ্রম নহে, যে হেতু তাহার কেহ বারক নাই।

অর্থাৎ প্রতিবন্ধক সংসর্গাভাবেরই কার্য্য জনকত্ব নিয়ম হেতু, যাহার কোন প্রতিবন্ধক নাই তাহারই কার্য্য হয় ; অতএব এব স্থলে জীবের প্রতিবন্ধক শূন্য কার্য্যসমাপ্তি দর্শন হেতু জগৎ কর্ত্তৃত্বে

গোষু দৃশ্যমানমপি ক্ষীরং প্রাণাদেব জায়তে। অন্নং রসাদি রূপেণ প্রাণঃ পরিণময়ত্যসৌ ॥ (মাধ্ব ভা০২।১।৭।২৫) ইতি স্মৃতেঃ। তথাজীবে দৃশ্যমাণোঽপি সোঽস্বাতন্ত্র্যাৎ পরেশাদেবেত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি চৈবং "পরাত্তু তৎ শ্রুতেঃ" (২।৩।১৬।৩৯) ইতি ॥২৪॥

কর্ম্মদ্বারকমিতি—স্বকর্ম্মণা জীবঃ স্বভোগায় সর্ব্বমিদং জগৎ সৃজতীতি। তথাচ কৈবল্যোপনিষদি—১২ স এব মায়া পরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্। স্ত্রিয়োন্নপানাদি বিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতুষ্টমেতি ॥ তস্মাৎ ন ব্রহ্মণঃ কর্ত্তৃত্বং, কিন্তু জীবস্য এব তদিতি। ইত্যেবং জীবকর্ত্তৃত্ব বাদিনাং শঙ্কাং পরিহরন্তি ক্ষীরবদ্ হি। ক্ষীরেণ তুল্যমিত্যর্থঃ ; অত্র স্মৃতিবাক্যপ্রমাণমাহুঃ—অন্নমিতি। অসৌ প্রাণঃ অন্নং মানবভুক্তদ্রব্যং রসাদি রূপেণ পরিণময়তি ; আদিপদাৎ রক্ত-মাংস মেদাদেগ্রহণম্। তথাচ গবি দৃশ্যমানমপি ক্ষীরং-দুগ্ধ ন তু গাবো জায়তে ; তথা জীবে দৃশ্যমানমপি কার্য্যোপসংহারং ন তু জীবাদ্ ভবতি ; কিন্তু ঈশ্বর এব তৎ কারয়তি ; ন তু জীবস্য কিমপি স্বাতন্ত্র্যমিত্যর্থঃ। পরাদিতি ব্রহ্মসূত্রম্ ; ব্যাখ্যানন্তু যথাবসরে ভবিষ্যতি। তস্মাৎ বিশ্বকর্ত্তৃত্বং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবস্য এব; ন তু জীবস্য পারতন্ত্র্যাৎ ॥২৪॥

বাধকের অভাব হইয়াছে। এই জগৎ কর্ত্তৃত্ব বা কার্য্যোপসংহার ভ্রমমাত্র নহে ; ভ্রম হইলে ঘটের উপলব্ধি হইত না।

শঙ্কা – যদি আপনারা (ঈশ্বর কর্ত্তৃত্ববাদিরা) বলেন-আচ্ছা জগতের কর্ত্তা জীব হউক, তাহা স্বীকার করিলাম, কিন্তু সেই জীব ঈশ্বরের অধীন।

সমাধান তদুত্তরে আমরা (জীবকর্ত্তৃবাদিরা) বলিব-ঈশ্বর অনুপলভ্যমান বস্তু তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না ; তথাপি যদি আপনারা কল্পনা করিয়া জীবের প্রেরক স্বীকার করেন তাহা হইলে কল্পনা গৌরব হয় ; সুতরাং প্রাক্তন কর্ম দ্বারা জীবেরই জগৎ কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, কিন্তু ঈশ্বরের নহে। কর্ম দ্বারক অর্থাৎ স্বকর্মের দ্বারা জীব নিজ ভোগের নিমিত্ত জগতের সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করে। এই বিষয়ে কৈবল্যোপনিষদে বর্ণিত আছে - সেই জীব মায়াতে বিমোহিত হইয়া শরীর গ্রহণ পূর্বক সকল সৃষ্টিকরে, এবং স্ত্রী অন্ন পানাদি বিচিত্র ভোগসমূহের দ্বারা সেই জীবই জাগ্রৎ কালে পরম তুষ্টি লাভ করে।

অতএব কর্ত্তৃত্বধর্ম ব্রহ্মের নহে, কিন্তু জীবেরই। এই প্রকার জীবকর্ত্তৃত্ববাদিগণের আশঙ্কা পরিহার করিতেছেন—ক্ষীরবৎ' ইত্যাদি। যে হেতু জীবে কার্য্যোপসংহার দুগ্ধের সমান প্রবর্ত্তিত হয় ; ক্ষীরবৎ অর্থাৎ ক্ষীরের সমান ইহাই অর্থ। ক্ষীরবৎ'শব্দটি তৃতীয়ান্ত পদের উত্তরে বতি প্রত্যয় হইয়াছে ; তাহার তুল্য যদি ক্রিয়া হয় তাহা হইলে বতি প্রত্যয় হয়, ক্ষীরেণ তুল্যং - ক্ষীরবৎ। এই বিষয়ে স্মৃতি বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—অন্ন „ইত্যাদি। এই প্রাণ মানবভক্ষিত অন্নাদিদ্রব্য রসাদিরূপে পরিণত করে, কিন্তু অন্ন স্বয়ং রসাদিরূপে পরিণত হয় না ; আদিপদের দ্বারা রক্ত মাংস মেদ প্রভৃতির

ন চানুপলব্ধিবিরোধ ইত্যাহ—

॥ওঁ॥ দেবাদিবদিতি লোকে ॥ওঁ॥ ২।১।৭।২৫॥

যদুক্তং—নন্বু অস্তু জীবঃকর্ত্তা স চ ঈশাধীন ইতি চেৎ ন ; ঈশ্বরঃ খলু অনুপলভ্যমান বস্তুঃ ; তস্মাদীশ্বরস্য অনুপলব্ধেঃ কর্ত্তৃত্বাভাবঃ, ইতি শঙ্কায়াঃ পরিহারমাহুঃ—নচেতি। ন চ ঈশ্বরানুপলব্ধিরূপো বিরোধশ্চাত্র ঈশ্বরকর্ত্তৃত্বাভাববাদে সাধকঃ, অথ ঈশ্বরকর্ত্তৃত্বে বিরোধাভাবং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—দেবাদীতি। লোকে ইহ জগতি দেবাদিবদিতি স্বীকার্য্যম্। ইন্দ্রাদয়ো দেবা যথা অদৃশ্যমন্ত এব বৃষ্ট্যাদের্কর্ত্তারঃ, তথা পরমেশ্বরোঽপি প্রাকৃতলোক-লোচনেন অদৃশ্যোঽপি জগৎ সৃজতীতি ভাবঃ। অথ শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদাঃ স্বয়ং বিস্তারয়ন্তি - ষষ্ঠ্যন্তাদিতি। তথাচ শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে—৭।৮২৯, "তত্রেব তস্যেব বা" দেবাদেরিব—দেবাদিবৎ ইতি তত্রার্থঃ। অথ দৃষ্টান্তমাহুঃ - অদৃশ্যমানস্যাপি' ইতি।

গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন—গভীতে দুগ্ধ দৃশ্যমান হইলেও ঐ দুগ্ধ প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু গাভীর স্বতন্ত্র চেষ্টা প্রসূত নহে।

সেই প্রকার জীবে কার্য্য পরিসমাপ্তি দেখা যাইলেও জীব অস্বতন্ত্র হেতু সেই কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বরের অধীন বলিয়াই জানিতে হইবে। অর্থাৎ গাভীতে দৃশ্যমান দুগ্ধ যেমন গাভী হইতে জাত হয় না, সেই প্রকার জীবে কার্য্য সমাপ্তি দৃশ্যমান হইলেও তাহা জীব হইতে হয় না, কিন্তু ঈশ্বরেই তাহা করাইয়া থাকেন, সুতরাং জীবের কোন প্রকার স্বাতন্ত্র্য নাই ইহাই অর্থ। 'পরৎ তু" এইটি ব্রহ্মসূত্র ইহার ব্যাখ্যা যথাবসরে হইবে। অতএব পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবেরই জগৎকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইল ; কিন্তু জীবের নহে, যেহেতু জীব সর্ব্বদা তাঁহার অধীন ॥২৪॥

শঙ্কা—আপনারা (ঈশ্বর কর্ত্তৃত্ববাদিরা) যে বলিয়াছেন—আমরা না হয় জীব সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলাম, কিন্তু সেই জীব ঈশ্বরের অধীন এই প্রকার বলিতে পারেন না ; কারণ-ঈশ্বর অনুপলভ্যমান বস্তু অতএব ঈশ্বরের অনুপলব্ধি হেতু কর্ত্তৃত্বের অভাব সিদ্ধ হইতেছে।

সমাধান—এই আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—ন চ "ইত্যাদি। ঈশ্বরের অনুপলব্ধিরূপ বিরোধ এইস্থলে ঈশ্বর কর্ত্তৃত্ব অভাববাদে সাধক নহে। অনন্তর ভগবান শ্রীবাদরায়ণ ঈশ্বর কর্ত্তৃত্বে বিরোধের অভাব প্রতিপাদন করিতেছেন--দেবতাদের সমান "ইত্যাদি। লোকে অর্থাৎ ইহ জগতে দেবতাদের সমান স্বীকার করিতে হইবে। ইন্দ্রাদি দেবগণ যে প্রকার মানবগণের অদৃশ্যে থাকিয়াই বৃষ্ট্যাদি কর্ত্তা হয়েন।

সেই প্রকার পরমেশ্বর প্রাকৃতলোক লোচনের অদৃশ্য হইলেও এই জগৎ সৃষ্টি করেন ইহাই ভাবার্থ। অনন্তর শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ স্বয়ং এইসূত্র বিস্তার করিতেছেন—ষষ্ঠ্যন্ত 'ইত্যাদি। দৃষ্ট্যন্ত

ষষ্ঠ্যন্তাদিবার্থে বতিঃ। অদৃশ্যমানস্যাপীন্দ্রাদেলোকে বর্ষণাদিকর্তৃত্বসিদ্ধেঃ। তথাচানুপলভ্যমানোঽপীশ্বরো বিশ্বকর্ত্তেতি ॥২৫॥

অথ দার্ষ্টান্তিকেন যোজয়ন্তি - তথা চ' ইতি। ইন্দ্রস্য বর্ষণাদিকর্তৃত্বং, তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে —৫।১০।১৯ "মেঘানাং পয়সাং চেশো দেবরাজশতক্রতুঃ। তেন সঞ্চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বুময়ং রসম্॥ তস্মাদনুপলভ্যমানোঽপি শ্রীভগবানেব জগৎ কর্ত্তা, ন তু জীব ইত্যর্থঃ। অথ কেচিৎ কৈমুত্যেনাপি সূত্রমিদং ব্যাখ্যাং কুর্ব্বন্তি লোকে ইহ জগতি অতিতুচ্ছস্য ঊর্ণনাভস্য কিমপি উপাদানান্তরং বিনৈব বাগুরারচনং, তথাচ মুণ্ডকে—১।১।৭, "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্লতে চ" দেবাদীনাং কিমপি উপাদানাভাবেঽপি নগরাদের্নির্ম্মাণম্। আদি পদাৎ ঋষীণামপি গ্রাহ্যম্। তথাচ কর্দ্দমচরিত্রে—শ্রীভাগবতে—৩।২১।১২ "প্রিয়ায়াঃ প্রিয়মন্বিচ্ছন্ কর্দ্দমো যোগমাস্থিতঃ। বিমানং কামগং ক্ষত্তস্তর্হ্যেবাবিরচীকরৎ॥

যদি ঋষীণাং দেবানাঞ্চ তপঃ প্রভাববতাং উপাদানরহিতেন নগরাদিনির্ম্মাণসিদ্ধিঃ, তথাতে অচিন্ত্যাদিব্যালৌকিক শক্তিমতঃ শ্রীভগবতো জগদ্ রচনে অচিন্ত্যশক্তিরস্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। তস্মাৎ হিতাকরণাদিদোষদুষ্টত্বাৎ জগৎ কর্ত্তা জীবো ন ভবেৎ, কিন্তু শ্রীগোবিন্দদেব এব ইতি ॥২৫॥

পদের উত্তরে ইবার্থে বতি প্রত্যয় হইয়াছে। এই বিষয়ে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের অনুশাসন তত্র ইব, তস্য ইব এই অর্থে বতিপ্রত্যয় হয়। দেবাদি ইব দেবাদিবৎ এই প্রকার অর্থ হইবে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—ইহ জগতে অদৃশ্যমানা হইলেও ইন্দ্রাদিদেবগণের বর্ষণাদি সিদ্ধি দেখা যায়। সেই প্রকার ঈশ্বর অনুপলভ্যমান হইলেও বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ইহা সিদ্ধ হইতেছে।

দেবরাজ ইন্দ্রের বর্ষণাদিকর্তৃত্ব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে দেবরাজ শতক্রতু ইন্দ্র মেঘগণের ও বৃষ্টির ঈশ্বর; তাঁহা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া মেঘসকল রসময় জল বৃষ্টি করে। অতএব অনুপলভ্যমান হইলেও শ্রীভগবানেই জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, জীব নহে ইহাই অর্থ। কেহ কেহ এই সূত্রটি কৈমুত্যন্যায়েও ব্যাখ্যা করেন; তাহা এই প্রকার-ইহ জগতে অতিতুচ্ছ ঊর্ণনাভি (মাকড়শা) কোন প্রকার অন্য উপাদান গ্রহণ না করিয়াই বাগুরা (জাল) রচনা করে। এই বিষয়ে মুণ্ডকে বর্ণিত আছে—ঊর্ণনাভি যে প্রকার ঊর্ণা সৃষ্টি করে ও গ্রহণ করে। দেবগণও কোন প্রকার উপাদানান্তর গ্রহণ না করিয়াই নগরাদি নির্মাণ করেন।

আদি পদের দ্বারা ঋষিগণকেও গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীভাগবতে শ্রীকর্দম চরিত্রে বর্ণিত আছে- মহাযোগী শ্রীকর্দম নিজ প্রিয়া দেবহুতীর প্রিয় করিবার ইচ্ছা করিয়া কামগামী দিব্য বিমান রচনা করিলেন। যদি তপস্যা প্রভাবশালী ঋষিগণ ও দেবতাগণ কোন প্রকার উপাদান ব্যতিরেকেই নগরাদি নির্মাণ সিদ্ধি করেন। এই প্রকার দেবগণেরই যদি প্রভাব হয় তাহা হইলে অচিন্ত্য দিব্য

জীবকর্তৃত্বপক্ষে দোষান্তরমাহ—

॥ওঁ॥ কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বশব্দব্যাকোপো বা ॥ওঁ॥ ২।১।৭।২৬॥

জীবকর্তৃত্ববাদিনা জীবরূপস্য নিরংশত্বাৎকৃৎস্নস্য তস্য সর্ব্বস্মিন্ কার্য্যে প্রসক্তির্ব্বাচ্যা। ন চ সা শক্যা বক্তুমঙ্গুল্যাদিনা তৃণোত্তোলনাদৌ তদননুভবাৎ। কৃৎস্নেন স্বরূপেণ প্রবৃত্তিঃ খলু কৃৎস্নসামর্থ্যাপেক্ষাং করোতি। সা যথা গুরুতরদূষদুত্থাপনে স্যাৎ, ন তথা তৃণোত্থাপনে,

---

অথ জীবকর্তৃতবাদিনাং দোষান্তরমুদ্‌ঘাটয়ন্তি জীব ইত্যাদি। অথ জীবকর্তৃতবাদে দোষদ্বয়ং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—কৃৎস্ন' ইতি। কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ—জীবস্য জগৎকর্তৃতস্বীকারে সতি, তন্মতে জীবানাং সর্ব্বেষু কার্য্যেষু প্রসঙ্গো ভবেৎ, ন তু তদস্তি তৃণোত্তোলনে তথাভাবাৎ, ননু জীবস্য তস্মিন্ কার্য্যে অংশেন প্রবৃত্তিরিতি চেৎ ন, নিরবয়বেতি। তথাতে জীবস্য নিরবয়বতশব্দবিরোধো ভবেৎ জীবস্য অংশতাভাবাদিত্যর্থঃ।

অথ জীবস্য জগৎকর্তৃতে দ্বৌ দোষৌ ভবতঃ, তৌ দর্শয়ন্তি জীব কর্তৃতবাদিনা, ইতি। তথাচ তৃণখণ্ডোত্তোলনে যস্যাঃ শক্তেঃ প্রয়োজনং ন তু বৃহৎপাষাণখণ্ডোত্তোলনে তথা। ন চ জীবস্য অংশেন তৎ তৎ কার্য্যে প্রবৃত্তিরিতি বাচ্যম্, জীবস্বরূপস্য নিরংশতাৎ।

আলৌকিক শক্তিমান্ শ্রীভগবানের জগৎ নির্মাণে অচিন্ত্য শক্তি আছে তাহা আর কি বলিতে হইবে? অতএব হিতাকরণাদি দোষ দুষ্ট হেতু জগৎ কর্ত্তা জীব হইবে না। কিন্তু শ্রীগোবিন্দদেবই জগৎ কর্ত্তা ॥২৫॥

অনন্তর জীব কর্তৃতবাদিগণের অন্যদোষ উদ্‌ঘাটন করিতেছেন জীব 'ইত্যাদি। অতঃপর জীব কর্তৃতবাদে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ দুইটি দোষ প্রতিপাদন করিতেছেন -কৃৎস্ন' ইত্যাদি। কৃৎস্ন প্রসক্তিঃ—জীবের জগৎ কর্তৃতস্বীকার করিলে পরে, সেই মতে জীবগণের সকল কার্য্যেতেই কর্তৃতপ্রসঙ্গ হইবে, কিন্তু তাহা দেখা যায় না: তৃণখণ্ড উত্তোলনেও শক্তির অভাব দেখা যায়। যদি বলেন- জীবের সেই তৃণোত্তোলনাদি কার্য্যে অংশের দ্বারা প্রবৃত্তি দেখা যায়"

তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা হইলে নিরবয়বশব্দ ব্যাকোপ হইবে; অর্থাৎ তাহা স্বীকার করিলে জীবের নিরবয়বতপ্রতিপাদক শব্দ বিরোধ হইবে। কারণ জীবের অংশতের অভাব এই হেতু ইহাই অর্থ। অথ জীব কর্তৃতবাদে দুইটি দোষ হয় তাহা প্রদর্শিত করিতেছেন—জীবকর্তৃতবাদির দ্বারা ইত্যাদি।

জীব কর্তৃতবাদিগণ বলেন—জীবের স্বরূপ সর্বপ্রকার অংশ রহিত; সুতরাং জীব স্বরূপের নিরংশতা হেতু সকল কার্য্যে তাহার সমগ্র রূপে প্রসক্তি প্রবৃত্তি বলিতে হইবে; কিন্তু তাহা বলিতে সমর্থ

সামর্থ্যাংশানুভবাৎ। ন চ স্বরূপাংশস্য তত্র প্রসক্তির্ব্বাচ্যা। জীবস্বরূপস্য নিরংশত্বাৎ। স্বীকৃতেত্বংশে নিরংশত্বশ্রুতিব্যাকোপঃ। "এষোঽণুরাত্মা" (মু॰ ৩।১।৯) ইত্যাদি বাক্যবাধইত্যর্থঃ। "জীবাদ্ভবন্তি ভূতানি" (মাধ্ব ভা॰ ২।১।৪।১৩) ইত্যাদিবাক্যন্তু ব্রহ্মপরমেবেত্যুক্তং প্রাক্। তস্মান্মন্দো জীবকর্ত্তৃত্বপক্ষঃ ॥২৬॥

অথ জীবস্য নিরংশত্বে শ্রুতিপ্রমাণমাহুঃ—এষ" ইতি। এষ সমীপবর্ত্তী আত্মা জীবাত্মা অণুঃ, অণুপরিমাণ এব। "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণাঃ পঞ্চধা সংবিবেশ ॥ ইতি বাক্যাংশঃ। অপিচ শ্রীভাগবতে—১১।১৬।১১ "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" ইতি জীবনিরংশত্ববাক্য-বিরোধাৎ ন তু অংশেন তস্য কর্ত্তৃত্বমিতি।

নন্বু ঈশ্বরকর্ত্তৃত্বে "জীবাদ্ ভবন্তি ভূতানি" ইত্যস্য কা গতিঃ? ইতি চেৎ তত্রাহুঃ—ইত্যাদিবাক্যন্তু ইত্যাদি। প্রাগিতি—ইতরব্যপদেশাধিকরণে (২।১।৮।২১) ইতি।

সঙ্গতি ঃ—অথ এতৎ প্রকরণস্য সঙ্গতি প্রকারং নিরূপয়ন্তি—তস্মাদিতি। হিতাকরণাদি-দোষদুষ্টত্বাৎ, নিরবয়বশব্দ ব্যাকোপাৎ, ভেদনির্দ্দেশাচ্চ মন্দো জীবকর্ত্তৃত্ব পক্ষঃ। সূত্রমিদং-শ্রীশঙ্কর—নিম্বার্ক-বল্লভ-আনন্দভাষ্যেষু পূর্ব্বপক্ষরূপেণ পঠ্যন্তে।

জগদ্ বিরচনং কৃত্বা শরীরং বিরচয্য চ।
যঃ প্রাণয়তি জীবান্ হি স জীব ইতি কথ্যতে ॥২৬॥

ইতি অধিকাধিকরণং সপ্তমং সমাপ্তম্ ॥৭॥

হইবেন না, যে হেতু অঙ্গুলি প্রভৃতির দ্বারা তৃণখণ্ড উত্তোলনাদি কার্য্যে তাহার অনুভব হয় না। সম্পূর্ণ স্বরূপের দ্বারা কার্য্যে প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ সামর্থ্যের অপেক্ষা করে। সেই প্রবৃত্তি যে প্রকার বৃহৎ ভারযুক্ত পাষাণ উত্তোলনে অনুভব হয়; কিন্তু তৃণ খণ্ডোত্তোলনে সেই প্রকার হয় না; যে হেতু তথায় শক্তির বা সামর্থ্যের অংশমাত্র অনুভব হয়। অর্থাৎ—তৃণখণ্ডোত্তোলনে যে শক্তির প্রয়োজন হয়; সেই প্রকার বৃহৎ পাষাণখণ্ড উত্তোলনে হয় না। যদি বলেন—জীবস্বরূপের অংশের কার্য্যে প্রবৃত্তি বলিব; তাহাও বলিতে পারেন না; যে হেতু জীবস্বরূপের কোন প্রকার অংশ নাই। যদি জীবের অংশ স্বীকার করেন তাহা হইলে জীবের নিরংশত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি বাধ হইয়া যায়।

অর্থাৎ জীবের অংশেরদ্বারা সেই সেই কর্য্যে প্রবৃত্তি দেখা যায়, "এই প্রকারও বলিতে পারেন না; কারণ জীব স্বরূপের কোন প্রকার অংশ নাই। অনন্তর জীবের নিরংশত্বে শ্রুতি প্রমাণ বলিতেছেন 'এষ' ইত্যাদি। এই সমীপবর্ত্তী আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা অণু, অণু পরিমাণই জানিবে। ইত্যাদি নিরংশত্ব প্রতিপাদক বাক্যের বাধা হইবে। এই অণুস্বরূপ জীবাত্মাকে মনের দ্বারা জানিতে হইবে যাহাতে পঞ্চপ্রাণ প্রবেশ করে" ইহাই শ্রুতি বাক্যের শেষাংশ। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—

৮॥ শব্দমূলাধিকরণম্

অথৈতৌ দোষৌ ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষে স্যাতাং ন বেতি বীক্ষায়াং সর্ব্বেষু কার্য্যেষু কৃৎস্নেন স্বরূপেণ চেৎপ্রবর্ত্ততে, তর্হি তৃণোত্তোলনাদৌ কৃৎস্নস্য প্রসক্তিঃ, ন চ সা সম্ভবেদংশেন তৎ

৮॥ শব্দমূলাধিকরণম্ ।

শ্রীমদ্‌গোবিন্দদেবস্তু বেদশব্দৈকমানতা ।
অচিন্ত্যো ভাববস্তুত্বাৎ তর্কাদীনামগোচরম্ ॥

অথ পূর্ব্বেঽধিকাধিকরণে জীবাদধিকং অচিন্ত্যানন্তশক্তিযুক্তং শ্রীগোবিন্দদেবং প্রতিপাদিতং তচ্চ কুতোঽবগম্যতে ? ইত্যপেক্ষায়াং শব্দমূলাধিকরণমারম্ভঃ ; ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ—অথ শব্দমূলাধিকরণস্য বিষয় বাক্য সংগ্রহঃ – জীবস্য জগৎকর্ত্তৃত্বে কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ, তথা নিরবয়বশব্দ ব্যাকোপঃ ; তথাচ—এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যম্" ইতি ইতি মুণ্ডকে ; (৩।৯।৯) "অণুশ্চ" ইতি সূত্রাচ্চ (২।৪।৮।১৩) ইতি জীবস্য জগৎকর্ত্তৃত্বাভাবাৎ প্রধানমেব জগৎকর্ত্তা ইতি বিষয় বাক্যম্ ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-হে উদ্ধব। সূক্ষ্মগণের মধ্যে আমি জীব " ইত্যাদি নিরংশত্ববাক্য বিরোধ হেতু অংশের দ্বারাও জীবের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না ।

যদি বলেন—ঈশ্বর যদি জগতের কর্ত্তা হয়েন তাহা হইলে "জীব হইতে ভূত সকল উদ্ভব হয়" ইত্যাদি বাক্যের কি গতি হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন জীব হইতে ভূত সকল উদ্ভব হয় " ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্ম প্রতিপাদক তাহা পূর্বে ইতরব্যপদেশাধিকরণে কথিত হইয়াছে ।

সঙ্গতি—অনন্তর এই অধিকাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার নিরূপণ করিতেছেন—তস্মাৎ' ইত্যাদি। অতএব জীব কর্ত্তৃত্ব পক্ষ অতিশয় মন্দ ; অর্থাৎ হিতাকরণাদিদোষদুষ্ট হেতু ; নিরবয়বশব্দ ব্যাকোপ হেতু ; এবং জীব হইতে ঈশ্বরের ভেদ নির্দেশ হেতু জীব কর্ত্তৃত্ব পক্ষ মন্দ অর্থাৎ ইহা মন্দ মতি গণের সিদ্ধান্ত। এই সূত্রটি শ্রীশঙ্কর, নিম্বার্ক, বল্লভ আনন্দভাষ্যে পূর্বপক্ষরূপে পাঠ করেন। যিনি এই জগৎ রচনা করতঃ শরীরও রচনা করেন এবং যিনি জীব সকলকে জীবন দান করিয়া জীবিত রাখেন তিনিই জীব নামে কথিত হয়েন ॥২৬॥

এই প্রকার অধিকাধিকরণ সপ্তম সমাপ্ত হইল ॥৭॥

৮॥ শব্দমূলাধিকরণের ব্যাখ্যা ।

শ্রীমদ্ গোবিন্দদেব একমাত্র বেদশব্দের দ্বারাই প্রমাণিত হয়েন ; যে হেতু তিনি অচিন্ত্য মহিমা যুক্ত' এবং ভাব পদার্থ, অতএব তর্কাদির গোচর নহেন। পূর্বে অধিকাধিকরণে জীব হইতে অধিক অচিন্ত্য শক্তি যুক্ত যে শ্রীগোবিন্দদেব তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহা কি প্রকারে অবগত

সিদ্ধেঃ। কচিদংশেন চেৎ প্রবর্ত্ততে তর্হি "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং" (শ্বে০ ৬।১৯) ইত্যাদিশ্রুতিব্যাকোপাপত্তিরতঃ স্যাতামিতি প্রাপ্তে

সংশয়ঃ অথ এতদধিকরণস্য সন্দেহবাক্যমবতারয়ন্তি অথৈতৌ" ইতি। অথ সাংখ্যমতসিদ্ধং প্রধানং জগৎ কারণং ন ভবেৎ ; জড়ত্বাৎ। জীবস্য জগৎ কর্ত্তৃত্বে কৃৎস্নপ্রসক্তি-নিরবয়বশব্দব্যাকোপ ইতি দোষদ্বয়ং প্রসজ্যতে ; অথ এতৌ দোষৌ জগতো ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষে স্যাতাং ? ন বা স্যাতামিতি। জগতঃ কার্য্যত্বাৎ অবশ্যমেব কেনাপি কর্ত্রা ভবিতব্যম্ ; জড়ে কর্ত্তৃত্বাভাবাৎ তচ্চেতন এব বর্ত্ততে। তদ্ জীবেশ্বরৌ দ্বৌ চেতনৌ ; তত্রাদ্যে জগৎ কর্ত্তৃত্বে দ্বৌ দোষৌ ভবতঃ ; দ্বিতীয়ে জগৎকর্ত্তৃত্বে দোষদ্বয়ং ভবতি ন বা ইতি ভাবঃ। ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ ইত্যেবং সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি—সর্ব্বেষু ইতি। নিষ্কলমিতি—যস্য কলা অংশো বা নাস্তীতি ভাবঃ। তথাচ ব্রহ্ম যদি পূর্ণস্বরূপেণ জগৎ কার্যং ভবতি, তদা কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ স্যাৎ ; অপিচ ব্রহ্মনাশাপত্তেশ্চ। যদি চ অংশেন জগদ্রূপকার্য্যং তথাত্বে নিরংশত্বশ্রুতিব্যাকোপাপত্তিঃ, তস্মাৎ ন জগদ্রচয়িতা ব্রহ্ম। স্বীকারে চ দোষদ্বয়মবশ্যমেব স্যাদিতি বাদীনামাশয়ঃ। ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

হওয়া যায়? এই অপেক্ষায় শব্দ মূলাধিকরণের আরম্ভ ; ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়—অনন্তর শব্দ মূলাধিকরণের বিষয়বাক্য সংগ্রহ এই প্রকার—জীব যদি জগতের কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে কৃৎস্নপ্রসক্তি এবং নিরবয়বশব্দব্যাকোপাপত্তি দুইটি দোষ হয়। কারণ মুণ্ডকে বলিয়াছেন—এই জীবাত্মা অণুস্বরূপ ও মনের দ্বারা জানিবার যোগ্য। ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন—জীবাত্মা অণুস্বরূপ। সুতরাং জীবের জগৎকর্ত্তৃত্বের নিতান্ত অভাব হেতু প্রধানই জগৎ কর্ত্তা। এই প্রকার বিষয়বাক্য।

সংশয় অতঃপর এই অধিকরণের সন্দেহ বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—অথ এতৌ ইত্যাদি। এই দোষ দুইটি জগতের ব্রহ্ম কর্ত্তৃত্ব পক্ষে সম্ভব হইবে? অথবা সম্ভব হইবে না? অর্থাৎ সাংখ্যমত প্রসিদ্ধ প্রধান জগতের কারণ হইবে না, যে হেতু প্রধান জড় বস্তু। জীবের জগৎ কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে কৃৎস্ন প্রসক্তি ও নিরবয়বশব্দব্যাকোপ এই দোষদ্বয় প্রসজ্জিত হয়। অনন্তর জগতের ব্রহ্ম কর্ত্তৃত্বপক্ষে এই দোষ দুইটি হইবে? অথবা হইবে না? ইহাই বিচার্য্য। এই জগৎ কার্য্য, এই হেতু জগতের অবশ্য কেহ না কেহ কর্ত্তা আছে ; কারণ জড় পদার্থে কর্ত্তৃত্বের অভাব হেতু তাহা চেতনে অবস্থান করে। সেই চেতন পদার্থ দুইটি জীব ও ঈশ্বর। তন্মধ্যে জীবের জগৎকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে দুইটি দোষ হয়। দ্বিতীয় ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে উক্ত দোষদ্বয়ের সম্ভব হয়? অথবা হয় না? এই প্রকার সন্দেহ বাক্য।

॥ওঁ॥ শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ওঁ॥ ২।১।৮।২৭॥

শঙ্কাচ্ছেদায় তু শব্দঃ। "উপসংহারঃ" (২।১।৭।২৪) সূত্রান্নেত্যনুবর্ত্ততে। ব্রহ্মকর্তৃত্বপক্ষে লোকদৃষ্টা দোষা ন স্যুঃ। কুতঃ? শ্রুতেঃ; অলৌকিকমচিন্ত্যং জ্ঞানাত্মকমপি মূর্ত্তং জ্ঞানবচ্চ, একমেব বহুধাবভাতঞ্চ, নিরংশমপি সাংশঞ্চ, মিতমপ্যমিতঞ্চ, সর্ব্বকর্তৃনির্বিকারঞ্চ ব্রহ্মেতি শ্রবণাদেবেত্যর্থঃ।

সিদ্ধান্ত ঃ—এবং পূর্ব্বপক্ষেপ্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ "শ্রুতেস্তু" ইতি 'তু' শব্দেন শঙ্কা নিরস্তা বেদিতব্যা; ব্রহ্ম এব জগৎকর্ত্তা, অস্মিন্ বিষয়ে শঙ্কা ন কার্য্যা; কুতঃ? শ্রুতেঃ, শ্রুতিরেব ব্রহ্ম অচিন্ত্যালৌকিকানন্ত শক্তিমানিতি বদতি।

ননু শ্রুতিস্তু কথমেবং বদতি? তত্রাহ—শব্দমূলত্বাৎ' অবিচিন্ত্যপ্রত্যক্ষাদি প্রমাণাগম্যে শ্রীপর ব্রহ্ম বিষয়ে—শব্দ প্রমাণমিতি বিদ্বদনুভবাৎ। পূর্ব্ব সূত্রাৎ 'ন' কারোঽনুবর্ত্তনং কৃত্বা ব্যাখ্যা, পরব্রহ্মণো জগৎকর্ত্তৃত্ব পক্ষে দোষা ন স্যুরিতি ভাবঃ। অথ দোষাভাবং প্রতিপাদয়ন্তি-অলৌকিকমিত্যাদিহেতুভ্যঃ।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সন্দেহ হইলে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবন করিতেছেন—সকলেই' ইত্যাদি ব্রহ্ম যদি সকল কার্যেতেই সম্পূর্ণ স্বরূপের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে তৃণোত্তোলনাদি কার্য্যেও কৃৎস্নস্বরূপের প্রবৃত্তি হয়; তাহা সম্ভব নহে, কারণ অংশের দ্বারাই সেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। যদি বলেন ব্রহ্ম অংশের দ্বারা তৃণোত্তোলনাদি ক্ষুদ্র কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়েন; তাহা হইলে—যিনি কলা শূন্য, ও ক্রিয়াহীন "ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের বাধা হইবে। সুতরাং ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ব পক্ষেও উক্ত কৃৎস্নপ্রসক্তি ও নিরবয়ব শব্দ ব্যাকোপ দোষদ্বয় হইবে। অর্থাৎ—ব্রহ্ম যদি সম্পূর্ণ স্বরূপের দ্বারা জগৎ কার্য্য হয়েন, তাহা হইলে কৃৎস্ন প্রসক্তি দোষ হইবে; এবং ব্রহ্মের নাশও হইবে। যদি অংশের দ্বারা জগৎরূপ কার্য্য হয়েন, তাহা হইলে নিরংশত্বশ্রুতিবাক্যের ব্যাকোপাপত্তি দোষ উপস্থিত হয়। সুতরাং ব্রহ্ম জগৎ রচয়িতা নহেন।

যদি তাহা স্বীকার করা হয়: তাহা হইলে উক্তদোষদ্বয় অবশ্যই যুক্ত হইবে: ইহাই বাদিগণের অভিপ্রায়! এই প্রকার পূর্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—ব্রহ্ম কর্ত্তৃবাদে এ প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—পরব্রহ্মই জগৎকর্ত্তা যে হেতু তাহা শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহা শব্দ প্রমান দ্বারা সিদ্ধ। সূত্রস্থ 'তু' শব্দের দ্বারা সকল শঙ্কা নিরস্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মই জগৎকর্ত্তা 'এই বিষয়ে আশঙ্কা করা উচিত নহে। যে হেতু শ্রুতি হইতে তাহা জানা যায়: অর্থাৎ শ্রুতিই ব্রহ্মকে অচিন্ত্য অলৌকিক অনন্ত শক্তিমান বলিয়াছেন। যদি বলেন—শ্রুতি কি প্রকারে

তথাহি "বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপম্" (মু॰ ৩।১।৭) ইতি মুণ্ডকেঽলৌকিকত্বাদি শ্রুতম্ ।

অথ হেতূনাং শ্রুতিপ্রমাণমুদাহরন্তি – তথাহীতি। অলৌকিকমচিন্ত্যম্' ইতি হেতোঃ প্রমাণরূপেণ মুণ্ডকবাক্যমাহুঃ – বৃহচ্চেতি। বৃহৎ –সর্ব্বাতিশয়বৃহত্তমঃ ; তথাচ কঠোপনিষদি ১।২।২০ "মহতো মহীয়ান্" শ্রীগীতাসু চ—"ন তৎ সমঃ" ইতি। (১১।৪৩) এতাদৃশঃ পরমবৃহত্তমঃ সর্ব্বাতিশয় মহিমা-বিমণ্ডিতঃ শ্রীগোবিন্দদেব ইত্যর্থঃ। তস্য রূপং 'দিব্যং' অলৌকিকম্, অচিন্ত্যং মানববুদ্ধ্যা চিন্তয়িতুমশক্যম্ ইতি। তথাচ শ্রীগীতাসু—৮।৯ "সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্" ইতি। টীকা চ শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদানাম্—অচিন্ত্যরূপং নাস্য রূপং নিয়তবিদ্যমানমপি কেনচিৎ চিন্তায়িতুং শক্যতে ইতি অচিন্ত্যরূপস্তম্" ইতি। আদিপদাৎ বৃহত্ত্ব নিত্যদিব্যরূপত্বাদেগ্রহণম্ ।

অথ জ্ঞানাত্মকমপি মূর্ত্তং, জ্ঞানবচ্চ, এবমেব বহুধাবভাতঞ্চ ইত্যাদীনাং হেতূনাং প্রমাণমাহুঃ—

এইরূপ বলেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন – শব্দমূল হেতু ; অর্থাৎ মানব চিন্তার অতীত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগম্য-শ্রীপরব্রহ্ম বিষয়ে শব্দই এক মাত্র প্রমাণ ইহাই বিদ্বান গণের অনুভব।

"উপসংহার দর্শনান্নেতি চেন্ন" এই সূত্র হইতে 'ন' কারের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। নকরের অনুবর্ত্তন করিয়া এই প্রকার ব্যাখ্যা হইবে—জগতেব ব্রহ্ম কর্ত্তৃত্বপক্ষে লোকদৃষ্ট দোষ সকল সম্ভব হয় না, অর্থাৎ পরব্রহ্মকে জগতের কর্ত্তা স্বীকার করিলে কৃৎস্ন প্রসক্তি প্রভৃতি দোষ সকল হয় না। কি প্রকারে দোষ প্রাপ্ত হয় না ? শ্রুতি হইতে। অনন্তর জগৎ কর্ত্তৃত্বে পরব্রহ্মের দোষাভাব প্রতি পাদন করিতেছেন—অলৌকিক ইত্যাদি হেতু সকলের দ্বারা। অর্থাৎ-অলৌকিক, অচিন্ত্য, জ্ঞানাত্মক হইয়াও মূর্ত্তস্বরূপ ও জ্ঞান স্বরূপ, এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত,, নিরংশ হইয়াও অংশযুক্ত, মিত স্বরূপ হইয়াও অমিতস্বরূপ সর্বকর্ত্তা এবং নির্বিকার স্বরূপ ব্রহ্ম এই প্রকার শ্রবণ হেতু ইহাই অর্থ। অতঃ পর হেতু সকলের শ্রুতি প্রমাণ উদাহরণপ্রদান করিতেছেন – তথাহি' ইত্যাদি।

অলৌকিক ; অচিন্ত্য" এই হেতুর প্রমাণ রূপে মুণ্ডকবাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন—বৃহৎ' ইত্যাদি। বৃহৎ অর্থাৎ সর্বাতিশয় বৃহত্তম। এই বিষয়ে কঠোপনিষদে বলিতেছেন—যিনি মহান হইতেও মহীয়ান। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে-তাঁহার সমান কেহ নহে। এতাদৃশ পরমবৃহত্তম সর্বাতিশয় মহিমা বিমণ্ডিত বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেব ইহাই অর্থ। তাঁহার রূপ দিব্য অলৌকিক ও অচিন্ত্য মানব বুদ্ধির দ্বারা চিন্তা করার সামর্থ্য রহিত।

শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে তিনি সকলের ধারক ; ও অচিন্ত্যরূপ যুক্ত। শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদের টীকা—অচিন্তরূপ-অর্থাৎ নিয়ত বিদ্যমান থাকিলেও যাঁহার রূপ কাহারও দ্বারা চিন্তা করা যায় না, সুতরাং অচিন্ত্যরূপ। আদিপদের দ্বারা পরমবৃহৎ নিত্য দিব্যরূপত্বাদির গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রকার মুণ্ডকোপনিষদে অলৌকিকত্বাদি শ্রবণ করা যায়। অনন্তর জ্ঞানাত্মক হইয়াও মূর্ত্তিমান তথা

"তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্" (গো॰ তা॰ পূ॰ ৪৬) — "বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে" (গো॰ তা॰ পূ॰ ৫০) "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" (গো॰ তা॰ পূ॰ ২৩) ইতি গোপালোপনিষদি জ্ঞানাত্মকত্বাদিতি।

তমেকমিতি। তং প্রসিদ্ধং সর্ব্বোপাস্যং, একং—স্বশক্ত্যেক সহায়ং একমেবাদ্বিতীয়ম্ গোবিন্দং গো-গোপ-গোপীপরিবেষ্টিতং গোপাললীলং পরব্রহ্ম শ্রীশ্যামসুন্দরং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যর্থঃ। অনেন শ্রী-গোবিন্দদেবস্য জ্ঞানাত্মকত্বেঽপি মূর্ত্তত্বং প্রতিপাদিতম্। 'বর্হা' ইতি। বর্হং ময়ূরপুচ্ছম্। তথাহি—অমর কোষে—২ ৫।৩১—শিখণ্ডস্তু পিচ্ছবর্হে নপুংসকে" ইতি। আপীড়ঃ—শিখাস্থিতা মালা। তত্রৈব - ২। ৬।১৩৬ "শিখাদ্যাপীড়শেখরৌ" ইতি। তথাচ-বর্হালঙ্কৃতো বিচিত্রকুসুমমালা পরিশোভিত আপীড়ো যস্য তস্মৈ, পরমমনোহর শিরোভূষণ সুশোভিতায় শ্রীগোবিন্দায় নম ইতি।

রামায়—গো-গোপ-গোপীষু রময়তি ইতি রামঃ তস্মৈ গোপীমনোহরায়=রামায় নম ইতি। অকুণ্ঠমেধসে, অকুণ্ঠা মেধা যস্য তস্মৈ, যদ্বা-কুণ্ঠঃ-ক্রিয়াষু মন্দঃ তদ্‌রহিতমেধা যুক্তায় নম ইত্যর্থঃ। তথাচ সর্ব্বগোপীজন মনোহর লীলাবিলাস যুক্তায়, শিখণ্ডালঙ্কৃতবিবিধ-বন্যকুসুমদাম পরিশোভিত ধৃত শেখরায় শ্রীগোবিন্দদেবায় নমো নম ইতি। ইত্যনেন শ্রীশ্যামসুন্দরস্য পরম মনোহরমূর্ত্তত্বং প্রতিপাদিতম্।

জ্ঞানবান; এক হইয়াও অনেক ইত্যাদি হেতু সকলের প্রমাণ বলিতেছেন—তিনি এক" ইত্যাদি। 'তিনি এক সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেব। তিনি প্রসিদ্ধ সর্বোপাস্য, এক-স্বশক্ত্যেক সহায়বান্ এক অদ্বিতীয়রূপ শ্রীগোবিন্দ। গো, গোপ, গোপীপরিবেষ্টিত গোপাললীল পরব্রহ্ম শ্রীশ্যামসুন্দর সচ্চিদা-নন্দ স্বরূপ ইহাই অর্থ। এতদ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের জ্ঞানাত্মক হইলেও মূর্ত্তত্ব প্রতিপাদিত হইল। বর্হা "ইত্যাদি-যাঁহার মস্তকে মনোহর ময়ূর পুচ্ছের চূড়া, যিনি গোপীমনোরম, ও অকুণ্ঠমেধাসম্পন তাঁহাকে নমস্কার করি।

অর্থাৎ-বর্হ-ময়ূরপুচ্ছ; অমর কোষে বর্ণিত আছে-শিখণ্ডের নাম বর্হ ও পিচ্ছ। আপীড়-শিখায় অবস্থিত মালা; অমর কোষে আছে-শিখায় অবস্থিত মালার নাম আপীড় ও শেখর। বর্হালঙ্কৃত বিচিত্র কুসুম মালা পরিশোভিত আপীড় যাঁহার তাঁহাকে; অর্থাৎ পরম মনোহর শিরোভূষণ যুক্ত শ্রীগোবিন্দদেবকে নমস্কার করি। রামকে—অর্থাৎ গো, গোপ গোপীগণের মধ্যে যিনি রমণ করেন তিনি রাম, সেই গোপী মনোহর রামকে নমস্কার করি।

অকুণ্ঠমেধাকে-কুণ্ঠা রহিতা বুদ্ধি যাঁহার তাঁহাকে, অথবা-কুণ্ঠ-কার্য্যসকলে আলস্য যুক্ত, আলস্য রহিত মেধা যুক্তকে নমস্কার করি। অর্থাৎ—সর্বগোপীজন-লীলা বিলাস যুক্ত, শিখণ্ডালঙ্কারধারী, বিবিধ বন্য কুসুমদাম পরিশোভিত শেখরধারী শ্রীগোবিন্দদেবকে বারবার নমস্কার করি। এতদ্দ্বারা শ্রীশ্যামসুন্দরের পরম মনোহর মূর্ত্তিত্বই প্রতিপাদিত হইল। অনন্তর তিনি এক হইয়াও অনেকরূপে

"অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈত স্যোপশমঃ শিবঃ"
(মা॰ কা॰ ১।২৯) ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষদি নিরংশত্বেঽপি সাংশত্বম্।

অথ একমেব বহুধাবভাতত্বং শ্রীগোপালোপনিষৎবাক্যেন প্রতিপাদয়ন্তি—একোঽপীতি। নন্থ শ্রীকৃষ্ণরূপেণাপি বহব আবির্ভাবা দৃশ্যন্তে, কথমেকত্বং তস্য? তত্রাহ—একোঽপি' ইতি। যঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ, একোঽপি, স্বসাম্যাতিশয়রহিতোঽপি লীলয়া ভক্তানাং স্ব স্ব ভাবানুসারেণ বহুধা বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরাদি বহুরূপেণ অনুভূয়তে। কিঞ্চ শ্রীরাসলীলায়াং, দ্বারকায়াং শতোত্তর ষোড়শসহস্র কুমারীণাং পাণিগ্রহণ লীলায়াঞ্চ তথৈব নিরূপিতম্, তথাহি শ্রীরাস প্রবন্ধে—২৫১ দ্বি দ্বি মধ্য হরিমণি-পরিরম্ভি, স্বর্ণমণিকৃতদাম নিভাভিঃ। রচিতোঽত্যদ্ভূত মণ্ডল রাজে বর্ষতি কুসুমং সিদ্ধ সমাজে॥ শ্রী-গোপালচম্পূাং চ ১২।৬৯ গৌরীকৃষ্ণৌ গৌরীকৃষ্ণাবিত্থং লক্ষে লক্ষে যুগ্মে। বৃত্তাকারে বংশী শংসী রাধাসঙ্গী তস্থৌ মধ্যে॥

শ্রীভাগবতে শ্রীদশমে-৩৩।১৯ "কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ" অত্রৈব-১০।৫৯।৩২ অথো মুহূর্ত্তএকস্মিন্ নানাগারেষু তাঃ স্ত্রিয়ঃ। যথোপযেমে ভগবাংস্তাবদ্রূপধরোঽব্যয়ঃ॥ ইতি শ্রীগোপাল তাপন্যুপনিষদি শ্রীগোবিন্দদেবস্য একত্বেঽপি বহুধাবভাতত্বং প্রতিপাদিতমিতি।

প্রতিভাত হয়েন তাহা শ্রীগোপালতাপনীউপনিষৎ বাক্য দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—এক হইয়াও ইত্যাদি।

যিনি এক হইয়াও বহুধা প্রতিভাত হয়েন। যদি বলেন—শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীকৃষ্ণরূপের দ্বারাও অনেক আবির্ভাব দেখা যায়; সুতরাং তিনি কি প্রকরে এক হইবেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—যিনি এক হইয়াও" ইত্যদি। যিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব এক হইয়াও অর্থাৎ নিজের সমান এবং নিজের অধিক রহিত হইয়াও লীলার দ্বারা ভক্তগণের স্ব স্ব ভাবানুসারে অনেক প্রকার বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরাদিরূপে অনুভূত হয়েন।

অপর - শ্রীরাসলীলায়, দ্বারকায় ষোড়শসহস্র একশত কুমারীগণের পাণিগ্রহণলীলায় সেই প্রকারই নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীরাস প্রবন্ধে বর্ণিত আছে - স্বর্ণমণি বিরচিত কুসুম সদৃশ দুই দুই গোপীর মধ্যে ইন্দ্রনীলমণি সদৃশ শ্রীশ্যামসুন্দর আলিঙ্গিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন. এইভাবে অদ্ভূত ভাবে মণ্ডলী রচিত হইয়াছে; আকাশ হইতে সিদ্ধগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন। শ্রীগোপাল চম্পূতে বর্ণনা করিতেছেন—একগোপী এককৃষ্ণ, একগোপী এককৃষ্ণ এই ভাবে লক্ষ লক্ষ যুগল বৃত্তাকারে নৃত্য করিতেছেন; তন্মধ্যে বংশীবাদনকারী শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীরাধিকার সহিত মধ্যমণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীদশমে বর্ণিত আছে—রাসমণ্ডলে যতসংখ্যক গোপী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ততসংখ্যক হইলেন।

"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ"(কঠ০ ১।২।২১) ইতি কাঠকে মিতত্বেঽপ্যমিতত্বম্।

অথ নিরংশমপি সাংশত্বং

ইত্যস্য হেতোঃ প্রমাণমাহুঃ—অমাত্রঃ' ইতি অমাত্রঃ—স্বাংশভেদশূন্যঃ ; অনন্তমাত্রঃ—অসংখ্যেয় স্বাংশযুক্তঃ ; দ্বৈতস্যোপসমঃ—স্বশক্ত্যেকসহায়বান্, অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য-ঐশ্বর্য্যাদিযুক্তঃ, শিবঃ—পরমমঙ্গল বিগ্রহঃ।

তথাচ—স্বাত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব দানেনাপি ব্যয়রহিতঃ, মৎস্য কূর্ম্মাদ্যনেক-অংশাবতার পরিশোভিতঃ, স্বেতর সর্ব্ববিলক্ষণাদ্বয় স্বরূপঃ, দিব্যমঙ্গল শ্রীবিগ্রহঃ শ্রীশ্যামসুন্দর ইত্যর্থঃ। যদ্যপি 'মন্ত্রমিদং মাণ্ডুক্যোপনিষদি ন লভ্যতে ; তথাপি দ্বৈতবাদগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্যৈরুদ্ধৃতত্বাৎ, অস্মাভিরপি তথৈব উদাহৃতমিতি শেষঃ। কিঞ্চ বাক্যমিদং শ্রীগৌড়পাদানাং "মাণ্ডুক্য" কারিকায়াং প্রথম-আগম প্রকরণে দৃশ্যতে। তচ্চ ২৯ সংখ্যকং শ্লোকম্। অত্র—২।১।১১।৩৩ সূত্রং দ্রষ্টব্যম্। অথ মিতত্বেঽপি অমিতত্বম্ ইত্যস্য হেতোরুদাহরণমাহুঃ—আসীনঃ" ইতি। সঃ পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণঃ আসীনঃ—উপবিষ্ট সন্ দূরং ব্রজতি গচ্ছতি ; শয়ানঃ শয়নং কৃত্বাপি সর্ব্বতো যাতি।

তথাচ সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীগোবিন্দদেব আসীনঃ—সুধর্ম্মসভাস্থ সিংহাসনোপরি উপবিষ্টঃ সন্ স্বীয়াচিন্ত্যশক্ত্যা অনন্তকোটি শ্রীভগবদ্ধামং ; অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডং চ যুগপদেব গচ্ছতীত্যর্থঃ। অনেন শ্রীভগবতো মিতত্বেঽপি সর্ব্বব্যাপকত্বমুক্তম্।

পুনঃ—অনন্তর শ্রীগোবিন্দ একই সময়ে বহু গৃহে সেই রমণীগণকে ততরূপ ধারণ করতঃ বিবাহ করিলেন। এই প্রকার শ্রীগোপালতাপনীতে শ্রীগোবিন্দদেব এক হইলেও অনেকরূপে প্রতিভাত হয়েন তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

অনন্তর নিরংশ হইলেও অংশযুক্ত" এই হেতুরপ্রমাণ বলিতেছেন—অমাত্র' ইত্যাদি। যিনি মাত্রা শূন্য, অনন্ত অংশযুক্ত, দ্বৈতরহিত ; ও মঙ্গল স্বরূপ ; অর্থাৎ অমাত্র-নিজ অংশের সহিত ভেদ শূন্য, অনন্তমাত্র—অসংখ্য স্বাংশযুক্ত ; দ্বৈতরহিত স্বশক্ত্যেক সহায়যুক্ত ; শিব—পরম মঙ্গল বিগ্রহ। এইভাবে-নিজআত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদানের দ্বারাও যিনি ব্যয় রহিত ; মৎস্য কূর্মাদি অনেক অংশাবতার দ্বারা পরিশোভিত, স্বেতর সর্ববিলক্ষণ অদ্বয়স্বরূপ দিব্য মঙ্গল শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্যামসুন্দর ইহাই অর্থঃ। এই প্রকার মাণ্ডুক্যোপনিষদে নিরংশত্ব হইলেও সাংশত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। যদ্যপি এই মন্ত্রটি মাণ্ডুক্যোপনিষদে উপলব্ধ হয় না ; তথাপি দ্বৈতবাদগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ উক্ত মন্ত্রটি মাণ্ডুক্যোপনিষদের বলিয়া উদ্ধৃত করা যেতু আমারাও সেই ভাবেই উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু এই বাক্যটি শ্রীগৌড়পাদের মাণ্ডুক্য কারিকায় প্রথম আগম প্রকরণে দেখা যায় ; তাহা ২৯ সংখ্যক শ্লোক ; বিশেষ ২।১।১১।৩৩ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। অনন্তর মিত হইলেও অপরিমিত "এই হেতুর উদাহরণ

"দ্যাবা ভূমীজনয়ন্ দেব একঃ" (শ্বে॰ ৩।৩) একো দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা (শ্বে॰ ৪।১৭)

অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বকর্ত্তৃত্বেঽপি নির্ব্বিকারত্বম্ ইত্যস্য শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বাক্য প্রমাণেন নিরূপয়ন্তি - "দ্যাবা' ইতি।

নন্থ মহী-মহীধর-মহার্ণবাদীনাং ভূস্বর্গ-নরকাদ্যনেক লোকানাঞ্চ সৃষ্টিকর্ত্তা এক এব ইতি ন যুক্তি সঙ্গতম্ ; কুতঃ ? স্বল্পেঽপি কার্য্যে অনেক পুরুষ-সাহায্যেন তৎ সিদ্ধেৎ' ইতি দর্শনাৎ ; তস্মাৎ কথং স এক এব সর্ব্বেষাং প্রপঞ্চজাতানাং সৃষ্টি স্থিতি-সংহারবিষয়ে কর্ত্তা ; ইতি চেৎ-তত্রাহ—এক দেবঃ' ইতি। দেবঃ—অচিন্ত্যানন্তলীলাবিলাসী ; এক এব স্বশক্ত্যেকসহায়াদ্বিতীয় শ্রীগোবিন্দদেব এব দ্যাবা-অন্তরীক্ষং, ভূমী-পৃথিবী, জনয়ন্ আস্তে ; ইতি শেষঃ।

তথাচ—স্বশক্ত্যেক সহায়াচিন্ত্য মহিম-শ্রীগোবিন্দদেব এক এব সর্ব্বান্ মহী মহীধর-মহাপারাবার - পরলোকাদীন্ রচয়তীতি সা লীলা এব তস্য ইতি ভাবঃ। অনেন শ্রীভগবতঃ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বং প্রতিপাদিতমিতি। অথ শ্রীভগবতঃ পুনঃ সর্ব্বস্রষ্টৃত্বং শ্বেতাশ্বতর-বাক্যেন প্রতিপাদয়ন্তি-এক' ইতি। এষঃ' শ্রীনন্দনন্দন শ্রীগোবিন্দদেবঃ ; দেবঃ স্বপর্য্যন্তবিস্মাপক গোপাললীলয়া সর্ব্বাকর্ষকঃ ; স মহাত্মা শ্রীগোবিন্দদেবো বিশ্বকর্ম্মা ; অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডরচয়িতা ; অনেন শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বস্রষ্টৃত্বং প্রতিপাদিতম্

বলিতেছেন—আসীন "ইত্যাদি। তিনি উপবেশন করিয়াও দূর পর্য্যন্ত গমন করেন, শয়ন করিয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন। অর্থাৎ-সর্ব্বব্যাপক সর্বশক্তিমান শ্রীগোবিন্দদেব সুধর্মাসভাস্থ সিংহাসনোপরি উপবেশন করিয়াই স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা অনন্ত কোটি শ্রীভগবদ্ধামে ও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড সমূহে যুগপৎ গমন করেন ইহাই অর্থ।

এতদ্দ্বারা শ্রীভগবান পরিমিত হইলেও সর্ব্বব্যাপক তাহা প্রদর্শিত হইল। এই প্রকার কঠোপনিষদে শ্রীভগবান পরিমিত হইলে ও অপরিমিত বর্ণিত হইয়াছেন। অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেব যে সর্বকর্ত্তা হইলেও নির্বিকার তাহা শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎবাক্য প্রমাণের দ্বারা নিরপণ করিতেছেন—দ্যাবা" ইত্যাদি।

শঙ্কা—এইস্থলে আমাদের আশঙ্কা এই যে মহী, মহীধর মহার্ণবাদি ভূলোক, স্বর্গ, নরকাদি অনেক লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা একব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত যুক্তি সঙ্গত নহে; কারণ—অতি অল্পকার্য্য হইলেও অনেকপুরুষের সাহায্যের দ্বারা সিদ্ধি হয়, ইহা দেখা যায়। সুতরাং কি প্রকারে তিনি একাকী এই প্রপঞ্চসমূহের সৃষ্টি স্থিতি সংহার বিষয়ে কর্ত্তা হয়েন ?

সমাধান এই আশঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন—একাকী সেই দেব ইত্যাদি। একাকী সেই দেব অন্তরীক্ষ পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া বিদ্যমান আছেন। দেব—অচিন্ত্য অনন্ত লীলাবিলাসী, একাকী—স্বশক্ত্যেক সহায় অদ্বিতীয় শ্রীগোবিন্দদেবই অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী সৃজন করতঃ বিদ্যমান আছেন।

"স বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ"
(শ্বে০ ৬।১৬) "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" (শ্বে০ ৬।১৯)

অথ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বস্রষ্টৃত্বেঽপি বিকার রহিতত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—স ইতি। সঃ প্রসিদ্ধঃ শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধু বন্ধুরাঙ্গ শ্রীগোবিন্দদেবঃ, বিশ্বকৃৎ—বিচিত্রভোগায়তন বিশ্বস্য কর্ত্তাঃ তথা বিশ্ববিৎ প্রাপ্তসর্ব্বার্থঃ বিদ্৯ লাভে ইতি ধাতুঃ, আত্মযোনিঃ স্বেতরসর্ব্বেষাং মূলকারণমিত্যর্থঃ।

তথাচ বিচিত্রজগৎকর্ত্তা—দিব্য ঐশ্বর্য্যপরিপূর্ণ—সর্ব্বমূলকারণ বিকার বিবর্জ্জিত—শ্রীগোবিন্দ দেবঃ শ্রুতি প্রমাণৈকগম্য ইতি ভাবঃ। অথ স্থূণানিখনন ন্যায়েন পুনঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বকর্ত্তৃত্বেঽপি অচিন্ত্যশক্ত্যা নিষ্ক্রিয়ত্বং শ্বেতাশ্বতরবাক্যেন প্রতিপাদয়ন্তি-নিষ্কলমিতি। নিষ্কলম্ সর্ব্ববিধকলা-বৃদ্ধি-হ্রাস রহিতম্; কলাপতিশ্চন্দ্রো যথা শুক্লপক্ষমনুদিনং কলৈকং সম্বর্দ্ধ্য পূর্ণিমায়াং পূর্ণো ভবতি, যথাচ কৃষ্ণপক্ষমনুদিনং কলৈকং ক্ষয়ং প্রাপ্য অমাবশ্যায়াং কলাহীনো ভবতি, কিন্তু নায়ং তথা, সর্ব্বদা সর্ব্বকলা পূর্ণো ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ বৃদ্ধিহ্রাসকলারহিতমিত্যর্থঃ। নিষ্ক্রিয়মিতি—অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড-রচনং কৃত্বাপি সর্ব্বপ্রকারাসক্তি শূন্যমিতি।

অর্থাৎ স্বশক্ত্যেক সহায় অচিন্ত্য মহিমা মণ্ডিত শ্রীগোবিন্দদেব একাকীই সকল মহী, মহীধর, মহাপারাবার, পরলোকাদি রচনা করেন, এই সৃষ্টিক্রিয়া তাঁহার লীলা ইহাই ভাবার্থ। এতদ্দ্বারা শ্রীভগবানের সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইল।

অনন্তর শ্রীভগবানের পুনঃ সর্বস্রষ্টৃত্ব শ্বেতাশ্বতরবাক্যের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—"এষ ইত্যাদি। এই মহাত্মা দেব বিশ্বকর্মা। এই প্রসিদ্ধ শ্রীনন্দনন্দন শ্রীগোবিন্দদেব; দেব-স্বপয্যন্ত বিস্মাপক গোপাল লীলার দ্বারা সর্বাকর্ষক; সেই মহাত্মা শ্রীগোবিন্দদেব বিশ্বকর্মা-অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা। এই বাক্যের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইল।

অতঃ পর স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের সর্বসৃষ্টিকারিত্বেও বিকার রহিতত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—'স' ইত্যাদি। তিনি বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিৎ ও আত্মযোনি। সেই প্রসিদ্ধ শ্রীরাধা প্রাণ বন্ধু বন্ধুরাঙ্গ শ্রীগোবিন্দদেব বিশ্বকৃৎ-বিচিত্র ভোগায়তন বিশ্বের কর্ত্তা, তথা বিশ্ববিৎ প্রাপ্ত সর্বার্থ; "বিদ্৯ লাভে" এই ধাতুর রূপ। এবং আত্মযোনি-স্বেতর সকলের মূল কারণ ইহাই অর্থ। অর্থাৎ বিচিত্র জগৎকর্ত্তা দিব্যঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ সর্বমূল কারণ বিকার বিবর্জিত শ্রীগোবিন্দদেব তিনি একমাত্র শ্রুতি প্রমাণৈকগম্য ইহাই ভাবার্থ।

অনন্তর স্থূণানিখনন ন্যায়ের দ্বারা পুনরায় শ্রীগোবিন্দদেবের সকলের কর্ত্তা হইলেও অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা নিষ্ক্রিয়ত্ব শ্বেতাশ্বতর বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—নিষ্কল "ইত্যাদি। শ্রীগোবিন্দ-দেব নিষ্কল নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য ও নিরঞ্জন স্বরূপ। নিষ্কল-সর্বপ্রকার কলা বৃদ্ধি হ্রাস রহিত; কলা-

ইতি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতৌ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বেঽপি নির্ব্বিকারত্বঞ্চেত্যেতৎ সর্ব্বং শ্রুত্যনুসারেনৈব স্বীকার্য্যং ন তু কেবলয়া যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়মিতি।

শান্তমিতি—শান্তিগুণ বিশিষ্টং, তথাচ-শান্তি ভক্তবাৎসল্য করুণাদয়াক্ষমানুগ্রহাদি মহারত্নাকর মিতি। নিরবদ্যম্—'বদ্যং গর্হ্যে' নিন্দনীয়মিত্যর্থঃ, সতু দেব মানব কীটাদি সৃষ্টিং কৃত্বাপি সর্ব্ববিধ-নিন্দারহিতমিতি নিরবদ্যম্। নিরঞ্জনম্—অঞ্জনং আবরণম্, শ্রীগোবিন্দদেবস্তু সর্ব্ববিধাবরণ বিবর্জ্জতমিত্যর্থঃ তথাচ-বৃদ্ধিহ্রাসাদিরহিতঃ, সর্ব্বাশক্তিবিবর্জ্জিতঃ, হিতাকরণাদিদোষশূন্যঃ, শ্রুতিপ্রমানৈকগম্যঃ শ্রীগোবিন্দ দেবঃ" ইতি শেষঃ।

অথ ইত্যেতৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবস্য দিব্যালৌকিকাচিন্ত্যগুণবৃন্দং শ্রুতি-প্রমাণযুক্ত্যনুসারেণ এব স্বীকার্য্যম্। প্রতিবিধেয়মিতি—নিরসনীয়মিতি। তথাচ—স্বকপোলকল্পিত কেবল তর্কেণ শ্রীভগ-বত্তত্ত্বং ন নিরসনীয়মিতি তস্য শ্রীভক্তিভাব বিভাবিত বৈষ্ণবকৃপৈক লভ্যত্বাৎ। এবং শ্রীভগবতো বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়তে, শ্রৌত প্রমাণানি তত্রাদৌ শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ম্—৫।৩২ অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি। আনন্দচিন্ময় সদুজ্জ্বল বিগ্রহস্য গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

পতি চন্দ্র যে প্রকার শুক্লপক্ষে প্রতিদিন এককলা বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণিমা তিথিতে কলাপূর্ণ হয়; যে প্রকার কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন এককলা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া অমাবস্যা তিথিতে কলাহীন হয়: কিন্তু এই শ্রীগোবিন্দদেব সেই প্রকার নহেন; অর্থাৎ সর্বদা সর্বকলা পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব, বৃদ্ধি হ্রাসাদি কলা রহিত ইহাই অর্থ। নিষ্ক্রিয় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াও তিনি সর্ব প্রকার আসক্তি শূন্য।

শান্ত—শান্তিগুণ বিশিষ্ট; অর্থাৎ শান্তি ভক্তবাৎসল্য করুণা দয়া ক্ষমা অনুগ্রহাদি মহাসমুদ্র। নিরবদ্য—বদ্য শব্দের অর্থ নিন্দনীয়; শ্রীগোবিন্দদেব কিন্তু, দেবতা মানব কীটাদি সৃষ্টি করিয়াও সর্ববিধ নিন্দা রহিত, সুতরাং নিরবদ্য। নিরঞ্জন—অঞ্জন আবরণ, শ্রীগোবিন্দদের কিন্তু সর্ব প্রকার আবরণ বিবর্জিত। সুতরাং-বৃদ্ধিহ্রাসাদি রহিত, সর্ব প্রকার আসক্তি বিবর্জিত, হিতাকরণাদি দোষ শূন্য, একমাত্র শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা গম্য শ্রীগোবিন্দদেব।

এই প্রকার শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব কর্তৃত্ব হইলেও নির্বিকারিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই প্রকার সর্বকর্তৃত্বাদি ধর্ম সকল শ্রুতি প্রমাণ অনুসারেই স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের দিব্য অলৌকিক অচিন্ত্যগুণবৃন্দ শ্রুতি প্রমাণ যুক্তির অনুসারেই স্বীকার্য্য অন্যভাবে নহে। কেবল শুষ্কযুক্তির দ্বারা প্রতিবিধান, বা নিরসন করা উচিত নহে। অর্থাৎ স্বকপোল কল্পিত কেবল তর্কের দ্বারা শ্রীভগবানের তত্ত্ব নিরসন করা কর্ত্তব্য নহে; যে হেতু তাহা শ্রীভক্তিভাব

ননু শ্রুত্যাপি বাধিতার্থকং কথং বোধনীয়ং তত্রাহ—শব্দেতি" অবিচিন্ত্যার্থস্য শব্দৈক প্রমাণত্বাদিত্যর্থঃ। তাদৃশে মণিমন্ত্রাদৌ দৃষ্টং হ্যেতৎ, প্রকৃতে কৈমুত্যমাপাদয়তি।

শ্রীগীতাসু চ ১৩।১৩-১৪ জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে। অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বোতোঽক্ষি শিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্ব মাবৃত্যতিষ্ঠতি॥ শ্রীভাগবতেঽপি—৪।৯।১৬ যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যাৎ। তদ্ ব্রহ্মবিশ্বমেকমনন্তমাদ্য মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে॥ তস্মাৎ সর্ব্ববিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ে পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে তর্কোঽনুপযুক্ত এব। এবমেবাহ শ্রুতিঃ—কাঠকে ১।২।৯ "নৈষা তর্কেণ মতিরা পনেয়া" শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বণি—৫।১২ অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ॥

ননু বেদাদি সনাতন শাস্ত্রৈরেবং কথং উন্মাদ প্রলাপায়তে, কদাচিৎ সাকারং, কদাচিন্নিরাকারং, কদাচিৎ সক্রিয়ং, কচিন্নিষ্ক্রিয়ং ইতি কথং ব্রহ্ম কথ্যতে; ইত্যাশঙ্ক্যাহুঃ ননু' ইতি। বাধিতার্থকং - অণুমহদ্রূপম্, ব্যাপ্য ব্যাপক রূপম্; ইতি। কৈমুত্যমিতি—তথাচ চিন্তমণেঃ সর্ব্বকামনা পূরকত্বম্; মণেঃ সর্পবিষাকর্ষণত্বম্; তথাচ মন্ত্রাঃ— সর্পদষ্টজনস্য সর্পবিষনিবারণম্ মন্ত্রেনৈব ভবতি। তথাহি শ্রীবিষ্ণু পুরাণে—৪।৩।১৩, সকলপন্নগাধিপতয়শ্চ নর্ম্মদায়ৈ বরং দদুঃ। যস্তেঽনুস্মরণসমবেতং নামগ্রহণং করিষ্যতি ন তস্য সর্পবিষভয়ং ভবিষ্যতীতি। অত্র চ শ্লোকঃ—নর্ম্মাদায়ৈ নমঃ প্রাতর্নর্ম্মদায়ৈ নমো নিশি। নমোঽস্তু নর্ম্মাদে তুভ্যং ত্রাহি মাং বিষ সর্পতঃ॥

বিভাবিত হৃদয় বৈষ্ণবগণের কৃপার দ্বারাই লাভ হয়। অনন্তর শ্রীভগবানের বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়ত্বে শ্রৌত প্রমাণ সকল এই প্রকার—সর্ব প্রথম শ্রীব্রহ্ম সংহিতায় বর্ণিত আছে যে আনন্দচিন্ময় সৎ উজ্জ্বল বিগ্রহের অঙ্গসমূহ সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে সমর্থ; ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের দ্বারা দর্শন করেন পালন করেন, গ্রহণ করেন ও গমন করেন সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি।

শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—হে পার্থ! যাহা জানিবার যোগ্য বস্তু এবং যাহা জানিয়া অমৃতত্বকে লাভ করা যায় তাহা সুচারুরূপে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর, তাহা অনাদি ও পরংব্রহ্ম কিন্তু সৎ ও অসৎ নহে। সেই পরং ব্রহ্মবস্তুর সকলদিকে চরণ আছে, এবং সর্বত্র অক্ষি, মস্তক মুখ ও সর্বত্র কর্ণাদি বিদ্যমান আছে; তিনি ইহলোকে সকলকে আবৃত করিয়া বিদ্যমান আছেন। শ্রীভাগবতে বর্ণন করিয়াছেন—যাহাতে ক্রমপূর্বক বিরুদ্ধ গতি যুক্ত বিদ্যাদি বিবিধ শক্তি সকল প্রকট হয়, সেই আপনি ব্রহ্ম বিশ্বরূপ অনন্ত আদ্য আনন্দমাত্র অবিকার স্বরূপ আমি আপনার শরণাগত। অতএব সর্ব প্রকার বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয় পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদের বিষয়ে তর্ক করা অনুপযুক্ত বলিয়া জানিবে। এই বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন শ্রীভগবদ্ বিষয়িনী বুদ্ধি তর্কের দ্বারা দূষিত করিতে নাই। শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্বে বর্ণিত আছে—যে ভাববস্তু সকল অচিন্ত্য তাহাকে তর্কের দ্বারা যোগ করিতে নাই।

ইদমত্র নিষ্কৃষ্টম্

প্রত্যক্ষানুমানশব্দাঃ প্রমাণানি ভবন্তি। প্রত্যক্ষং তাবৎ ব্যভিচারিদৃষ্টং, মায়ামুণ্ডাবলোকে চৈত্রস্যেদং মুণ্ডমিত্যাদৌ। বৃষ্ট্যা তৎকালনির্ব্বাপিতবহ্নৌ চিরমধিক দ্বিতরধূমে পর্ব্বতে "বহ্নি মান্ ধূমাৎ" ইত্যনুমানঞ্চ। আপ্তবাক্যলক্ষণঃ শব্দস্তু ন ক্বাপি ব্যভিচরতি, হিমালয়ে হিমং, রত্নালয়ে রত্নমিত্যাদিঃ। স হি তদনুগ্রাহী তন্নিরপেক্ষস্তদবগম্যে সাধকতমশ্চ। দৃষ্টচরমায়ামুণ্ডস্য পুংসো ভ্রান্ত্যা সত্যেঽপ্যবিশ্বস্তে তদেবেদমিত্যাকাশবাণ্যাদৌ "অরে শীতার্ত্তাঃ পান্থা মাস্মিন্ বহ্নিং সম্ভাবয়ত ; দৃষ্টমস্মাভিঃ স ইদানীং বৃষ্ট্যৈব নির্ব্বাণঃ, কিন্তু মুস্মিন্ ধূমোদ্গারিণি গিরৌ স দৃশ্যতে" ইত্যাদৌ চ তদুভয়ানুগ্রাহিতা। মণিকণ্ঠস্তমসীত্যাদৌ তন্নিরপেক্ষতা

ইত্যুচ্চার্য্যাহর্নিশমন্ধকার প্রবেশে বা সর্পৈ র্ন দশ্যতে ন চাপি কৃতানুস্মরণভুজো বিষমপিভুক্ত মুপঘাতায় ভবতি। কৈমুত্যমিতি যদি শ্রীভগবৎসৃষ্টৌ প্রাকৃতবস্তুনি বাক্যে চ সর্ব্বকামনা পূরণং স্পর্শ মাত্র প্রাণনাশক সর্পবিষস্য হরণসামর্থ্যমস্তি ; তদা সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ে পরমাচিন্ত্যশক্তিমতি পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দ দেবে অনন্তাপরিমিত শক্তিরস্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ।

অথ শব্দপ্রমাণস্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বং ; অব্যভিচারিত্বঞ্চ প্রতিপাদয়ন্তি—ইদমত্র, ইতি। "এতৎ প্রকরণস্য ব্যাখ্যানন্তু শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণে (১।১।৩।৩) দ্রষ্টব্যম্। দ্বিরুক্তিভয়াৎ নাত্র বিতায়তে। তদবগম্যে গ্রহচেষ্টাদৌ' ইতি—সূর্য্যাদিগ্রহাঃ, মেষাদিরাশিষু যথা পরিভ্রমন্তি, তত্তু শব্দাদেবাবগম্যতে, নতু তত্র প্রত্যক্ষং অনুমানং বা প্রমাণম্। তত্র চ রাশিচক্রম্

শঙ্কা—এই স্থলে আমাদের আশঙ্কা এই যে—বেদাদি সনাতন শাস্ত্র সকলে এই প্রকার উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ করে কেন ? ব্রহ্মকে কখনও সাকার, কখনও নিরাকার, কদাচিৎ নিষ্ক্রিয় কখনও সক্রিয় ইত্যাদি বর্ণন করেন, এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—নন্থ "ইত্যাদি, আমরা জিজ্ঞাসা করি—শ্রুতির দ্বারা বাধিতার্থ অর্থাৎ অণু ও মহৎ স্বরূপ, ব্যাপক ও ব্যাপ্য স্বরূপ কথন কি প্রকারে বোধ করা হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—শব্দ 'ইতি। যে হেতু অবিচিন্ত্য অর্থের একমাত্র শব্দই প্রমাণ। রূপব্রহ্ম সৃষ্ট মণি ও মন্ত্রাদিতেও অচিন্ত্য শক্তি দেখা যায় ; সুতরাং পরব্রহ্মে যে অচিন্ত্যশক্তি আছে তাহা কি আর বলিতে হইবে ? কৈমুত্য অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তু চিন্তামণি সকল কামনা পূর্ণ করে ; মরকতমণি সর্পের বিষ আকর্ষণ করে ; এবং মন্ত্রের দ্বারাও সর্পবিষ নষ্ট হয় ; সর্পভক্ষিত জনের, মন্ত্রের দ্বারাই সর্পবিষ নিবারণ হয়। এই বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে-পন্নগাধিপতিগণ সকলে শ্রীনর্মদাকে বরপ্রদান করিয়াছেন যে তোমার স্মরণ সহ নাম গ্রহণ করিবে তাহার সর্পভয় হইবে না। এই স্থলে মন্ত্র-"নর্মদায়ৈ নমঃপ্রাত র্নর্মদায়ৈ নমো নিশি। নমোঽস্তু নর্মদে তুভ্যং ত্রাহি মাং সর্প বিষতঃ॥ এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ দিবা নিশি অন্ধকারে প্রবেশ করিলেও সর্প দংশন করে না এবং নর্মদাকে স্মরণ

তদবগম্যে গ্রহচেষ্টাদৌ সাধকতমতা চেতিশব্দস্য সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যে স্থিতে, ব্রহ্মবোধকস্তু শ্রুতিশব্দ এব।

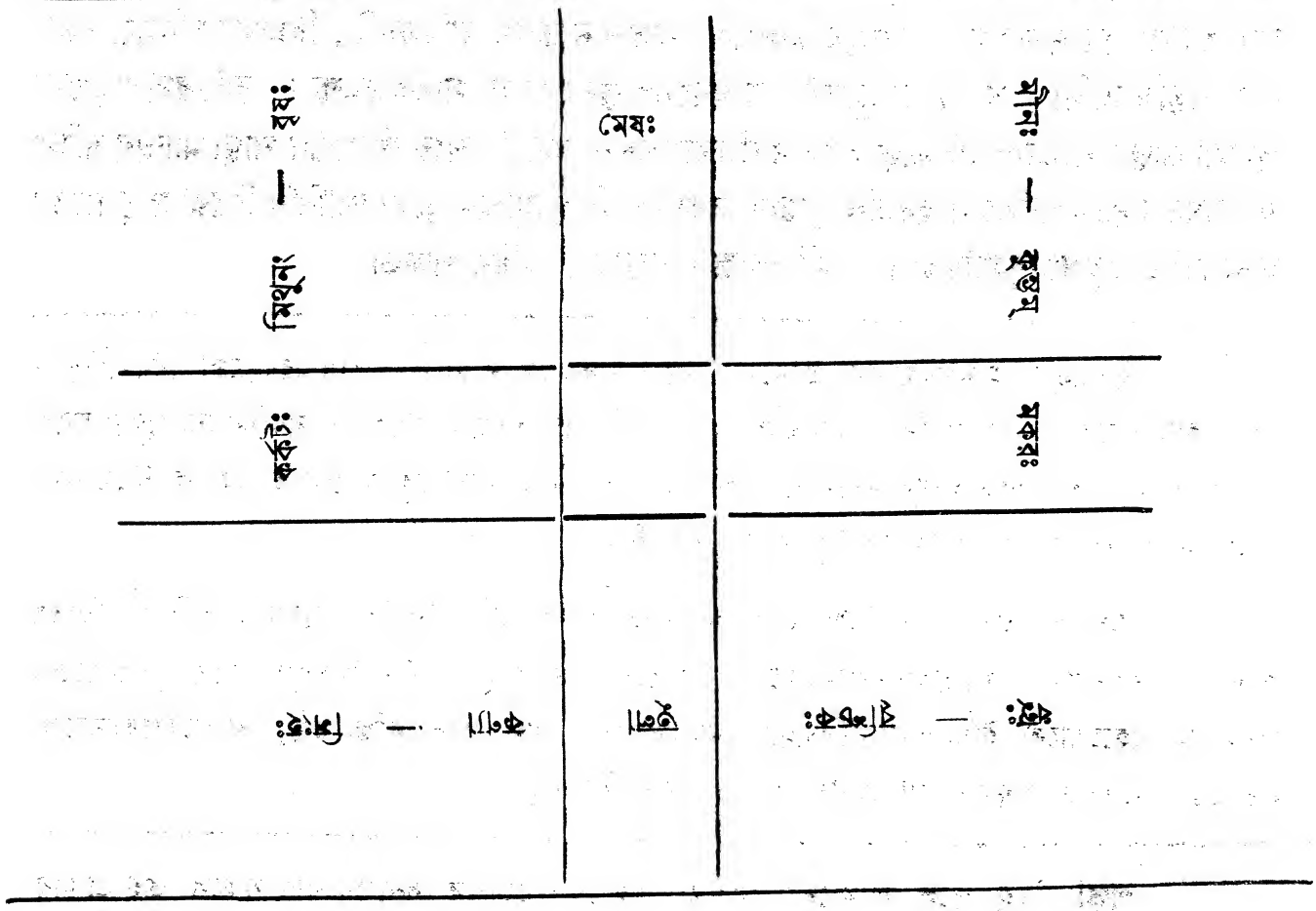

চক্রেঽস্মিন্ গ্রহাণাং পরিভ্রমণং ক্রমেণ ভবতি :

তথাচ সূর্য্যঃ—মেষরাশিঃ ; বৈশাখমাসাদিক্রমেণ চৈত্রান্তং যাবৎ একৈকরাশৌ মাসমেকং অবস্থানং কৃত্বা পুনর্মেষরাসৌ সমাগচ্ছতি।

চন্দ্রস্তু—২৭ দিবসঃ, ১০ দণ্ডঃ ১৭ পলং ৪২ বিপলং, এতৎ কালমধ্যে রাশিচক্রং পরিভ্রমতি। একৈকরাশৌ সপাদদিবসদ্বয়ং অবতিষ্ঠতি। এবং ক্রমেণ সর্ব্বে গ্রহাঃ পরিভ্রমন্তি, তৎ পরিভ্রমণং শব্দেনৈব বোধ্যতে, নান্য প্রমাণেন ; তস্মাৎ সর্ব্বত্রৈব শব্দস্য এব শ্রেষ্ঠতা।

পূর্বক ভোজনকারী বিষ ভোজন করিলেও কোন প্রকার উপঘাত (ক্ষতি) হয় না। এইরূপে যদি শ্রীভগবানের সৃষ্ট প্রাকৃত বস্তুতে (মণিতে) সকল কামনা পূরণ সমর্থ ; এবং বাক্য মাত্রে স্পর্শমাত্র প্রাণ নাশকরী সর্প বিষের হরণ সামর্থ্য বিদ্যমান আছে, তবে সর্বাশ্চর্য্যময় পরম অচিন্ত্য শক্তিমান পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে অনন্ত অপরিমিত অচিন্ত্যশক্তি আছে তাহা আর কি বলিতে হইবে ? অর্থাৎ তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই।

অনন্তর শব্দ প্রমাণের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ও অব্যভিচারিত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—'ইদম্' ইত্যাদি। এইস্থলে এই বিষয়ে নিষ্কর্ষ এই যে—তত্ত্বজ্ঞানের হেতুভূত প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ হয়: তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ব্যভিচার দেখ যায় যেমন মায়ামুণ্ড অবলোকন কালে চৈত্রর এই মুণ্ড; অর্থাৎ জাদুকার ইন্দ্রজালের দ্বারা একটি মস্তক আনিয়া বলিল "এইটি চৈত্রের মস্তক" তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়; কিন্তু তাহা বাস্তব পক্ষে চৈত্রের মস্তক নহে। এইস্থলে প্রত্যক্ষের ব্যভিচার দেখা যায়। এই প্রকার অনুমানের ও ব্যভিচার দেখা যায়, যেমন—বৃষ্টির দ্বারা তৎকাল নির্বাপিত অগ্নিতে বহু সময় পর্য্যন্ত অধিক বা দ্বিগুণ ধূম দেখা যায় তং দর্শনে যদি কেহ বলে—"এই স্থানে অগ্নি আছে, যে হেতু ধূম দেখা যাইতেছে" কিন্তু এই স্থলে ধূম নাই, তাহা নির্বাপিত হইয়াই দ্বিগুণ ধূম উঠিতেছে, সুতরাং এই স্থলে অনুমানের ব্যভিচার হইল।

কিন্তু আপ্তবাক্য লক্ষণ শব্দের কোথাও ব্যভিচার দেখা যায় না, যেমন—হিমালয়ে হিম আছে, রত্নালয়ে রত্ন বিদ্যমান আছে, এই সকল শব্দ প্রমাণে কোন প্রকার ব্যভিচার নাই। পুনঃ শব্দ প্রমাণ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অনুগ্রহকারী, এবং তাহাদের কোন প্রকার অপেক্ষা করে না, অপিতু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাধকতম। মায়ামুণ্ড অবলোকনকারী পুরুষের সত্য মস্তক দেখিয়া ভ্রমদ্বারা অবিশ্বাস হইলে আকাশ বাণী তাহার সত্যতা প্রতিপাদন করে-এই মস্তক তাহারই" ইত্যাদি এই স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুগ্রাহী শব্দ প্রমাণ।

অনুমান প্রমাণস্থলে—অরে শীতার্ত্ত পথিকগণ! এই স্থানে তোমরা বহ্নির সম্ভাবনা করিও না, আমরা দেখিয়াছি ঐ বহ্নি জলবৃষ্টির দ্বারা নির্বাপিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ যে পর্বতে ধূমরাশি উদ্গীরণ করিতেছে তাহাতে অগ্নি দেখা যাইতেছে" এইস্থলে অগ্নির অভাবও সদ্ভাব এই উভয়ের অনুগ্রহ কর্ত্তা শব্দ প্রমাণ। পুনঃ যদি কোন ব্যক্তি কণ্ঠে মণি ধারণ করিয়া ভ্রম বশতঃ মনে করে-"আমি মণিটি হারাইয়া ফেলিলাম" তখন তাহাকে কেহ বলিবে ওহে তুমি মণি হারাইয়া ফেল নাই তাহা তোমার কণ্ঠেই বিদ্যমান আছে, সুতরাং তুমি মণিকণ্ঠ" তখন তাহার এই শব্দের দ্বারা যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা হয় অতএব এই স্থলে শব্দ প্রমাণের প্রত্যক্ষাদির নিরপেক্ষতা সিদ্ধ হইল। এই প্রকরণের বিশেষ ব্যাখ্যা শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণে ১।১।৩।৩ দ্রষ্টব্য, দ্বিরুক্তি ভয়হেতু এইস্থলে বিস্তার করিলাম না। এবং একমাত্র শব্দের দ্বারা বোধগম্যে গ্রহচেষ্টাদি বিষয়ে শব্দ প্রমাণের সাধকতমতা দেখা যায়। সুতরাং শব্দ প্রমাণেরই সকল হইতে শ্রেষ্ঠতা স্থির হইল ইহাই সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ সূর্য্যাদি গ্রহগণ মেষ প্রভৃতি রাশিচক্রে যে ভাবে পরিভ্রমণ করে তাহা শব্দের দ্বারাই অবগত হওয়া যায়, কিন্তু তথায় প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমা হয় না।

রাশি চক্রের মধ্যে গ্রহগণের পরিভ্রমণ ক্রমপূর্বক হইয়া থাকে, যেমন সূর্য্য মেষরাশিতে অবস্থান কালে বৈশাখ মাস হয়, এইরূপে ক্রমশ চৈত্রমাস পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাশিতে এক এক মাস

'নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্" (তৈ০ ব্রা০ ৩।১২।৯।৭) ইত্যাদি শ্রবণাৎ।

নন্থ ভবতু শব্দস্য শ্রেষ্ঠতা, তথাপ্যে কিমায়াতম্ ; পশ্বাদীনাং শব্দো ভবতি, পটহাদীনাং শব্দো ভবতি ; ভেকাদিনামপি শব্দো ভবতি ; এবং মানবানামপি শব্দো ভবতি : এবং বহুষু শব্দেষু কঃ শব্দো ব্রহ্ম প্রতিপাদক ইতি চেৎ, তত্রাহুঃ—ব্রহ্মবোধকস্তু শ্রুতিশব্দ এব, নান্যেন শব্দেন ব্রহ্ম বোধ্যতে। অথ নিত্যাপ্রাকৃত স্বতপ্রমাণভূত বেদশব্দেনৈব পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবঃ জ্ঞায়তে ইতি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বাক্যেণ প্রমাণয়ন্তি নাবেদ' ইতি অবেদবিৎ—স্বতঃ প্রমাণভূত শ্রীভগবদভিন্ন বেদশাস্ত্রঃ, তস্য জ্ঞানরহিতো জনঃ শ্রীগুরু মুখাদনধীত্য বেদাদিশাস্ত্রং কোঽপি মানবঃ তং ঔপনিষৎ প্রতিপাদ্যপুরুষং বৃহন্তং পরমবৃহত্তমং সর্ব্বব্যাপকং শ্রীগোবিন্দদেবং ন মনুতে, ন জানাতীত্যর্থঃ।

বেদবিদ্যের তং প্রসিদ্ধং বৃহন্তং সর্ব্বব্যাপকং সর্ব্বনিয়ামকং সর্ব্বেশ্বরং শ্রীগোবিন্দদেবং জানাতীতি শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ। এবমেবাহুঃ শ্রীমৎ পরমাচার্য্যচরণাঃ শ্রীলঘুভাগবতামৃতে—১।৭—৯০ "প্রধানত্বাৎ প্রমাণেষু শব্দ এব প্রমাণ্যতে॥ যতস্তৈঃ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ইতি ন্যায় প্রদর্শনাৎ। শব্দস্যৈব প্রমাণত্বং স্বীকৃতং পরমর্ষিভিঃ॥ কিন্তু "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইতি ন্যায়বিধানতঃ। অমীভিরেব সুব্যক্তং তর্কস্যানাদরঃ কৃতঃ॥ ইতি।

অবস্থান করিয়া পুনরায় মেষরাশিতে আগমন করেন। কিন্তু চন্দ্রগ্রহ ২৭ দিন, ১০ দণ্ড, ১৭ পল, ৪২ বিপল, এই কালমধ্যে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করেন। ইনি এক এক রাশিতে সপাদ দিবসদ্বয় (দুইদিন ৬ ঘণ্টা) অবস্থান করেন। এই প্রকার ক্রম পূর্বক সকল গ্রহগণ রাশিচক্রে পরিভ্রমণ করেন, এই পরিভ্রমণ কেবল শব্দের দ্বারাই বোধ হয়, অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা নহে। সুতরাং সর্বত্র শব্দ প্রমাণেরই শ্রেষ্ঠতা দেখা যায়।

শঙ্কা—এই স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে শব্দের শ্রেষ্ঠতা হউক তাহা না হয় স্বীকার করিলাম তাহাতে আর কি লাভ হইল ? কারণ পশুদের শব্দ হয়, পটহাদিবাদ্য যন্ত্রের শব্দ হয়, ভেকাদির ও শব্দহয়, এবং মানবগণেরও শব্দ হয়, এইপ্রকার বহু শব্দের মধ্যে কোন শব্দ ব্রহ্ম প্রতিপাদক ?

সমাধান এই প্রকার শঙ্কার অপনোদনের জন্য বলিতেছেন—ব্রহ্ম বোধক কিন্তু শ্রুতি শব্দই জানিতে হইবে, অন্য শব্দের দ্বারা ব্রহ্মবোধ হয় না। অনন্তর নিত্য অপ্রাকৃত স্বতঃ প্রমাণ স্বরূপ বেদশব্দের দ্বারাই পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে জানা যায়, ইহা তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন-না বেদ ইত্যাদি। অবেদবিৎ সেই মহানকে জানিতে পারে না। অর্থাৎ স্বতঃ প্রমাণ ভূত শ্রীভগবানের অভিন্ন স্বরূপ বেদশাস্ত্র, তাহার জ্ঞান রহিত মানব, শ্রীগুরু মুখ হইতে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া কোনও মানব সেই উপনিষৎ প্রতিপাদ্য পুরুষ পরমবৃহত্তম সর্বব্যাপক

স্বতঃ সিদ্ধত্বেন নির্দ্দোষত্বাচ্চেতি ।।২৭।।

স্বতঃ" ইতি নন্ু প্রমাত্বং ন স্বতস্ত্বম্, তথাচ ভাষাপরিচ্ছেদে—১৩৬ প্রমাত্বং ন স্বাতো গ্রাহ্যং সংশয়ানুপপত্তিতঃ॥ তথাচ প্রমাত্বং জ্ঞাননিষ্ঠং যৎ প্রমাত্বং তদ্বদ্ বিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্ন তৎ প্রকারকত্বং, তৎ ন স্বতঃ—স্বস্মাৎ জ্ঞানাৎ ন গ্রাহ্যম্, কিন্তু—পরতঃ—অনুমানাদিনা গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ। তস্য স্বতো গ্রাহ্যত্বে সংশয়ানুপপত্তিদোষঃ—স্যাদিতি। যদি প্রামাণ্যং স্বতো গ্রাহ্যঃ স্যাৎ তদা প্রথম জল জ্ঞানোত্তরদশায়াং দূরাবলোকিতে জলে সতি "জল জ্ঞানং প্রমা ন বা" ইতি অনুভবসিদ্ধঃ প্রমাত্বসংশয়ো নোপপদ্যেত, অনুব্যবসায়েন প্রামাণ্যস্য নিশ্চিতত্বাৎ তস্মাৎ জ্ঞান প্রামাণ্যমনুমেয়মিত্যর্থঃ। তথাহি—প্রথমং "অয়ং ঘটঃ" ইতি জ্ঞানং ততঃ জ্ঞানজ্ঞানত্বে ইতি নির্ব্বিকল্পকং, ততঃ ঘটমহং জানামি' ইতি অনুব্যবসায়ঃ, ততো ব্যবসায়স্য নষ্টত্বাৎ পুনঃ ঘটোঽহমিতি ব্যবসায়ঃ ততশ্চ ঘটমহং জানামীত্যনুব্যবসায়ঃ তেন প্রামাণ্যং গৃহ্যতে' ইতি চেৎ ন, প্রামাণ্যে স্বতস্ত্বং নাম যাবৎ স্বাশ্রয়বিষয়ক জ্ঞানগ্রাহ্যত্বম্।

শ্রীগোবিন্দদেবকে জানিতে পারে না ইহাই অর্থ। বেদাদিশাস্ত্র জ্ঞাতা প্রসিদ্ধ সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বনিয়ামক সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবকে জানিতে পারে, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়।

এই বিষয়ে শ্রীমৎপরমাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীলঘুভাগবতামৃতে বর্ণনা করিয়াছেন—আমি এই প্রবন্ধে তর্কের দ্বারা যুক্তি বিস্তর বিষয়ে আগ্রহ পরিত্যাগ করতঃ দশবিধ প্রমাণের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান শব্দ প্রমাণকেই কেবল প্রমাণ রূপে স্বীকার করিয়াছি, কারণ ভগবান শ্রীব্যাসদেব কর্ত্তৃক 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ, এইন্যায় প্রদর্শন হেতু পরমর্ষি শ্রীব্যাসদেব শব্দেরই প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। অপর 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' এই ন্যায় বিধান হেতু স্পষ্টভাবেই তিনি তর্কের অনাদর করিয়াছেন। সুতরাং শ্রুতিশব্দ স্বতঃ সিদ্ধ ও নির্দ্দোষ হেতু পরম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

শঙ্কা আমাদের এস্থলে আশঙ্কা এই যে-শ্রুতিশব্দরূপ যে প্রমা তাহা স্বতঃ গ্রাহ্য নহে, এই বিষয়ে ভাষাপরিচ্ছেদে বলিয়াছে- প্রমাত্ব স্বতঃ গ্রহণ যোগ্য হয় না, কারণ তাহাতে সংশয়ের অনুপপত্তি দেখা যায়; অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ যাহা প্রমাত্ব, তাহা তাদৃশ বিশেষ্যকতাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যক প্রকারকত্ব তাহা নিজ বা স্ব জ্ঞান হইতে গ্রাহ্য নহে; কিন্তু পরতঃ গ্রাহ্য অর্থাৎ অনুমানদি প্রমাণ দ্বারা গ্রাহ্য।

তাহার স্বতঃ গ্রাহ্যত্ব স্বীকার করিলে সংশয়ানুপপত্তি দোষ হইবে। প্রমাণ যদি স্বতঃ গ্রহনীয় হয় তাহা হইলে প্রথম জল জ্ঞানের উত্তর কালে দূর হইতে জল অবলোকন করিলে পরে "জল জ্ঞান প্রমা অথবা অপ্রমা" এই প্রকার অনুভবসিদ্ধ প্রমাত্বসংশয়ের উপপত্তি হয় না; যে হেতু অনুব্যবসায় জ্ঞানেরদ্বারা প্রামাণ্যের নিশ্চয় করা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞান প্রামাণ্য অনুমান করিবার যোগ্য ইহাই অর্থ। যেমন প্রথমতঃ 'ইহা ঘট' এই প্রকার জ্ঞান হয়; তদনন্তর 'জ্ঞান জ্ঞানত্বে' এই প্রকার নির্বিকল্পক জ্ঞান হয়,

উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন গ্রাহয়তি—

॥ওঁ॥ আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ওঁ॥ ২।১।৮।২৮॥

তথাচ--দূরাৎ প্রত্যক্ষেণ ইন্দ্রিয়েণ জলাদি জ্ঞানে জাতে তত্র স্বত এব যথার্থ জ্ঞানত্বরূপ প্রামাণ্যমবধার্য্য জলার্থী প্রবর্ত্ততে, জ্ঞানগ্রহে তদ্‌গত প্রামাণ্যস্যাপি গ্রহাৎ প্রমাতৃস্য স্বতস্ত্বমুপপদ্যতে ইতি।

তস্মাৎ প্রমাত্বং স্বতস্ত্বমিতি ভাবঃ। বেদস্য শ্রীভগবদ্‌রূপত্বাৎ তস্য পরমস্বতস্ত্বমিতি সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্রসিদ্ধান্তম্। তথাচ শ্রীভাগবতে—৬।১।৪০ বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুমঃ॥ তথাহি শ্রীমদাচার্য্যচরণাঃ—শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে—১ অনাদিসিদ্ধ সর্ব্বপুরুষ পরম্পরাসু সর্ব্বলৌকিক-অলৌকিক জ্ঞান নিদানত্বাদ্ অপ্রাকৃত বচনলক্ষণ বেদ এবাস্মাকং প্রমাণমিতি। তস্মাৎ শ্রুতিশব্দং স্বতঃ প্রমাণমিতি ॥২৭॥

অথ অচিন্ত্যশক্তিযুক্তস্য পরব্রহ্মণো মাহাত্ম্যং শব্দমাত্রৈক গম্যমিতি প্রতিপাদয়ন্তি উক্তমিতি। শ্রীভগবদ্‌বিষয় প্রমাণানাং বেদশব্দমূলত্বমর্থং দৃষ্টান্তেন গ্রাহয়তীতি। তথাচ শ্রীগোপালতাপন্যাং—পূ-১ "নমো বেদান্তবেদ্যায়" ইতি।

অনন্তর 'আমি ঘট জানি' এই প্রকার অনুব্যবসায় জ্ঞান হয় তদনন্তর অনুব্যবসায়ের নষ্ট হেতু পুনরায় "এই ঘট' এই প্রকার ব্যবসায় হয়, অতঃ পর "আমি ঘট জানি" এই প্রকার অনুব্যবসায় জ্ঞান হয়, তাহার দ্বারা প্রামাণ্য গ্রহণ করা হয়।

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে আমরা বলিব—আপনারা এই শঙ্কা করিতে পারেন না ; যে হেতু প্রামাণ্য বিষয়ে স্বতস্ত্ব অর্থাৎ যাবৎ স্বাশ্রয় বিষয়ক জ্ঞান গ্রাহ্যত্ব ; যেমন—দূর হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষরূপে জলাদির জ্ঞান জাত হইলে পরে তাহাতে স্বতই যথার্থ জ্ঞানত্ব রূপ প্রামাণ্য অবধারণ করিয়া জলার্থী জল আনয়নে প্রবর্ত্তিত হয়, এই স্থলে জ্ঞানের গ্রহণ কালে জ্ঞানগত প্রামাণ্যেরও গ্রহণ হেতু প্রমার স্বতঃ গ্রহণ যুক্তি সঙ্গত হয়।

সুতরাং প্রমাত্ব স্বতঃ গ্রাহ্যত্ব ইহাই ভাবার্থ। অতএব বেদশাস্ত্র শ্রীভগবানের স্বরূপ হওয়া হেতু তাহা পরম স্বতঃ গ্রাহ্য' ইহাই সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—বেদশাস্ত্র সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ স্বরূপ এবং স্বয়ম্ভূ আমরা ইহাই শ্রবণ করিয়াছি। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীমদাচার্যদেব বর্ণনা করিয়াছেন অনাদি সিদ্ধ সর্বপুরুষ পরম্পরায় সর্ব প্রকার লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের আদিকারণ হেতু অপ্রাকৃতবচন লক্ষণ বেদশাস্ত্রই আমাদের প্রমাণ। অতএব শ্রুতিশব্দই স্বতঃ প্রমাণ ইহাই সিদ্ধ হইল ॥২৭॥

অতঃপর অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের মাহাত্ম্য একমাত্র শব্দের দ্বারাই জান যায় তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—উক্ত' ইত্যাদি। পূর্ব্বকথিত অর্থ দৃষ্টান্তের দ্বারা গ্রহণ করাইতেছেন ;

যথা কল্পদ্রুমচিন্তামণ্যাদেরীশ্বর বিভূতিভূতস্যাচিন্ত্যশক্তি মাত্র সিদ্ধা হস্ত্যশ্বাদয়ো বিচিত্রাঃ সৃষ্টয়ো ভবন্তীতি শব্দাৎ প্রতীত্য শ্রদ্ধীয়তে, এবমাত্মনশ্চ সর্ব্বেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ দেব-নর-তির্য্য-

---

শ্রীগীতাসু চ—১৫।১৫ "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" ইতি। নন্থ শ্রীভগবানচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বং সৃজতীতি কেন দৃষ্টান্তেন জ্ঞায়তে? ইতি চেৎ সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ আত্মনীতি। যথা কল্পদ্রুমাদেরচিন্ত্যশক্ত্যা হস্ত্যাদিবিচিত্র ভোগসাধনাদি চ ভবতি; তথা আত্মনি পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে বিচিত্রাঃ চ শক্তয়ঃ সন্তীতি" হি' তস্মাৎ ততঃ বিবিধাঃ সৃষ্টীঃ চ ভবন্তীতি সূত্রার্থঃ। কল্পদ্রুম ইতি—অমরে - ১।১।৫০ পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ। সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনম্॥ এতে খলু কল্পবৃক্ষাঃ সর্ব্বেষাং মনোবাসনাং পূরয়ন্তি।

তত্র পারিজাতমধিকৃত্য-শ্রীভাগবতে ৮।৮৬, ততোঽভবৎ পারিজাতঃ সুরলোকবিভূষণম্। পূরয়ত্যর্থিনো যোঽর্থৈঃ শশ্বদ্ভুবি যথা ভবান্॥ ইতি। তথাচ শ্রীপঞ্চমে—১৬।২৪, এবং কুমুদনিরূঢ়ো

অর্থাৎ শ্রীভগবদ্‌বিষয়ক প্রমাণ সকলের বেদমূলত্ব অর্থ দৃষ্টান্তের দ্বারা গ্রহণ করাইতেছেন। এইবিষয়ে শ্রীগোপালতাপনী বর্ণনা করিয়াছেন বেদান্তবেদ্য শ্রীগোপালকে নমস্কার করি: শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—ঋগাদি বেদ সকলের দ্বারা আমি জানিবার যোগ্য। যদি বলেন—শ্রীভগবান্ অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা সকল সৃষ্টি করেন তাহা কোন দৃষ্টান্তের দ্বারা জানা যায়? তদুত্তরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন —'আত্মনি' ইত্যাদি।

আত্মাতে বিচিত্র শক্তি বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ যে প্রকার কল্পদ্রুমাদির অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বিচিত্র ভোগ সাধনাদি হয়, সেই প্রকার আত্মাতে অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে বিচিত্র শক্তি সকল বিদ্যমান আছে; সুতরাং তাঁহা হইতে বিবিধ সৃষ্টি হয় ইহাই সূত্রার্থ। যে প্রকার কল্পদ্রুম চিন্তামণি প্রভৃতি শ্রীভগবানের বিভূতি সকলের অচিন্ত্যশক্তি মাত্রে সিদ্ধ হস্তী অশ্বাদি বিচিত্র সৃষ্টি হয়; ইহা আপনারা শব্দের দ্বারা প্রতীতি করিয়া শ্রদ্ধা করেন; সেই প্রকার আত্মস্বরূপ সর্ব্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর দেবতা মানব তির্য্যগাদি সৃষ্টি অচিন্ত্যশক্তি মাত্র সিদ্ধ হয়। এই শ্রীভগবৎ সৃষ্টিও শ্রুতি শব্দের দ্বারা প্রতীতি করতঃ শ্রদ্ধা করুন।

অর্থাৎ কল্পদ্রুম বিষয়ে অমরকোষে কথিত আছে – মন্দার পারিজাত সন্তান কল্পবৃক্ষ ও হরি চন্দন এই পাঁচটি কল্পবৃক্ষ; এই কল্পবৃক্ষগুলি সকল মানবগণের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। তন্মধ্যে পারিজাত কল্পবৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে তদনন্তর দেবলোক বিভূষণ পারিজাত কল্পবৃক্ষ উদ্‌ভব হইল, যে বৃক্ষ যাচকগণের মনোকামনা বিবিধ বস্তুর দ্বারা পূর্ণ করে, যে প্রকার আপনি। পঞ্চম স্কন্ধে বর্ণিত আছে—এই প্রকার কুমুদ পর্বতোপরি যে শতবল্‌শ নামক বটবৃক্ষ আছে তাহার স্কন্ধ সকল হইতে নিম্নগামী নদী সকল জাত হয়, তাহা হইতে দুগ্ধ দধি মধু গুড় অন্নাদি এবং বস্ত্রশয্যা আসন

গাদয়ঃ তথাভূতা ভবেয়ুরিতি তস্মাদেব শব্দেয়ম্। অচিন্ত্যবস্তুস্বভাবস্য তদেকগম্যত্বাৎ। তত্র যথা কৃৎস্নেন স্বরূপেণ সৃজ্যন্তে স্বরূপাংশেন বা ব্যবস্থয়ারেতি যুক্তের্নাবকাশঃ, তথা প্রকৃতেঽপীতি, তস্মাদ্ যথাশ্রুতমেব স্বীকার্য্যম্। সপ্তম্যন্তনির্দ্দেশঃ কার্য্যাধারত্ববিবক্ষয়া। দার্ষ্টান্তিকে কৈমুত্যদ্যোতনায় পরঃ 'চ' শব্দঃ। হি শব্দেন পুরাণাদি প্রসিদ্ধিঃ সূচ্যতে।

যঃ শতবল্‌শা নাম বটস্তস্য স্কন্ধেভ্যো নীচীনাঃ পয়ো-দধি-মধু ঘৃত-গুড়ান্নাদি-অম্বর শয্যাসনাভরণাদয়ঃ সর্ব্ব এব কামদুঘা নদাঃ কুমুদাগ্রাৎ পতন্তঃ তমুত্তরেণেলাবৃতমুপযোজয়ন্তি" ইতি। ইতি শ্রীভগবদ্ বিভূতীনাং কল্পদ্রুমাদীনামেবং প্রভাবশ্চেৎ, সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য জগদাদিসৃজনে কিমাশ্চর্য্যম্॥ তথাভূতাঃ' ইতি –

অচিন্ত্যশক্তিমাত্রসিদ্ধা বিচিত্রাঃ সৃষ্টয় ইত্যর্থঃ, তস্মাদেব' ইতি - অপ্রাকৃতবচন লক্ষণস্বতঃ প্রমাণ স্বরূপ বেদশব্দাদেব ইতি। তদেকগম্যত্বাৎ – বেদলক্ষণ শব্দমাত্র বোধ্যত্বাদিত্যর্থঃ। ব্যবস্থয়া বা' ইতি—কচিৎ কৃৎস্নেন স্বরূপেণ সৃজন্তে, কচিত্তু স্বরূপাংশেন সৃজন্তে ইত্যর্থঃ। তত্র' ইতি দৃষ্টান্তম্। প্রকৃতেঽপীতি দার্ষ্টান্তিকম্।

অলঙ্কারাদি উপলব্ধ হয় ; এইরূপ কামনা পূর্ণ কারী নদ সকল কুমুদ পর্বতের শিখর হইতে পতিত হইয়া উত্তর দিকের ইলাবৃতবর্ষে প্রবাহিত হয়। সুতরাং শ্রীভগবানের বিভূতিস্বরূপ কল্পবৃক্ষাদির যদি এইপ্রকার প্রভাব হয়, তাহা হইলে সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের জগৎ সৃষ্টি বিষয়ের কিছু আশ্চর্য্যের আছে কি ?

যেহেতু অচিন্ত্যস্বভাব বস্তু শ্রীগোবিন্দদেবের মহিমা বেদ লক্ষণ শব্দমাত্রের দ্বারাই বোধ হয়। তন্মধ্যে কল্পবৃক্ষ সম্পূর্ণ স্বরূপের দ্বারা তুচ্ছ অলঙ্কারাদি সৃষ্টি করে, অথবা স্বরূপাংশের দ্বারা, কিম্বা ব্যবস্থার দ্বারা, অর্থাৎ কদাচিৎ সম্পূর্ণ স্বরূপের দ্বারা সৃষ্টি করে কখনও স্বরূপাংশের দ্বারা সৃষ্টি করে এইরূপ যুক্তির অবকাশ নাই : সেই প্রকার প্রকৃতেও। "তত্র" এইটি দৃষ্টান্ত : প্রকৃতেও" এইটি দার্ষ্টান্তিক : অর্থাৎ অচিন্ত্যশক্তিমান সর্ব্বকর্ত্তা সর্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব এই বিচিত্র ভোগায়াতন জগৎ সম্পূর্ণস্বরূপের দ্বারা সৃষ্টি করেন, অথবা স্বরূপাংশের দ্বারা সৃষ্টি করেন, কিম্বা ব্যবস্থার দ্বারা সৃষ্টি করেন ইত্যাদি তর্কের সর্বথা অভাব ইহাই অর্থ।

অনন্তর এই প্রকরণের সঙ্গতি প্রদর্শন করিতেছেন—তস্মাদিত্যাদি। সুতরাং যথাশ্রুত অর্থাৎ বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করার শক্তি শ্রীগোবিন্দদেবের বিদ্যমান আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

শঙ্কা—আমাদের আশঙ্কা এই যে - সূত্রকার শ্রীব্যাসদেব সূত্রে "আত্মনি" এইপ্রকার সপ্তম্যন্ত পদ নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ ভাষ্যকারাচার্য্য প্রভুপাদ "এবমাত্মন" এইরূপ কি প্রকারে ষষ্ঠ্যন্ত নির্দিষ্ট করিয়াছেন ?

তস্মাদ্ব্রহ্ম কর্ত্তৃত্ব পক্ষঃ শ্রেয়ান্ ॥২৮॥

তথাচ অচিন্ত্যশক্তিমান্ সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ' ইদং বিচিত্র ভোগায়তনং জগৎ কৃৎস্নেন স্বরূপেণ সৃজতি, উতঃ স্বরূপাংশেন অথবা ব্যবস্থয়া সৃজতীতি তর্কস্য সর্ব্বথা অবকাশাভাব ইত্যর্থঃ। অথ সঙ্গতি প্রকার মাহুঃ—তস্মাদিতি। ননু শ্রীসূত্রকারঃ "আত্মনি" ইতি সপ্তম্যন্তনির্দ্দেশঃ কৃতঃ; শ্রীমদ্ ভাষ্যকারাচার্য্যপাদাস্তু "এবমাত্মনঃ" ইতি কথং ষষ্ঠ্যন্তং নির্দ্দিষ্টম্? ইতি চেৎ—তত্রাহুঃ—সপ্তম্যন্ত ইতি। কার্য্যাধারারত্ব' ইতি কল্পদ্রুমাদিঃ স্বকার্য্যং অন্নপানাদিকং সৃষ্ট্বা স্বস্মিন্ ধারণং ন করোতি; কিন্তু সর্ব্বাধারঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্তু সর্ব্বান্ সৃষ্ট্বা তান্ স্বয়ং স্বস্মিন্ ধারয়তি ইতি বিবক্ষয়া সপ্তম্যন্তনির্দ্দেশঃ।

ননু সূত্রে 'চ'কারদ্বয়মবলোক্যতে: তৎ কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—দার্ষ্টান্তিকে" ইতি। দৃষ্টান্তোঽত্র চিন্তামণিঃ কল্পবৃক্ষশ্চ; দার্ষ্টান্তিকস্তু—অবিচিন্ত্যশক্তিমান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ; অত্র দার্ষ্টান্তিকে পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে কৈমুত্যদ্যোতনায়; যদি প্রাকৃতে চিন্তামণি দেববৃক্ষাদৌ বিচিত্রসৃষ্টিশক্তিরস্তি তদা সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ে শ্রীগোবিন্দদেবে তাদৃশী শক্তিরস্ত্যেব ইতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ; ইতি বোধনার্থং সূত্রে পরশ্চ শব্দ; ইদং 'চ' কারস্তু দ্যোতকাব্যয়মিতি।

সমাধান এই আশঙ্কায় সমাধান করিতেছেন—সপ্তম্যন্ত ইতি। সূত্রে যে সপ্তম্যন্তপদ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা কার্য্যের আধারত্ব বোধ করাইবার ইচ্ছাই জানিতে হইবে। অর্থাৎ কল্পবৃক্ষাদি নিজ কার্য্য স্বরূপ অন্নপানাদি সকল সৃষ্টি করিয়া নিজের মধ্যে ধারন করেন না; কিন্তু সর্বধার শ্রীগোবিন্দদেব জগদাদি সকল সৃষ্টি করিয়া সেই সকলকে নিজে ধারণ করেন এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করিবার ইচ্ছায় সপ্তম্যন্ত পদের নির্দেশ করিয়াছেন।

যদি বলেন—সূত্রের মধ্যে দুইটি 'চ' কার অবলোকন করা যায়; তাহা কি নিমিত্ত? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—দার্ষ্টান্তিকে ইত্যাদি। দার্ষ্টান্তিকে কৈমুত্য প্রকাশের নিমিত্ত পরের 'চ' শব্দ প্রদান করিয়াছেন। এই স্থলে দৃষ্টান্ত—চিন্তামণি এবং কল্পবৃক্ষ। দার্ষ্টান্তিক—অচিন্ত্যশক্তিমান শ্রীগোবিন্দদেব। সুতরাং দার্ষ্টান্তিকে—পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে কৈমুত্য দ্যোতনের নিমিত্ত; অর্থাৎ যদি প্রাকৃত চিন্তামণি কল্পবৃক্ষাদিতে বিচিত্র সৃষ্টিশক্তি আছে, তবে সর্বাশ্চর্য্যময় শ্রীগোবিন্দদেবে সেই প্রকার সৃষ্টিশক্তি অবশ্যই আছে, ইহা কি বলিতে হইবে? এই প্রকার বোধের নিমিত্ত পরের 'চ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

এই 'চ' কারটি দ্যোতকাব্যয় জানিতে হইবে। যদি বলেন—সূত্রস্থ 'হি' শব্দের প্রয়োজন কি? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—হি শব্দের দ্বারা ইত্যাদি। হি শব্দের দ্বারা পুরাণাদি প্রসিদ্ধি অর্থাৎ পুরাণাদি শাস্ত্রেও শ্রীগোবিন্দদেবের অচিন্ত্যশক্তিমত্ত্ব এবং সর্বকর্তৃত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত আছে—হে তাপসশ্রেষ্ঠ। ভাবপদার্থ সকলের শক্তি অচিন্ত্যজ্ঞানের গোচর বা বিষয় হয়,

স এবোপাদেয় ইত্যাহ—

॥ওঁ॥ স্বপক্ষে দোষাচ্চ ॥ওঁ॥ ২।১।৮।২৯॥

স্বস্য তব জীবকর্ত্তৃত্ববাদিনঃ পক্ষে কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদেদোষস্য সত্ত্বাৎ, ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষে

নন্থ "হি" শব্দস্য কিং প্রয়োজনমিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—'হি শব্দেন' ইতি। তথাচ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ১।৩।২—'শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্য জ্ঞান গোচরাঃ। যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ। ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ! পাবকস্য যথোষ্ণতা॥ শ্রীগীতাসু চ ৯।৪।৫, ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ন চ মৎ স্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ শ্রীদশমে শ্রীভগবান্—৪৭।৩০ আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং সৃজে হন্ম্যনুপালয়ে। আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা॥

তস্মাৎ ব্রহ্মকর্ত্তৃপক্ষঃ শ্রেয়ান্ ইতি;
সর্ব্বেষাং মঙ্গলপ্রদ ইত্যর্থঃ॥ ॥২৮॥

অথ পূর্ব্বাধ্যায়ে—"আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (১।৪।৭।২৬) তথা "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" (১।৪।৭।২৩) এবং "যোনিশ্চ হি গীয়তে" (১।৪।৭।২৭) ইতি পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য জগন্নিমিত্তোপাদান কারণত্বং নিরূপিতম্। অথ জীবকর্ত্তৃত্ববাদ নিরাকরণেঽপি তদেব স্মারয়ন্তি—স এব ইতি।

সুতরাং অগ্নির দাহিকা শক্তির সমান পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে সৃষ্ট্যাদি সমর্থরূপ অচিন্ত্যশক্তি সকল বিদ্যমান আছে।

শ্রীগীতায় বর্ণনা করিয়াছেন— হে পার্থ! আমি অব্যক্ত মূর্ত্তির দ্বারা সকল ব্যাপ্ত করিয়াছি, ভূত সকল আমাতেই অবস্থান করিতেছে, কিন্তু ভূত সকলে আমি অবস্থান করি নাই, ঐ ভূতসকল আমার স্থানের যোগ্যও নহে, ইহাই আমার ঐশ্বরীক যোগ বা অচিন্ত্য শক্তি। শ্রীদশমে বর্ণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমি নিজ মায়া দ্বারা ভূত ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদি হইয়া তাহাদের আশ্রয় হই; এবং স্বয়ং নিমিত্ত কারণ হইয়া নিজেই নিজেকে রচনা করি এবং সংহারও করিয়া থাকি। সুতরাং ব্রহ্মকর্ত্তৃপক্ষ শ্রেয়, অর্থাৎ সকলের পরম মঙ্গল প্রদানকারী ইহাই সারার্থ॥২৮॥

পূর্বে সমন্বয়াধ্যায়ে—পরব্রহ্মই কর্ত্তৃভূত এবং কর্মভূত, তিনি প্রকৃতিও প্রতিজ্ঞাও দৃষ্টান্তহেতু" এবং সেই ব্রহ্মই যোনি অর্থাৎ নিমিত্ত এবং উপাদান এই উভয়বিধ কারণ" এই প্রকার শ্রীগোবিন্দদেবের জগন্নিমিত্তোপাদান কারণতা নিরূপণ করা হইয়াছে। অনন্তর জীবকর্ত্তৃত্ববাদ নিরাকরণ প্রসঙ্গেও তাহাই স্মরণ করাইতেছেন তিনিই ইত্যাদি। সেই শ্রীগোবিন্দদেবই জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা এই সিদ্ধান্তই উপাদেয় অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য; জীবকর্ত্তৃবাদ নহে।

তস্য নিরস্তত্বাৎ ॥২৯॥

৯॥ সর্ব্বোপেতাধিকরণম্

অথ বিধান্তরৈরাশঙ্ক্য সমাদধাতি আবৈষম্যাধিকরণাৎ। ব্রহ্মণঃ কর্ত্তৃত্বং যুজ্যতে? নবেতি সংশয়ে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ০ ২।১।১) "সদেব সৌম্যেদম্" (ছা০ ৬।২।১) "আত্মা বা ইদম্" (ঐ০ ১।১।১) ইত্যাদিষু শক্ত্যশ্রবণান্ন যুজ্যতে।

অথ জীবকর্ত্তৃত্ববাদিনঃ পক্ষে দোষং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—স্বপক্ষে" ইতি। স্বপক্ষে—জীবকর্ত্তৃত্ব বাদিনাং জগৎ কর্ত্তৃত্ববাদং যৎ স্বপক্ষং তস্মিন্ পক্ষে দোষাৎ—কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ, নিরবয়ব শব্দব্যাকোপদোষদ্বয়যুক্তাৎ জীব কর্ত্তৃত্ববাদো ন যুক্ত ইতি। ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্। ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষে তস্য দোষদ্বয়স্য শ্রুতি-যুক্তিভ্যাং নিরস্তত্বাৎ জীবকর্ত্তৃত্ববাদং দোষদুষ্টমিতি ॥২৯॥

ইতি শব্দমূলাধিকরণং অষ্টমং সম্পূর্ণম্ ॥৮॥

৯॥ সর্ব্বোপেতাধিকরণম্।

সর্ব্বশক্তিসমাযুক্তং ভগবাঞ্শ্যামসুন্দরম্।
সর্ব্বোপেতা চ' সূত্রেণ বদতি বাদরায়ণঃ ॥

পূর্ব্বস্মিন্ অধিকরণে শ্রীভগবতো জগৎকর্ত্তৃত্বং সাধিতম্; তৎ সাধন প্রকারং ন যুক্তিসঙ্গতম্; কুতঃ? বিশ্বকর্ত্তুঃ পরব্রহ্মণঃ তদুপযোগিশক্তিবিরহাদিতি শঙ্কাং নিরশয়িতুং সর্ব্বোপেতাধিকরনারম্ভঃ'

অতঃপর জীবকর্ত্তৃত্ববাদিগণের সিদ্ধান্ত পক্ষে দোষ প্রতিপাদন করিতেছেন ভগবান শ্রীভাষ্যকার—স্বপক্ষে দোষ হেতু। অর্থাৎ জীবকর্ত্তৃত্ববাদিগণের জগৎকর্ত্তৃত্ববাদরূপ যে স্বপক্ষ সেই স্বপক্ষে দোষহেতু, অর্থাৎ কৃৎস্ন প্রসক্তি, নিরবয়ব শব্দব্যাকোপরূপ দোষদ্বয় যুক্ত হেতু, জীবকর্ত্তৃবাদ যুক্তি সঙ্গত নহে। নিজের অর্থাৎ জীবকর্ত্তৃত্ববাদির পক্ষে কৃৎস্নপ্রসক্তি প্রভৃতি দোষের সম্ভাবহেতু জীবকর্ত্তৃত্ববাদ দোষদুষ্ট; ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ব পক্ষে সেই দোষের সম্ভব হয় না, কারণ শ্রুতি যুক্তির দ্বারা তাহা নিরাস করা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্বপক্ষে সেই দোষ দুইটির শ্রুতি প্রমাণ এবং যুক্তির দ্বারা নিরসন করা হেতু, জীবের জগৎকর্ত্তৃত্ববাদ দোষদুষ্ট ইহাই এই অধিকরণের সারার্থ ॥২৯॥

এইপ্রকার শব্দমূলাধিকরণ নামক অষ্টম অধিকরণ সম্পূর্ণ হইল ॥৮॥

৯॥ সর্বোপেতাধিকরণের ব্যাখ্যা।

স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্যামসুন্দর সর্বশক্তি সমাযুক্ত, তাহা সূত্রকার
শ্রীবাদরায়ণ 'সর্বোপেতা' এই সূত্রের দ্বারা বলিতেছেন ॥

পূর্ব অধিকরণে শ্রীভগবানের জগৎ কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে; সেই প্রতিপাদন প্রকার যুক্তি সঙ্গত নহে; যে হেতু বিশ্বকর্ত্তা পরব্রহ্মের সৃষ্টির উপযোগী শক্তির সর্বথা অভাব বিদ্যমান আছে;

শক্তিমানেব হি তক্ষাদিবিচিত্র কার্য্যায় ক্ষমো বীক্ষতে, নাশক্তিমানিতি প্রাপ্তে –

ইত্যাধিকরণসঙ্গতিঃ।

অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য জগৎকর্তৃত্বে বিধান্তরৈরাশঙ্ক্য বৈষম্যাধিকরণং (২।১।১২।৩৪) যাবৎ সমাধানমাহুঃ—অথ' ইতি।

বিষয় ঃ— অথ সর্ব্বোপেতাধিকরণস্য বিষয় বাক্য সংগ্রহঃ—তথাচ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি—৬।১৬ "স বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিদাত্মাযোনিঃ" তৈত্তিরীয়কে চ—২।১।৩ "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ" "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ২।৭।১, শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপি—২।৭।৪০ স চ বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম যতঃ সর্ব্বমিদং জগৎ। জগচ্চ যো যতশ্চেদং যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যতি॥ শ্রীভাগবতে চ—১০।১৬।৪১ বিশ্বায় তদুপদ্রষ্ট্রে তৎ কর্ত্রে বিশ্বহেতবে॥ ইতি বিষয়বাক্য সংগ্রহঃ।

সংশয় ঃ অথ এতদধিকরণস্য সংশয় বাক্যমাহুঃ—ব্রহ্মণঃ" ইতি। স্পষ্টম্। ইতি।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ—ইত্যেবং বিষয়বাক্যে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—সত্যমিতি। অথ ব্রহ্মণঃ কর্তৃত্বাভাব প্রতিপাদকং শ্রুতিবাক্যমুদাহরন্তি—সত্যমিত্যাদি শ্রুতিবাক্যত্রয়েণ ব্রহ্মণঃ শক্ত্যভাবং প্রতিপাদয়ন্তি—ইত্যাদিষু" ইতি। শক্তিমানিতি—স্পষ্টম্।

এই আশঙ্কা নিরসণ করিবার নিমিত্ত' সর্বোপেতা অধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন' ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি

অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেবের জগৎ কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকারান্তরে আশঙ্কা করিয়া বৈষম্যাধিকরণ যাবৎ সমাধান করিতেছেন।

বিষয়—অথ সর্বোপেতা অধিকরণের বিষয়বাক্য সংগ্রহ এই প্রকার শ্বেতাশ্বতেরোপনিষদে বর্ণিত আছে—সেই আত্মযোনি ব্রহ্ম বিশ্বের কর্ত্তা ও বিশ্বের জ্ঞাতা। তৈত্তিরীয়কে বর্ণিত আছে—সেই আত্ম স্বরূপ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে আকাশ জাত হয়। তিনি নিজেকে জগৎরূপে পরিণত করেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণনা করিয়াছেন - সেই বিষ্ণু পরংব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব, যাহা হইতে এই সম্পূর্ণ জগৎ সৃষ্টি হয় প্রলয়কালে যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে হে প্রভু! আপনি বিশ্ব বিশ্বের দ্রষ্টা, কর্ত্তা ও বিশ্বের হেতু আপনাকে নমস্কার। এই প্রকার বিষয় বাক্য সংগ্রহ।

সংশয় - অনন্তর এই অধিকরণের সংশয় বাক্য বলিতেছেন—ব্রহ্মণঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ পরব্রহ্মের জগৎ কর্তৃত্ব সিদ্ধান্ত যুক্তি সঙ্গত? অথবা যুক্তি সঙ্গত নহে? এই প্রকার সন্দেহ বাক্য।

পূর্বপক্ষ – এই প্রকার বিষয়বাক্যে সন্দেহের অবতারণা করিতেছেন—সত্য" ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্রহ্মের কর্তৃত্বাভাব প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য উদ্ধরণ করিতেছেন - ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত স্বরূপ হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্বে সৎ ব্রহ্মই একমাত্র ছিল। কেবলমাত্র এই আত্মাই আছে। এই প্রকার শ্রুতি বাক্যত্রয়ের দ্বারা ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদি করিবার শক্তির অভাব প্রতিপাদন করিতেছেন।

॥ওঁ॥ সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥ওঁ॥ ২।১।৯।৩০॥

'চ' শব্দোঽবধারণে। সর্ব্বাসাং শক্তীনামুপেতা প্রাপ্তাঽসাবাত্মা। তৃচ্ প্রত্যয়ঃ। সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট এব পারমাত্মা। কুতঃ? তদ্দর্শনাৎ।

সিদ্ধান্ত ঃ—তস্মাৎ শক্তিমতে এব কার্য্যক্ষমো বীক্ষণাৎ সর্ব্ববিধ শক্তিরহিতস্য ব্রহ্মণঃ জগন্নির্ম্মাণসামর্থ্যং নাস্তীতি প্রাপ্তে শ্রীভগবতঃ সর্ব্বশক্ত্যাশ্রয়ত্ব সিদ্ধান্তং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—সর্ব্বোপেতা" ইতি। সর্ব্বাসাং শক্তীনাং উপেতা প্রাপ্তা এব অসৌ পরমেশ্বরঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ; কুতঃ? তদ্দর্শনাৎ—শাস্ত্রেষু তথৈব প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ। তাঃ শক্তয়শ্চ - ছান্দোগ্যে—৮।২।৫ অপহত পপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" অপিচ তত্রৈব - ৩।১৪।২ "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" মুণ্ডকেচ ১;১।৯ "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইতি। অবধারণে ইতি—শ্রুতিশাস্ত্র প্রমাণেনাবধারণং করণীয়মিতি। অবধারণং—তদভাবাপ্রকারকং তৎ প্রকারকং জ্ঞানম্; নির্ণয়াত্মকস্যার্থস্যাবধারণমিত্যর্থঃ।

সুতরাং শক্তি প্রতিপাদক বাক্যের অভাবহেতু ব্রহ্মের জগৎ সৃষ্টি যুক্তি সঙ্গত নহে। যেমন লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায় শক্তিমান তক্ষা (কাষ্ঠশিল্পী) বিচিত্র কার্য্যে সক্ষম, অর্থাৎ নানাবিধ গৃহ পালঙ্কাদি নির্মাণের সমর্থ হয়। কিন্তু শক্তিহীন কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সর্ব প্রকার শক্তিহীন ব্রহ্ম জগৎ স্রষ্টা নহেন।

সিদ্ধান্ত—যে হেতু শক্তিমানেরই সকল কার্য্যে সামর্থ্য দেখা যায় অতএব সর্বপ্রকার শক্তিশূন্য ব্রহ্মের ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণের সামর্থ্য নাই" এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে শ্রীভগবানের সর্বশক্তির আশ্রয়ত্ব রূপ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতেছেন ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সর্বোপেতা" ইত্যাদি। এই পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব সমস্ত শক্তিকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা কি প্রকারে জানা যায়? দর্শন হেতু; অর্থাৎ শ্রুতি শাস্ত্রসকলে সেই প্রকার প্রতিপাদন হেতু ইহাই অর্থ। সেই শক্তি সকলের কথা ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে - যেমন—তিনি অপহত পাপ্মা, জরাশূন্য, মৃত্যু শোক, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা রহিত; এবং সত্য কাম ও সত্য সঙ্কল্প। পুনঃ—তিনি সর্বকর্ম করিতে সমর্থ, সর্বকাম, সর্বগন্ধ ও সর্বরস পরিপূর্ণ। মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত আছে—যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, এই প্রকার শক্তিপরিপূর্ণ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব। সূত্রে যে 'চ'কার আছে তাহার অর্থ অবধারণ করা, অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা অবধারণ করা কর্ত্তব্য। তাহার অভাবের প্রকার রহিত, তৎ তৎপ্রকার বিশিষ্ট জ্ঞানকে অবধারণ বলে; অর্থাৎ নির্ণয়াত্মক জ্ঞানের অবধারণ করা ইহাই অর্থ।

এই আত্মা সকল শক্তির উপেতা অর্থাৎ প্রাপ্ত, উপেতার অর্থ প্রাপ্ত; উপেতা—উপ" পদটি উপসর্গ, এই উপসর্গের পরে 'ইন্' ধাতুর অর্থ গমন করা, এই ধাতুর পরে 'তৃচ্' প্রত্যয় হইয়াছে, (উপেতৃ

"দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" (শ্বে৽ ১।৩)

সর্ব্বোপেতা—ইতি, উপেতা-উপ' উপসর্গাদুত্তরে ইন্ গতৌ ইতি ধাতোরুত্তরে 'তৃচ্' প্রত্যয়ঃ। তথাহি শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণে—৫।১৯৪, "ণক-তৃণৌ" ইতি তথাচ—এতীতি—উপেতা। নমু অচ্যুতাভ—বিষ্ণুনিষ্ঠা-অধোক্ষজাভ খলার্থ্যব্যয়োরামান্ত তৃণাং যোগে ন ষষ্ঠী" (হরি৽ না ব্যা৽—৪।৪১,) ইতি ষষ্ঠীনিষেধাৎ কথং "সর্ব্বাসাম্" ইতি ষষ্ঠী ? ইতি চেৎ তত্রাহুঃ—সর্ব্বাসামিতি—ষষ্ঠীকৃষ্ণপুরুষঃ সমাসঃ। তথাচ—"ষষ্ঠী" (৮২) "পরপদেন" (৬৮৩) ইতি সমাস সূত্রম্। এবং সর্ব্বশক্তি বিশিষ্ট এব পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দদেব ইতি। এবং কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ।

শ্রুতয়ঃ সর্ব্বশক্তিযুক্তং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবং প্রতিপাদয়ন্তি—অত্র শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি—দেব ইতি। দেবঃ—দিব্যপরিকরপরিবেষ্টিত নিত্য গোপাললীলঃ। তথাহি—শ্রীগোপালতাপন্যাম্—পৃ৽ ৬১ ; তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ" ইতি। শ্রীকৃষ্ণস্য স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াং আত্মশক্তিমিতি ; স্বগুণৈঃ স্বরূপশক্তিভূতানাং শ্রীনন্দব্রজগোপিকানাং যে লীলা বিলাস বিভ্রমাদি কিলকিঞ্চিতাদয়ো গুণাঃ, তৈঃ নিগূঢ়াং পরিবৃতাং, আত্মশক্তিম্ ; হ্লাদিনীশক্তিমিত্যর্থঃ। তথাচ হ্লাদিনীশক্তি পরিশোভিতং শ্রীগোবিন্দদেবং শ্রীভক্তিযোগেন যোগী পশ্যতীত্যর্থঃ। য একঃ ইতি। য একঃ সর্ব্বজ্ঞঃ

শব্দ ? এই বিষয়ে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের অনুশাসন এইরূপ—কর্ত্তরি বাচ্যে ণক ও তৃণ প্রত্যয় হয়, এতীতি উপেতা। অতঃপর "সর্ব্বাসাং" এই ষষ্ঠী বিভক্তির বিচার করিতেছেন—নন্বু" ইত্যাদি।

শঙ্কা—এইস্থলে আমাদের আশঙ্কা এই যে—অচ্যুতাভ, বিষ্ণুনিষ্ঠা, অধোক্ষজাভ, খলার্থ অব্যয় উরামান্ত এবং তৃণ প্রত্যয়যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় না ; সুতরাং তৃণ প্রত্যয়যোগে ষষ্ঠীনিষেধ হেতু "সর্ব্বাসাম্" এইস্থলে কি প্রকারে ষষ্ঠী হইল ?

সমাধান—এই শঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন—সর্ব্বাসাম্ এই পদটি ষষ্ঠী কৃষ্ণ পুরুষ সমাস ঘটিত। তাহার অনুশাসন এই প্রকার—পরপদের সহিত ষষ্ঠীর সমাস হয়। এই প্রকার সর্বশক্তি বিশিষ্ট পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দদেব। যদি বলেন এইরূপ কি প্রকারে হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা শ্রুতিতে দেখা যায়। শ্রুতিসকল যে সর্বশক্তিযুক্ত পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন; তন্মধ্যে শ্বেতাশ্বতরগণ এই প্রকার পাঠ করেন—দেবের নিজগুণে পরিবৃত আত্মশক্তি। অর্থাৎ দেব-শ্রীগোবিন্দদেব দিব্যপরিকর বেষ্টিত নিত্য গোপাললীল ; এই বিষয়ে শ্রীগোপালতাপনী বলেন—অত এব শ্রীকৃষ্ণই পরমদেব।

এই শ্রীকৃষ্ণের নিজগুণ সমূহের দ্বারা নিগূঢ়-পরিবৃতা আত্মশক্তি বিদ্যমান আছে। স্বগুণ সকলের দ্বারা অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবের স্বরূপ শক্তিভূত শ্রীনন্দব্রজগোপিকাগণের যে লীলা বিলাস বিভ্রমাদি কিলকিঞ্চিতাদিগুণ সকল, তাহাদের দ্বারা পরিবৃত আত্মশক্তি, অর্থাৎ হ্লাদিনীশক্তি ইহাই অর্থ

"য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ" (শ্বে° ৪।১) "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বে° ৬।৮) ইত্যাদি শ্রুতিষু তথা দর্শনাৎ। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা" (বিষ্ণু পু° ৬।৭।৬১ ইত্যাদিকা স্মৃতিস্তুক্তা ।

সর্ব্ববিৎ, জগন্নিমিত্তোপাদান কারণস্বরূপঃ, স কর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ, অবর্ণঃ—প্রাকৃতনীল পীতাদিবর্ণরহিতঃ, যদ্বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণবিবর্জ্জিতঃ ; সন্—বহুধা শক্তিযোগাৎ পরা ক্ষেত্রজ্ঞ অবিদ্যাদিশক্তি যোগাৎ ইতি ; বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি ইত্যর্থঃ ।

পরাস্য" ইতি। অস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য পরা স্বরূপাখ্যা শক্তিরস্তি ; সা চ বিবিধা-বহুপ্রকারাঃ শ্রূয়তে। তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—১।১২।৬৮ হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ তস্মাৎ পরাশক্তিস্তু হ্লাদিনী—সন্ধিনী—সম্বিদাখ্যা ত্রিবিধা ইতি তথা দর্শনাৎ' ইতি সর্ব্ববিধশক্ত্যুপেতা দর্শনাৎ' ইতি।

এবং শ্রুতি প্রমাণেন পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বশক্ত্যাশ্রয়ত্বং প্রতিপাদ্য স্মৃতি প্রমাণেন তৎ প্রতিপাদয়ন্তি বিষ্ণুশক্তিঃ ইতি। বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা। অবিদ্যা কর্ম সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ইতি পূর্ণশ্লোকঃ। সর্ব্বব্যাপক শ্রীভগবতঃ পরা-ক্ষেত্রজ্ঞা-অবিদ্যা চ

অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তি পরিশোভিত শ্রীগোবিন্দদেবকে শ্রীভক্তি যোগের দ্বারা [illegible] ইহাই অর্থ। পুনঃ—যিনি এক বর্ণরহিত বহুশক্তির যোগ হেতু অর্থাৎ যিনি এক সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ স্বরূপ, সর্বকর্ত্তা, সর্বশক্তিমান শ্রীগোবিন্দদেব ; অবর্ণ অর্থাৎ প্রাকৃত নীলপীতাদিবর্ণ রহিত ; অথবা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ রহিত হইয়াও বহুধা শক্তি যোগ হেতু পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা, ও অবিদ্যাদি শক্তি যোগ হেতু অনেক বর্ণের বিধান করেন।

পরাস্য অর্থাৎ এই পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের পরা অর্থাৎ স্বরূপাখ্যা শক্তি আছে, সেই শক্তি বিবিধা বহু প্রকার, তাহা শ্রুতিতে শ্রবণ করা যায়। এই বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—হে দেব! সকলের আশ্রয়স্বরূপ আপনাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী সম্বিৎ এইশক্তিত্রয় নিত্য বিদ্যমান আছে; কিন্তু হ্লাদ, তাপকরী ও মিশ্রা এই তিনটি গুণ আপনাতে নাই ; কারণ আপনি সর্ব প্রাকৃতগুণ বিবর্জিত। অতএব পরা শক্তিও হ্লাদিনী সন্ধিনী, এবং সম্বিৎ ভেদে ত্রিবিধা। ইত্যাদি শ্রুতি সকলে তাহা দেখা যায়। অর্থাৎ সর্ববিধ শক্তি যুক্ত শ্রীভগবান ইহা দেখা যায়। এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের সর্বশক্তির আশ্রয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া স্মৃতি, প্রমাণের দ্বারাও তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—বিষ্ণুশক্তি ইত্যাদি। সর্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণুর শক্তি ত্রিবিধা, প্রথমা পরাশক্তি, দ্বিতীয়া ক্ষেত্রজ্ঞ নামক অপরা শক্তি, এবং তৃতীয়া কর্মনামক অবিদ্যাশক্তি। ইহা পূর্ণশ্লোক। সর্বব্যাপক শ্রীভগবানের

অচিন্ত্যাশ্চেতাঃ, অপাণিপাদোঽহমচিন্ত্যশক্তিঃ" (কৈবল্য০ ২১)
"আত্মশ্বরোঽতর্ক্য সহস্র শক্তিঃ" (ভা০ ৩।৩৩।৩) ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ।

শক্তিরস্তি' ইতি বাক্যার্থঃ। ন চ এতাঃ সংযোগজাঃ, ঔপাধিকা বা ইতি বাচ্যম্; নিত্যত্বাৎ। অচিন্ত্যাঃ—মানববুদ্ধিগোচরাভাবাঃ। অত্র শ্রীমদাচার্য্যপাদাঃ - শ্রীভগবৎসন্দর্ভে—১৬—অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদি বিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ; কেবলমর্থাপত্তি জ্ঞানগোচরাঃ সন্তি" ইতি। (৪৬ পৃ০) আসাং শক্তীনাং অচিন্ত্যত্বং শ্রুতিপ্রমাণেন প্রতিপাদয়ন্তি—অপাণি, ইতি।

অহং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবঃ: অপাণিপাদঃ—প্রাকৃতপাদাদি বিলক্ষণ দিব্যকরচরণাদিযুক্ত অবয়ববানস্মীতি। অচিন্ত্যশক্তিঃ—মানববুদ্ধিগোচরাতীতা যাঃ পরাদ্যাঃ শক্তয় সন্তি তদ্‌বানহমিতি। অথ শ্রীভাগবত প্রমাণেন শ্রীভগবতঃ শক্তীনামচিন্ত্যত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—আত্মেতি। ভবান্! আত্মা—মুক্তোপসৃপ্যঃ, ঈশ্বরঃ পরমমহৈশ্বর্য্যযুক্তঃ, অতর্ক্যসহস্র শক্তিঃ—অবিচিন্ত্য সহস্রশক্তিযুক্ত ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রীস্বামিচরণাঃ—"অতর্ক্যাঃ সহস্র পরিমিতাঃ শক্তয়ো যস্য" ইত্যেষা। তথা ভূতো ভবানিত্যর্থঃ। কিঞ্চ শ্রীমদাচার্য্যপাদাঃ—অচিন্ত্যানন্তশক্তিস্তস্য নৈতাবতাশ্চর্য্যত্বম্; অপরমপি তদনন্তমস্তি ইত্যর্থঃ" ইতি।

পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা, ও অবিদ্যা শক্তি আছে ইহাই বাক্যার্থ। এই সকল শক্তিসমূহ অচিন্ত্য, অর্থাৎ মানব বুদ্ধির অগোচর, যদি বলেন - শ্রীভগবানের এই গুণসকল সংযোগজ, অথবা ঔপাধিক; তাহা বলিতে পারেন না. কারণ গুণ সকল নিত্য।

অচিন্ত্য-অর্থাৎ মানব বুদ্ধি গোচরের অভাব। এই বিষয়ে শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে বর্ণনা করিয়াছেন—অচিন্ত্য-অর্থাৎ ভিন্ন অভিন্নাদি বিকল্পেরদ্বারা চিন্তা করিবার সামর্থ্যের অভাব: কেবল অর্থাপত্তিজ্ঞান গোচর হয় মাত্র। শ্রীভগবানের এই শক্তি সকলের অচিন্ত্যত্ব শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন অপানি" ইত্যাদি। আমি কর চরণাদি রহিত এবং অচিন্ত্য শক্তিযুক্ত। অর্থাৎ আমি পরমব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব প্রাকৃত পাদাদি বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্ন, দিব্য কর চরণাদি যুক্ত অবয়ববান হই; অচিন্ত্য শক্তি অর্থাৎ মানব বুদ্ধি গোচরের অতীত যে পরাদি শক্তিসকল আছে সেই শক্তিযুক্ত আমি হই।

অনন্তর শ্রীভাগবত প্রমাণের দ্বারা শ্রীভগবানের শক্তি সকলের অচিন্ত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—আত্মা ইত্যাদি।

আপনি আত্মা ঈশ্বর ও অচিন্ত্য সহস্র শক্তিযুক্ত। অর্থাৎ আপনি আত্মা মুক্তগণের প্রাপ্য ঈশ্বর-পরম মহা ঐশ্বর্য্য যুক্ত; অতর্ক্য সহস্র-শক্তি-অবিচিন্ত্য সহস্রশক্তিযুক্ত ইহাই অর্থ। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন—অতর্ক্য সহস্র পরিমিত শক্তিসকল যাঁহার সেই প্রকার আপনি ইহাই অর্থ। আরও শ্রীমদাচার্য্য পাদ বলিয়াছেন—তাঁহার অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি আছে, ইহা কোন

তথাচাবিচিন্ত্য শক্তি

যোগাদ্ ব্রহ্মণঃ কর্ত্তৃত্বং যুজ্যত এবেতি। সত্যম্" (তৈ০ ২।১।১) ইত্যাদিষু স্বরূপং পরামৃষ্টম্। "দেবাত্ম" (শ্বে০ ১।৩) ইত্যাদিষু তু তস্য শক্তয় ইতি, তস্মাৎ শক্তিমদেব ব্রহ্মস্বরূপম্। অতএব তত্র তত্র "সোঽকাময়ত" (তৈ০ ২।৬) ইত্যাদিনা, "তদৈক্ষত" (ছা০ ৬।২।৩) ইত্যাদিনা চ তস্যৈব সঙ্কল্পাদয়ো নিরূপিতাঃ। উভয়েষাং বাক্যানাং প্রামাণ্যেঽবিশেষঃ, শ্রুতিত্বাবিশেষাৎ ॥৩০॥

অথ সারার্থমাহুঃ তথাচেতি।

নন্থ তথাত্বে "সত্যম্" ইত্যস্য কোঽর্থঃ? তথাচ শ্রীভাগবতে—১।১।১, "সত্যং পরং ধীমহি" অস্য ক্রমসন্দর্ভং—শ্রীমদাচার্য্যপাদানাম্—অস্য স্বরূপলক্ষণমাহ সত্যমিতি। এবং "দেবাত্ম" ইত্যাদি-শ্বেতাশ্বতরবাক্যেন তস্য শ্রীভগবতঃ তথা ভূতাঃ শক্তয়ঃ সত্যস্বরূপা ইতি ভাবঃ। তস্যৈব' ইতি—তস্য সর্ব্বেশ্বরস্যাচিন্ত্যশক্তি যুক্তস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সঙ্কল্পাদয়ঃ শক্তয়ঃ—সর্ব্বদা এব সন্তীতি ভাবঃ। উভয়েষাং বাক্যানামিতি—স্বরূপমাত্রবোধকশ্রুতিবাক্যানাম্; শক্তিমদ্রূপ প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যানাম্; ইতি।

তস্মাৎ—অবিচিন্ত্যাস্তশক্তিমদেব পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবস্য স্বরূপমিতি স এব সর্ব্বকর্ত্তা-ইত্যর্থঃ ॥৩০॥

ইতি সর্ব্বোপেতাধিকরণং নবমং সমাপ্তম্ ॥৯॥

প্রকার আশ্চর্যের বিষয় নহে। এই সকল বিষয়ের সারার্থ বর্ণনা করিতেছেন—তথাচ; অর্থাৎ অবিচিন্ত্য শক্তি যোগ হেতু ব্রহ্মের জগৎ কর্ত্তৃত্ব যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। যদি বলেন—ব্রহ্মকে শক্তিমান স্বীকার করিলে "তিনি সত্য স্বরূপ" এই বাক্যের অর্থ কি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—তিনি সত্য স্বরূপ তিনি জ্ঞানময় ইত্যাদি বাক্যসকলে ব্রহ্মের স্বরূপ বিবেচনা করা হইয়াছে। যেমন শ্রীভাগবতে বর্ণনা করিয়াছেন - সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি। এই অংশের শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদের ক্রম সন্দর্ভ ব্যাখ্যা—এই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ বলিতেছেন—সত্য' ইত্যাদি। এই প্রকার 'দেবাত্ম" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর বাক্যের দ্বারা সেই শ্রীভগবানের সেই প্রকার শক্তিসকলও সত্যস্বরূপা ইহাই ভাবার্থ। অতএব স্থানে স্থানে-তিনি কামনা করিয়া ছিলেন, ইত্যাদি দ্বারা "তাহা দর্শন করিয়াছিলেন" ইত্যাদি দ্বারা তাঁহারই সঙ্কল্পাদি সকলের নিরূপণ করিয়াছেন।

অর্থাৎ সেই সর্বেশ্বর অচিন্ত্য শক্তিযুক্ত পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের সঙ্কল্পাদি শক্তিসকল সর্বদা বিদ্যমান আছে। সুতরাং উভয়বাক্য অর্থাৎ স্বরূপমাত্র বোধক শ্রুতিবাক্য সকলের, এবং

১০॥ বিকরণত্বাধিকরণম্

পুনরাশঙ্ক্যসমাধত্তে। কর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণো ন সম্ভবত্যনিন্দ্রিয়ত্বাৎ। শক্তিমন্তোঽপি দেবাদয়ঃ সেন্দ্রিয়া এব তত্তৎ কার্য্যক্ষমা বিজ্ঞায়ন্তে। ব্রহ্মত্বনিন্দ্রিয়ং কথং বিশ্বকার্য্যায় ক্ষমং স্যাৎ।

১০॥ বিকরণত্বাধিকরণম্।

সর্ব্বতঃ পানিপাদং তৎ' ইতি শাস্ত্রবিনির্ণয়াৎ।
অপাণিপাদ' বাক্যেণ প্রাকৃতাদের্ব্বিনর্জ্জনম্॥

অথ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য জগৎকর্ত্তৃত্বং ন সম্ভবতি দেহেন্দ্রিয়াভাবাৎ' ইতি শঙ্কায়াঃ সমাধানার্থং বিকরণাধিকরণারম্ভঃ" ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয় :- অথ বিকরণত্বাধিকরণস্য বিষয়বাক্য সংগ্রহঃ—তথাচ মুণ্ডকে—১।১।৭ "তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" বৃহদারণ্যকে চ—৪।৪ ১৩, "স বিশ্বকৃৎ স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা" ইত্যাদি।

সংশয় :—অথ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য জগৎকর্ত্তৃত্বং সম্ভবেৎ' ন বা ? ইতি সংশয়বাক্যম্।

শক্তিমানরূপ প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য সকলের প্রামাণ্য বিষয়ে কোন সামান্য বিশেষ নাই ; যে হেতু উভয়েই শ্রুতিবাক্য ; সুতরাং উভয়েই সমান প্রমাণ।

সঙ্গতি—এই অধিকরণের সঙ্গতি প্রকার এই রূপ-অতএব অবিচিন্ত্য অনন্তশক্তিমান পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের স্বরূপ ; এবং তিনিই সর্বকর্ত্তা ইহাই এই অধিকরণের অর্থ ॥৩০॥

এই প্রকার সর্বোপেতাধিকরণের ব্যাখ্যা নবম সম্পূর্ণ হইল ॥৯॥

১০॥ বিকরণত্ব অধিকরণের ব্যাখ্যা।

তাঁহার সর্বতই করচরণাদি বিদ্যমান আছে" এই শাস্ত্র বিনির্ণয়হেতু
অপণিপাদ" বাক্যের দ্বারা প্রাকৃত করচরণাদির বর্জন করা হইয়াছে।

অনন্তর পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে ; কারণ তাঁহার দেহ ইন্দ্রিয়াদির অভাব আছে" এই আশঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত বিকরণত্বাধিকরণ আরম্ভ' এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়—অনন্তর বিকরণত্বাধিকরণের বিষয় বাক্য—সংগ্রহ করিতেছেন—মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত আছে—সেই প্রকার অক্ষর হইতে এই বিশ্ব জাত হয়। বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে—তিনি বিশ্বকর্ত্তা এবং তিনিই সকলের কর্ত্তা : ইত্যাদি বিষয় বাক্য।

সংশয়—এই প্রকার পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের জগৎ কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় ? অথবা হয় না ? ইহাই সংশয় বাক্য।

শ্রুতিশ্চ শ্বেতাশ্বতরৈঃ পঠিতা তস্যেন্দ্রিয়শূন্যত্বমাহ-অপানি পাদো জবনো গ্রহিতা,পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং নহি তস্য বেত্তা, তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ (শ্বে॰ ৩।১৯) ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রবীতি—

পূর্ব্বপক্ষ ঃ অথ বিকরণত্বাধিকরণস্য পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—কর্ত্তৃত্বমিতি। অনিন্দ্রিয়ত্বাৎ উভবিধ ইন্দ্রিয়াভাবাৎ অথ যুক্তিমাহুঃ—শক্তিমন্তোঽপীতি। অত্র শ্রুতি প্রমাণমাহুঃ—অপানি ইতি। ন বিদ্যেতে পাণিপাদৌ যস্য সঃ - অপাণিপাদঃ, কর চরণাদি রহিতঃ। তথাপি জবনো বেগবান্ দ্রুতগামী ইতি। গ্রহীতা চ গ্রহণকর্ত্তা চ, বায়ু র্যথা সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয় দেহাদি শূন্যোঽপি বেগবান্ স্পর্শবান্ গ্রহণকর্ত্তা, তথা জগৎ কর্ত্তা পরব্রহ্মাপি।

সঃ অচক্ষুরপি পশ্যতি ; ন বিদ্যেতে চক্ষুর্যী যস্য সঃ তথা বিধোঽপি পশ্যতীত্যর্থঃ। অকর্ণঃ কর্ণরহিতোঽপি শৃণোতি ; ন বিদ্যেতে কর্ণৌ যস্য সঃ, তথা বিধোঽপি শ্রবণং করোতীত্যর্থঃ। পুনশ্চ সঃ সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয় শূন্যঃ ; বেদ্যং বেদিতুং যোগ্যং জীব প্রধানাদিকং সর্ব্বং বেত্তি জানাতি, কিন্তু তস্য বেত্তা জ্ঞাতা ন হি ন বিদ্যতে, তং অগ্র্যং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং, মহান্তং পুরুষং সর্ব্বকর্ত্তারং আহুঃ বেদা ইতি। তথাচ কর-চরণ-শ্রবণ নয়নাদি বিবর্জ্জিত অচিন্ত্যশক্তিমান্ সর্ব্বকর্ত্তা পুরুষ ইতি ভাবঃ। ইতি পূর্ব্বপক্ষ বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষ—অনন্তর বিকরণত্বাধিকরণের পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন, কর্ত্তৃত্ব ইত্যাদি। ব্রহ্মের জগৎ কর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে যে হেতু তিনি ইন্দ্রিয় বিহীন, অর্থাৎ ব্রহ্মের উভয়বিধ ইন্দ্রিয় নাই। এই বিষয়ে যুক্তি বলিতেছেন—শক্তিমান' ইত্যাদি। শক্তিমান দেব সকল ইন্দ্রিয়াদি যুক্ত হইয়াই সেই সেই কার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন তাহা জানা যায়। কিন্তু ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় শক্তি বিহীন, সুতরাং কি প্রকারে বিশ্ব সৃষ্টিকার্য্যের নিমিত্ত সমর্থ হইবেন। শ্বেতাশ্বতরগণ কর্ত্তৃক পঠিতা শ্রুতিবাক্যও তাঁহার ইন্দ্রিয় শূন্যতা প্রতিপাদন করেন।

এইস্থলে সেই শ্রুতিপ্রমাণ বলিতেছেন—অপানি' ইত্যাদি। যাঁহার পাণিপাদ নাই, অর্থাৎ যিনি কর চরণাদি রহিত, তথাপি যিনি দ্রুতগামী, এবং গ্রহীতা গ্রহণ কর্ত্তা যেমন বায়ু সর্ব প্রকার ইন্দ্রিয় ও দেহাদি শূন্য হইয়াও বেগবান, স্পর্শবান, এবং গ্রহণ কর্ত্তা, সেই রূপ জগৎ কর্ত্তা ব্রহ্মও জানিবে, তিনি চক্ষুহীন হইয়াও সকল দর্শন করেন, তথা কর্ণবিহীন হইয়াও শ্রবণ করেন। পুনশ্চ সেই সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয় শূন্য ব্রহ্ম বেদ্য জানিবার যোগ্য, জীব প্রধানাদি সকল বস্তু জানেন, কিন্তু কেহ তাঁহার বেত্তা—জ্ঞাতা নাই, অর্থাৎ কেহ তাঁহাকে জানিতে পারেন না। বেদ সকল সেই অগ্র্য সর্বশ্রেষ্ঠ মহা পুরুষকে সর্বকর্ত্তা বলেন, অর্থাৎ কর চরণ শ্রবণ নয়নাদি ইন্দ্রিয় বিবর্জিত অচিন্ত্য শক্তিমান সর্বকর্ত্তা পুরুষ ইহাই ভাবার্থ। এই প্রকার পূর্বপক্ষ বাক্য।

॥ওঁ॥ বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্ ॥ওঁ॥ ২।১।১০।৩১॥

অনিন্দ্রিয়ত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ কর্ত্তৃত্বং ন' ইতি যদুচ্যতে, তদুক্তমুত্তরত্র স্বাভাবিক পরশক্তিকতাং দর্শয়ন্ত্যা শ্রুত্যৈব তৎ সমাহিতমিত্যর্থঃ। তথাহি তৈরেব পঠ্যতে (শ্বে০ ৬।৭-৮-৯) "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দৈবতানাং পরমঞ্চদৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম

সিদ্ধান্ত ঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ —বিকরণত্বাদিতি। পরব্রহ্মণঃ - বিকরণত্বাৎ' বিগতং চক্ষুরাদি করণং ইন্দ্রিয়ং যস্মাৎ সঃ করণরহিতত্বাৎ নেতি জগৎকর্ত্তৃত্বং ন ইতি চেৎ, তদুক্তম্' শ্রুত্যৈব তৎ প্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ। অনিন্দ্রিয়ত্বাদিতি প্রকটার্থম্। তৈরেব—শ্বেতাশ্বতরৈরেব' ইতি। তমিতি তং প্রসিদ্ধং স্বেতরসর্ব্ববিলক্ষণং স্বশক্ত্যৈক সহায়বন্তং শ্রীভগবন্তং ঈশ্বরাণাং-বিধিরুদ্রাদীনাং পরমং মহেশ্বরম্, তেষাং নিয়ামকমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ তং দেবতানাং ইন্দ্রচন্দ্রাদীনাং পরমং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং দৈবতং আরাধ্যম্।

অপিচ - পতীনাং দক্ষাদিপ্রজাপতীনাং পতিং পালকম্। তথা যে খলু বিশ্বপালনাদিকার্য্যে নিযুক্তাঃ পরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ, তেভ্যোঽপি পরমং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ, পরস্তাদ্ পরমমিত্যর্থ্যঃ। তং ভুবনেশং সর্ব্ববিশ্বনিয়ন্তারং, ঈড্যং সর্ব্বস্তুত্যং বিদাম। তথাচ -শিববিরিঞ্চাদী াং মহেশ্বরং - ইন্দ্রাদীনামারাধ্যং প্রজাপতীনাং পালকং সর্ব্বেশ্বরং স্তবনীয়ং ভগবন্তং শ্রীগোবিন্দদেবং বয়ং জানীম ইত্যর্থঃ।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্বপক্ষের সম্ভাবনা করিলে ভগবান শ্রীবাদরারণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—বিকরণ' ইত্যাদি। পরব্রহ্মের বিকরণ হেতু, বিগত হইয়াছে চক্ষুরাদি করণ যাহা হইতে সেই, অর্থাৎ করণ রহিত হেতু নহে, অর্থাৎ জগৎ কর্তৃত্ব ধর্ম নাই, যদি এই কথা বলেন, তদুত্তরে বলিতেছেন - তাহা বলিয়াছেন শ্রুতিই তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন ইহাই অর্থ। ইন্দ্রিয়াদি বিরহ হেতু ব্রহ্মের জগৎ কর্তৃত্ব শক্তি নাই, আপনারা যে এই প্রকার বলেন, তাহার উত্তর বলা হইয়াছে অর্থাৎ সেই শ্রুতির উত্তর মন্ত্রে [পরে] ব্রহ্মের স্বাভাবিক পরম শক্তিমত্তা প্রদর্শন ক্রমে তাহা সমাধন করিয়াছেন ইহাই অর্থ।

এই বিষয়ে তাঁহাদের অর্থাৎ শ্বেতাশ্বতরগণ কর্তৃক কথিত হইয়াছে—আপনি ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর, অর্থাৎ সেই সুপ্রসিদ্ধ স্বেতর সর্ববিলক্ষণ স্বশক্ত্যৈক সহায়বান শ্রীভগবানকে, যিনি ঈশ্বরগণের—ব্রহ্মরুদ্রাদিরও পরম শ্রেষ্ঠ মহেশ্বর, অর্থাৎ তাঁহাদেরও নিয়ামক। অপর সেই দেবতাগণের ইন্দ্রচন্দ্রাদিরও পরম সর্বশ্রেষ্ঠ দৈবত আরাধ্য। এবং পতিগণের দক্ষাদি প্রজাপতিগণেরও পতি-পালক। তথা যাঁহারা বিশ্বপালনাদি কার্য্যে নিযুক্ত পরম শ্রেষ্ঠ দেবতা আছেন তাঁহাদের ইহতেও পরম শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইতেও পরম শ্রেষ্ঠ। সেই ভুবনেশ্বর সর্ববিশ্বনিয়ন্তা সকলের স্তবনীয়কে আমরা জানি। অর্থাৎ শিববিরিঞ্চিগণের মহেশ্বর, ইন্দ্রাদিদেবগণের আরাধ্য, দক্ষাদি প্রজাপতিগণের পালক, সর্বেশ্বর

দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাশ্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ ॥ ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে, নচেশিতা নৈব চ তস্যলিঙ্গম্ ॥ স কারণং কারণাধিপাধিপো, ন তস্য কশ্চিৎ জনিতা ন চাধিপঃ॥

নন্বু যথা বিধি ইন্দ্রাদী ং কার্য্যজাতশরীরং চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ঞ্চ বিদ্যতে তথা তস্য-সর্ব্বেশ্বরস্যাপি বিদ্যতে কিম্? ইত্যতঃ—আহ-ন' ইতি তস্য সর্ব্বারাধ্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য কার্য্যং অস্মদাদিবৎ পাঞ্চভৌতিকং প্রাকৃতজাত কার্য্যং শরীরং ন বিদ্যতে: করণং চ ন বিদ্যতে, তথা তাদৃশং ভৌতিকং করণং কর চরণাদি-চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ং ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ। যত এবং তস্মাৎ 'তৎ' তস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য সমঃ সমানঃ ন দৃশ্যতে· কুতোঽধিক ইতি।

অতোঽধিকোঽপি ন দৃশ্যতে ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রীগীতাসু—১১।৪৩ "ন তৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যঃ" ইতি। শ্রীভাগবতে চ—৩।২।২১-স্বয়ং ত্বসাম্যাতিশায়স্ত্রধীশঃ স্বারাজ্য লক্ষ্ম্যাপ্ত সমস্ত কামঃ। বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোট্যেড়িত পাদপীঠঃ॥ ইতি। কিঞ্চ অস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য যা

স্তবনীয় ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবকে আমরা জানি ইহাই অর্থ। যদি বলেন—যে প্রকার ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি-দেবগণের কার্য্যজাত শরীর ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে সেই প্রকার সেই সর্বেশ্বরেরও বিদ্যমান আছে কি? তদপেক্ষায় বলিতেছেন না' সেই প্রকার নাই। সেই সর্বারাধ্য শ্রীগোরিন্দদেবর কার্য্য অর্থাৎ আমাদের সমান পাঞ্চভৌতিক বা প্রাকৃতজাত কার্য্য-শরীর নাই। এবং করণও বিদ্যমান নাই। অর্থাৎ সেই প্রকার ভৌতিক করণ কর চরণাদি চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় নাই ইহাই অর্থ। যে হেতু তিনি এই প্রকার অতএব সেই শ্রীগোবিন্দদেবের সমান দেখা যায় না। যদি সমানই না থাকে তবে আর অধিক কোথা হইতে আসিবে? অতএব শ্রীগোবিন্দদেব হইতে অধিক ও দেখা যায় না। এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—তাঁহার সমান নাই, আবার অধিক কোথা হইতে আসিবে? শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—যিনি স্বয়ং, অসাম্যাতিশয় ঐশ্বর্য্যযুক্ত, যিনি ত্রিলোকের অধীশ্বর, এবং পরমানন্দ স্বরূপসম্পত্তির দ্বারা সমস্ত ভোগপ্রাপ্ত হইয়াছেন, চিরলোকপালগণ কর্তৃক যাঁহার বলি আহরণ করা হয়; এবং যাঁহার পাদপীঠ তাদৃশ লোকপালগণের কোটি কোটি কিরীট দ্বারা স্তুত। অপর এই শ্রীগোবিন্দদেবের যে পরাখ্যা শক্তি আছে তাহা বিবিধ-অনেক প্রকার শ্রবণ করা যায়; যাহা হ্লাদিনী সম্বিৎ সন্ধিনীরূপা। আরও তাঁহার জ্ঞান বলও ক্রিয়ারূপা স্বাভাবিকী শক্তি আছে: সর্বদেশ, সর্বকাল, ও সকল বস্তু বিষয়ক প্রত্যক্ষানুভবকে জ্ঞান বলে। দুষ্টদমন, শিষ্টপালন, এবং বিশ্ব ধারণাদিকে বল বলে। ক্রিয়া—অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টি, নিজপরিকরগণের সহিত বিবিধ লীলা।

অর্থাৎ প্রাকৃত গন্ধ স্পর্শরহিত দিব্যানন্দ ঘন হ্লাদিন্যাদি স্বরূপ শক্তিগণ পরিশোভিত অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিমান শ্রীগোবিন্দদেবকে আমরা জানি ইহাই অর্থ। যদিবলেন—ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর পতিগণেরও

ইতি। "অপাণি" ইত্যাদিনা পাণ্যাদি বর্জ্জিতোঽপ্যসৌ মহাপুরুষো গ্রহণাদিকার্য্যভাগ্ ভবতী ত্যুক্তং প্রাক্। তত্র সন্দিহানান্ প্রতি পুনরাহ "তমিতি" পুরুষমাত্রনিয়ন্তৃত্বাৎ মহাপুরুষত্বং সিদ্ধম্। কার্য্যং প্রাকৃতংকরণং চ' শব্দাৎ বপুস্তস্য নাস্তি। পরশক্তিময়স্তু তত্তদস্ত্যেব। সা চ শক্তিঃ স্বাভাবিকী স্বরূপানুবন্ধিনী, এতেনাস্য জ্ঞান বল ক্রিয়া চ তথা। ঈদৃশগুণবিরহান্ন কোঽপি

পরা শক্তিঃ সা বিবিধা অনেকপ্রকারা শ্রূয়তে ; হ্লাদিনী সম্বিৎ সন্ধিনীরূপা ইতি। অপিচ তস্য জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ স্বাভাবিকী শক্তিরস্তীতি।

সর্ব্বদেশকাল বস্তুবিষয়ক প্রত্যক্ষানুভবরূপং জ্ঞানম্। দুষ্টদমন-শিষ্টপালন-বিশ্বধারণাদিরূপং বলম্।

ক্রিয়া-বিশ্বসৃজন, স্বপরিকরৈঃ সহ বিবিধা লীলা চ। তথাচ—প্রাকৃতগন্ধাস্পৃষ্টদিব্যানন্দঘন হ্লাদিন্যাদি স্বরূপ শক্তি পরিশোভিতাচিন্ত্যানন্ত শক্তিমন্তং শ্রীগোবিন্দদেবং বয়ং জানীম ইত্যর্থঃ।

ননু ঈশ্বরাণামপি ঈশ্বরঃ পতীনাঞ্চ পতিঃ দৃষ্টঃ ; অতোঽস্যাপি তথাত্বেন ভবিতব্যমিতি চেৎ ; তত্রাহ—ন তস্য' ইতি। তস্য সর্ব্বাবতারিণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য লোকে চিদচিদ্ ব্রহ্মাণ্ডে কশ্চিৎ কোঽপি পতিঃ ন অস্তি ; প্রজাপতীনাং যথা সঃ পতিঃ, তথা তস্য কোঽপি পতির্নাস্তীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রীভাগবতে — ১।১।১ "স্বরাট্" ইতি স্বেনৈব ধাম্না রাজতে ইত্যর্থঃ।

ন চ তস্য ঈশিতা নিয়মিতা অস্তি, তথাচ—বৃহদারণ্যকে—৪।৪।২২, "সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ" কিঞ্চ তস্য লিঙ্গম্ জ্ঞাপকহেতুং নাস্তি ; যেন জ্ঞাপকহেতুনা তদনুমীয়তে ; কিন্তু স এব কারণং জগন্নিমিত্তোপাদান রূপং উভয়বিধং কারণমিতি ; তস্মাৎ কারণাধিপাধিপঃ পরমকারণমিতি ; তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্—৫।১, ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ

পতি দেখা যায়; অতএব এই শ্রীগোবিন্দদেবেরও পতি ও পালক অছে; এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—তাঁহার নাই। অর্থাৎ সেই সর্বাবতারি-শ্রীগোবিন্দদেবের লোকে অচিৎ ও চিৎ ব্রহ্মাণ্ডে কেহই পতি নাই প্রজাপতি গণের তিনি যেমন পতি, সেইপ্রকার তাঁহার কেহ পতি বা পালক নাই। সুতরাং শ্রীভাগবতে তাঁহাকে "স্বরাট" বলিয়াছেন ; অর্থাৎ নিজ মহিমার দ্বারাই তিনি বিরাজিত আছেন। এবং তাঁহার কেহ ঈশিতা- নিয়মিতা বা নিয়ামক নাই ; এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে—তিনি সকলের বশীকারক, সকলের ঈশ্বর, ও সকলের অধিপতি। এবং তাঁহার লিঙ্গও নাই, অর্থাৎ জ্ঞাপক হেতু নাই, যে জ্ঞাপক হেতুর দ্বারা তাঁহাকে অনুমান করা যায়।

কিন্তু তিনিই কারণ, অর্থাৎ জগতের নিমিত্তোপাদান রূপ উভয়বিধ কারণ ; অতএব কারণাধিপাধিপ পরমকারণ ; তাহা শ্রীব্রহ্মসংহিতায় নিরূপণ করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর ও পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, শ্রীগোবিন্দ অনাদি আদি এবং কারণসকলেরও কারণ তথা শ্রীগোবিন্দদেবের কেহ জনিতা জনক, অধিপ নিয়ামক নাই ইহাই অর্থ :

তস্য সমঃ। অধিকন্তু নাস্ত্যেবেত্যাহ ন তস্য কশ্চিদিতি। তথাচ প্রাকৃতকরণ বিরহেঽপি স্বরূপানুবন্ধিকরণত্বাদনুপপন্নং ন কিঞ্চিদপি। অন্যেত্বাহুঃ—"অপাণি" ইত্যাদিনা পাণ্যাদেঃ প্রতিষেধো ন গ্রহণাদ্যভিধানাৎ। কিন্তু তত্তৎ করণৈস্তত্তদ্বৃত্তীনাং নিয়মঃ প্রতিষিধ্যতে।

কারণম্॥ তথা তস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য কশ্চিৎ জনিতা জনকঃ অধিপঃ' নিয়ামকশ্চ নাস্তীত্যর্থঃ। শ্রীভাগবতে—১০ ৮৭ ২৮ "ত্বমকরণঃ স্বরাডখিলকারক শক্তি ধরঃ, তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়ানিমিষাঃ॥ ইতি।

তথাচ - স্বসাম্যাতিশয়বিবর্জ্জিতঃ সর্ব্বকারণাধিপঃ সর্ব্বনিয়ামকঃ সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীগোবিন্দদেব ইতি শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ। তস্মাৎ স এব অচিন্ত্যানন্তশক্ত্যৈশ্বর্য্যাদিমান্ অপ্রাকৃত কর-চরণাদিযুক্তঃ শ্রী-গোবিন্দদেব জগৎ কর্ত্তা ইতি ভাবঃ।

নন্থ তথাত্বে অপাণি' ইত্যাদেঃ কা গতিরিতিচেৎ? তত্রাহুঃ—অপাণীত্যাদি। উক্তং প্রাগ্ – "শব্দমূলাধিকারণে" ইতি। (২।১।৮।২৭-২৮) তত্র ইতি প্রকটার্থম্। যদ্বা শ্রুতিমন্ত্রাণাং ব্যাখ্যা ইতি। নিয়মঃ প্রতিষিধ্যতে' ইত্যস্যায়মর্থঃ—জীবানাং তত্তৎ করণেন তত্তৎ বিষয়ং গৃহ্যতে, যথা চক্ষুর্ম্মাত্রো গ্রাহ্য রূপম্; নান্যেন ইন্দ্রিয়েণ গৃহ্যতে; এবং কর্ণমাত্রগোচরঃ শব্দম্; ইতি। কিন্তু পরমকারণস্য

এই বিষয়ে শ্রীভগবতে বর্ণিত আছে—হে দেব! আপনি—
প্রাকৃতইন্দ্রিয় রহিত স্বরাট অখিল কারকশক্তিধারী; নিমেষ রহিত ইন্দ্রাদি দেবগণ আপনার পূজাদ্রব্য বহন করেন। অর্থাৎ স্বসাম্যাতিশয় বিবর্জিত সর্বকারণাধিপ সর্বনিয়ামক সর্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। অতএই তিনিই অচিন্ত্যানন্ত শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যাদিযুক্ত অপ্রাকৃত কর চরণাদি যুক্ত শ্রীগোবিন্দদেব এই জগতের কর্ত্তা ইহাই ভাবার্থ।

শঙ্কা—এইস্থলে আমাদের আশঙ্কা এই যে যদি শ্রীগোবিন্দদেবের করচরণাদি বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে"অপাণি" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের কি গতি হইবে?

সমাধান—তদুত্তরে বলিতেছেন অপাণি, অপণি অর্থাৎ পাণিপাদাদি রহিত" শ্রুতি বাক্যের দ্বারা করাদি বর্জিত হইলেও এই মহাপুরুষ গ্রহণাদি কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা পূর্বে শব্দমূলাধিকরণে বর্ণিত হইয়াছে। এই স্থলে তত্র ইত্যাদির দ্বারা শ্রুতি মন্ত্র সকলের ব্যাখ্যা করিতেছেন—শ্রীভগবানের করচরণাদি বিষয়ে সন্দেহ যুক্ত মানবগনের প্রতি শ্রুতি পুনঃ বলিতেছেন—তং' ইতি। তিনি পুরুষমাত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেন এই হেতু তাঁহার মহাপুরুষত্ব সিদ্ধ হয়। কার্য্য প্রাকৃতকরণ, এবং 'চ' শব্দের দ্বারা প্রাকৃত শরীরও তাঁহার নাই। কিন্তু পরশক্তিময় ইন্দ্রিয় শরীরাদি আছে। শ্রীগোবিন্দদেবের সেই শক্তি স্বাভাবিকী অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধিনী; এতদ্দ্বারা এই শ্রীগোবিন্দদেবের জ্ঞান বল ক্রিয়াদি শক্তিও স্বরূপানুবন্ধিনী, এই প্রকার গুণ বিরহ হেতু অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধিনী জ্ঞান বল ক্রিয়াদিগুণ

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎসর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ (শ্বে০ ৩।১৬) ইতি তৈরেবপঠিতত্বাৎ। অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি" (ব্র০ সং ৫।৩২) ইতি স্মরণাচ্চ। দৃষ্টঞ্চেত্থং বন্যভোজনাবরে। (ভা০ ১০।১৩।৮) এতৎ পক্ষে তস্য ন কিঞ্চিৎ

ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য তন্নিয়মো নাস্তীত্যর্থঃ। তৎ শ্বেতাশ্বতরবাক্যেন প্রতিপাদয়ন্তি সর্ব্বতঃ' ইতি। তৎ তস্য প্রাকৃতকর-চরণাদিরহিতস্য অপ্রাকৃতদিব্য চিদ্ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বতঃ পাণি পাদং—সর্ব্বৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ পাণি পাদয়োঃ কার্য্যং ক্রিয়ন্তে; এবং সর্ব্বতোঽক্ষিঃ – নয়নং বিদ্যতে; তথা শিরোমুখাদি ইতি।

কিঞ্চ স এব সর্ব্বং স্থাবর-জঙ্গমাত্মকং অখিল ব্রহ্মাণ্ডং 'আবৃত্য' আবরণং কৃত্বা তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তৈরেব ইতি—শ্বেতাশ্বতরৈরব ইত্যর্থঃ। অঙ্গানি যস্য' ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতাবাক্যম্। অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি। আনন্দচিন্ময় সদুজ্জ্বল বিগ্রহস্য গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥ ইতি তু পূর্ণশ্লোকঃ। টীকাচ শ্রীমদাচার্য্যপাদানাম্ তত্র শ্রীবিগ্রহস্য অঙ্গাণি, হস্তোঽপি দ্রষ্টুং শক্নোতি; চক্ষুরপি পালয়িতুং পারয়তি. তথা অন্যদন্যদপি অঙ্গম্ অন্যদন্যৎ কলয়িতুং প্রভবতীতি। বন্যভোজনাবসরে' ইতি। তথাচ শ্রীদশমে –১৩।৮, কৃষ্ণস্য বিম্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈরভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ। সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজুশ্ছদা যথাম্ভোরুহ কর্ণিকায়াঃ॥ টীকা চ শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুপাদানাং শ্রীবৃহৎক্রমসন্দর্ভঃ কৃষ্ণস্য বিম্বগিত্যাদি।

অন্য কাহারও নাই সুতরাং কেহ তাঁহার সমান নাই; সমান না থাকার জন্য তাঁহার অধিকও নাই, তাহা বলিতেছেন—ন তস্য ইত্যাদি।

অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রাকৃত কর চরণা দি না থাকিলে ও স্বরূপানুবন্ধি কর চরণ ইন্দ্রিয়াদি বিদ্যমান হেতু জগৎ সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে কোন প্রকার অনুপপন্ন বা অসামর্থ্যতা হয় নাই। অন্য ব্যাখ্যাকারগণ এই প্রকার ব্যাখ্যা করেন—অপাণিঃ" ইত্যাদ মন্ত্রের দ্বারা শ্রীভগবানের করচরণাদির নিষেধ করা হয় নাই; যে হেতু তাঁহার গ্রহণাদিকার্য্যের বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু সেই সেই করণ সকলের দ্বারা সেই সেই বৃত্তি সকলের নিয়ম নিষেধ করিতেছেন। নিয়ম নিষেধ করিতেছে" এই বাক্যের সারার্থ এই, যে প্রকার—জীবগণের সেই সেই করণ দ্বারা সেই সেই বিষয় গ্রহণ হয়, যেমন চক্ষুর দ্বারা একমাত্র রূপই গ্রহণ হয়, অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। এই প্রকার কর্ণের দ্বারাই শব্দের গ্রহণ করা যায় অন্যের দ্বারা নহে।

কিন্তু পরম কারণ ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের সেই প্রকার কোন নিয়ম নাই ইহাই অর্থ। তাহা শ্বেতাশ্বতর বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—সর্বত' ইত্যাদি। তাঁহার সর্বত কর চরণাদি আছে, সর্বত্রই নয়ন মস্তক মুখ বিদ্যমান; সর্বত্র নয়ন আছে, এবং সকলকে আবরণ করিয়া অবস্থান

কার্য্যমসাধ্যমস্তি পূর্ণত্বাদতঃ করণবিধানঞ্চ ন, সমানমন্যৎ ॥৩১॥

বিষ্বক্ সর্ব্বতঃ, কৃষ্ণস্যাভ্যাননা অভিমুখমাননং যেষাং তথা ভূতাঃ সন্তঃ ; পুরুরাজিমণ্ডলৈঃ পুরবো বহ্ব্যো যা রাজয়ঃ শ্রেণয়স্তাসাং মণ্ডলৈর্ম্মণ্ডলাকার-নানা পঙ্‌ক্তিভিরুপবিশ্য ব্রজার্ভকা রেজুরিত্যন্বয়ঃ। অন্তর্ম্মণ্ডলমেকং, তদ্‌বহিরন্যৎ, তদ্‌বহিরন্যদিতি ক্রমেণ বহূনি রাজি-মণ্ডলানীতিমন্তব্যম্। ফুল্লদৃশঃ—মমৈবায়ং সম্মুখ ইতি মন্যমানাঃ সর্ব্ব এব হর্ষোৎকর্ষেণ প্রফুল্লনয়নাঃ, এতেন ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বস্তুস্বভাবাদব্যবহিতত্বং অনাবৃতত্বং সর্ব্বাভিমুখ্যত্বঞ্চ, ব্যাপকত্বাৎ সহোপবিষ্টা ইতি চ সর্ব্বেষাং নিকট এবোপবিষ্টত্বাত্তথাত্বম্! ইতি। পূর্ণত্বাদিতি বৃহদারণ্যকে—৫।১ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

করিতেছেন। অর্থাৎ সেই প্রাকৃত হস্ত পদাদি রহিত, অপ্রাকৃত দিব্য চিদ্ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেবের সর্বত্রই কর ও চরণ, সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হস্ত পদাদির কার্য্য করেন। এবং সর্বত্রই নয়ন বিদ্যমান আছে এ প্রকার মস্তক বদনাদি বর্ত্তমান আছে ; আরও সেই শ্রীগোবিন্দদেবই স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে আবরণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই প্রকার তাঁহাদের দ্বারা অর্থাৎ শ্বেতাশ্বতরগণ কর্ত্তৃক ইহাই অর্থ। এই প্রকার স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যাঁহার অঙ্গসকল সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি ধারণ করে।

অঙ্গানি' এই শ্লোকটি ব্রহ্মসংহিতা—বাক্য : যে আনন্দচিন্ময় সদুজ্জ্বল বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেবের সকল অঙ্গ সকল বৃত্তিযুক্ত অর্থাৎ দর্শন করেন পান, গ্রহণ গমনাদি করেন সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি। শ্রীমদাচার্য্যপাদ এই শ্লোকের টীকায় বর্ণন করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীবিগ্রহের অঙ্গসকল, অর্থাৎ হস্ত ও দর্শন করিতে সমর্থ হয়, চক্ষুও পালন করিতে পারেন ; এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে পারেন। এই প্রকার শ্রীবৃন্দাবন লীলায় বন্য ভোজনাবসরে দেখা যায়। শ্রীদশমে বন্যভোজন লীলায় বর্ণিত আছে—প্রফুল্ল নয়ন ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে মণ্ডলিবদ্ধ হইয়া পরস্পর সম্মুখে উপবেশনকরতঃ বনে শোভিত হইলেন ; যেমন কমলকর্ণিকাকে কমলদল সকল আবরণ করিয়া থাকে। শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুপাদের শ্রীবৃহৎক্রমসন্দর্ভ ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বক, ইত্যাদি ; বিশ্বক্ সর্বত ; শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে আনন যাহাদের সেই প্রকার হইয়া ; পুরুরাজি মণ্ডল অর্থাৎ বহু রাজি-শ্রেণী যাহাদের, নানা পঙ্‌ক্তি দ্বারা উপবেশন করিয়া ব্রজবালকগণ সুশোভিত হইলেন এই প্রকার অন্বয়। অর্থাৎ অভ্যন্তরে একটি মণ্ডল, তাহার বাহিরে আর এক মণ্ডল এবং তাহার বাহিরে অপর একটি মণ্ডল এই রূপ ক্রমে বহুমণ্ডলে শোভিত হইলেন ইহা মনে করিতে হইবে।

ফুল্লদৃশঃ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমারই সম্মুখে বসিয়া আছেন' এই প্রকার মনে করিয়া সকল গোপবালকগণ হর্ষোৎকর্ষহেতু প্রফুল্ল নয়ন হইলেন ; এতদ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বস্তু স্বভাবহেতু ব্যবধান রহিতত্ব, অনাবৃতত্ব, এবং সকলের অভিমুখে অবস্থানকারিত্ব প্রতিপাদিত হইল। ব্যাপকতা হেতু

১১।। লীলাকৈবল্যাধিকরণম্

সৃষ্টৌ ব্রহ্মণঃ প্রবৃত্তিরুপযুক্তা ? নবেতি বিশয়ে, পূর্ব্বপক্ষমাহ –

।।ওঁ।। ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ।।ওঁ।। ২।১।১১।৩২।।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ইতি। তস্মাৎ দিব্যাপ্রাকৃত করচরণাদিমান্ শ্রীগোবিন্দদেব ইতি সিদ্ধান্তঃ ॥৩১॥

ইতি বিকরণত্বাধিকরণং দশমং সম্পূর্ণম্ ॥১০॥

১১।। লীলাকৈবল্যাধিকরণম্ ।

জগৎস্থষ্ট্যাদিকার্য্যন্তু তথা ধারণ পালনে।

লীলা ভগবতস্তত্র প্রয়োজনং ন বিদ্যতে ॥

অথ প্রাপ্ত সর্ব্বপুরুষার্থস্য নিত্যতৃপ্তস্য শ্রীভগবতঃ ইন্দ্রিয়াদিসদ্ভাবেঽপি জগৎ কর্ত্তৃত্বং ন সম্ভবেৎ, প্রয়োজনাভাবাৎ, ইতি পূর্ব্বপক্ষনিবারণায় লীলাকৈবল্যাধিকরণারম্ভঃ ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ – অথ লীলাকৈবল্যাধিকরণস্য বিষয় বাক্য সংগ্রহঃ – তথাহি ছান্দোগ্য—৩।১৪।১, "তজ্জলানিতি" মুণ্ডকে চ—১।১।৯, তস্মাদেতৎ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥পুনঃতত্রৈব—২।১।৩,

---

সহিত উপবেশন অর্থাৎ সকল গোপবালকগণের নিকটেই অবস্থান হেতু সেই প্রকার বর্ণন করা হইয়াছে। সুতরাং দিব্য অপ্রাকৃত কর রণাদিযুক্ত পক্ষে শ্রীগোবিন্দদেবের কোন কার্য্য অসাধ্য নাই, যে হেতু তিনি পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্।

এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত আছে – অবতারী পূর্ণ, অবতার পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ অবির্ভূত হয়; পূর্ণের পূর্ণ গ্রহণ করিয়া পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

সঙ্গতি – অতএব করণ এবং করণ দ্বারা বিষয় গ্রহণের বিধান শ্রীগোবিন্দদেবে নাই। অন্য পূর্বের সমান সুতরাং দিব্য অপ্রাকৃত কর চরণাদিযুক্ত শ্রীগোবিন্দদেব ইহাই সিদ্ধান্ত ॥৩১॥

এই প্রকার বিকরণত্বাধিকরণ দশম সমাপ্ত ॥১০॥

১১।। লীলাকৈবল্যাধিকরণের ব্যাখ্যা

জগৎ সৃষ্ট্যাদিকার্য্য এবং তাহার ধারণও পালন করা এই সকল শ্রীভগবানের লীলা, তাহাতে শ্রীভগবানের কোন প্রকার প্রয়োজন বিদ্যমান নাই। অনন্তর সকল পুরুষার্থ প্রাপ্ত নিত্যতৃপ্ত শ্রীভগবানের চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় থাকিলেও জগৎ কর্তৃত্ব সম্ভব নহে, যে হেতু তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই" এই পূর্ব-পক্ষ নিবারণের নিমিত্ত লীলাকৈবল্যাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন; এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি জানিতে হইবে।

পূর্ব্বতো নেত্যনুবর্ত্ততে, (২।১।১০।৩১) নিষেধার্থকেন 'ন' শব্দেন সমাসাৎ নাত্র ন লোপঃ। প্রবৃত্তির্নোপযুজ্যতে, কুতঃ? তস্য পূর্ণস্য প্রয়োজনাভাবাৎ। স্বার্থা পরার্থা চ প্রবৃত্তির্লোকে দৃষ্টা, তত্র নাদ্যা সম্ভবতি, পূর্ণকামত্ব শ্রুতিবিরোধাৎ। নাপ্যন্ত্যা, সমর্থো হি পরানু-

---

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি চ। খং বায়ু র্জ্যোতি রাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ শ্রীদশমে —৩।১৪, স এব স্ব প্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্। তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্ট প্রবিষ্ট ইব ভাব্যস্তে॥ ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অত্র বিষয়বাক্যে সন্দেহমবতারয়ন্তি সৃষ্টৌ ইতি। পূর্ণানন্দস্যাবাপ্ত সর্ব্বার্থকামস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য জগৎসৃষ্টৌ প্রবৃত্তিরুপযুক্তা :? অথবা নোপযুক্তা ইতি ; ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—অথ লীলাকৈবল্যাধিকরণস্য পূর্ব্বপক্ষং সূত্ররূপেণাবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ 'ন' ইতি। পূর্ব্বপক্ষসূত্রমিদং ন প্রয়োজনবত্বাদিতি। প্রয়োজনাভাবাৎ পরব্রহ্মণঃ পূর্ণস্য সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তির্নোপযুক্তা : যদ্বা - মানবস্য প্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনবত্বাৎ, প্রয়োজনমপেক্ষ্য এব ভবতি, ন তু প্রয়োজন হীনস্য ; পরব্রহ্মণঃ পূর্ণকামস্য সর্ব্বথা প্রয়োজনাভাবাৎ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি র্ন ভবতীতি।

নন্থ—"নঞোঽরামশেষঃ" (৫৮৯) তথা নঞ্" (৬।৫৩) ইতি শ্রীহরিমামামৃতানুশাসনাৎ "ন প্রয়োজনবত্বাৎ" ইত্যত্র "অপ্রয়োজনবত্বাৎ" ইত্যেবং সিদ্ধির্ভবেদতি ; তন্নিবারণার্থামাহুঃ—নিষেধার্থকেন' ইতি। তথাহি অমরকোশে ৩।৪।১১ "অভাবে নঞ্নো নাপি" ইতি ; তস্মাৎ 'ন' কারোঽয়ং ন নঞ্ঃ কিন্তু নিষেধার্থকং 'ন' কারমব্যয়ঞ্চ। অতো লোপাভাব ইতি।

বিষয়—অতঃপর লীলাকৈবল্যাধিকরণের বিষয় বাক্য সংগ্রহ এই প্রকার—ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে তাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ড জাত হয়। মুণ্ডকে বর্ণিত আছে—তাহা হইতে এই ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রধান, নাম রূপও অন্ন জাত হয়। পুনঃ—এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ মন ইন্দ্রিয় সকল আকাশ, বায়ু; তেজ, জল, তথা বিশ্বধারণ কারিণী পৃথিবী জাত হয়। শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধে বর্ণিত আছে - শ্রীবসুদেব কহিলেন-হে দেব! সেই আপনি প্রথমে ত্রিগুণাত্মক জগৎ নিজ প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্টি করিয়া, তৎ পশ্চাৎ তাহাতে প্রবেশ না করিয়াও প্রবেশকারির ন্যায় অনুভূত হয়েন। এই প্রকার বিষয়বাক্য।

সংশয় - এই বিষয়বাক্যে সন্দেহের অবতারণা করিতেছেন - সৃষ্টিকার্য্যে ইত্যাদি। সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মের প্রবৃত্তি হওয়া উপযুক্ত? অথবা নহে। অর্থাৎ পূর্ণানন্দ সকলপ্রকার অর্থকামাদি পরি পূর্ণ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের জগৎ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি হওয়া উপযুক্ত হইয়াছে? অথবা উপযুক্ত হয় নাই? এইরূপ সংশয় বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ - ভগবান শ্রীবাদরায়ণ লীলাকৈবল্যাধিকরণের পূর্বপক্ষের সূত্ররূপে অবতারণা করিতেছেন—না ইত্যাদি। প্রয়োজনের অভাব হেতু। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ সূত্র। প্রয়োজনের অভাব

গ্রহায় প্রবর্ত্ততে, ন তু জন্মমরণাদি বিবিধ যাতনা সমর্পনায়। ঋতে প্রয়োজনাৎ প্রবৃত্তৌ ত্বপ্রেক্ষাকারিতাপত্তিঃ সর্ব্বজ্ঞশ্রুতিব্যাকোপঃ। তস্মান্নোপযুক্তা প্রবৃত্তিরিতি ॥৩২॥

প্রবৃত্তিঃ—উৎকটরাগজন্য প্রযত্নবিশেষঃ" ইতি ন্যায়কোশঃ (৫৭৭ পৃ০) তদুৎপত্তৌ ক্রমঃ - প্রথমতঃ ফলজ্ঞানম্; ততঃ ফলেচ্ছা; তত ইষ্টসাধনতা জ্ঞানমুপায়ে; তত উপায়েচ্ছা, ততঃ প্রবৃত্তিরুৎপদ্যতে ইতি। (ন্যা০ কো০) পূর্ণকামস্য ব্রহ্মণঃ প্রবৃত্তির্নোপযুজ্যতে। কুতঃ প্রবৃত্তির্নোপযুজ্যতে? তত্রাহুঃ—পূর্ণস্য প্রয়োজনাভাবাৎ। প্রয়োজনে সতি পূর্ণত্বং ন সিদ্ধেৎ। অথ দ্বিবিধা প্রবৃত্তির্দর্শয়ন্তি—স্বার্থা-ইতি। প্রেক্ষা-বিষয়স্য শুভাশুভবিবেচনা, অপ্রেক্ষা, তদ্রহিতা নোপযুক্তা প্রবৃত্তিরিতি—প্রয়োজনং বিনা সৃষ্টৌ প্রবৃত্তে শ্রীভগবতি উন্মত্ততা অন্ধতাদিদোষাপত্তিঃ; ততো বিবেচকত্ব-সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণবোধকত্বশ্রুতি বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গঃ; তস্মাৎ জগৎসৃষ্টৌ ব্রহ্মণঃ প্রবৃত্তিরনুপযুক্ত ইতি ভাবঃ ॥৩২॥

বশতঃ পরব্রহ্ম পূর্ণকাম শ্রীগোবিন্দদেবের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি উপযুক্ত নহে। অথবা মানবের প্রবৃত্তি প্রয়োজন যুক্ত হেতু প্রয়োজনকে অপেক্ষা করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়. কিন্তু প্রয়োজন হীনের প্রবৃত্তি হয় না, পূর্ণকাম পরব্রহ্মের সর্ব প্রকারে প্রয়োজনের অভাব হেতু সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না। পূর্বসূত্র হইতে 'ন' কারের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে।

শঙ্কা—এইস্থলে শঙ্কা এই যে নঞ্' এই শব্দের অরাম (অকার) শেষ থাকে, এবং নঞের সমাস হয়, এইপ্রকার হরিনামামৃত ব্যাকরণে অনুশাসন হেতু 'ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ 'এই স্থলে. অপ্রয়োজন বত্ত্বাৎ এইরূপ সিদ্ধ হইবে।

সমাধান—এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত বলিতেছেন নিষেধার্থক 'ইত্যাদি। নিষেধার্থক 'ন' শব্দের সহিত সমাসহেতু এই স্থলে ন' শব্দের লোপ হয় নাই। অমর কোশে পাওয়া যায়—নহি, অ,ন, না এই সকলে অভাব অর্থ বুঝায় অতএব এই ন কারটি নঞ্ নহে, কিন্তু নিষেধার্থ ন কার এবং অব্যয়। ব্রহ্মের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি উপযুক্ত নহে। প্রবৃত্তি অর্থাৎ উৎকট রাগজন্য প্রযত্ন বিশেষ, প্রবৃত্তি উৎপত্তির ক্রম এইরূপ প্রথমতঃ ফল বিষয়ে জ্ঞান, অনন্তর ফল লাভের ইচ্ছা, তদনন্তর ইষ্টসাধনতাজ্ঞান এবং উপায়. তাহার পর উপায়ের ইচ্ছা. অনন্তর প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। পূর্ণকাম ব্রহ্মের প্রবৃত্তি হওয়া সঙ্গত নহে। কি কারণে প্রবৃত্তি সঙ্গত নহে? তাহা বলিতেছেন—পূর্ণের প্রয়োজনের অভাব হেতু, প্রয়োজন থাকিলে পূর্ণত্ব সিদ্ধ হয় না। প্রবৃত্তি দ্বিবিধা হইলোকে দেখা যায়, প্রথমা স্বার্থা দ্বিতীয়া পরার্থা। তন্মধ্যে আদ্যা স্বার্থা প্রবৃত্তি শ্রীভগবানের সম্ভাব নহে, তাহাতে পূর্ণকামত্ব শ্রুতিবাক্য সকলের বিরোধ হইবে। অন্ত্যও নহে, অর্থাৎ পরের নিমিত্তও প্রবৃত্তি সম্ভব নহে, যে ব্যক্তি সমর্থ সেই অন্যকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয় কিন্তু জন্ম মরনাদি বিবিধ যাতনা সমর্পন করিবার নিমিত্ত নহে।

এবং প্রাপ্তে সমাধত্তে—

॥ওঁ॥ লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্ ॥ওঁ॥ ২।১।১১।৩৩॥

শঙ্কাচ্ছেদায় 'তু' শব্দঃ। পরিপূর্ণস্য বিচিত্রসৃষ্টৌ প্রবৃত্তির্লীলৈব কেবলা, ন তু স্বফলানুসন্ধি পূর্ব্বিকা। অত্র দৃষ্টান্তো লোকেতি। ষষ্ঠ্যন্তাদ্বতিঃ। লোকস্য সুখোন্মত্তস্য যথা

সিদ্ধান্ত ঃ—অথ লীলাকৈবল্যাধিকরণস্য পূর্ব্বপক্ষস্য সমাধান সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—লোকবৎ" ইতি। অবাপ্তসর্ব্বার্থস্য পূর্ণকামস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য যৎ বিশ্ববিরচনং তৎ খলু 'লীলাকৈবল্যম্' লীলা এব কেবলম্; ন তু কিমপি স্বফলানুসন্ধান পূর্ব্বকম্। কীদৃশং তত্রাহ—লোকবৎ; সুখোন্মত্তস্য ফলাভি সন্ধান রহিত নৃত্যাদিবদিতি।

অত্র সূত্রে যৎ 'তু' শব্দো বিদ্যতে তৎ বাদিনাম্ শঙ্কাচ্ছেদায় ইতি। পরিপূর্ণস্য' ইতি প্রকটার্থম। ষষ্ঠ্যন্তাৎ" ইত্যস্যায়মাশয়ঃ তথাচ অষ্টাধ্যায়িসূত্রম্ ৫।১।১১৫, "তেন তুল্য ক্রিয়াচেদ্ বতিঃ" ইত্যনেন সূত্রেণ যদি বতিঃ ক্রীয়তে তদা লোকেন—মা বেন তুল্যম্ মানববৎ" "লোকস্য ভুবনে জনে" ইত্যমর ইত্যেবমপসিদ্ধান্তাপত্তিঃ স্যাৎ।

ব্রহ্ম প্রয়োজনাভাব হেতু সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি হইলে অপ্রেক্ষাকারিতা দোষ হয়, প্রেক্ষা অর্থাৎ বিষয়ের শুভ ও অশুভ পর্য্যালোচনা অপ্রেক্ষা সেই প্রকার বিবেচন রহিত, এবং ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ প্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধ হয়। সুতরাং ব্রহ্মের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি উপযুক্ত নহে। অর্থাৎ প্রয়োজন বিনা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি হইলে পরে শ্রীভগবানে উন্মত্ততা ও অন্ধতাদিদোষ উপস্থিত হয়। তাহা হইলে শ্রীভগবানের বিবেচকত্ব এবং সার্বজ্ঞ্যাদিগুণ প্রতিপাদকত্ব শ্রুতি বৃথা হইবে। অতএব জগৎ সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মের প্রবৃত্তি হওয়া কদাপি উপযুক্ত নহে' ইহাই ভাবার্থ ॥৩২॥

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে সমাধান করিতেছেন, অর্থাৎ ভগবান শ্রীবাদরায়ণ লীলা কৈবল্যাধিকরণের পূর্বপক্ষের সমাধান সূত্রের অবতারণা করিতেছেন লোকবৎ"ইত্যাদি। সম্প্রাপ্তসর্বার্থ পূর্ণকাম পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের যে বিশ্ববিরচনাদি ক্রিয়া তাহা কেবল লীলা মাত্রই, কিন্তু কোন প্রকার নিজফল লাভের অনুসন্ধান পূর্বক নহে; তাহা কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন লোকবৎ, যেমন সুখোন্মত্ত মানবের ফলাভিসন্ধান রহিত নৃত্যাদিবৎ জানিতে হইবে। এই সূত্রের যে "তু" শব্দ আছে তাহা পূর্বপক্ষকারিগণের শঙ্কাচ্ছেদন করিবার নিমিত্ত। ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ শ্রীভগবানের বিচিত্র সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্তি হওয়া কেবল লীলা মাত্র। কিন্তু স্বফলানুসন্ধান পূর্বক নহে; এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত-যেমন লোক। ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্ত পাদের উত্তরে বতি প্রত্যয় হইয়াছে। ষষ্ঠ্যন্ত বলিবার অভিপ্রায় এই যে-অষ্টধ্যায়িসূত্রে বর্ণিত আছে—যদি তাহার তুল্য ক্রিয়া হয়, তাহা হইলে বতি প্রত্যয় হয় "এই সূত্রের দ্বারা যদি

সুখোদ্রকাৎ ফলনিরপেক্ষা নৃত্যাদিলীলা দৃশ্যতে, তথেশ্বরস্য। তস্মাৎ স্বরূপানন্দস্বাভাবিকী এব লীলা। "দেবস্যৈষ স্বভাবেঽয়মাত্মকামস্য কা স্পৃহা। (মাণ্ডুক্য কা০ ১।৯) ইতি মাণ্ডুক্য

অত্রোক্তম্—ষষ্ঠ্যন্তাদ্ ; তথাহি শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে—৭।৮২৯, "তত্রৈব তস্যেব বা" ইতি সূত্রেণ লোকস্য ইব—লোকবৎ" ইতি। অত্র 'ইব' পদং সাদৃশ্যপরম্" (সার ম০) সাদৃশ্যঞ্চ তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গত ভূয়োধর্ম্মবত্ত্বমিতি" (টীকা) অথ ষষ্ঠ্যন্তাৎ বতিমাশ্রিত্য বিস্তারয়ন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদাঃ—লোকস্য ইতি।

তস্মাৎ শ্রীভগবতঃ স্বরূপানন্দময়ত্বাৎ তস্য স্বরূপানন্দ স্বাভাবিকী এব লীলা ; সা তু সৃষ্টি-স্বভক্ত পালন—স্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তনাদি রূপা। অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ফলানুসন্ধান রহিতত্বং মাণ্ডুক্যশ্রুতিদ্বারেণ প্রতিপাদয়ন্তি-দেবস্য" ইতি। দেবস্য-অচিন্ত্যানন্তলীলাময়স্য পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবস্য অয়ং স্বভাবঃ ; স তু হেত্বন্তরানপেক্ষ বস্তু ধর্ম্মবিশেষঃ" ইতি ন্যায়কোশঃ। ন তস্য কামপি স্পৃহা বিদ্যতে ; যতঃ "অবপ্তকামস্য কা স্পৃহা' ন কামপি স্পৃহা ইত্যর্থঃ।

বতি প্রত্যয় করা হয়, তাহা হইলে লোকের মানবের তুল্য-লোকবৎ' এই প্রকার হয়। লোকশব্দের অর্থ ভুবন ও জন (মানব) ইহা অমরকোশে আছে।

তাহাতে অপসিদ্ধান্তাপত্তি দোষ হইবে। অর্থাৎ মানব যেমন কাম ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া স্বসুখফলাভিসন্ধান পূর্বক কার্য্য করে, শ্রীভগবান সেই প্রকার করেন না। অতএব বলিতেছেন—ষষ্ঠ্যন্ত পদের ইতি। এই বিষয়ে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণেরসূত্র তত্র ইবও তস্য ইব এই অর্থে বতি প্রত্যয় হয়। এই সূত্রের দ্বারা "লোকের ইব সদৃশ লোকবৎ" এই প্রকার হইবে। এই স্থলে 'ইব' পদ সাদৃশ্য পর।

সাদৃশ্য-অর্থাৎ তাহার ভিন্ন হইলে ও তাহার ধর্মের আধিক্য বিদ্যমান। অনন্তর শ্রীমদ্-ভাষ্যকার প্রভুপাদ ষষ্ঠ্যন্ত পদের উত্তরে বতি প্রত্যয় আশ্রয় করতঃ অর্থ বিস্তার করিতেছেন—লোকের ইত্যাদি। সুখোন্মত্ত লোকের যেমন সুখোদ্রেক হেতু ফলাদি নিরপেক্ষাই নৃত্যাদি লীলা দেখা যায় ; সেই প্রকার আনন্দময় শ্রীভগবানের আনন্দোদ্রেক হেতু সৃষ্টি প্রভৃতি লীলা দেখা যায়। অতএব শ্রীভগবান স্বস্বপানন্দময় হেতু তাঁহার স্বরূপানন্দ স্বাভাবিকীই লীলা হয় ; এবং সেই লীলা জগৎ সৃষ্টি, স্বভক্তপালন, স্বধর্মপালন ও প্রবর্ত্তনাদি রূপা বলিয়া জানিতে হইবে। অতঃপর শ্রীগোবিন্দদেবের ফলানুসন্ধান রহিতত্ব মাণ্ডুক্য শ্রুতিদ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—দেবস্য ইত্যাদি। দেবের স্বভাব এই প্রকার, আত্মারামের স্পৃহা কোথায় ?। শ্রীগোবিন্দদেবের এই প্রকার স্বভাব অর্থাৎ-হেত্বন্তর অপেক্ষা রহিত ধর্মাবিশেষ ; তাঁহার কোন প্রকার স্পৃহা বা বাসনা বিদ্যমান নাই ; যে হেতু আপ্তকামের স্পৃহা কোথায় ? কোন প্রকার স্পৃহা নাই ইহাই অর্থ।

শ্রুতেঃ। "সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু। কুরুতে কেবলানন্দাৎ যথোন্মত্তস্য নর্ত্তনম্॥ পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ? মুক্তা অপ্যাত্মকামাঃ স্যুঃ কিমু অস্যা-

---

অত্রেদং বিচারনীয়ম্—"দেবস্যৈষ" শ্লোকোঽয়ম্ কুত্রাপি শ্রীগৌড়পাদকৃতা—'মাণ্ডুক্যকারিকা' রূপেণ পঠ্যতে; কিঞ্চ শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদানাং ভাষ্যমপি তস্যা দৃশ্যতে। তচ্চপ্রকরণ চতুষ্টয়াত্মকম্। প্রথমং—আগম প্রকরণম্: তত্র উনত্রিংশৎ কারিকাস্তি। অত্র "প্রণবো হ্যপরম্" (২৬) ইত্যারভ্য—"স মুনির্নেতরো জনঃ" (২৯) ইত্যন্তং—শ্রীমদাচার্য্যপাদাঃ—শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে শ্রুতিত্বেন স্বীচক্রুঃ। তথাচ উপনিষৎসু চ প্রণবমুদ্দিশ্য" ইতি (৪৭ অনু০, ১৭১ পৃ০, শ্রীচৈতন্যমঠঃ; প্রথম সংস্করণং—৪৮২ শ্রীগৌরাঙ্গাব্দঃ) দ্বৈতবাদগুরু—শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদাশ্চ—"ইতি চ শ্রুতিঃ" ইতি নবমকারিকা "লোকবত্তু" সূত্রে উদ্ধৃতা। কিঞ্চ—"অপি চৈবমেকে" (৩২৮১৩) ইতি সূত্রে—"চ শব্দাদনন্তরূপত্বং চৈকে শাখিনঃ পঠন্তি" ইত্যারভ্য—"অমাত্রঃ" ইত্যাদি উনত্রিংশৎ কারিকাপঠিতা।

এইস্থলে বিচারের বিষয় এই যে—"দেবস্যৈষ" এইশ্লোকটি কোন স্থলে শ্রীগৌড়পাদকৃত' মাণ্ডুক্য কারিকা" রূপে পাঠ করেন। এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদের ভাষ্য ও তাহার দেখা যায়। ঐ মণ্ডুক্য কারিকায় চারিটি প্রকরণ আছে। প্রথম আগম প্রকরণ, তাহাতে উনাত্রিংশটি কারিকা আছে তন্মধ্যে "প্রণবোহ্যপরং" হইতে আরম্ভ করিয়া "সমুনি র্নেতরোজনঃ" পর্য্যন্তশ্রীমদাচার্যপাদ শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে শ্রুতিরূপে স্বীকার করিয়াছেন—তথা উপনিষদে প্রণবকে উদ্দেশ্য করিয়া: ইত্যাদি। দ্বৈত বাদগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ—ইতি চ শ্রুতি" বলিয়া 'লোকবর্ত্তু' সূত্রে নবম কারিক উদ্ধার করিয়াছেন। অপর 'অপিচৈবমেকে "এই সূত্রে চ শব্দের দ্বারা শ্রীভগবানের অনন্তরূপত্ব এক শাখাধ্যায়িগণ পাঠ করেন ইহা বলিয়া "অমাত্রঃ" ইত্যাদি উনশ্রিশসংখ্যা কারিকা পাঠ করিয়াছেন। শ্রীভাষ্যের ভাব প্রকাশিকা ব্যাখ্যায় শ্রীরঙ্গরামানুজাচার্য্যপাদ নবম কারিকা—কেহ বলেন শ্রীভগবান ক্রীড়ার নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, কেহ বলেন—ভোগের নিমিত্ত" এইরূপ সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া" এই প্রকার মাণ্ডুক্য শ্রুতিতে সৃষ্টি লীলার নিমিত্ত, ইহা পূর্ব্বপক্ষরূপে উপন্যাস হেতু" ইহা লিখিয়াছেন।

এই প্রকার শঙ্করভাষ্যের কল্পতরুপরিমল কার শ্রীঅপ্পয় দীক্ষিত পাদ 'লোকবৎ' সূত্রে-ক্রীড়-র্থম্ মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া 'এই প্রকার মাণ্ডুক্যোপনিষদে তাৎকালিকানন্দ প্রয়োজন লীলাই" ইহা বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় বৈতথ্য প্রকরণ তাহাতে আটত্রিশটি কারিকা আছে। তৃতীয় অদ্বৈত প্রকারণ, তাহাতে আটচল্লিশটি কারিকা আছে। চতুর্থ অলাতশান্তি প্রকরণ; তাহতে একশত কারিকা আছে। এই কারিকা সকল শ্রীগৌড়পাদ বিরচিত নহে, কিন্তু তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক তাঁহার রচিত। যে সকল

খিলাত্মনঃ ॥ (মাধ্ব ভা০ ২।১।৯।৩৪, নারায়ণসং) ইতি স্মরণাচ্চ।

শ্রীভাষ্যস্য "ভাব প্রকাশিকা" ব্যাখ্যায়ং শ্রীরঙ্গরামানুজাচার্য্যপাদাস্তু—(২।১।৩৩) নবমকারিকা—"ক্রীড়ার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ভোগার্থমিতি চপরে" ইতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত্য—"ইতি মাণ্ডুক্যশ্রুতৌ সৃষ্টেলীলার্থত্বস্য পরপক্ষত্বোপন্যাস্যাৎ" ইতি ব্যলিখন্। (শ্রীধরণীধরশাস্ত্রিণা সম্পাদিতম্- ৪৬৩ পৃ০, ১৯১৭ ইং) এবং শঙ্করভাষ্যস্য -"কল্পতরু পরিমল" কারাঃ শ্রীমদপ্পয়দীক্ষিতপাদাঃ—"লোকবৎ" (২।১।৩৩). সূত্রে ক্রীড়ার্থমিতি' মন্ত্রমুদ্ধৃত্য—'ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষদি তাৎকালিকানন্দ প্রয়োজন লীলাত্বমেব ; ইতি। দ্বিতীয়ন্তু—বৈতথ্য প্রকরণম্ ; তত্র অষ্টাত্রিংশৎ কারিকা অস্তি। তৃতীয়ং অদ্বৈত প্রকরণম্। তত্র অষ্টচত্বারিংশৎ কারিকা অস্তি।

চতুর্থং অলাতশান্তিপ্রকরণম্। তত্র শততমাঃ কারিকাঃ সন্তি। আসু কারিকাসু সর্ব্বা এব ন শ্রীগৌড়পাদানাং বিরচিতা ; কিন্তু কতি সংখ্যকাঃ ; যাঃ খলু স্বতসিদ্ধাঃ শ্রুতিরূপা কারিকাঃ তাঃ অপি

স্বতঃ সিদ্ধ শ্রুতিরূপা কারিকা সেই সকলও কালক্রমে শ্রুতিচৌরগণ কর্ত্তৃক শ্রীগোড়পাদ কারিকা মধ্যে সংযুক্তা হইয়াছেন।

অর্থাৎ শ্রীমদ্‌বৈষ্ণবাচার্য্যপাদগণ কর্ত্তৃক মাণ্ডুক্য শ্রুতি রূপে যে করিকা সকল উদ্ধৃত হইয়াছে সেই কারিকাই সাক্ষাৎ শ্রুতিরূপা। যাহা অধিক রূপে দেখা যায় তাহাই শ্রীগৌড়পাদ বিরচিতা কারিকা হইবে। কিন্তু এখনও কোনগুলি স্বতঃ সিদ্ধা শ্রুতি বাক্যরূপা কারিকা ; এবং কোনগুলি শ্রীগৌড়পাদ বিরচিতা কারিকা নিশ্চিত হয় নাই।

শ্রীভগবানের বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কোন প্রকার অপেক্ষা করিয়া হয় না, তাহা শ্রীনারায়ণ সংহিতাবাক্যের দ্বারা নিরূপণ করিতেছেন সৃষ্ট্যাদি ইত্যাদি। হরি সকল পাপ বাসনাদি অপহরণ কারী শ্রীগোবিন্দদেব বিশ্বরচনাদি কোন প্রকার অপেক্ষা করিয়া করেন নাই ; কিন্তু কেবল আনন্দ হেতুই করিয়া থাকেন। যে প্রকার উন্মত্তের নর্ত্তন। অর্থাৎ মাদকদ্রব্যাদি ভক্ষণের দ্বারা উন্মত্ত, অথবা উন্মাদ পুরুষের যে প্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও নৃত্য-গীতাদি হয় সেই প্রকার পূর্ণানন্দ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে প্রয়োজন বুদ্ধি কোথায় ? কোন প্রকারেই হয় না। এই বিষয়ে কৈমুত্য প্রদর্শিত করিতেছেন মুক্ত ইত্যাদি যদি জীবন্মুক্ত সাধকগণ ও আপ্তকাম —পরিপূর্ণকাম হয়েন তাহাতে পুনঃ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের কি বলিতে হইবে ? জীবন্মুক্তগণ যে আপ্তকাম তাহা শ্রীদশমে বর্ণিত আছে—শ্রীশুকদেব বলিলেন-হে রাজন্! যাঁহার পাদপঙ্কজ পরাগনিষেবন করতঃ তৃপ্ত হইয়া, যোগপ্রভাবে কর্মবন্ধন সকল ছেদন করিয়া বন্ধন মুক্ত মুনিগণ যথেষ্ট পরিপূর্ণকাম হইয়া বিচরণ করেন, সেই ইচ্ছাময় ভক্তেচ্ছায় বিগ্রহ প্রকাশকারী শ্রীগোবিন্দদেবের বন্ধন কোথায় ? সুতরাং যাঁহার শ্রীচরণ আরাধনা করিয়া মুনিগণ সর্ববন্ধন বিমুক্ত হয়েন সেই শ্রীগোবিন্দদেবের বন্ধনাদি কি প্রকারে সম্ভব হইবে ?

ন চাত্র দৃষ্টান্তেনাসার্ব্বজ্ঞ্যং প্রসজ্যম্।

বিনা ফলানুসন্ধি মানন্দোদ্রেকেন লীলাবতে' ইত্যেতাবৎ স্বীকারাৎ।—উচ্ছাশ-

---

কালক্রমেণ শ্রুতিতস্করৈঃ তত্র শ্রীগৌড়পাদকারিকায়াং সন্নিবেশিতাঃ ; শ্রীমদ্‌বৈষ্ণবাচার্য্যপাদৈঃ "মাণ্ডুক্য-শ্রুতিঃ" রূপতয়া যা উদ্ধৃতাঃ তাঃ সাক্ষাৎশ্রুতিরূপা এব ; যাস্তু আধিক্যত্বেন দৃশ্যতে তাস্তু শ্রীগৌড়পাদ-বিরচিতত্বেন ভাব্যমিতি। কিন্তু নাধুমাপি নিশ্চিতাভূৎ—কাঃ-স্বতসিদ্ধা শ্রুতিবাক্যরূপাঃ ; ইতি।

অথ শ্রীনারায়ণ সংহিতা বাকোন শ্রীভগবতঃ সৃষ্ট্যাদিকমনপেক্ষ্যৈব ভবতীতি নিরূপ্যন্তে—সৃষ্ট্যাদিকমিতি। হরিঃ - সর্ব্বপাপবাসনাপ্রহারকঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ সৃষ্ট্যাদিকং বিশ্বরচনং কিমপি প্রয়োজনমপেক্ষ্য ন কুরুতে : কিন্তু কেবল-আনন্দাদেব কুরুতে : অত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথা মত্তস্য ইতি। মত্তঃ—মাদকদ্রব্যাদিভক্ষণমত্তঃ অথবা উন্মাদপুরুষস্য যথা প্রয়োজনবিনৈব নৃত্যাদিকং ভবতি, তথা পূর্ণানন্দস্য স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য তস্য ইহ সৃষ্ট্যাদৌ প্রয়োজন মতিঃ কুতঃ ? ন কুতোঽপীত্যর্থঃ। অথ কৈমুত্যং দর্শয়তি—মুক্তা ইতি। মুক্তাঃ—জীবন্মুক্তা অপি আপ্তকামাঃ পরিপূর্ণকামাঃ স্যুঃ। তথাহি শ্রীদশমে ৩৩।৩৫, "যৎ পাদপঙ্কজ পরাগ নিষেব তৃপ্তা যোগ প্রভাব বিধুতাখিলা কর্ম্মবন্ধাঃ। স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানাঃ তস্যেচ্ছেয়াত্ত বপুষঃ কুতঃ এব বন্ধঃ ॥ তস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য কিমু ; কিং বক্তব্যমিতি। তথাচ সর্ব্বচিত্তাকর্শকঃ সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেবঃ স্ব প্রয়োজনমনপেক্ষ্য এব সৃষ্টি কার্য্যং করোতি, ন তু তত্র তস্য কিমপি প্রয়োজনমিতি।

নন্থ—অত্র দৃষ্টান্তেন শ্রীভগবতঃ সার্ব্বজ্ঞ্যতা হানি র্ভবতি ; যথা উন্মাদঃ কিমপি পূর্ব্বাপরং স্মরণং অকৃত্বা নৃত্যতি ; তথা সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীভগবানপি পূর্ব্বাপর স্মরণ রহিতঃ সন্ উন্মাদবৎ সৃষ্ট্যাদিকং করোতি ; তথাত্বে তস্য সার্ব্বজ্ঞ্যতা হানিঃ, ইতি চেৎ, তত্রাহুঃ—ন চাত্র" ইতি। অত্র উন্মাদদৃষ্টান্তেন শ্রী-ভগবতঃ সার্ব্বজ্ঞ্যতা হানিদোষো ন সম্ভবতি ; কুতো ন সম্ভবতি ? তত্রাহুঃ—বিনা' ইত্যাদি। স্বীকারা-দিতি : মত্তদৃষ্টান্তেন - শ্রীভগবতো ন সার্ব্বজ্ঞ্যতা হানিঃ।

অতএব সর্বচিত্তাকর্ষক সর্বসৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেব নিজ প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়াই সৃষ্টিকার্য্য করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই।

শঙ্কা—এইস্থলে আমাদের আশঙ্কা এই যে-উন্মত্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীভগবানের সার্বজ্ঞ্যতাহানি হয় ; যেমন-উন্মাদ কোন প্রকার পূর্বাপর স্মরণ না করিয়াই নৃত্য করে; সেই প্রকার সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীভগবানও পূর্বাপর স্মরণ না করিয়া উন্মাদের সমান সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন; তাহা হইলে শ্রীভগবানের সার্বজ্ঞ্যতা হানি হইবে।

সমাধান—এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন এই দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীভগবানের অসার্বজ্ঞ্যতা দোষ প্রযুক্ত হইবে না, অর্থাৎ উন্মাদ দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীভগবানের সার্বজ্ঞ্যতাহানি দোষের সম্ভাবনা নাই।

প্রশ্বাসদৃষ্টান্তোঽপি সুষুপ্ত্যাদৌ তদাপত্তেঃ। রাজদৃষ্টান্তস্তু তত্তৎ ক্রীড়াসম্ভৃতস্য সুখস্য ফলত্বান্নোপাত্তঃ ॥৩৩॥

অত্র মত্তো যথা ফলানুসন্ধানরহিতঃ সন্ নৃত্যতে; তথা শ্রীভগবানপি ফলানুসন্ধান রহিতঃ আনন্দমাত্রোদ্রেকেণ লীলায়তে, লীলাং করোতি, ইত্যেতাবদংশেন তস্য সমতা স্বীকারাৎ, ন তু সর্ব্বাংশেন ইতি। উচ্ছ্বাসঃ" ইতি,—তথাচ- যথা চ উচ্ছ্বাস প্রশ্বাসাদয়োঽনভিসন্ধায় বাহ্যং কিঞ্চিং প্রয়োজনং স্বভাবাদেব সম্ভবন্তি, এবমীশ্বরস্যাপি অনপেক্ষ্য কিঞ্চিং প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তির্ভবিষ্যতি" ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদাঃ।

অত্র উচ্ছ্বাস প্রশ্বাস দৃষ্টান্তে সুষুপ্ত্যাদৌ তদাপত্তেঃ ফলানুসন্ধানাপত্তেঃ তথাচ সুষুপ্তিদশায়াং 'অয়ং জীবিতো, মৃতো বা'ইতি প্রশ্বাসাদিনা তৎ ফলং নির্দ্ধার্য্যতে,এবং জীবিতো মৃতঃ 'ইতি ফলানুসন্ধানং তত্র বর্ত্ততে, তস্মাৎ নায়ং দৃষ্টান্তঃ সুষ্ঠুরিতি। রাজদৃষ্টান্তস্তু—ইতি। তথাহি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ—যথা লোকে সপ্তদ্বীপাং মেদিনীমধিতিষ্ঠতঃ সম্পূর্ণশৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রমস্যাপি মহারাজস্য কেবল লীলৈক প্রয়োজনাঃ কন্দুকাদ্যারম্ভা দৃশ্যন্তে, তথৈব পরস্যাপি ব্রহ্মণঃ স্ব সঙ্কল্পমাত্রাবকল্প্ত জগজ্জন্ম-স্থিতি ধ্বংসাদে-র্লীলৈব প্রয়োজনমিতি নিরবদ্যম্" ইতি।

কি হেতু সম্ভাবনা নাই? তাহা বলিতেছেন—বিনা ইত্যাদি। ফলানুসন্ধান বিনা কেবল আনন্দের উদ্রেকহেতু লীলা করেন "এই প্রকার স্বীকার করার নিমিত্ত। স্বীকার হেতু' কথার তাৎপর্য্য এই যে মত্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীভগবানের সার্বজ্ঞ্যতা হানি হয় না, অর্থাৎ মত্ত যে প্রকার ফলানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া নৃত্য করে; সেইরূপ শ্রীভগবানও ফলানুসন্ধান রহিত আনন্দোদ্রেক দ্বারা কেবল মাত্র লীলা করেন; এই অংশেই মত্তের সহিত শ্রীভগবানের সমতা স্বীকার করা হইয়াছে; কিন্তু সর্বাংশের দ্বারা নহে।

এইস্থলে নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি দৃষ্টান্তেও সুষুপ্তিকালে তাহার অর্থাৎ ফলানুসন্ধানের আপত্তি হইবে। অর্থাৎ শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বলেন—যে প্রকার নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি কোন বাহ্য প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতই প্রবাহিত হয়; সেই প্রকার ঈশ্বরেরও সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি কেবল লীলারূপ তাহা কোন প্রয়োজন অপেক্ষা করিয়া হয় না। এই নিশ্বাসাদি দৃষ্টান্তে সুষুপ্তিকালে ফলানুসন্ধানাপত্তি দেখা যায়; অর্থাৎ সুষুপ্তি দশায় 'এই মানব জীবিত? অথবা মৃত? তাহা প্রশ্বাসাদিকার্যের দ্বারা তাহার ফল নির্দ্ধারণ করা হয়; সুতরাং জীবিত কি মৃত, এই প্রকার ফলানুসন্ধান তথায় বিদ্যমান আছে, অতএব এই দৃষ্টান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে।

এইস্থলে রাজদৃষ্টান্তও নানাবিধ ক্রীড়াসম্ভূত সুখরূপ ফলানুসন্ধান হেতু আমরা স্বীকার করি নাই। শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ বলেন—লৌকিক দৃষ্টান্তে যে প্রকার সসাগরা পৃথিবীর রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সম্পূর্ণ শূরতা বীরতা পরাক্রমাদিযুক্ত মহারাজের কেবল লীলা মাত্র প্রয়োজনে

অথ কন্দুকক্রীড়ায়ামপি মহারাজস্য ক্রীড়াসম্ভূতস্য সুখস্য ফলত্বাৎ অস্মভিঃ ন গৃহীতম্। কিন্তু —যথা সুখোন্মত্তস্য সুখোদ্রেকাৎ ফলনিরপেক্ষা নৃত্যাদিলীলা, তথা এব সর্ব্বেশ্বর—সৃষ্টিকর্ত্তুঃ শ্রীগোবিন্দ দেবস্য কৃপোদ্রেকাৎ সৃষ্ট্যাদিলীলা ইতি। কিং বহুনা শ্রীগোবিন্দদেবস্য স্বভক্তার্থমেব—সৃষ্টিরিতি। তথাহি শ্রীভাগবতে—১১৩৩, সসর্জ্জোচ্চাবচান্যাদ্যঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে" টীকাচ শ্রীস্বামিপাদানাম্- স্বাংশ-ভূতানাং জীবানাং মাত্রাপ্রসিদ্ধয়ে-বিষয়ভোগায়, আত্মপ্রসিদ্ধয়ে মোক্ষায় চ ইত্যর্থঃ" কিঞ্চ শ্রীমদাচার্য্য-পাদানাং শ্রীক্রমসন্দর্ভ—স্বমাত্রা' ইত্যস্য টীকায়াং—ভক্তার্থ এব সৃষ্টৌ মুখ্যঃ প্রযত্ন ইতি প্রথমার্থে দর্শি-তম্, এতদেব চ বাস্তবম্ প্রযত্নান্তরস্যানু সঙ্গিকত্বাৎ। ইতি।

অপিচ—শ্রীদশমে- -৮৭।২, মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽকল্পনায় চ' টীকা চ শ্রীমদাচার্য্যদেবানাং শ্রীবৃহৎক্রমসন্দর্ভঃ, কিমর্থং সসর্জ্জ ? মাত্রার্থমিত্যাদি। মাত্রা বিষয়স্তদর্থং, ভব—ঐশ্বর্য্যম্ তদর্থম্, আত্মনে আত্মভজনার্থং, অকল্পনায় অপুনরাবৃত্তয়ে কৈবল্যায়। কৌতুকান্নানা ভাবদিদৃক্ষা, নানা কল্পনং হি কৌতুকম্, কেচিদ্‌বিষয়াশক্তাঃ সন্তু, কেচিদ্‌বুদ্ধিমন্তো মাং ভজন্তু কেচিৎ কৈবল্যার্থং যতন্তামিতি হি

কন্দুকাদিক্রীড়া দেখা যায়; সেই প্রকার পরব্রহ্মের স্বসঙ্কল্প মাত্রই সম্পূর্ণ জগতের জন্ম স্থিতি এবং প্রলয়াদির লীলাই প্রয়োজন, ইহাই অনিন্দনীয় সিদ্ধান্ত। এইস্থলে কন্দুকাদিক্রীড়াতে ও মহারাজের ক্রীড়াজাত সুখের ফলানুসন্ধান হেতু আমরা সেই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করি নাই। কিন্তু যে প্রকার সুখো ন্মত্তের সুখোদ্রেক হেতু ফলাদির অপেক্ষা না করিয়াই নৃত্যাদিলীলা দেখা যায়। সেই প্রকারই সর্বেশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেবের কৃপোদ্রেক হেতু সৃষ্ট্যাদিলীলা বর্ণন করিয়াছেন। অনেক কথার প্রয়োজন নাই শ্রীগোবিন্দদেব নিজ ভক্তের নিমিত্তই সৃষ্টি করেন।

তাহা শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে আদ্য-শ্রীভগবান জীবগণের ভোগ ও মোক্ষের নিমিত্ত উচ্চনীচ যোনি সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন—শ্রীভগবান স্বাংশভূত জীবগণের মাত্রা প্রসিদ্ধ-অর্থাৎ বিষয়ভোগের নিমিত্ত, আত্ম প্রসিদ্ধ অর্থাৎ মোক্ষের নিমিত্ত, ইহাই অর্থ। পুনঃ শ্রীমদাচার্য্যদেবের শ্রীক্রমসন্দর্ভটীকা—স্বমাত্রা 'এই অংশের টীকা—ভক্তের নিমিত্তই সৃষ্টিকার্য্যে মুখ্য প্রযত্ন, অর্থাৎ প্রবৃত্তি, ইহা প্রথমার্থে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ইহাই বাস্তব বা যথার্থ অর্থ, যেহেতু অন্যান্য প্রযত্ন আনুষঙ্গিক। আরও শ্রীদশমে বর্ণিত আছে—সর্বসমর্থ শ্রীভগবান জীবগণের নিমিত্ত বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ সৃষ্টি করিলেন তাহা মাত্রা ভব আত্ম ও অকল্পনের নিমিত্ত। এই অংশের শ্রীমদাচার্য্যদেব কৃত শ্রীবৃহৎক্রমসন্দর্ভ টীকা কি নিমিত্ত সৃষ্টিকরিলেন ? মাত্রার নিমিত্ত ইত্যাদি মাত্রা বিষয় তাহার নিমিত্ত, ভব ঐশ্বর্য্য, তাহার নিমিত্ত, আত্মার নিমিত্ত আত্মভজনের নিমিত্ত, অকল্প অপুনারাবৃত্তি কৈবল্যের নিমিত্ত. শ্রীভগবানের কৌতুক হেতু নানা প্রকার ভাব দর্শনের ইচ্ছা, নানারূপ কল্পনার নামই কৌতুক।

১২।। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণম্

পুনরাশঙ্ক্য পরিহরতি। ব্রহ্মকর্তৃত্ববাদোঽসমঞ্জসঃ? সমঞ্জসো বেতি বীক্ষায়াং-সুখ-দুঃখ ভাজো দেবমনুষ্যাদীন্ সৃজতি ব্রহ্মণি বৈষম্যাদ্যাপত্তেরসমঞ্জসঃ। ততশ্চ নির্দ্দোষতাবাদি-

---

কৌতুকম্। তচ্চ তেষাং বুদ্ধ্যাদিযোগেনৈব ভবতীতি তত্তৎ কল্পনম্। তেনাসৌ ভগবান্ ব্রহ্মশব্দবাচ্যঃ স্বয়ং প্রাকৃতগুণরহিতোঽপি জগৎকর্তৃত্বাদি সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ভক্ত বাৎসল্যাদি নিত্যাপ্রকৃতগুণোঽচিন্ত্যৈশ্বর্য্যো ব্রহ্মৈব সবিশেষম্" ইতি। সমুদায়ার্থঃ ॥৩৩॥

"ইতি লীলাকৈবল্যাধিকরণং একাদশং সমাপ্তম্ ॥১১॥"

১২।। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণম্।

দেব মানবসৃষ্ট্যাপি ন বৈষম্যাদিদোষভাক্।
ভবতি সৃষ্টিকর্ত্তাঽসৌ ভগবাঞ্শ্যামসুন্দরঃ ॥

লীলাকৈবল্যাধিকরণে শ্রীভগবতঃ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যং লীলা এব প্রতিপাদিতা; নন্বু তথাত্বে তস্য বৈষম্যাদিদোষাপত্তিরিতি শঙ্কাং নিরাকুর্ত্তুং বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণারম্ভঃ ইত্যাধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ পূর্ব্ববৎ শ্রীগোবিন্দদেবস্য জগদ্রচণাদি শ্রুতিবাক্যমেব বিষয়বাক্যম্, তত্ত্ব পূর্ব্বপূর্ব্বস্মিন্ অধিকরণে প্রদর্শিতম্।

কেহ বিষয়াসক্ত হউক, কেহ বুদ্ধিমান হইয়া আমাকে ভজনা করুক, কেহ কৈবল্যেরনিমিত্ত যত্ন করুক, ইহাই কৌতুক. তাহা জীবগণের বুদ্ধ্যাদি যোগের দ্বারাই সম্ভব হইবে, সুতরাং তাহাদের কল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং এইসকল কার্য্যের দ্বারাই ভগবান ব্রহ্ম শব্দবাচ্য হয়েন, স্বয়ং প্রাকৃত গুণ রহিত হইলেও জগৎ কর্ত্তৃত্বাদি সর্বজ্ঞত্বাদি ভক্ত বাৎসল্যাদি নিত্য অপ্রাকৃতগুণ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মই সবিশেষ, নির্ব্বিশেষ নহেন। এই প্রকার প্রকরণের সমুদায় অর্থ ॥৩৩।

এই প্রকার লীলা কৈবল্যাধিকরণ একাদশের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল ॥১১॥

১২।। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য অধিকরণের ব্যাখ্যা।

এই ভগবান শ্রীশ্যামসুন্দর দেব মানবাদি সৃষ্টি করিয়াও বৈষম্যাদি দোষযুক্ত হয়েন না। পূর্ব লীলাকৈবল্যাধিকরণে শ্রীভগবানের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যকে লীলা বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যদি তাহাই স্বীকার করা হয় তাহা হইলে শ্রীভগবানের বৈষম্যাদিদোষাপত্তি হইবে; এই আশঙ্কা নিরাকরণ করিবার নিমত্ত বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণের আরম্ভ। এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়—পূর্বের ন্যায় শ্রীগোবিন্দদেবের জগৎ রচনাদি শ্রুতিবাক্য সকলেই এই অধিকরণের বিষয় বাক্য; তাহা পূর্ব পূর্ব অধিকরেণ প্রদর্শিত হইয়ছে।

শ্রুত্যুপরোধাপত্তিরিতি প্রাপ্তে—

॥ওঁ॥ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি ॥ওঁ॥

২।১।৩৪॥

ব্রহ্মণি কর্ত্তরি বৈশম্যং নৈর্ঘৃণ্যঞ্চ দোষো ন, কুতঃ? সাপেক্ষত্বাৎ, স্রষ্টুঃ কর্ম্মাপেক্ষিত্বাৎ।

সংশয়ঃ—অত্র জগৎসৃষ্টিবাক্যাদৌ সংশয়মস্থাপয়ন্তি—পুনরিতি। ব্রহ্মকর্তৃত্ব, ইত্যাদি স্পষ্টম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ অথ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণস্য পূর্ব্বপক্ষমুদ্ ভাবয়ন্তি সুখ" ইতি। তথাচ—যঃ সৃষ্টিকর্ত্তা স সাবদ্য' ইতি: নিরবদ্যস্য সর্ব্বেশ্বরস্য ন জগৎকর্ত্তৃত্বং কিন্তু সাবদ্যস্য জীবস্য প্রধানস্য বা ইতি। নন্থ শ্রীভগবতঃ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব স্বীকারে কা হানিরিতিচেৎ? তত্রাহুঃ—ততশ্চেতি। নির্দ্দোষ ইতি দেবমানবাদি সৃষ্টিরেব দোষঃ। তথাচ বৃহদারণকোপনিষদি ১।৪।৪, "সা হেয়মীক্ষাঞ্চক্রে কথং নু মাত্মন এব জনয়িত্বা সম্ভবতি হন্ত তিরোঽসানীতি সা গৌরভবদৃষভ ইতরং স্তাং সমেবাভবৎ ততো গাবোঽজায়ন্ত বড়বেতরাভবদ্ অশ্ববৃষ ইতরো গর্দ্দভীতরা গর্দ্দভ ইতরঃ তাং সমেবাভবৎ তত একশফমজায়তাজেতরাঽভবদ্ বস্ত ইতরোঽবিরিতরা মেষ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ তাতোঽজাবয়োঽজায়ন্ত এবমেব যদিদং কিঞ্চ

সংশয়—এইস্থলে জগৎ সৃষ্টিবাক্যাদি বিষয়ে সংশয় উত্থাপন করিতেছেন—পুনঃ' ইত্যাদি। পুনরায় আশঙ্কা করিয়া পরিহার করিতেছেন, ব্রহ্ম কর্ত্তৃত্ববাদ সমঞ্জস, অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সুসঙ্গত অথবা অসমঞ্জস? যুক্তি সঙ্গত নহে? অর্থাৎ যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হইবেন, তিনিই দোষ যুক্ত হইবেন সুতরাং নিরবদ্য সর্বেশ্বরের জগৎ কর্ত্তৃত্ব যুক্তি সঙ্গত নহে, কিন্তু সাবদ্য জীব অথবা প্রধানই জগৎ কর্ত্তা

পূর্ব্বপক্ষ সুখদুঃখভোগী দেবতা মানব পশু প্রভৃতি সৃষ্টিকর্ত্তা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে বৈষম্যাদি দোষাপত্তি হেতু সৃষ্টি কার্য্যে অসমঞ্জসই হইবে। যদি বলেন শ্রীভগবানের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে কি হানি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন তাহা স্বীকার করিলে শ্রীভগবানের নির্দোষতা প্রতিপাদক শ্রুতিসকলের বিরোধাপত্তি উপস্থিত হইবে। নির্দোষ অর্থাৎ দেবমানবাদি সৃষ্টিই দোষ। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত আছে শ্রীভগবান সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করিলেন,সেই রমণী এইপ্রকার বিচার করিল আমি কি প্রকারে আমার জন্মদাতার সহিত মিলিত হইয়া সৃষ্টি করিব এই প্রকার চিন্তা করিয়া সেই রমণী গাভী হইল; অন্য আত্মা বৃষভ হইয়া মৈথুন ক্রিয়া সম্পাদন করিলে গো সকল জাত হইল; এই প্রকার সেই রমণী বড়বা হইলে সেই পুরুষ ঘোটক হইল, রমণী গর্দভী হইলে পুরুষ গর্দভ হইল। রমণী অজা হইলে পুরুষ বস্ত (অজ) হইল, এবং অবি (মেষপত্নী) হইলে মেষ হইল, তাহা হইতে অজ সকলও মেষ সকল জাত হইল; এই প্রকার যাহা কিছু মিথুন তাহা অর্থাৎ পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল সৃষ্টি করিলেন।

প্রমাণমাহ তথাহীতি। "এষ এব সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে।

মিথুনমাপিপীলিকাভ্যস্তং সর্ব্বমসৃজত" এতাদৃশীং সৃষ্টিং সর্ব্ববিধ-বিষমতাদোষরহিতস্য শ্রীভগবতো নৈব সম্ভবতি ; তস্য নির্দ্দোষতা প্রতিপাদনাৎ তথাচ শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে—নির্দ্দোষ পূর্ণ গুণ বিগ্রহ আত্ম তন্ত্রঃ" ইতি। তস্মাৎ ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ববাদোঽ সমঞ্জস এব। ইতি পূর্ব্বপক্ষ বাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ বৈষম্য' ইতি। বিষমস্য ভাবং বৈষম্যং নির্ঘৃণস্য ভাবং নৈর্ঘৃণ্যং, ঘৃণা কৃপা বৈষম্যঞ্চ নৈর্ঘৃণ্যঞ্চ-বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে তে দ্বে দোষৌ পরব্রহ্মণি কর্ত্তরি সতি ন, ন ভবেয়াতামিতি। কুতঃ ? সাপেক্ষত্বাৎ ; জীবানাং স্ব স্ব কর্ম্মসাপেক্ষত্বাদিতি। প্রমাণমাহ—তথাহীতি। তথাহি প্রমাণং দর্শয়তীতি শেষঃ।

নন্থ শ্রীভগবান্ প্রাণিকর্ম্মাপোক্ষী জগৎকর্ত্তা ? অথবা প্রাণিকর্ম্মনিরপেক্ষী জগৎকর্ত্তা ? আদ্যে শ্রীভগবতোঽনীশত্ব প্রসঙ্গঃ। দ্বিতীয়ে তস্য স্বতন্ত্রস্রষ্টৃত্বে বৈষম্যাদিদোষাপত্তিঃ। তস্মাৎ শ্রীভগবতি কর্ত্তারি সতি তস্য দোষদুষ্টত্বমবশ্যমেব' ইতি সমাধাতুমাহুঃ—ব্রহ্মণীতি। কর্ম্মাপেক্ষিত্বাদিতি—কর্ম্ম ইতি, শ্রীবেদান্তস্যমস্তকে ৬১, "তচ্চক্রিয়ারূপম্ ; কৃতিসাধ্যমপি কৃতিমদনাদিসিদ্ধ বীজাঙ্কুরাদিবৎ অনাদি-

'এই প্রকার বিষম সৃষ্টি সর্ব্ববিধ বিষমতাদোষ রহিত শ্রীভগবানের পক্ষে সম্ভব নহে : যে হেতু শাস্ত্র সকলে তাঁহাকে নির্দোষ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বর্ণিত আছে—শ্রীভগবান সর্বপ্রকার দোষ রহিত, ভক্তবাৎসল্য সৌন্দর্য্যাদি পূর্ণগুণ বিগ্রহ, এবং আত্মতন্ত্র-স্বাধীন। অতএব ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ববাদ অসমঞ্জস বলিয়াই জানিতে হইবে। এই প্রকার পূর্বপক্ষবাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্বপক্ষ সমুদ্ভাবনা করিলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—বৈষম্য" ইত্যাদি। শ্রীভগবানে বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যাদি দোষ নাই যে হেতু জীবের কর্ম সাপেক্ষই সৃষ্টি হয়, শ্রুতিতে সেই প্রকার প্রমাণ দেখা যায় বিষমের ভাব বৈষম্য ; নির্ঘৃণের ভাব নৈর্ঘৃণ্য ; ঘৃণা কৃপা; বৈষম্য এবং নৈর্ঘৃণ্য এই দুইটি দোষ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব জগতের কর্ত্তা হইলে সম্ভব হইবে না। কেন হইবে না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—সাপেক্ষ হেতু, অর্থাৎ সৃষ্টিকালে জীবগণের স্ব স্ব কর্ম সাপেক্ষ হেতু শ্রীভগবানের কোন প্রকার দোষ নাই। এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শিত হ তেছেন— তথাহি, ইত্যাদি।

শঙ্কা—এইস্থলে আমরা জিজ্ঞাসা করি-শ্রীভগবান প্রাণিগণের কর্মকে অপেক্ষা করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন ? অথবা প্রাণিগণের কর্মকে অপেক্ষা না করিয়া ? প্রথম পক্ষে-শ্রীভগবানের অনীশ্বরত্ব দোষ হয় ; দ্বিতীয়পক্ষে-তাঁহার বৈষম্যাদি দোষ হয় ; অর্থাৎ শ্রীভগবান যদি স্বতন্ত্র ভাবে জগৎ সৃষ্টি করেন তাহা হইলে বিষমতা ও নির্দয়তা দোষ হয়। অতএব শ্রীভগবান জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা হইলে তাঁহার অবশ্যই দোষ হইবে।

এষএবাসাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে (কৌ॰ ব্রা॰ ৩।৯) পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি,

সিদ্ধম্ ইতি। তথাহি শ্রীমদেকাদশে—৩।৬ কর্ম্মাণি কর্ম্মভিঃ কুর্ব্বন্ সনিমিত্তানি দেহভৃৎ। তৎ তৎ কর্ম্মফলং গৃহ্নন্ ভ্রমতীহ সুখেতরম্॥ ইত্যেবং শুভাশুভপ্রাণিকর্ম্মাপেক্ষিত্বাৎ ন শ্রীভগবান্ দোষভাক্। প্রাণিকর্ম্মানপেক্ষায়াং সৃষ্টৌ খলু শ্রীভগবতো বৈষম্যাদিকং দোষং স্যাৎ, ন তু প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষায়াম্। ন চ প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষা সৃষ্টৌ শ্রীভগবতোঽনীশত্বমিতিবাচ্যম্; তস্য সর্ব্বফলদাতৃত্ব শ্রবণাৎ। তথাহি শ্রীভাগবতে ১০।২৪।১৪ অস্তিচেদিশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপাণ্যকর্ম্মণাম্। কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি ন হ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ॥ তথাচ – ভৃত্যাদিসেবানুসারেণ ফলং প্রযচ্ছতো মহারাজস্য রাজত্বাভাবোঽদর্শনাৎ। শ্রীগোবিন্দদেবস্তু পর্জ্জন্যবদ্ দ্রষ্টব্যঃ। যথা পর্জ্জন্যো ব্রীহি যবাদি সৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি। ব্রীহি যব চূতনিম্বাদি বৈষম্যে তু তত্তদ্ বীজগতানি সামর্থ্যানি এব অসাধারণ কারণানি ভবন্তি; এবং শ্রীগোবিন্দদেবঃ পশু-পক্ষী দেব মানবাদি বিচিত্র সৃষ্টৌ সাধারণ কারণং ভবতি।

দেব মানবাদি বৈষম্যে কিন্তু তত্তৎ জীবগতানি কর্ম্মাণি অসাধারণ কারণানি ভবন্তি। অত্র

সমাধান—এই আশঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন ব্রহ্মে, ইত্যাদি। ব্রহ্ম জগৎকর্ত্তা হইলে বিষমতা এবং নির্দয়তাদোষ হইবে না; যে হেতু সাপেক্ষ আছে. অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তার কর্ম সাপেক্ষ হেতু কোন দোষ হয় না। কর্মসাপেক্ষ বলার তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীবেদান্তস্যমন্তকে বর্ণিত আছে—কর্ম ক্রিয়ারূপ, তাহা কৃতিসাধ্য হইলেও কৃতিমান অনাদিসিদ্ধ বীজাঙ্কুরবৎ অনাদিসিদ্ধ বলিয়াই জানিতে হইবে।

শ্রীভাগবতে বর্ণনা করিয়াছেন—দেহধারিজীব কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাসনাযুক্ত কর্ম করিয়া সেই সেই কর্মফল গ্রহণ করতঃ সুখ ও দুঃখ উপভোগ করিয়া ইহা সংসারে ভ্রমণ করে। এই প্রকার প্রাণিগণের শুভশুভাকর্ম সাপেক্ষা হেতু শ্রীভগবান দোষের ভাগী হয়েন না প্রাণিগণের কর্মের অপেক্ষা না করিয়া সৃষ্টি করিলে শ্রীভগবান দোষ ভাজন হইতেন; কিন্তু প্রাণি কর্মাপেক্ষায় তাহা হইবে না। যদি বলেন—প্রাণিকর্মাপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি করিলে শ্রীভগবানে অনীশ্বরত্ব দোষ হইবে? উত্তরে বলিব-তাহা হইবে না; যে হেতু তিনি সর্বফল প্রদাতা, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—কর্মরহিত জীব গণের যে একজন ঈশ্বর আছে, তিনিও কর্মফল সকল কর্ত্তাকেই প্রদন করেন; কর্মহীন ব্যক্তির ফল প্রদাতা নহেন।

অর্থাৎ মহারাজ সেবকগণের সেবানুসারেই ফল বা বেতনাদি দান করেন; তাহাতে রাজার মহারাজত্বের অভাব দেখা যায় না। কিন্তু শ্রীগোবিন্দদেবকে মেঘের সমান দেখিতে হইবে। যেমন মেঘ ব্রীহিযবাদি সৃষ্টিকার্য্যে সাধারণ কারণ হয়, ব্রীহি যব আম্র নিম্বাদি বৈষম্য বিষয়ে সেই সেই বীজগত সামর্থ্যই অসাধারণ কারণ হয়। সেই প্রকার শ্রীগোবিন্দদেব পশু পক্ষী দেব মানবাদি বিচিত্র

পাপঃ পাপেন" (বৃ· ৩।২।১৩) ইতি বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ। ক্ষেত্রজ্ঞানাং দেবাদিভাব প্রাপ্তিমীশ্বর-নিমিত্তাং দর্শয়ন্তী মধ্যে কর্ম্মপরামৃশতীত্যর্থঃ ।।৩৪।।

যথা বলাহকস্য আম্রনিম্বাদৌ মধুরতিক্তাদ্যুৎপত্তৌ ন বৈষম্যম্; কিন্তু তত্তৎবীজগতং সংস্কারমেব বৈষম্যে হেতুঃ। তথা শ্রীভগবানপি ন বিষমতায়া হেতুঃ. কিন্তু জীবানাং পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলমেব দেব-মানবাদি বিষমসৃষ্টের্হেতুঃ। তস্মাৎ সৃষ্টিকর্ত্তরি পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে ন বৈষম্যাদিদোষাপত্তিঃ। তথাত্বেঽপি জীবানাং দেব মানবাদিশরীর গ্রহণে স্বতন্ত্রতা নাস্তি। যথা ব্রীহ্যাদিবীজেষু সৎস্বপি বারিদমন্ত রেণ অঙ্কুরাদ্যুৎপত্তেরভাব ইত্যর্থঃ। অত্র কৌষিতকিব্রাহ্মণ বাক্যমুদাহরন্তি —প্রমাণমাহ—ইত্যাদি। এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ যং মানবং উন্নিনীষতে স্বর্গাদি উর্দ্ধলোকং নেতুমিচ্ছতি তং জনং সাধুকর্ম্ম কারয়তি; প্রাগ্ ভবীয় জন্মানুসারী তৎ তৎ কর্ম্মষু বিনিযোজয়তি ইতি। তথা এষঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ যং মানবং অধো নিনীষতে নরকাদি' স্থাবরাদিলোকং বা নেতুমিচ্ছতি তং জনং অসধুকর্ম্ম কারয়তি।

তথাচ—স্বধামং নেতুং জনং স্বভক্তিং কারয়তি স্থানান্তরং প্রাপয়িতুং জনং নিষিদ্ধকর্ম্ম-

---

সৃষ্টিকার্য্যে সাধারণ কারণ হয়েন। কিন্তু দেব মানবাদি বৈষম্যবিষয়ে সেই সেই জীবগত কর্মসকলই অসাধারণ কারণ হয়।

এইস্থলে যেমন—আম্রে মধুরতা নিম্বে তিক্ততা উৎপত্তি বিষয়ে মেঘের কোন বিষমতা নাই; সেই প্রকার শ্রীভগবানও কোন বিষমতার হেতু নহেন। কিন্তু জীবগণের পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত কর্মফলই দেব মানবাদি সৃষ্টির কারণ হয়। অতএব সৃষ্টিকর্ত্তা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে বিষমতাদি দোষ নাই। তথাপি জীবগণের দেব মানবাদি শরীর গ্রহণে কোন প্রকার স্বতন্ত্রতা নাই. যেমন—ব্রীহি-যবাদির বীজ বর্ত্তমান থাকিলেও মেঘ বিনা অঙ্কুরের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে কৌষিতকি ব্রাহ্মণোপনিষৎ বাক্য উদাহরণ প্রদান করিতেছেন—প্রমাণ বলিতেছেন" ইত্যাদি। শ্রীভগবান তাহাকে সাধুকর্ম করান. যাহাকে উর্দ্ধলেকে লইতে ইচ্ছা করেন। এবং যাহাকে অধোলোকে লইতে ইচ্ছা করেন তাহাকে অসাধু কর্ম করান। অর্থাৎ এই সর্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব যে মানবকে স্বর্গাদি-উর্দ্ধলোকে লইতে ইচ্ছা করেন সেই মানবকে সৎকর্ম করান, এবং ইনি যাহাকে নরকাদি অথবা স্থাবরাদি লোকে লইতে ইচ্ছা করেন তাহাকে অসৎ কর্ম কারন।

সারকথা এই যে—নিজ ধামে আনিবার ইচ্ছা করিলে তাহাকে নিজভক্তি সাধন করান. স্থানান্তর প্রাপ্তি করাইবার ইচ্ছা করিলে নিষিদ্ধকর্ম করান। অতপর বৃহদারণ্যক বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—পুণ্য "ইত্যাদি। পুণ্যকর্মের অর্থাৎ বেদাদিশাস্ত্র বিহিত কর্মের দ্বারা পুণ্যলাভ হয়। এবং পাপ কর্মের অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্মের দ্বারা পাপ লাভ হয়। এই বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—হে তাপস শ্রেষ্ঠ! জীবগণের সৃষ্টিকার্য্যে শ্রীভগবান নিমিত্ত, যে হেতু সৃষ্টিশক্তি সকলেই

১৩। ন কর্ম্মাবিভাগাধিকরণম্

॥ওঁ॥ ন কর্ম্মাবিভাগাদিতিচেন্নানাদিত্বাৎ ॥ওঁ॥ ২।১।১৩।৩৫॥

কারয়তীতি। অথ বৃহদারণ্যবাক্যং প্রমাণয়ন্তি—পুণ্য ইতি পুণ্যেন কর্ম্মণা বেদাদিশাস্ত্র বিহিত কর্ম্মণা পুণ্যো ভবতি · পাপেন বেদাদিশাস্ত্র বিগর্হিত কর্ম্মণা পাপো ভবতি। তথাচ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে· ১।৪।৫১, ৫২, নিমিত্তমাত্রমেবাসৌ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি। প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্য শক্তয়ঃ॥ নিমিত্ত মাত্রং মুঞ্চৈব নান্যৎ কিঞ্চিদপেক্ষতে। নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ! স্বশক্ত্যা বস্তু বস্তুতাম্॥ "স্বশক্ত্যা স্বকর্ম্মনৈব দেবাদিবস্তুতা প্রাপ্তিঃ" ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদাঃ।

সঙ্গতি ঃ—অথ এতদধিকরণস্য সঙ্গতি-প্রকারমাহুঃ—ক্ষেত্রজ্ঞানামিতি। তস্মাৎ কর্ম্মপরামর্শাৎ ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ন বিষমাদিদোষ লেশগন্ধস্পর্শঃ; ইত্যভিপ্রায় ইতি।

অনাদিবাসনাবদ্ধঃ স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্।
প্রাপ্নোতি বিবিধং দেহং গোবিন্দে ন বিষমতা ॥৩৪॥

ইতি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণং দ্বাদশং সমাপ্তম্॥ ১২॥

১৩। ন কর্ম্মাবিভাগাধিকরণম্।

সদেবসৌম্য! ইত্যাদৌ কর্ম্মাবিভাগদর্শনাৎ।
মানবাদিশরীরন্তু জীবস্য সম্ভবেৎ কুতঃ?॥

প্রধান কারণ স্বরূপা, নিমিত্তমাত্র হেতু অন্য কোন অপেক্ষা করে না, নিজ শক্তির দ্বারাই বস্তুতাসিদ্ধ হয়। নিজ শক্তির দ্বারা অর্থাৎ নিজ কর্মের দ্বারাই দেবাদি বস্তুতা প্রাপ্তি হয়, ইহা শ্রীরামানুচার্য্যপাদ বলেন।

সঙ্গতি অনন্তর এই অধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন—ক্ষেত্রজ্ঞ' ইত্যাদি। ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের দেবমানবাদিভাব প্রাপ্তির প্রতি ঈশ্বরের নিমিত্ত মাত্রতা প্রদর্শন করিয়া শ্রুতিগণ মধ্যে মধ্যে কর্মের পরামর্শ প্রদান করেন। সুতরাং কর্মের পরামর্শ প্রদান হেতু ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের বিষমাদি-দোষলেশের গন্ধমাত্রও নাই, ইহাই এই প্রকরণের অভিপ্রায়। পুরুষ অনাদিবাসনা বদ্ধ ও নিজকর্মফল ভোগকারী সুতরাং বিবিধ দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব শ্রীগোবিন্দদেবে কোন প্রকার বিষমতাদি দোষ নাই ॥৩৪॥

এই প্রকার বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যধিকরণ দ্বাদশ সমাপ্ত হইল ॥১২॥

১৩। ন কর্ম্মাবিভাগাধিকরণের ব্যাখ্যা

"সদেবসৌম্য" ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্যে কর্মের বিভাগ দেখা যায় না।
সুতরাং জীবের দেব মানবাদি শরীর লাভ কি প্রকারে হইবে?॥

ননু কর্ম্মণা বৈষম্যাদি পরিহারো ন স্যাৎ। কুতঃ? কর্ম্মাবিভাগাৎ। সদেব সৌম্যেদম্" (ছা॰ ৬।২।১) ইত্যাদিষু প্রাক্‌সৃষ্টেঃ ব্রহ্মাবিভক্তস্য কর্ম্মণোঽপ্রাপ্তেরিতিচেন্ন, কুতঃ?

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণে শ্রীগোবিন্দদেবস্য দেব মনিবাদিবিচিত্রসৃষ্টৌ বৈষম্যাদিদোষঃ পরিহৃতঃ। ননু সৃষ্ট্যাদৌ "সদেবসৌম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছা॰ ৬।২।১, ইতি ছান্দোগ্যবচনাৎ, তত্র কর্ম্মাদেরভাবাৎ কুতো দেবমানবাদি বিচিত্র সৃষ্টিরিতি; তৎ প্রতিপাদনার্থং 'ন কর্ম্মাবিভাগাধিকরণা-রম্ভঃ; ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ ন কর্ম্মাবিভাগাধিকরণস্য বিষয়বাক্য সংগ্রহঃ—তথাহি পুরুষসূক্তে—১১, ৮ তস্মাদশ্বা অজয়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ। গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাদ্‌জাতা অজাবয়ঃ॥ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রোক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অজায়ন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥ তস্মাৎ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দ দেবাৎ দেব মানব পশ্বাদয়ো বিবিধা প্রজা জাতাঃ। ইতি বিষয় বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়; দেবমানবাদি বিচিত্রসৃষ্টৌ শ্রীভগবতো বৈষম্যাদি দোষো ভবতি? ন বা ইতি। ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং সংশয়ে জাতে পূর্ব্বপক্ষ সংগ্রহঃ - তথাহি ঐতরেয়োপনিষদি ১।১।১, "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ" ইতি। ছান্দোগ্যে চ—৬।২।১, "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি। শ্রীভাগবতেহপি - ২।৯।৩২, "অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ

পূর্বে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণে শ্রীগোবিন্দদেবের দেব মানবাদি সৃষ্টিকার্য্যে বৈষম্যাদিদোষ পরিহার করা হইয়াছে। যদি বলেন—সৃষ্টির প্রথমে "হে সৌম্য! সৃষ্টির অগ্রে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ বস্তুই বর্ত্তমান ছিল" এই ছান্দোগ্য বচন হেতু কর্মাদির অভাব দেখা যায়; সুতরাং কি প্রকারে দেবমান-বাদি বিচিত্র সৃষ্টি হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—এই বিচিত্র সৃষ্টি কি প্রকারে করেন তাহাই প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত 'ন কর্মাবিভাগাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়—অনন্তর ন কর্মাবিভাগাধিকরণের বিষয় বাক্য সংগ্রহ করিতেছি—পুরুষসূক্তে বর্ণিত আছে—সেই পরম পুরুষ হইতে যাহার উভয় পার্শ্বে দন্ত বিশিষ্ট অশ্বাদিজাত হইয়াছিল; গো সকলও অজ (ছাগ) ও মেষ সকল জাত হইয়াছিল। অগ্রে হবিঃ আহুতি প্রদান করতঃ যজ্ঞ পুরুষ জাত হ লেন, তাহার দ্বারা দেবগণ সাধ্য সকল ও ঋষিবৃন্দও জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব পর-ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব হইতে দেব মানব পশু প্রভৃতি বিবিধ প্রজা জন্মিয়াছে। এই প্রকার বিষয় বাক্য।

সংশয়—এই বিষয় বাক্যে সন্দেহ হইতেছে—দেবমানবাদি বিচিত্র সৃষ্টিকার্য্যে শ্রীভগবানের বিষমতাদি দোষ হয়? অথবা হয় না? এই প্রকার সন্দেহ বাক্য।

কর্ম্মণঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাঞ্চ ব্রহ্মবদনাদিত্ব স্বীকারাৎ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেণোত্তরোত্তরকর্ম্মণি প্রবর্ত্তনান্নকিঞ্চিদ্ দূষণম্। স্মৃতিশ্চ—পুণ্যপাপাদিকং বিষ্ণুঃ কারয়েৎ পূর্ব্বকর্ম্মণা। অনাদিত্বাৎ

সদ সৎ পরম্" তস্মাৎ স ষ্টেরগ্রে কর্ম্মাদীনামবিভাগাৎ শ্রীগোবিন্দদেবস্য দেবমানবাদি সৃষ্টৌ বিষমতা নির্দ্দয়তাদিদোষঃ পরিহারো না ভবেৎ। ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ—এবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—'ন' ইতি। নন্থ জীবকর্ম্মসাপেক্ষেণ শ্রীভগবান্ বিচিত্রজগৎকর্ত্তা ইতি চেৎ; 'ন তথাত্বে স্বীকারে তস্য বৈষম্যাদি পরিহারো ন ভবেৎ; কুতঃ? কর্ম্মাবিভাগাৎ, প্রাক্‌স ষ্টেঃ প্রাণিনাং শুভাশুভকর্ম্মণামবিভাগদর্শনাৎ শ্রীভগবতো বৈষম্যাদিদোষ পরিহারাসম্ভবমেব' ইতি চেৎ—ন, কুতঃ? অনাদিত্বাৎ। কর্ম্মণঃ ব্রহ্মবদনাদিত্বাদিত্যর্থঃ।

অথ আশঙ্ক্য পরিহরন্তি—ন কর্ম্মণা' ইতি। সদেবেতি তদা কালকর্ম্মাদেরত্যন্তাভাবাৎ স ষ্টৌ ন কিমপি বৈচিত্র্যমিতি ভাবঃ। ব্রহ্মাতিরিক্তস্য দ্বিতীয়পদার্থস্য লাভবিরহাৎ ন বিষমা সৃষ্টিরিত্যর্থঃ। তন্নিরাকুর্ব্বন্তি—কর্ম্মণঃ" ইতি। ব্রহ্মবদনাদিত্বমিতি তথাহি - শ্রীএকাদশে ৩৮, অনাদি নিধনং কালো হ্যব্যক্তায়াপকর্ষতি॥ ছান্দোগ্যে চ - ৬২১, "ইদমগ্র আসীৎ" অত্র "আসীৎ" ইত্যনেন

পূর্ব্বপক্ষ এই প্রকার সংশয় উৎপন্ন হইলে পূর্বপক্ষ সংগ্রহ করিতেছি - ঐতরেয়োপনিষদে বর্ণিত আছে—সৃষ্টির অগ্রে একমাত্র ব্রহ্মই ছিল অন্য কিছুই ছিল না; ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে হে সৌম্য! অগ্রে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ ব্রহ্মই ছিল; শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—সৃষ্টির অগ্রে আমিই ছিলাম, অন্য সৎ ও অসৎ কিছুই ছিল না; সুতরাং সৃষ্টির প্রথমে কর্মাদির অবিভাগ হেতু শ্রীগোবিন্দদেবের দেবমানবাদি সৃষ্টি কার্য্যে বিষমতা নির্দয়তাদিদোষ পরিহার হইবে না। এই প্রকার পূর্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্বপক্ষের সমুদ্ভাবনা করিলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন - ন" ইত্যাদি। যদি বলেন কর্মের বিভাগ না হওয়া হেতু শ্রীভগবান সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন; তাহা বলা উচিত নহে, যে হেতু কর্ম অনাদি। অর্থাৎ যদি বলেন—জীবগণের কর্ম অপেক্ষা করিয়াই শ্রীভগবান বিচিত্র সৃষ্টি করেন; তাহা বলিতে পারেন না, তাহা স্বীকার করিলেও তাঁহার বৈষম্যাদি দোষ পরিহার হইবে না কি কারণে হইবে না? কর্মের অবিভাগ হেতু; অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে প্রাণিগণের শুভাশুভ কর্মসকলের বিভাগ দেখা যায় না, অতএব শ্রীভগবানের বৈষম্যাদিদোষ পরিহার করা অসম্ভবই হয়।

এই শঙ্কা করিতে পারেন না, যে হেতু কর্ম অনাদি; অর্থাৎ কর্ম ব্রহ্মের সমান অনাদি হওয়া হেতু ইহাই সারার্থ। অনন্তর আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন—'নন্থ' ইতি

কর্ম্মণশ্চ ন বিরোধঃ কথঞ্চনঃ ॥ (মাধ্ব ভা॰ ২।১।১০।৩৬ ভবিষ্য॰) কর্ম্মণোঽনাদিত্বে নানবস্থা

কর্ম্মণোঽপি শ্রীভগবদ্‌বদনাদিত্বং বোধ্যম্। তথৈব ভাষ্যারম্ভেপি স্বীকারাৎ। পূর্ব্ব পূর্ব্বমিতি—তথাহি শ্রীদশমে - ১ ৩৯, দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ। দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥ তথাচ পূর্ব্বস ষ্টিসম্পাদিতস্য ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রপঞ্চস্যাত্যন্ত নাশাভাবাৎ তদনুসারেণ এব উত্তরস্ ষ্টিকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ ন কিঞ্চিদনবস্থম্। তথাচ ঋক্‌সংহিতায়াম্—১১ ১৯০।৩ সূর্য্যা চন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" শ্রী-ভাগবতে চ - ২।৯ ৩৮, "সর্ব্বভূতময়ো বিশ্বং সসর্জ্জেদং স পূর্ব্ববৎ" স ব্রহ্মা। অত্র স্মৃতিবাক্যমুদাহরন্তি —স্মৃতিশ্চেতি। শ্রীভবিষ্যপুরাণবচনমিদম্। বিষ্ণুঃ সর্ব্বব্যাপক শ্রীগোবিন্দদেবঃ পাপপুণ্যাদিকং পূর্ব্ব-কর্ম্মণানুসারেণ এব কারয়তি ; জীবানাং পূর্ব্বজন্মানুসারকর্ম্মণা দ্বারেণ শুভাশুভকর্ম্মকর্ত্তুং নিযোজয়তি ; কুতঃ ? কর্ম্মণঃ অনাদিত্বাৎ, শ্রীভগবদ্ বৎ অনাদিত্বাদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ দেবমানবাদি বিচিত্রস ষ্টৌ ন কশ্চিদ্ বিরোধ ইতি।

শঙ্কা—এইস্থলে আশঙ্কা এই যে কর্ম্মের দ্বারা বৈষম্যাদি দোষের সমাধান হইবে না, কেন হইবে না ? যে হেতু সেই কালে কর্ম্মের বিভাগ হয় নাই। "হে সৌম্য ! ইহার পূর্বে সতই ছিল" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম হইতে বিভাগ রহিত কর্ম্মের প্রাপ্তি হেতু, কর্ম বিচিত্র সৃষ্টির কারণ নহে; অর্থাৎ—সৃষ্টির পূর্বে কালও কর্মাদির অত্যন্তাভাব হেতু সৃষ্টিকালে কোন প্রকার বিচিত্রতা নাই, এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় পদার্থের কোন প্রকার সত্ত্বা না পাওয়ায় বিষম সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নাই ইহাই অর্থ।

সমাধান এই আশঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন—এই শঙ্কা করা উচিত নহে ; যে হেতু কর্ম ও ক্ষেত্রজ্ঞসকলের ব্রহ্মের সমান অনাদিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে : ব্রহ্মবদনাদি বলার তাৎপর্য্য এই যে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—অনাদিও নিধন স্বরূপ কাল অব্যক্তের নিমিত্ত আকর্ষণ করে। ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে—এই সতই অগ্রে ছিল' এইস্থলে (আসীৎ) ছিল' এই ক্রিয়া পদের দ্বারা কর্মেরও শ্রী-ভগবানের সমান অনাদিত্ব বুঝিতে হইবে। যে হেতু এই ভাষ্যের আরম্ভে সেই প্রকার স্বীকার করা হইয়াছে।

অতএব পূর্ব পূর্ব কর্মানুসারে পর পর কর্মসকলে প্রবর্ত্তন হেতু কোন প্রকার দোষ হয় না। পূর্ব কর্মানুসারে যে দেহাদি লাভ হয় তাহা শ্রীভাগবতে শ্রীবসুদেব বলিয়াছেন দেহ মৃত হইলে পরে পূর্বজন্মের কর্মানুগমনকারী অবশ জীব অন্য দেহ লাভ করতঃ পূর্বশরীর পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ পূর্ব সৃষ্টিসম্পাদিত ধর্ম অধর্ম ও প্রপঞ্চের অত্যন্ত বিনাশের অভাব বশত তদনুসারেরই উত্তর সৃষ্টিকর্মের প্রবর্ত্তন হেতু কোন অনিষ্ট হয় নাই। ঋগ্‌বেদসংহিতায় বর্ণিত আছে—সর্ববিধাতা পরম পুরুষ পূর্বকল্পে যে প্রকার সৃষ্টি ছিল সেই প্রকার সূর্য্য চন্দ্রাদি সৃষ্টি করিলেন। শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়—সর্বভূতময় ব্রহ্মাপূর্বকল্পের সমান এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিলেন।

দোষঃ প্রামাণিকত্বাৎ। ন চ কর্ম্মসাপেক্ষত্বেনেশ্বরস্যাস্বাতন্ত্র্যং "দ্রব্যং কর্ম্মচ কালশ্চ (ভা॰ ২।১০।১২) ইত্যাদিনা কর্ম্মাদিসত্ত্বায়াস্তদধীনত্বস্মরণাৎ। ন চ "ঘট্টকুড্যাং প্রভাতং" ইতি বাচ্যম্।

নন্থ কর্ম্মণোঽনাদিত্বে স্বীকৃতে অনবস্থা দোষাপত্তিরিতি। তথাচ—এতদ্দেহোৎপত্তয়ে পূর্ব্বজন্মকৃতকর্ম্ম স্বীকারঃ; পূর্ব্বজন্মদেহোৎপত্তয়ে তৎ পূর্ব্বজন্মকৃতকর্ম্ম স্বীকারঃ; এবং তৎ পূর্ব্বোৎপত্তয়ে তৎপূর্ব্বস্বীকারঃ এবং ক্রমেণ "কস্যপ্যবস্তু সজাতীয়বস্তু পরম্পরা কল্পনস্য বিরামাভাবঃ" রূপানবস্থাদোষাপত্তিঃ স্যাৎ, ইতিচেৎ ন, তস্য কর্ম্মণঃ প্রামাণিকত্বাৎ। জীবাঙ্কুরবৎ প্রামাণিকত্বাভ্যুপগমাৎ; তস্মাৎ নানবস্থাদোষপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ কর্ম্মণঃ সাদিত্বে সংসারস্যাকস্মাদুৎপত্তির্ভবতি, তথাত্বে মুক্তানামপি পুনঃ সংসারবন্ধনাপত্তিঃ, চিরভগবদ্ বহির্ম্মুখানামাপি অসাধনেন মোক্ষাপত্তিশ্চ, কিঞ্চ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গশ্চাপতেৎ সুখদুঃখাদি, দেবমানবাদিবৈষম্যস্য কিমপি কারণাভাবাৎ' ইতি।

নন্থ কর্ম্মণঃ প্রামাণিকত্বাভ্যুপগমে ভবতাং সিদ্ধান্তবিকলোদোষাপত্তিরিতি। তথাচ সর্ব্বেশ্বর—সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তৃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য কর্ম্মাধীনত্ব স্বীকারাৎ" ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ ন চেতি। অথ

এইবিষয়ে স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন স্মৃতিশ্চ" ইত্যাদি। এই বাক্যটি শ্রীভবিষ্য পুরাণের, বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপক শ্রীগোবিন্দদেব পাপও পুণ্যাদি কার্য্য পূর্বকর্মানুসারেই করাইয়া থাকেন; অর্থাৎ জীবগণের পূর্বজন্মানুসার কর্মের দ্বারাই তাহাদিগকে শুভাশুভ কর্ম করিবার নিমিত্ত নিয়োজিত করেন; যে হেতু কর্মের অনাদিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে; অর্থাৎ শ্রীভগবান যে প্রকার অনাদি কর্ম ও সেই প্রকার অনাদি; কিন্তু সান্ত। অতএব দেবমানবাদি বিচিত্র সৃষ্টিকার্য্যে কোন বিরোধ ঘটে নাই।

সমাধান—এইস্থলে আমাদের আশঙ্কা এই কর্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ হইবে; অর্থাৎ এইদেহ উৎপত্তির নিমিত্ত পূর্বজন্মকৃত কর্ম স্বীকার করা, পূর্বজন্মদেহোৎপত্তির নিমিত্ত তৎ পূর্বজন্মকৃত কর্ম স্বীকার করা, এবং তৎ পূর্বের নিমিত্ত তৎ পূর্বস্বীকার করা, এই প্রকার ক্রমের দ্বারা সমস্ত বস্তু সমান জাতীয়বস্তু পরম্পরা কল্পনার সমাপ্তির অভাব এই দোষ হইবে।

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে তাহাতে অনবস্থা দোষ হইবে না, যে হেতু তাহা প্রমাণিক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অর্থাৎ অভ্যুপগম সিদ্ধান্তের দ্বারা বীজাঙ্কুর বৎ প্রমাণিক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অপর কর্মকে যদি সাদি অর্থাৎ আধুনিক স্বীকার করা হয় তাহা হইলে সংসারের অকস্মাদুৎপত্তি হইবে, তাহাতে মুক্ত পুরুষগণের ও সংসার বন্ধন প্রাপ্তি, এবং চির ভগবদ্ বহির্মুখ জীবগণেরও সাধন বিনাই মোক্ষ লাভ হইবে। এবং কৃতনাশ অকৃতাভ্যাগম দোষাপত্তি প্রসঙ্গ হইবে, তথা সুখ দুঃখাদি দেব মানবাদি কোন প্রকার বৈষম্য থাকিবে না, যে হেতু তাহার কারণের সম্পূর্ণ অভাব।

শঙ্কা—এইস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে—অভ্যুপগম সিদ্ধান্তের দ্বারা কর্মের প্রামাণি-

অনাদিজীব স্বভাবানুসারেণ হি কর্ম্মকারয়তি, স্বভাবমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থোঽপি কস্যাপি ন করোতীত্যবিষমো ভণ্যতে ॥৩৫॥

কর্ম্মাদীনাং শ্রীগোবিন্দদেবস্যাধীনত্বং শ্রীভাগবতবাক্যেন প্রমাণয়ন্তি - দ্রব্যমিতি। দ্রব্যং কর্ম্মচ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ। যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥ ইতি তু পূর্ণশ্লোকঃ। কিঞ্চ শ্রীভগবতঃ কর্ম্মাধীনত্বং নিবারয়তি শ্রুতিঃ। তথাচ বৃহদারণ্যকে—৪৪।৪।২২, "স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ানেষ সর্ব্বেশ্বরঃ" ইতি। তস্মাৎ তদিতরসর্ব্বেষাং তদধীনত্বাৎ ন তস্য তেষামধীনঃমিতি।

নন্থ তথাত্বেঽপি ন দোষপরিহারঃ, কুতঃ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—নচেতি। ঘট্টকুড্যামিতি—যথা ঘট্টপণমদাতুকামা বনিজো ঘট্টপালমবিজ্ঞাপ্যান্ধকারাচ্ছন্নবর্ত্মনা গচ্ছন্তি তে চ তমিস্রায়াং নিশি ভ্রান্ত্যা প্রভাতে ঘট্টকুড্যাং পতন্তো ঘট্টপালেন বদ্ধাঃ তাড্যন্তে চ তথা যূয়মপি কর্ম্মণা ব্রহ্মণি বৈষম্যং

কত্ব স্বীকার করিলে আপনাদের মতে সিদ্ধান্ত বিকল নামক দোষাপত্তি হইবে ; অর্থাৎ সর্বেশ্বর সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেবের কর্মাধীনত্ব স্বীকার হেতু উক্ত দোষ হইবে।

সমাধান—আশঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন—ন চ' ইত্যাদি। সৃষ্টিকার্য্যে কর্মের অপেক্ষা করিলেও ঈশ্বরের কোন প্রকার স্বতন্ত্রতার হানি হয় না। কর্মাদি সকল যে শ্রীগোবিন্দদেবের অধীন তাহা শ্রীভাগবতের বাক্যদ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—দ্রব্য, কাল, কর্ম স্বভাব জীব যাঁহার অনুগ্রহে বিদ্যমান আছে, এবং যাঁহার উপেক্ষায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা কর্মাদি সত্তার শ্রীগোবিন্দদেবের অধীনত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। শ্রুতি শ্রীভগবানের কর্মাধীনত্ব নিবারণ করিয়াছেন: বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন—এই সর্বেশ্বর সাধুকর্মের দ্বারা মহান হয়েন না, এবং অসাধু কর্মের দ্বারা কনিষ্ঠও হয়েন না। অতএব শ্রীভগবান ভিন্ন অন্য সকলের তাঁহার অধীন হওয়া হেতু তিনি কর্মাদির অধীন নহেন।

শঙ্কা—এখন আমরা বলিব—এইরূপ স্বীকার করিলেও দোষ পরিহার হইবে না, কারণ আপনাদের সিদ্ধান্ত ঘট্টকুড্যাং প্রভাতের ন্যায়। যেমন কোন কৃপণ বণিকগণ নদীপারের পণ বা অর্থ ঘাট পালককে না দিবার ইচ্ছায় তাহাকে না জানাইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে গমন করে, কিন্তু তাহারা অন্ধকার রাত্রিতে ভ্রম বশতঃ প্রভাত কালে ঘট্ট পালের কুটিরেই উপস্থিত হয়, এবং সেই ঘট্টপালকর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়া প্রতাড়িত হয়। সেই প্রকার আপনারাও কর্মের দ্বারা ব্রহ্মে বৈষম্য পরিহার করিতে কামনা করিয়া প্রথমে কর্মের সত্তা স্বীকার করিতেছেন, পুনরায় সেই কর্মের ব্রহ্মায়ত্ত মানিয়া সেই বৈষম্যাবর্ত্তে পতিত হইয়াছেন ; এবং আমাদিগ কর্ত্তৃক তর্কজালে আবদ্ধ হইয়াছেন।

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—অনাদি' ইত্যাদি। অনাদি জীব অনাদি স্বভাবানুসারেই শ্রীভগবান কর্ম করাইয়া থাকেন ; তিনি সেই অনাদি স্বভাব কে অন্যথা করিতে সমর্থ

১৪। ভক্তপক্ষপাতাধিকরণম্

বৈষম্যাদিকং ব্রহ্মণিপরিহিতম্। ভক্তপক্ষপাতরূপং তদিদানীং তস্মিন্নঙ্গীকরোতি।

পরিহর্ত্তুকামা আদৌ কর্ম্মসত্তাং পুনস্তস্য ব্রহ্মায়ত্তাং মন্বানাঃ তদ্বৈষম্যাভ্যুপগমে পতিতাঃ, তথাঽস্মাভির্নিগড়িতাশ্চ" ইতি। ইতি চেৎ ন, অনাদীতি। স্বভাব ইতি শ্রীদশমে—১৬।৫৬, উক্তঞ্চ শ্রীকালিয়েন স্বভাবো দুস্ত্যজো নাথ! লোকানাং যদসদ্ গ্রহঃ" সর্ব্ববিধশুভাশুভজ স্বভাবমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থোঽপি শ্রীভগবান কস্যাপি ন করোতি কস্যাপি করোতি চ।

তথাচ শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্—৫।৫৪, যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্মবন্ধানুরূপ ফল ভজনমাতনোতি। কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ তস্মাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মকর্ম্মানুসারেণৈব কর্ম্মাণি কারয়তি ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ। অতঃ তস্য বৈষম্যাদিদোষলেশগন্ধোঽপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥৩৫॥

ইতি ন কর্ম্মাবিভাগাধিকরণং ত্রয়োদশং সমাপ্তম্ ॥১৩॥

১৪॥ ভক্তপক্ষপাতাধিকরণম্।

সর্ব্বত্রসমরূপোঽসৌ পর্জ্জন্যবদ্ধরিঃ স্বয়ম্।
তথাপি ভক্তবশ্যোঽয়ং তথাত্বে ন বিষমতা ॥

হইলেও কাহারও স্বভাব অন্যথা করেন না, সুতরাং শাস্ত্রে তাঁহাকে অবিষম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বভাব যে দুস্ত্যজ অর্থাৎ জীব স্বভাবনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে তাহা শ্রীকালিয়নাগ শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন—হে নাথ! লোকগণের যাহা দ্বারা অসৎ বিষয়ে আগ্রহ জন্মে সেই স্বভাব দুস্ত্যজ কেহ সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং সর্ব প্রকার শুভাশুভ কর্মজাত স্বভাবকে অন্যথা করিতে সমর্থ হইলেও শ্রীভগবান কাহারও তাহা করেন না, কিন্তু কাহারও করিয়াও থাকেন। ব্রহ্ম সংহিতায় শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন যিনি ইন্দ্রগোপ কীট হইতে আরম্ভ করিরা মহেন্দ্র পর্য্যন্ত প্রাণি সকলকে স্বকর্মবন্ধানুরূপ ফল ভাজন করেন; অর্থাৎ নিজ নিজ কর্মানুরূপ ফল ভোগ করাইয়া থাকেন: কিন্তু ভক্তিমান ভক্তগণের কর্মসকল সম্যক প্রকারে দহন বা বিনাশ করেন সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি। অতএব শ্রীগোবিন্দদেব পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মনুসারেই কর্মসকল কারন; সুতরাং তাঁহার বৈষম্যাদি দোষলেশের গন্ধমাত্রও নাই ইহাই অর্থ। ॥৩৫॥

এই প্রকার ন কর্মাবিভাগাধিকরণ ত্রয়োদশ অধিকরণ সম্পূর্ণ হইল ॥১৩॥

১৪॥ ভক্তপক্ষপাতাধিকরণের ব্যাখ্যা

সর্ব পাপাপহারক স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব সর্বত্র মেঘের সমান করুণা বৃষ্টি করিয়া থাকেন তথাপি তিনি নিজ ভক্তগণের বশীভূত; এবং ভক্তবশ্য হইলেও কোন প্রকার বিষমতা দোষ দুষ্ট হয়েন না।

ভক্তসংরক্ষণং তদ্বাসনা নিবারণঞ্চ পরস্মিন্ বৈষম্যং ন বেতি বিষয়ে,তদ্রক্ষণাদেরপি কর্ম্মসাপেক্ষত্বান্ন স্যাদিতি প্রাপ্তে—

পূর্ব্বাধিকরণে কর্ম্মণঃ অনাদিত্বাৎ তদনুসারেণ দেবমানবাদি বিচিত্র সৃষ্টিং করোতি শ্রীভগবান্; তস্মাত্তস্য ন বিষমতাদোষঃ এবং ভক্তরক্ষণাদেরপি কর্ম্মসাপেক্ষত্বাৎ তত্রাপি তস্য বিষমতা দোষঃ পরিহারো ভবেদিতি চেৎ ন; ভক্তরক্ষণে শ্রীভগবতো বৈষম্যং ন দোষাবহমিতি প্রতিপাদয়িতুং ভক্তপক্ষপাতাধিকরণমারভ্যতে" ইত্যধিকরণ সঙ্গতিঃ। অথ জগৎকর্ত্তুঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য দেবমানবাদি বিবিধসৃষ্টৌ বৈষম্যাদিদোষানপকৃত্য "যমেবৈষবৃণুতে" (কঠ০ ১।২।২৩) ইতি শ্রুতিমাশ্রিত্য তস্য ভক্তসম্বন্ধেন বৈষম্যং বক্তুমুপক্রমন্তে—বৈষম্যাদিকমিতি।

বিষয়ঃ—অথ ভক্তপক্ষপাতাধিকরণস্য বিষয়বাক্য সংগ্রহঃ—তথাচ মুণ্ডকোপনিষদি – ১।১।৭ "তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" তৈত্তিরীয়োপনিষদিচ —৩।১।১,"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"ঐতরেয়োপনিষদি—১।১।৩ "স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্নু সৃজা ইতি। শ্বেতাশ্বতরে চ ৬।১৬"স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ" ইত্যেবং শ্রীভগবতো বিচিত্র দেবমানবাদি সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বং শ্রূয়তে। ইতি বিষয়বাক্যম্।

পূর্বাধিকরণে কর্মের অনাদিত্ব হেতু শ্রীভগবান সেই কর্মানুসারেই দেব মানবাদি বিচিত্র সৃষ্টি করিয়া থাকেন : অতএব তাঁহার বিষমতা দোষ নাই। এবং তাঁহার স্বভক্ত রক্ষণাদিকার্য্য ও কর্মসাপেক্ষ হেতু তাহাতেও শ্রীভগবানের বিষমতাদোষ পরিহার হইবে, এই প্রকার বক্তব্য উচিত নহে। কারণ নিজ ভক্তগণ রক্ষা কার্য্যে শ্রীভগবানের বিষমতা দোষাবহ নহে তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভক্ত পক্ষপাতাধিকরণের আরম্ভ : এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি। অনন্তর জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেবের দেব মানবাদি বিবিধ সৃষ্টিকার্য্যে বৈষম্যাদিদোষ অপাকরণ করিয়া তাঁহাকে যে বরণ করে, তিনি তাঁহার দ্বারাই লভ্য" এই শ্রুতিবাক্য আশ্রয় করিয়া শ্রীগোবিন্দদেবের নিজভক্ত সম্বন্ধে বৈষম্য বলিবার উপক্রম করিতেছেন—বৈষম্যাদি ইত্যাদি।

দেবমানবাদি সৃষ্টিকার্য্যে পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে বৈষম্যাদি দোষ পরিহার করা হইয়াছে। ইদানীং ভক্ত পক্ষপাতরূপ বিষমতা শ্রীভগবানে অঙ্গীকার করিতেছেন।

বিষয় – অনন্তর ভক্ত পক্ষপাতাধিকরণের বিষয়বাক্য সংগ্রহ করিতেছেন—মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত আছে – "সেই প্রকার অক্ষর হইতে এই বিশ্ব সম্ভূত হয়" তৈত্তিরীয়োপনিষদে বর্ণিত আছে-যাহা হইতে এই ভূত সকল জাত হয়" ঐতরেয়োপনিষদে আছে—তিনি পর্য্যালোচনা করিলেন এই লোক সকল এবং লোক পাল সকলকে সৃষ্টি করিব। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বর্ণিত আছে—তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্বেরজ্ঞাতা এবং আত্মযোনি। এই প্রকার শ্রীভগবানের বিচিত্র দেবমানবাদি সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব শ্রুতিবাক্যে শ্রবণ করা যায়। এই প্রকার বিষয়বাক্য।

॥ওঁ॥ উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ॥ওঁ॥ ২।১।১৪।৩৬

ভক্তবৎসলস্যাস্য প্রভোস্তৎপক্ষপাতো বৈষম্যমেব তদুপপদ্যতে সিদ্ধতি। তদ্রক্ষণাদেঃ স্বরূপশক্তি বৃত্তিভূতভক্তি সাপেক্ষত্বাৎ। ন চ নির্দ্দোষতাবাদিবাক্য ব্যাকোপঃ। তদ্রূপস্য

সংশয় ঃ—অত্র ভবতি সংশয়ঃ ; ভক্তসংরক্ষণমিতি। দেবমানবাদি সৃষ্টিঃ তেষাং রক্ষণং চ পূর্ব্ব-পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেনৈব করোতি শ্রীভগবান্ ; তস্মাৎ বিষমতাদোষো ন সম্ভবেৎ ; এবং স্বভক্তসংরক্ষণং তেষাং নানাবিধা ভোগবাসনা নিবারণঞ্চ পরস্মিন্ শ্রীগোবিন্দদেবে বৈষম্যং ভবতি ? ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ—ইতি সংশয়বাক্যে পূর্ব্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি—তদ্‌রক্ষণাদেরপি" ইতি। ভক্তরক্ষণং তেষাং দুর্ব্বাসনাদি নিবারণঞ্চ কর্ম্মসাপেক্ষত্বাৎ কর্ম্মদ্বারৈণৈব তৎ স্যাদিতি। তথাচ শ্রীকৃষ্ণপিতুর্নন্দস্যাজগরগ্রহণম্ ; পরমভক্তস্য ভীষ্মস্য শরশয্যায়াং শয়নম্ ; পাণ্ডবানাং বনবাসাদিময় বিবিধ যাতনা ভোগঞ্চ কর্ম্মদ্বারৈণৈব নিবারণমভূৎ, ন তু ভগবতা ; তস্মাৎ ভক্তসংরক্ষণ বিষয়েঽপি নাস্তি শ্রীভগবতো বৈষম্যম্ ; ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—উপপদ্যতে" ইতি। ভক্ত' ইত্যাদিনা স্পষ্টম্। ভক্তিরিতি হ্লাদিনীসার সমবেত সম্বিৎসাররূপা ইতি।

নন্থ—শ্রীভগবতো ভক্তরক্ষারূপ বৈষম্যসিদ্ধেঃ নির্দ্দোষতাবাদি বাক্য ব্যাকোপাপত্তিঃ ; তথাচ বৃহদারণ্যকোপনিষদি - গার্গি-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে—(৩।৮।৮) সর্ব্ববিধনিষেধাবধিঃ পরং ব্রহ্ম ইতি নিরূপিতম্। মুণ্ডকে চ—১।১।৬, "যত্তদদেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রম্" ইতি। শ্রীভক্তিরসামৃত—

সংশয়—এইস্থলে সংশয় হইতেছে যে—ভক্তগণকে রক্ষা করা এবং তাহাদের বাসনা নিবারণ করা শ্রীভগবানের বিষমতা হয় ? অথবা হয় না ? অর্থাৎ দেবমানবাদি সৃষ্টি, তাহাদের রক্ষা পূর্ব পূর্ব কর্মানুসারেই শ্রীভগবান করেন। এই প্রকার নিজভক্তগণকে রক্ষা করা, এবং তাহাদের নানা প্রকার ভোগ বাসনা নিবারণ করা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে বিষমতা দোষ হয় ? অথবা বিষমতা দোষ হয় না ? এই রূপ সংশয় বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সংশয় হইলে পূর্বপক্ষের উদ্‌ভাবন করিতেছেন—তাহাদের রক্ষণাদির 'ইত্যাদি। ভক্তগণের রক্ষা ও তাহাদের দুর্বাসনাদি নিবারণ ও কর্মের সাপেক্ষত্ব হেতু কর্মদ্বারাই তাহা হইবে ; সুতরাং ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত কোন প্রকার বিষমতা দোষ নাই। যেমন শ্রীকৃষ্ণের পিতা গোপরাজ নন্দকে অজগরসর্প গ্রাস করিয়াছিল ; পরমভক্ত শ্রীভীষ্মের শরশর্য্যায় শয়ণ হইয়াছিল পাণ্ডবগণের বনবাসাদি বিবিধ যাতনা ভোগ কর্মদ্বারাই নিবারণ হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীভগবান তাহা নিবারণ করেন নাই। অতএব ভক্তসংরক্ষণ বিষয়েও শ্রীভগবানের বিষমতা নির্দয়তাদি দোষ নাই। এই প্রকার পূর্বপক্ষ বাক্য।

বৈষম্যস্য গুণত্বেনস্তূয়মানত্বাৎ "গুণবৃন্দমগুণ" মিদমিত্যপি শ্রুতিরাহ। যদ্বিনা সর্ব্বেগুণাঃ জনেভ্যোঽরোচমানাঃ প্রবর্ত্তকা ন স্যুঃ।

সিদ্ধৌ চ—২।১।২৪৫, "সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিতাঃ॥ এবঞ্চ নির্দ্দোষঃ পূর্ণগুণ বিগ্রহ আত্মতন্ত্রঃ" ইত্যাদিবাক্যশতৈঃ তস্য নির্দ্দোষতা প্রতিপাদ্যতে। তস্মান্ন তস্য কিমপি বৈষম্যাদিদোষঃ। ইতি চেৎ ? তত্রাহুঃ—ন চেতি।

স্বভক্তরক্ষণরূপ বিষমতা তু তস্য গুণমিতি শ্রুতিবাক্যেন প্রতিপাদয়ন্তি—গুণমিতি। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য-ঐশ্বর্য্য ভক্তবাৎসল্যাদি গুণবৃন্দবিমণ্ডিতমিদং শ্রীশ্যামসুন্দরবিগ্রহমিত্যর্থঃ। "নির্দ্দোষ যদ্‌বিনা—ভক্তপক্ষপাতাত্মকং বৈষম্যং ঋতে মনুষ্যাঃ তং ন ভজেয়ুঃ, তস্মাৎ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভক্তপক্ষপাত রূপ বৈষম্যমুপপদ্যতে ; যুক্তিযুক্তমেব।

অথ শ্রুতিপ্রমাণেন শ্রীভগবতো ভক্তপক্ষপাতরূপো বৈষম্যং প্রতিপাদয়ন্তি উপলভ্যতে"ইত্যাদি। 'যমেবৈষ' ইতি কাঠকে - যং ভক্তজনম্, এষঃ—পরমভক্তবৎসল শ্রীগোবিন্দদেবঃ, তদ্ ভক্তিপরিতুষ্টঃ সন্ বৃণুতে স্বকীয়ত্বেন স্বীকরোতি তেন ভক্তজনেন লভ্যঃ প্রাপ্যো ভবতি। তস্য—ভক্তজনস্য সম্বন্ধে এষঃ শ্রীশ্যামসুন্দরঃ স্বাং স্বীয়াং তনুং শ্রীবিগ্রহং, বিবৃণুতে-বিবৃত্য দর্শয়তি ; স্বাত্মানং প্রযচ্ছতীত্যর্থ। তথাচ—

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন—উপপদ্যতে "ইত্যাদি। পরম ভক্তবৎসল এই ভক্তগণের প্রভু শ্রীগোবিন্দদেবের ভক্তগণের প্রতিপক্ষ-পাতরূপ বিষমতা উপপদ্যতে অর্থাৎ সিদ্ধ হয় ; যে হেতু তাহা শ্রুতি বাক্যে উপলব্ধি হয় স্বভক্তি-রক্ষণাদি কার্য্য স্বরূপ শক্তি বৃত্তিভূতা শ্রীভক্তির সাপেক্ষত্ব হেতু তিনি করিয়া থাকেন। হ্লাদিনী সার ও সম্বিৎ শক্তির সার যে সমবেত বা মিলন তাহাই শ্রীভক্তি দেবী।

শঙ্কা এইস্থলে আমাদের শঙ্কা এই যে শ্রীভগবানের ভক্তরক্ষারূপ বৈষম্যদোষ সিদ্ধ হইলে নির্দোষতাদিবাক্যের বিরোধাপত্তি হইবে ; বৃহদারণ্যকোপনিষদে গার্গিযাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে বর্ণিত আছে-সর্ববিধ নিষেধের অবধি স্বরূপ পরব্রহ্ম।" মুণ্ডকোপনিষদে আছে—যে ব্রহ্ম তাহা দেখা যায় না' অগ্রাহ্য, গোত্র রহিত, বর্ণ বিহীন, চক্ষু কর্ণাদি বিহীন। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বর্ণনা করিয়াছেন—শ্রী-ভগবদ্ বিগ্রহ সকল সকলসদ্‌গুণ পরিপূর্ণ সর্ববিধ প্রাকৃত দোষ বিবর্জিত। অপর—সর্বপ্রকার দোষ রহিত, অনন্তকল্যাণ গুণগণ পূর্ণবিগ্রহ আত্মতন্ত্র শ্রীগোবিন্দদেব। ইত্যাদি শতশত বাক্যেরদ্বারা তাঁহার নির্দোষতা প্রতিপাদন করিতেছেন। অতএব শ্রীভগবানের কোন প্রকার বৈষম্যাদিদোষ নাই।

সমাধান - এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে বলিতেছেন—ন চ ইত্যাদি। স্বভক্তসংরক্ষণাদি বিষমতায় শ্রীভগবানের নির্দোষতাদি বাক্যসকল বিরোধ হইবে না। তাঁহাতে ভক্তরক্ষারূপ বৈষম্যের গুণরূপে স্তবকরা হইয়াছে। নিজভক্ত সংরক্ষণরূপ বিষমতা যে শ্রীগোবিন্দদেবের গুণ তাহা শ্রুতিবাক্যের

উপলভ্যতে চৈতৎ শ্রুতিষু স্মৃতিষু চ যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" (কঠ০ ১।২।২৩) ইত্যাদ্যা শ্রুতয়ঃ। "প্রিয়োহিজ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ"

উপাসকস্য শ্রীগোবিন্দদেব বিষয়িণী প্রীতিঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য উপাসকেষু প্রীতিমুৎপাদ্য তৎপ্রাপ্তিহেতু র্ভবতীত্যর্থঃ।

আদিপদাৎ—শ্রীগোপালতাপন্যাম্ উত্তর—৯৯ "বিজ্ঞানঘনানন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" ইতি। কিঞ্চ—ভক্তিরেব এনং নয়তি ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী" শ্রীগীতাসু চ—১৮।৫৫, "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ইত্যাদেগ্র্াহ্যাঃ।

অথ শ্রীগীতাবাক্যেন—ভগবতো ভক্তপক্ষপাতত্বং প্রতিপাদয়ন্তি প্রিয়ঃ" ইতি। হে পার্থ! অহং—দ্বিভুজমুরলীধারী শ্যামসুন্দরঃ জ্ঞানিনঃ মদেকান্ত ভক্তস্য অত্যর্থং প্রিয়ঃ, স চ ভক্তোহপি মম প্রিয়" ইতি। অত্র শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদাঃ—অত্র অত্যর্থশব্দো অভিধেয়বচনঃ, জ্ঞানিনঃ অহং যথা প্রিয়ঃ

দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—গুণ' ইত্যাদি। তিনি গুণবৃন্দ বিমণ্ডিত। অর্থাৎ নিখিল সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য ভক্তবাৎসল্যাদি গুণবৃন্দ বিমণ্ডিত এই শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ ইহাই অর্থ। যে গুণ না থাকিলে অন্যগুণ সকল জনগণের রুচিকর না হইয়া তাঁহার ভজনে প্রবর্ত্তিত হইবে না; অর্থাৎ ভক্তপক্ষ পাতাত্মক বিষমতা না থাকিলে মনুষ্যগণ তাঁহাকে ভজন করিবে না।

অতএব শ্রীগোবিন্দদেবের ভক্তপক্ষ পাতরূপ বৈষম্য যুক্তি সঙ্গতই জানিতে হইবে। অনন্তর শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা শ্রীভগবানের ভক্তপক্ষ পাতরূপ বিষমতা প্রতিপাদন করিতেছেন—উপলভ্যতে" ইত্যাদি। শ্রীগোবিন্দদেবের ভক্ত পক্ষপাতরূপ বৈষম্য শ্রুতিশাস্ত্রেও উপলব্ধ হয়—যাহাকে ইনি বরণ করেন তাহার দ্বারা লাভ হয়; এবং তাহাকে নিজদিব্য তনু দর্শন করান। ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করা যায়। অর্থাৎ যে ভক্তজনকে পরম ভক্তবৎসল শ্রীগোবিন্দদেব তাহার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া স্বকীয় সেবকভাবে স্বীকার করেন সেই ভক্তজনের দ্বারা তিনি লভ্য হয়েন। সেই ভক্তজনের সম্বন্ধে এই শ্রীশ্যামসুন্দর স্বীয়তনু অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ বিস্তার করিয়া দর্শন করান, নিজ আত্মাও প্রদান করিয়া থাকেন ইহাই অর্থ। অর্থাৎ উপাসকের শ্রীগোবিন্দদেব বিষয়িনী যে প্রীতি তাহা শ্রীগোবিন্দদেবের উপাসকগণের প্রতি প্রীতি উৎপাদন করিয়া তাঁহার প্রাপ্তির হেতু হয়। আদিপদের দ্বারা শ্রীগোপাল তাপনী বলেন বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন শ্রীগোবিন্দদেবের সচ্চিদানন্দরস স্বরূপ ভক্তিযোগে অবস্থান করেন। অপর—ভক্তিই ভগবানকে আনয়ন করেন, ভক্তিই ভগবানকে দর্শন করান, এবং পরপুরুষ শ্রীভগবান ভক্তিরই বশীভূত, তাঁহাকে লাভের নিমিত্ত ভক্তিই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সাধন। শ্রীগীতায় শ্রীপার্থ সারথী বলিলেন—হে পার্থ! আমি যে প্রকার ও আমার অবতারাদি যে প্রকার তাহা যথার্থ রূপে কেবল ভক্তির দ্বারাই আমাকে সম্যক প্রকারে জানিতে পারে। শ্রীভাগবত মহাপুরাণে বর্ণিত আছে—শ্রীভগবান বলিলেন হে

(গী০ ৭।১৭) "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা

তথা ময়া সর্ব্বজ্ঞেন সর্ব্বশক্তিনা অপি অভিধাতুং ন শক্যতে ইত্যর্থঃ; প্রিয়ত্বস্য ইয়ত্তারহিতত্বাৎ" ইতি শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদাঃ—এবম্ভূতস্য জ্ঞানিনঃ অহং শ্যামসুন্দরাকারঃ অত্যর্থমতিশয়েন প্রিয়ঃ সাধন সাধ্যদশয়োঃ পরিহাতুমশক্যঃ" ইতি।

উদ্ধব! আত্মস্বরূপ আমি সাধুগণের প্রিয় একমাত্র শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্তির দ্বারাই গ্রহণ যোগ্য হই। ইত্যাদি প্রমাণ বাক্য গ্রহণ করিতে হইবে।

অনন্তর শ্রীগীতার বচনের দ্বারা শ্রীভগবানের ভক্তপক্ষ পাতত্ব বিষমতা প্রতিপাদান করিতেছেন—প্রিয়" ইত্যাদি। হে পার্থ! আমি অর্থাৎ দ্বিভুজ মুরলীধারি শ্যামসুন্দর জ্ঞানীর অর্থাৎ আমার একান্ত ভক্তের অতিশয় প্রিয়; এবং সেই ভক্তও আমার অতি প্রিয়। শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন -এইস্থলে 'অত্যর্থ' শব্দটি অভিধেয় বচন; জ্ঞানীর আমি যে প্রকার প্রিয় তাহা আমি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি মান হইয়াও বর্ণনা করিতে সমর্থ হইব না; যে হেতু তাহাদের প্রিয়ত্বের কোন প্রকার ইয়ত্তা নাই। শ্রীপাদচক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—এই প্রকার জ্ঞানীর আমি শ্যামসুন্দর অতিশয় প্রিয়; অর্থাৎ সাধন ও সাধ্যদশাতেও পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন -সাধুগণ আমার হৃদয়, তথা আমি সাধুগণের হৃদয়, সেই সাধুগণ আমাকে বিনা অন্য কিছুই জানে না, এবং আমিও সেই সাধুগণ হইতে অন্য কোন বস্তু কিঞ্চিৎ মাত্রও জানি না। অতএব পরম ভক্তবৎসল শ্রীগোবিন্দদেব।

পুনঃ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন - সকল প্রানীগণেই আমিসম, কেহ আমার শত্রু ও প্রিয় নাই; কিন্তু যাহারা আমাকে ভক্তিরদ্বারা ভজনা করে তাহারা আমাতে অবস্থান করে আমিও তাহাদের মধ্যেই অবস্থান করি। অর্থাৎ স্বেতর সর্বনিয়ামক আমি তোমার কপিধ্বজ রথের সারথি শ্রীগোবিন্দদেব সকল ভূতে অর্থাৎ দেব মনুষ্য তির্য্যক্ স্থাবরাদি সকলে তথা জাতি আকৃতি স্বভাববৈষ্যাদিযুক্ত প্রাণীসকলে সেই সেই কর্মানুগুণের দ্বারা সমান, অর্থাৎ মেঘের সমান। আমার কেহ শত্রু নাই, অর্থাৎ এই ব্যক্তি জাতি আকার স্বভাব জ্ঞানাদির দ্বারা নিকৃষ্ট এই বুদ্ধি হেতু আমার কেহই ত্যজ্য নহে। এবং কেহ প্রিয় নাই; অর্থাৎ এই ব্যক্তি জাতি আকার স্বভাব জ্ঞানাদির দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট এই বুদ্ধি হেতু কেহ আমার প্রিয় নহে

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—সেই মানরহিত শ্রীকৃষ্ণের কেহ প্রিয় নাই, কেহ অপ্রিয়ও নাই; এবং সেই সমানের কেহ উত্তম অধম বা অসমান নাই। অনন্তর ভক্তগণের বিশেষ দেখাইতেছেন—'তু' পদের দ্বারা; কিন্তু অতিশয় আমার প্রিয়ত্ব হেতু আমার ভজনবিনা জীবন ধারণের কোন লাভ নাই, সুতরাং যাহারা আমার ভজনই একমাত্র প্রয়োজনে জীবন ধারণ করে, অর্থাৎ শ্রবণ

ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ

তথাচ শ্রীভাগবতে ৯।৪।৬৮ 'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্। মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ তস্মাৎ পরমভক্তবৎসল শ্রীগোবিন্দদেবঃ। সমোঽহমিতি। অহং স্বেতর সর্ব্বনিয়ামকঃ তব কপিধ্বজরথস্য সারথী শ্রীগোবিন্দদেবঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু—দেব মনুষ্য তির্য্যক্—স্থাবরাদিষু জাত্যাকৃতিস্বভাবৈর্বিষমেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু তত্তৎ কর্ম্মানুগুণ্যেন ; সমঃ, পর্জ্জন্যবদিত্যর্থঃ। ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি—অয়ং জাত্যাকার স্বভাব জ্ঞানাদিভির্নিকৃষ্টঃ' ইতি বুদ্ধ্যা মে কোঽপি ত্যাজ্যো নাস্তি ; ন প্রিয়ঃ—অয়ং জাত্যাকার স্বভাব জ্ঞানাদিভিরত্যন্তোৎকৃষ্টঃ, ইতি বুদ্ধ্যা ন কশ্চিৎ প্রিয়োঽস্তি। তথাহি শ্রীদশমে -৪৬।৩৭ ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ো বাস্ত্যমানিনঃ। নোত্তমো নাধমো নাপি সমানস্যাসমোঽপি বা ॥ অথ ভক্তানাং বিশেষং দর্শয়তি—তু ইতি। কিঞ্চ অত্যর্থমংপ্রিয়ত্বেন মদ্ভজনেন বিনা জীবন ধারণালাভাৎ মদ্ ভজনৈকপ্রয়োজনাঃ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিভক্তিভিরনুকূলয়ন্তি তে জাত্যাদিভিরুৎকৃষ্টাঃ অপকৃষ্টা বা ভক্ত্যানুরক্ত্যা ময়ি বর্ত্তন্তে ; অহমপি তেষু—তাদৃশানন্যভক্তেষু ভক্ত্যা বর্ত্তে' ইতি। "মণি সুবর্ণ" ন্যায়েন শ্রীভগবতোঽপি স্বভক্তেষু ভক্তিরস্তি।

কীর্ত্তনাদি ভক্তিরদ্বারা আনুকূল্য করে তাহারা জাত্যাদির দ্বারা উৎকৃষ্টই হউক অথবা অপকৃষ্টই হউক ভক্তির দ্বারা অনুরক্ত হেতু আমাতেই অবস্থান করে। আমিও সেই প্রকার অনন্য ভক্তসকলে ভক্তি পূর্ব্বক অবস্থান করি।

"মনিকাঞ্চন যোগ" ন্যায়ে শ্রীভগবানেরও নিজ ভক্তসকলে ভক্তি আছে; তাহা শ্রীভাগবতের দশমে বর্ণিত আছে – ভগবান ভক্ত ভক্তিমান ; অর্থাৎ শ্রীভগবানও নিজভক্তকে ভক্তি করেন। অতএব শ্রীগোবিন্দদেব সকলের প্রতি মেঘের সদৃশ সমান হইলেও নিজভক্তগণের প্রতি ভক্ত বাৎসল্য গুণ হেতু বিশেষ কৃপা প্রদর্শিত হইল। আরও-যদি সুদুরাচার ব্যক্তি আমাকে অনন্য ভাবে ভজনা করে সে ব্যক্তি সাধু বলিয়াই মনে করিতে হইবে, যে হেতু সে সুসমীচীন নিশ্চয় করিয়াছে। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন অপর আমার ভক্তির এই অবিতর্ক্য প্রভাব শ্রীভগবান তাহা দেখাইতেছেন-হে পার্থ! সুদুরাচার ব্যক্তি অর্থাৎ পরহিংসা পরদারগমন পরদ্রব্যাদি গ্রহণ পরায়ন ব্যক্তিও আমাকে অনন্য ভাবে ভজন করে, অর্থাৎ আমাহইতে অন্যদেবতা, আমার ভক্তি হইতে জ্ঞান কর্ম্মাদি, আমার প্রাপ্তি কামনা হইতে স্ত্রী, স্বারাজ্য স্বর্গাদি কামনাকে ভজনা করে না, সে সাধুব্যক্তি ; উভয়থা অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভজন ও দুরাচার এই উভয়বিধ বর্ত্তমান থাকিলেও সে সাধু রূপেই পূজানীয় ইহা বোধ করাইবার নিমিত্ত 'এব' কার প্রয়োগ করিয়াছেন।

শঙ্কা—যদি বলেন-এই প্রকার কদাচার দেখিলেও তাহার সাধুতা কি প্রকার ?

সমাধান—তদুত্তরে বলিতেছেন—সাধুই' ইহাই মনে করিতে হইবে, মননীয় ও মন্তব্য এই

সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি

তথাচ শ্রীদশমে—৮৬।৫৯ "ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্" ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বেষু পর্জ্জন্যবৎ সমত্বেঽপি স্বভক্তেষু ভক্তবাৎসল্যগুণাৎ কৃপাবিশেষো দর্শিতঃ। অপি চেদিতি। অপি চ মদ্ভক্তেরেবায়মবিতর্ক্য প্রভাবঃ ইতি দর্শয়তি—হে পার্থ! সুদুরাচারঃ—পরহিংসা পারদার-পরদ্রব্যাদি গ্রহণ পরায়ণোঽপি মাং অনন্য ভাক্ ভজতে—মত্তোঽন্য দেবতান্তরং, মদ্ভক্তেরন্যৎ জ্ঞানকর্ম্মাদিকং, মৎ প্রাপ্তি কামতোঽন্যাং জায়া স্বারাজ্য স্বর্গাদি কামনাং ন ভজতে স সাধুঃ, উভয়থা বর্ত্তমানোঽপি সাধুত্বেন স পূজ্য ইতি বোধয়িতুং "এব" কারঃ।

নন্থ এতাদৃশে কদাচারে দৃষ্টে সতি কথং সাধুত্বম্?

তত্রাহ—সাধুরেব স মন্তব্যঃ। মননীয়ঃ, মন্তব্যং ইতি বিধিবাক্যং স্বনির্দ্দেশরূপম্, অন্যথা প্রত্যবায়াৎ। অত্র মদাজ্ঞা এব প্রমাণম্। নন্থ ত্বাং ভজতে' ইত্যেতদংশেন সাধুঃ পরদারাদি গ্রহনাংশেন অসাধুশ্চ স মন্তব্যঃ' ইতি চেৎ? অত্রাহ—সম্যগিতি। সর্ব্বেনাপ্যংশেন সাধুরেব মন্তব্যঃ কদাপি তস্যাসাধুত্বং ন দ্রষ্টব্যমিতি ভাবঃ। যতোঽস্য ব্যবসায়ঃ নিশ্চয়ঃ সুসমীচীন এব; দুস্ত্যজেন স্বপাপেন নরকং তির্য্যগ্ যোনির্ব্বা যামি, ঐকান্তিকং শ্রীকৃষ্ণভজনন্তু নৈব জিহাসামীতি স শোভনমধ্যবসায়ং কৃত বানিত্যর্থঃ। "অস্মিন্ ব্যবসায়ে তৎকার্য্যে চ উক্ত প্রকার ভজনে সম্পন্নে সতি তস্য আচার ব্যতিক্রমঃ স্বল্পবৈকল্যমিতি ন তাবতা অনাদরণীয়ঃ, অপিতু বহুমন্তব্য এব ইত্যর্থঃ। ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্য পাদাঃ। ক্ষিপ্রমিতি! অত্র শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদাঃ—

বিধিবাক্য, ইহা শ্রীভগবানের নির্দেশ রূপ বিধিবাক্য, এই বাকের অন্যথা করিলে প্রত্যবায় হইবে। এইস্থলে আমার আজ্ঞাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ

শঙ্কা—যদি বলেন—আপনাকে ভজন করে' এই অংশে সেই ব্যক্তি সাধু; এবং পরদারাদি করে' এই অংশের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে অসাধু মনে করিতে হইবে। এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—সম্যক্'ইতি তাহাকে সকল অংশের দ্বারাই সাধু বলিয়া মনে করিতে হইবে; কোন কালেও তাহার অসাধুতা দেখা উচিত নহে ইহাই ভাবার্থ। যে হেতু এই ব্যক্তির ব্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয় সুসমীচীন তাহার নিশ্চয় এই প্রকার—আমি দুস্ত্যজ নিজ পাপের দ্বারা নরক অথবা তির্য্যক যোনিতে গমন করি ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণ ভজন পরিত্যাগ করিব না' সেইরূপ সুশোভন অধ্যবসায় বা নিশ্চয় করিয়াছে' ইহাই অর্থ।
এইরূপ ব্যবসায়ে, তথা সেই দুরাচারাদি কার্য্যে এবং উক্ত প্রকার ভজন সম্পন্ন হইলে পরে তাহার সদাচার ব্যতিক্রম অর্থাৎ স্বল্প ব্যতিক্রম হইলেও সেই প্রকার অনাদরনীয় নহে, কিন্তু বহুরূপে সম্মান করার যোগ্যই ইহাই অর্থ। সেই ব্যক্তি অতি সত্বর ধর্মাত্মা হয়, এবং চিরশান্তি লাভ করে; হে কৌন্তেয়! তুমি প্রতিজ্ঞা কর আমার ভক্ত নাশ হয় না। এই শ্লোকের শ্রীচক্রবর্ত্তি পাদের ব্যাখ্যা এই রূপ—

নন্থ তাদৃশস্য অধর্ম্মিণঃ কথং ভজনং ত্বং গৃহ্লাসি, কাম ক্রোধাদিদূষিতান্তঃকরণেন নিবেদিতং অন্ন পানাদিকং কথমশ্নাসি ? ইত্যত আহ - ক্ষিপ্রং শীঘ্রমেব স ধর্ম্মাত্মা ভবতি। "ক্ষিপ্রং ভাবী স ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং গমিষ্যতি" ইতি অপ্রযুজ্য ; "ভবতি" "গচ্ছতি" ইতি বর্ত্তমান প্রয়োগাৎ অধর্ম্মকরণা নন্তরমেব মামনুস্মৃত্য কৃতানুতাপঃ ক্ষিপ্রমেব ধর্ম্মাত্মা ভবতি; হন্ত ! মত্তুল্যঃ কোঽপি ভক্ত লোক কলঙ্ককারী অধমো নাস্তি ধিঙ মাম্" ইতি শশ্বৎ পুনঃ পুনরপি শান্তিং নির্ব্বেদং নিতরাং গচ্ছতি। যদ্বা—কিয়তঃ সময়াদনন্তরং তস্য ভাবি ধর্ম্মাত্মত্বং তদানীমপি সূক্ষ্মরূপেন বর্ত্ততে এব তন্মনসি ভক্তেঃ প্রবেশাৎ ; যথা পীতে মহৌষধে সতি তদানীং কিয়ৎকাল পর্য্যন্তং নশ্যদবস্থো জ্বরদাহো বা বিষদাহো বর্ত্তমানোঽপি ন গণ্যতে' ইতি ধ্বনিঃ :

ততশ্চ তস্য ভক্তস্য দুরাচারত্বগমকাঃ কাম ক্রোধাদ্যা উৎখাতদংষ্ট্রোরগদংশ বৎ অকিঞ্চিৎকরা এব জ্ঞেয়া'—ইতি অনুধ্বনিঃ। অতএব শশ্বৎ সর্ব্বদৈব শান্তিং কামক্রোধাদ্যুপশমং নিতরাং গচ্ছতি, অতিশয়েন প্রাপ্নোতীতি দুরাচারত্ব দশায়ামপি স শুদ্ধান্তঃকরণ এবোচ্যতে' ইতি ভাবঃ। নন্থ যদি স ধর্ম্মাত্মা স্যাৎ তদা নাস্তি কোঽপি বিবাদঃ ; কিন্তু কশ্চিদ্ দুরাচারভক্তো মরণ পর্য্যন্তমপি দুরাচারত্বং ন জহাতি তস্য কা বার্ত্তা ? ইত্যতো ভক্তবৎসলো ভগবান্ সম্প্রৌঢ়ি সকোপমিবাহ—কৌন্তেয় ! ইতি।

শঙ্কা—যদি বলেন—তাদৃশ অধার্মিকের ভজন আপনি কেন গ্রহণ করেন ? এবং কামক্রোধাদি বিদূষিত অন্তঃ করণের দ্বারা নিবেদিত অন্নপানাদি কেন ভোজন করেন ?

সমাধান - এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—ক্ষিপ্র' ইতি সেই ব্যক্তি অতি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়। সে শীঘ্র ধর্মাত্মা হইবে চিরশান্তি লাভ করিবে' এই প্রকার প্রয়োগ না করিয়া 'ভবতি' হইতেছে' ; 'গচ্ছতি' লাভ করিতেছে : (গম্৯ লাভে) এইভাবে বর্ত্তমান প্রয়োগ হেতু অধর্মাচরণের পরেই আমাকে অনুস্মরণ করিয়া অনুতাপ করতঃ শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয় ; সে মনে করে আমার সমান কেহ ভক্তলোক কলঙ্ক কারী অধম ব্যক্তি আর নাই আমাকে ধিক্" এই প্রকার বারম্বার নিজেকে ধিক্কার প্রদান করতঃ শান্তি অর্থাৎ সম্পূর্ণ নির্বেদ লাভ করে। অথবা কিছু সময়ের পর তাহার ভাবি ধর্মাত্মত্ব সেই কালেও সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান আছে ; যে হেতু তাহার মনে ভক্তি প্রবেশ করিয়াছে। যেমন মহৌষধি পান করিলে পরে সেই সময় কিছুকাল পর্য্যন্ত জ্বরদাহ অথবা বিষদাহ থাকিয়া নাশ হইতে আরম্ভ হইলেও তাহা দাহ বলিয়া গণনা করা হয় না। ইহাই এই বাক্যের ধ্বনি উদ্ভূত অর্থ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তের দুরাচারত্বগমক কাম ক্রোধ প্রভৃতি দোষ সকল যেমন বিষধর সর্পের দন্ত উৎপাটন করিলে কোন বিষাদি থাকে না, সেইরূপ কোন পাপাদির উৎপাদক হয় না। ইহাই এই বাক্যের অনুধ্বনিজাত অর্থ। অতএব সর্বদাই কাম ক্রোধাদির পাপ হইতে অতিশয় শান্তি লাভ করে ; অর্থাৎ দুরাচারত্ব অবস্থাতেও সেই ব্যক্তি শুদ্ধান্তঃকরণ বলিয়া বলিতে হইবে ; ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ।

ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ (গী॰ ৯।২৯-৩১) ইত্যাদ্যাঃ স্মৃতয়শ্চ ॥৩৬॥

মে ভক্তো ন প্রনশ্যতি, তদপি প্রাণনাশে অধঃ পাতং ন যাতি। "কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈতন্মন্যেরন্" ইতি শোক শঙ্কা ব্যাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি হে কৌন্তেয়! পটহ-কাহলাদিমহা ঘোষ পূর্ব্বকং বিবদ মানানাং সভাং গত্বা বাহু মুৎক্ষিপ্য নিঃ শঙ্কং প্রতিজ্ঞানীহি প্রতিজ্ঞাংকুরু: কথং? মে মম পরমেশ্বরস্য ভক্তো দুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি, অপিতু কৃতার্থ এব ভবতি" ততশ্চ তে তৎ প্রৌঢ়ি বিজৃম্ভিত বিধ্বংসিতকুতর্কাঃ সন্তো নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেন আশ্রয়েরন্ "ইতি স্বামিচরণাঃ।

ননু কথং শ্রীভগবান্ স্বয়মপ্রতিজ্ঞায় অর্জ্জুনমেব প্রতিজ্ঞাতুমাদিদেশ? উচ্যতে-শ্রীভগবতা তদানীমেবং বিচারিতং ভক্তবাৎসল্যেনময়া স্ব ভক্তাপকর্ষলেশমপ্যসহিষ্ণুনা স্ব প্রতিজ্ঞাং খণ্ডয়িত্বাপি স্বাপক র্ষামঙ্গীকৃত্যাপি ভক্ত প্রতিজ্ঞা এব রক্ষিতা বহুত্র তস্মাৎ মদ্ভক্তস্য অর্জ্জুনস্য প্রতিজ্ঞাং অবশ্যমেব প্রতি পালয়ামীতি তামেব প্রতিজ্ঞাং কারয়ামাস ইতি। তথাচ—ন বাসুদেব ভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ" ইতি।

শঙ্কা— যদি বলেন—অনন্য ভজনকারী যদি ধর্মাত্মা হয় তবে আমাদের কোন বিবাদ নাই, কিন্তু কোন দুরাচারিভক্ত মরণকাল পর্য্যন্ত দুরাচারত্ব পরিত্যাগ করে না তাহার কি ব্যবস্থা হইবে?

সমাধান—তদুত্তরে ভক্ত বৎসল শ্রীভগবান প্রৌঢ়িসহকারে কুপিতের ন্যায় বলিতেছেন—হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত নাশ হয় না; অর্থাৎ মরণ কাল পর্য্যন্ত দুরাচারী হইলেও প্রাণ নাশে অধঃ পাতে যায় না। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"কুতর্ককর্কশবাদি নাস্তিকগণ আপনার কথা মানিবে না" অর্জ্জুনকে এই প্রকার শোক ও আশঙ্কায় ব্যাকুল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন—হে কৌন্তেয়! ঐ প্রকার বিবাদ কারি জড় তার্কিক গণের সভায় গমন করিয়া পটহ কাহল-জয়ঢাক প্রভৃতি বাদ্যে মহা কোলাহল পূর্বক বাহুউৎক্ষেপ করিয়া নিঃশঙ্ক হইয়া প্রতিজ্ঞ কর' কিরূপ? আমি যে পরমেশ্বর আমার ভক্ত দুরাচারী হইলেও বিনষ্ট হয় না, কিন্তু আমাকে লাভ করতঃ কৃতার্থই হয়। তৎ পশ্চাৎ সেই কুতার্কিকগণের তোমার প্রৌঢ়ি যুক্ত বাক্য শুনিয়া কুতর্ক সকল ধ্বংস হইবে, পরে সকল সংশয় পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই গুরুরূপে আশ্রয় করিবে।

শঙ্কা—যদি বলেন—শ্রীভগবান নিজে প্রতিজ্ঞা না করিয়া শ্রীঅর্জ্জুনকেই প্রতিজ্ঞা করিতে উপদেশ করিলেন কেন?

সমাধান—এই শঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন—শ্রীভগবান তখনই এই প্রকার বিচার করিলেন-ভক্ত বৎসল আমি ভক্তবাৎসল্যগুণে নিজভক্তের অপকর্ষলেশও সহ্য করিতে পারিব না, সুতরাং নিজপ্রতিজ্ঞা খণ্ডন করিয়াও এবং নিজ অপকর্ষ অঙ্গীকার করিয়াও ভক্ত প্রতিজ্ঞাই বহুবার রক্ষা করিয়াছি। অতএব আমার ভক্ত অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা অবশ্যই প্রতিপালন করিব; এই ভাবে তাঁহাকেই প্রতিজ্ঞা করাইয়া

এবমেবাহ শ্রীকরভাজনঃ—১১।৫।৪২, স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য তক্ত্যান্য ভাবস্য হরিঃ পরেশঃ। বিকর্ম্ম যচ্চোৎ পতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥ আদি পদাৎ—শ্রীভাগবতে—৯।৪।৬৩ অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ! সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈ র্ভক্তজন প্রিয়ঃ॥ শ্রীএকাদশে—১৪।১৫ ১৮ ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্নশঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥ বাধ্যমানো-ঽপি মদ্ ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈ র্নাভি ভূয়তে॥ ইত্যাদ্যাঃ।

সঙ্গতি ঃ—তস্মাৎ শ্রীগোবিন্দদেবভক্তানাং জননমরণাদি ন কর্ম্মসাপেক্ষং কিন্তু শ্রীভগবদিচ্ছয়ৈব ইতি ভাবঃ, কিঞ্চ তেষাং সংরক্ষণে শ্রীগোবিন্দদেবস্য বৈষম্যাদিকন্তু ন দোষাবহমপিতু ভক্তবাৎসল্যগুণমেব ইতি।

ভক্তস্য ভগবান্ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণস্য ভক্ত এব চ।
ভক্তাধীন মনাকৃষ্ণো ভক্তঃ কৃষ্ণার্পিত মনাঃ॥৩৬॥

ইতি ভক্তপক্ষপাতাধিকরণং চতুর্দ্দশং সমাপ্তম্॥১৪॥

ছিলেন। শাস্ত্রে আছে—শ্রীবাসুদেবভক্তগণের কোন প্রকার অশুভ থাকে না। এই বিষয়ে শ্রী-করভাজন বলিয়াছেন—পরমেশ্বর শ্রীহরি নিজ চরণারবিন্দ ভজনকারি সকল প্রকার অন্য বাসনা পরিত্যাগি প্রিয় ভক্তের কোন প্রকারে যদি সামান্যও বিকর্ম উৎপন্ন হয়, তাহা সেই ভক্তের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়া সকল পাপাদি বিনাশ করেন।

আদি পদের দ্বারা—শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—ভগবান দুর্বাসাকে বলিলেন—হে দ্বিজ! আমি অস্বতন্ত্রের সমান ভক্ত পরাধীন, সাধু ভক্তগণ কর্ত্তৃক আমার হৃদয় গ্রস্ত হইয়াছে, কারণ আমি ভক্তজনের প্রিয়। শ্রীএকাদশে শ্রীভগবান শ্রীউদ্ধবকে বলিলেন—হে উদ্ধব! আপনি যে প্রকার আমার প্রিয়তম; সেই প্রকার আত্মযোনি ব্রহ্মা নহে শঙ্কর নহে, সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবও নহে, বক্ষবিলাসিনীশ্রী-লক্ষ্মীদেবীও নহে,। এমন কি আমার আত্মাও সেই প্রকার প্রিয় নহে। পুনঃ কহিলেন—উত্তম ভক্তের কথা দূরে থাকুক, অজিতেন্দ্রিয় আমার ভক্ত বিষয় সমূহদ্বারা আকর্ষিত হইলেও প্রায়শঃ পরমপ্রবলা ভক্তির দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিষয় সকল কর্ত্তৃক অভিভূত হয় না।

সঙ্গতি—এই অধিকরণের সঙ্গতি এই প্রকার-অতএব শ্রীগোবিন্দদেব ভক্তগণের জনন মরণা-দি কর্ম সাপেক্ষ নহে কিন্তু শ্রীভগবানের ইচ্ছাই হইয়া থাকে, ইহাই ভাবার্থ। অপর সেই ভক্তগণের সংরক্ষণে শ্রীগোবিন্দদেবের বৈষম্যাদি দোষাবহ নহে, কিন্তু ভক্ত বাৎসল্য গুণ বলিয়াই জানিতে হইবে। ভক্তের শ্রীভগবান গোবিন্দদেব কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তই পরম প্রিয়, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তাধীনমনা, এবং ভক্তও শ্রীকৃষ্ণার্পিত মনা॥৩৬॥

এই প্রকার ভক্তপক্ষপাতাধিকরণ চতুর্দশ সমাপ্ত হইল॥১৪॥

১৫।। সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণম্

।।ওঁ।। সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ।।ওঁ।। ২।১।১৫।৩৭।।

অবিচিন্ত্যস্বরূপে সর্ব্বেশ্বরে সর্ব্বেষাং বিরুদ্ধানামবিরুদ্ধানাঞ্চ ধর্ম্মাণামুপপত্তেঃ সিদ্ধেশ্চ

১৫।। সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণম্ ।

সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মাণাং শ্রীগোবিন্দেঽখিলাত্মনি ।
উপপত্তিরিতি হ্যস্মিন্ পাদস্যান্তে নিরূপ্যতে ॥

অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথম পাদস্যাধিকরণমুপসংহরন্ সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—সর্ব্ব ইতি। সর্ব্বেষাং বিরুদ্ধানামবিরুদ্ধানাঞ্চ ধর্ম্মাণাং শ্রীগোবিন্দদেবে উপপত্তেঃ ; ন—প্রধান পরমাণু জীবাদিকারণবাদানাং সঙ্গতি রিতি সূত্রার্থঃ। অথ সর্ব্বভূত সুহৃৎ সর্ব্বকারণকারণ—অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভক্তবাৎসল্যতামুপপাদয়ন্তি—অবিচিন্ত্যেতি। অত্র বিরুদ্ধাগুণাঃ—তথাহি ঈশোপনিষদি—৫, তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ। তবল্‌কারোপনিষদি—২।৩ যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ কঠোপনিষদি—১।৩।১৫, অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ মুণ্ডকে চ ৩।১।৭ বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্ম

১৫। সর্বধর্মোপপত্ত্যধিকরণের ব্যাখ্য।

অখিলাত্মস্বরূপ শ্রীগোবিন্দদেবে ধর্মসকলের উপপত্তি দেখা যায়, তাহা প্রথম পাদের অন্তে নিরূপণ করিতেছেন।

অনন্তর দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদের অধিকরণনিরূপণ ভগবান শ্রীবাদরায়ণ উপসংহার করিতেছেন—সর্ব' ইত্যাদি। বিরুদ্ধ অবিরুদ্ধ ধর্ম সকলের শ্রীগোবিন্দদেবে উপপত্তিহেতু প্রধান পরমাণু জীবাদিকারণ বাদের কোন প্রকার সঙ্গতি দেখা যায় না ; ইহাই সূত্রার্থঃ।

অতঃপর সর্বভূতসুহৃৎ সর্বকারণ কারণ অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীগোবিন্দদেবের ভক্তবাৎসল্যতা গুণের উপপাদন করিতেছেন অবিচিন্ত্য' ইত্যাদি। অবিচিন্ত্যস্বরূপ সর্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবে বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধধর্ম সকলের উপপত্তি এবং সিদ্ধি দেখা যায়,সুতরাং নিজভক্ত পক্ষপাত ও তাঁহার গুণ, ইহা সুবিজ্ঞ গণ স্বীকার করিবেন।

যেমন শ্রীভগবান জ্ঞানাত্মক হইয়াও জ্ঞানবান, বর্ণশূন্য হইয়াও শ্যামসুন্দর এবং অবিষম হইয়াও ভক্তপ্রিয়, নিত্য ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধগুণ সকল পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবই বিদ্যমান আছে। এইস্থলে শ্রীভগবানে বিরুদ্ধগুণ সকল এই প্রকার ঈষোপনিষদে বর্ণিত আছে—সেই ব্রহ্ম চলেন বা গমন করেন,

ভক্তপক্ষপাতোঽপি গুণঃ সুজ্ঞেরাস্থেয় এব। যথা জ্ঞানাত্মকোঽপি জ্ঞানবান্ শ্যামসুন্দরশ্চ এবম-বিষমো ভক্তপ্রেয়া নিত্যাদয়োমিথো বিরুদ্ধাঃ, ক্ষান্ত্যার্জবাদয়োঽবিরুদ্ধাশ্চ পরস্মিন্নেব সন্তি।

তরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎ স্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥ তৈত্তিরীয়োপনিষদি ২।৭।২, যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি" ইতি।

ছান্দোগ্যে ৬।১।৩, যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি" ইতি। বৃহদারণ্যকেঽপি—৩।৮।৮, সহোবাচ এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থুলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘ-মলোহিতমস্নেহ মচ্ছায়ম্" ইত্যাদি। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চ—৩।১৯, অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তিবেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥ শ্রীগীতাসু—৯ ৪-৫, ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎ স্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ন চ মৎস্থানি ভূতাণি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ শ্রীভাগবতে ৪ ৯ ১৬, যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনু পূর্ব্ব্যাৎ। তদ্ ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্যমানন্দ মাত্র মবিকারমহং প্রপদ্যে॥

এবং গমন করেন না. তিনি বহুদূরে অর্থাৎ ভক্তিরহিত মানবের অপ্রাপ্যহেতু অনেক দূরে অবস্থান করেন, পুনঃতিনি ভক্তিমান সাধকের অতিশয় নিকটে,(তৎ উ অন্তিকে) এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার অন্তরে এবং তিনি সকল পদার্থের বাহিরে অবস্থান করেন।

কেনোপনিষদে বর্ণিত আছে যে বিদ্বান মনে করে আমি ব্রহ্মকে জানি না সেই তাঁহাকে জানিতে পারে ; কিন্তু যে বিদ্বান গর্বভরে বলে আমি ব্রহ্মকে জানি, সে কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ে কিছুই জানে না। ভক্তি ভাব বিভাবিত হৃদয়ে যাহার "আমি তাঁহাকে জানি না' এই প্রকার বুদ্ধির উদয় হয় সেই তাঁহাকে জানিতে পারে ; কিন্তু প্রাকৃত বুদ্ধির অহঙ্কারে যে তাঁহাকে আমি জানি বলে' সে ব্রহ্ম বিষয়ে কিছুই জানে না।

কঠোপনিষদে শ্রীযম বলিয়াছেন—সেই পরব্রহ্ম শব্দ স্পর্শ রূপ রহিত অব্যয় স্বরূপ, তথা রসরহিত নিত্য এবং অগন্ধবান, অনাদি অনন্ত মহতের ও শ্রেষ্ঠ ধ্রুব স্বরূপ তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুমুখ হইতে মুক্তি লাভ করে। মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত আছে—সেই ব্রহ্ম বৃহৎ দিব্য ও অচিন্ত্য রূপবান, তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর রূপে সুশোভিত, তিনি দূর হইতেও বহুদূরে, এবং অতিশয় নিকটে তথা হৃদয় গুহায় নিহিত আছেন ভক্তযোগিগণ তাঁহাকে দর্শন করেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদে আছে, যে কালে এইসাধক এই অদৃশ্য অনাত্ম্য অনিরুক্ত অনিলয় স্বরূপ পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করে সে অভয় হয়। ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে—যাহার শ্রবণের দ্বার অশ্রুত বস্তুও শ্রবণ করা হয় ; বোধ রহিত বস্তুরও বোধ হয়, অবিজ্ঞাত

স্মৃতিশ্চ (কু॰ পু॰) ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে। তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন ॥ গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্ততঃ ॥ ইতি। তথাচাবিষমোঽপি

অথাবিরুদ্ধা ধর্ম্মাঃ তে চ—সত্যকাম-সত্যসঙ্কল্প স্বেতরসর্ব্বনিয়মক-অখিলরসামৃতমূর্ত্তি-ভক্তবাৎসল জগন্নিমিত্তোপাদান কারণ ইত্যাদ্যাঃ। অত্র শ্রীকূর্ম্মপুরাণ বচনেন প্রমাণয়ন্তি—স্মৃতিশ্চেতি। ভগবান্—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ, ঐশ্বর্য্যং অবিচিন্ত্যশক্তিযোগাৎ বিরুদ্ধঃ অণুঃ—মহান্ ইত্যাদি অর্থঃ অভিধীয়তেশাস্ত্রৈরিতি।

তথাপি পরমে—অবিচিন্ত্যপরমৈশ্বর্য্যবতি শ্রীগোবিন্দদেবে দোষাঃ বৈষম্য নির্দ্দয়তাদয়ঃ নৈবাহার্য্যাঃ,ন স্বীকরণীয়া ইতি। কিন্তু বিরুদ্ধা অপি এতে গুণাঃ সমন্ততঃ সমাহার্য্যাঃ। তথা চ শ্রীভাগবতে—১।১৬।২৬-২৯, সত্যং শৌচং দয়াক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবম্। শমোদমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্॥ জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজোবলং স্মৃতিঃ। স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দ্দবমেব চ॥ প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহওজোবলং ভগঃ। গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তিমানোঽনহং কৃতিঃ॥ এতে

পদার্থেরও জ্ঞান হয়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন হে গার্গি! এই সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম ব্রাহ্মণগণ যাহাকে অস্থূল অনণু, অহ্রস্ব অদীর্ঘ আলোহিত অস্নেহ অচ্ছায় বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বর্ণিত আছে—সেই পরব্রহ্ম করচরণাদি রহিত, বেগবান, গ্রহণ কর্ত্তা, চক্ষু রহিত হইয়াও দর্শন করেন, কর্ণ রহিত হইয়াও শ্রবণ করেন তিনি সকল পদার্থ জানেন, তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই, বেদাদি শাস্ত্রে তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠমহান পুরুষ বলেন শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে পার্থ! আমি অব্যক্ত মূর্ত্তির দ্বারা সকলব্যাপ্ত আছি, ভূত সকল আমাতে অবস্থান করিতেছে কিন্তু আমি ভূতসকলে অবস্থান করি না ভূতসকল আমার স্থান নহে ইহাই আমার ঐশ্বরিক যোগবল। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে যাহাতে বিরুদ্ধগতি যুক্ত বিদ্যা অবিদ্যাদি বিবিধ শক্তি সকল ক্রম পূর্বক সর্বদা প্রাদুর্ভাব হয়, সেই বিশ্ব কারণ এক অনন্ত আদ্য আনন্দমাত্র বিকার রহিত ব্রহ্মের শরণ গ্রহণ করি। অনন্তর অবিরুদ্ধগুণ সকল বলিতেছেন তাহা সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প স্বেতর সর্বনিয়ামক অখিল রসমৃত মূর্ত্তি ভক্তবাৎসল্য জগন্নিমিত্তোপাদান কারণ ইত্যাদি অনেক।

এই স্থলে শ্রীকূর্ম পুরাণের বচনের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—স্মৃতিও ইত্যাদি। শ্রীভগবান ঐশ্বর্য্য যোগহেতু বিরুদ্ধ ধর্মযুক্ত বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হয়েন; তথাপি পরমেশ্বরে কোন প্রকার দোষ অধ্যাহার করা উচিত নহে; কিন্তু বিরুদ্ধগুণ সকলও সমন্ততঃ অধ্যাহার করা উচিত। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব অবিচিন্ত্যশক্তি যোগ হেতু বিরুদ্ধ-অর্থাৎ অণু মহান ইত্যাদি অর্থ শাস্ত্র সকলে অভিহিত করেন। তথাপি অবিচিন্ত্য পরমৈশ্বর্য্যবান শ্রীগোবিন্দদেবে দোষ অর্থাৎ বৈষম্য নির্দয়তাদি

হরি র্ভক্ত সুহৃদিতি সিদ্ধম্ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে শ্রীগোবিন্দভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥২।১॥

চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ। প্রার্থ্যা মহত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিং ॥ অতঃ সর্ব্ববিধবিরুদ্ধা বিরুদ্ধধর্ম্মাণামাশ্রয়ঃ শ্রীগোবিন্দদেব ইতি অধিকরণার্থঃ।

সঙ্গতি ঃ—অথ সঙ্গতিপ্রকারমাহুঃ তথা চ' ইতি। নিরপেক্ষকৃপাকারী ভক্তেষু শ্যামসুন্দরঃ। তথাপি ন চ বৈষম্যমিত্যধিকরণ স্থিতিঃ ॥ নবাম্বুদলসৎকান্তিং রাধালঙ্কৃতবিগ্রহম্। ভক্তসৎকুমুদাহ্লাদি-ব্রজবিধুং নমাম্যহম্ ॥৩৭॥

ইতি ভক্তপক্ষপাতাধিকরণং পঞ্চদশং সমাপ্তম্ ॥১৫॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে শ্রীগোবিন্দভাষ্য ব্যাখ্যানে অবিরোধাখ্য দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদস্য শ্রীমদ্ বেদান্ততীর্থস্যকৃতৌ শ্রীশ্রীরসিকানন্দভাষ্যম্ সম্পূর্ণম্ ॥২॥১॥

দোষ সকল অধ্যাহার করিয়া স্বীকার করা উচিত নহে। কিন্তু এই বিরুদ্ধ গুণ সকলও সর্বত্র সমাহৃত করিতে হইবে।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—শ্রীপৃথিবী দেবী কহিলেন হেধর্ম! সত্য শৌচ দয়া ক্ষান্তি ত্যাগ সন্তোষ সরলতা শমদম তপস্যা সমানতা তিতিক্ষা উপরতি পাণ্ডিত্য জ্ঞান বিরক্তি ঐশ্বর্য্য শৌর্য্য তেজ বল স্মৃতি স্বতন্ত্রতা কৌশল কান্তি ধৈর্য্য মৃদুতা প্রগল্‌ভতা প্রশ্রয়তা শীল সহ-সহনশীলতা ওজ বল ঐশ্বর্য্য গাম্ভীর্য্য স্থিরতা আস্তিক্য কীর্ত্তিমান অহঙ্কারশূন্যতা, হেভগবন্! এই সকল এবং অন্য মহা গুণাবলী যাহাতে নিত্য বিদ্যমান, মহান হইতে ইচ্ছু ব্যক্তিগণ যাহা প্রার্থনা করে সেই মহাগুণবৃন্দ যাহা হইতে কখনও বিযুক্ত হয় না সেই গুণালয় শ্রীকৃষ্ণ রহিতা হইয়াছি। অতএব সর্ব প্রকার বিরুদ্ধ অবিরুদ্ধ ধর্ম সকলের আশ্রয় শ্রীগোবিন্দদেব ইহাই এই অধিকরণের অর্থ।

সঙ্গতি—অনন্তর এই অধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন—তথা চ "ইত্যাদি। অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেব সকলের প্রতি অবিষম হইলেও ভক্ত সুহৃৎ-ভক্তবৎসল ইহাই সিদ্ধ হইল। শ্রীশ্যাম সুন্দর নিজভক্ত বিষয়ে নিরপেক্ষ কৃপাকারী, তথাপি তাঁহাতে কোন প্রকার বিষমতা দোষ নাই ইহাই এই অধিকরণের নির্ণয়। যিনি নবীন জলধরের ন্যায় কান্তিযুক্ত শ্রীরাধালঙ্কৃত মূর্ত্তি সৎভক্ত কুমুদের আহ্লাদ প্রদাতা সেই ব্রজচন্দ্রমাকে আমি নমস্কার করি ॥৩৭॥

এই প্রকার ভক্ত পক্ষপাতাধিকরণ পঞ্চদশ সমাপ্ত ॥১৫॥

এইপ্রকার শ্রীমদ্ব্রহ্ম সূত্রে শ্রীগোবিন্দভাষ্য ব্যাখ্যায় অবিরোধনামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদের ব্যাখ্যা **শ্রীশ্রীরাধাচরণ চন্দ্রিকা** অনুবাদ সম্পূর্ণ ॥২।১॥